দাদাজী প্রোবাচ

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

সকল দুয়ার আপনি খুলিল
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল।

সংকলক ঃ- শ্রীননীলাল সেন

দাদাজী প্রোবাচ

(চতুর্থ উচ্ছ্বাস)

দাদাজী

সংকলক ঃ—

শ্রীননীলাল সেন

ডাঃ শ্রীমতী পূরবী ভারতীয়
এবং
ডঃ শ্রীমতী কস্তুরী সেন
কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রীমতী মধুমিতা রায়চৌধুরী
(১৮৮/১০এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড,
কলিকাতা-৪৫) কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ—১৫ই এপ্রিল ১৯৯৬

প্রাপ্তিস্থান—১৮৮/১০এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৪৫

এই গ্রন্থের অন্য ভাষায় অনুবাদ শ্রীমতী রায়চৌধুরীর
অনুমতিসাপেক্ষ

মূল্য : পঁচিশ টাকা

শ্রীঅধীর ঘোষ কর্তৃক কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
২৫, ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট. কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

যাঁর গৃহে সর্বদা মধু-র নির্ঝরে এবং দাদাজীর অঙ্গ গন্ধে মদির, যিনি গৌরলীলার পরবর্তী অসমোর্ধ্ব দাদাজী-লীলায় উল্টোরথের পুরোধা, যাঁকে দাদাজী 'মহাজন' আখ্যায় ভূষিত করেছেন, উড়িষ্যা সরকারের পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশনের একদা চেয়ারম্যান সেই ৺চিন্তামনি মহাপাত্রের উদ্দেশ্যে এই দীন প্রচেষ্টার চতুর্থ উচ্ছ্বাস পরম শ্রদ্ধাভরে সমর্পিত হোল।

বিনীত সংকলক

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

১০.৬.৭৯ (তদেব)] আজ রবিবার। আমেরিকার topmost neuro-surgeon Dr. Nag-য়ের শাশুড়ী আসেন। দাদা পিতাজীকে নিয়ে পৌনে ১১তে এলেন।] দাদা ঃ-Communist একমাত্র উনি। আর কেউ কি Communist হতে পারে? Communism তো Communion থেকে এসেছে। মানুষ Communist হবে কেমন করে? .....সাধু-সন্ন্যাসীকে টাকা দেওয়া, এতো ego! সন্ন্যাস কেউ জানে কি? Patience হলেই দান। আমরা তাঁকে ছেড়ে দিতে পারি না। .....আচার্যকে কুয়োর ব্যাঙ্ আর দরিয়ার ব্যাঙের কথা বললাম। ....ননী সেন তো ego নিয়েই এসেছিল। অবশ্য ego টা উনি শেষ করে দেবেন। ৫ জন লোক নদীতে ডুবে গেল। ২ জন উঠলো; ৩ জন উঠলো না। ননী সেন বললো ঃ চেষ্টা করলে ওদের বাঁচানো যেতো। তাই কি? একটা plane crash হোল। ২৫০ লোক মারা গেল; ৩ জন বাঁচলো। কী বলবে? দেরীতে ছাড়লে বেঁচে যেতো। ....(গোপালদাকে নিয়ে ঠাট্টা) স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে ব্রাহ্মণ ভোজনে কোন্নগর গেছে। ১টা গামছা, ১০ গ্রাম চাউল—এর অর্থ কেউ বোঝে? (সুনীলদাকে নিয়ে ঠাট্টা। শেষে ডাঃ রায়কে নিয়ে।) ডাঃ রায় মনে করে সে সব কিছু করতে পারে। কিছু অন্যায় বললাম? ননীদা কি বলেন? (ননী সেন মওকা পেয়ে বললো ঃ যদি উল্টো বলি, রাখতে পারবেন?) ....অখণ্ড ভাগ্যই ভগীরথ; ভাগ্যরূপে ভগবান্। 'ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রম্'। ....দুনিয়া কাকে বলে জানিস্? দুই নিয়া। ....ঈশ্বরানন্দও একদিন লেকে বেড়াতে বেড়াতে হাত তুলে নমস্কার করে। এখন আর তাকে কেউ নমস্কার করে না। ....একসঙ্গে ত্রিভুবনে এর কথা শোনে। ....২০ বছর পরে দেখবি, এক ছাড়া আর কিছু থাকবে না। (সবাই উঠছেন, এমন সময়ে ননী সেন অ্যাটর্নি মধুদাকে বাড়ীর দলিলের draft-টা ফেরৎ দিচ্ছেন, দাদা বেরিয়ে এসে বললেন ঃ ননীদার খবর কি? মধুদা দাদাকে বললে দাদা বললেন ঃ ওটা কাল নিয়ে আয়; বাপ্পাকে দেখাতে হবে। ওঃ, গীতা! তুই নিয়ে যা।।) ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র। কারণ, ভাগ্যরূপে ভগবান্—দাদা।)

১২.৬.৭৯ (তদেব) দাদা ঃ-ননীগোপাল এসেছিল। মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছে। বললাম ঃ ঠিক করে দিয়ে দাও; বয়স বেড়ে যাচ্ছে। লোকে তো রূপ চায়! রূপটা কি রে? দেহ বিগড়ালে রূপ থাকে কি? ....sponsorship পেয়ে গেলাম; Rockefeller দিয়েছে। আগে Freeman দিয়েছিল। তাতে বলেছিল, টিকেট পেলে আসুন। এখন এটা দেখে আঁতকে উঠেছে। বলেছে, ইনি কে? উত্তর ঃ অমিয় রায়চৌধুরী। আমরা দাদা বলি। বলেছে, এটা দেখালে টিকেট না হলেও চলবে। (ডাঃ নাগের শাশুড়ী ও ছোট শালী আসেন।) দাদা ঃ-ডাঃ নাগ স্ত্রী নমিতাকে বলে ঃ তোমাকে divorce করবো; তুমি দাদাজীর কাছে যেতে পারবে না। তার কিছু পরেই বললো ঃ যাও নি? এই রুই মাছটা দিয়ে এসো। পরের দিনে বললো ঃ এই চিংড়িগুলো দিয়ে এসো। রোজ টাটকা মাছ পাঠিয়েছে। ওর ছেলেকে অবশ্য ঠাকুরই বাঁচিয়েছেন। রমাকে ডাঃ নাগ আবার operation করে ঠিক করেন। লন্ডনে রমা যখন oxygen নিতে পারছিল না, তখন ডাঃ ব্রেজিল চরণজল দেন। ডাঃ নাগ বিভিন্ন দেশের অসংখ্য ডিগ্রীধারী; কখনো second হয়নি। ....Dr. Dohm বলেছে, তার বাড়ীতে মাত্র ৩৫ জন থাকবে। দাদা 6th/7th July আমেরিকা যাবেন। ফ্রান্সে এক দিনের জন্য যেতে পারেন।

১৭.৬.৭৯ (তদেব) দাদা (ননী সেনকে) শরীর খারাপ? এখানে আসুন। পিতাজী ঃ দাদাজী। রাজসূয় যজ্ঞ কেয়া হ্যায়? (ব্যাখ্যা করার পরে) দাদা ঃ পোরবন্দরে রাজসূয় যজ্ঞ হয়েছে। পিতাজীর শাশুড়ী coma-তে আছেন। ওদের প্রার্থনা, যাতে সজ্ঞানে যায়। রাত ৪ টায় দাদা সেখানে গেলেন। সবাইকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। ৫ মিনিট পরে বেরিয়ে এলেন। আধ ঘণ্টা পরে খোঁজ নিতে বললেন। জানা গেল, রোগিনী চোখ মেলে এপাশ ওপাশ ফিরছে। আবার আধ ঘণ্টা পরে জানা গেল, উঠে বসেছে, all right, এটা রাজসূয়। ....গেরুয়া কবে ছিল? বুদ্ধ, জৈন, শংকর, মহাপ্রভু—কেউ গেরুয়া পরেননি। শংকরের পূর্বজন্মস্মৃতি ছিল, শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। যোগী ছিলেন কেমন করে? তাহলে কি বলে, আমি ভুল করেছি, 'ভজ গোবিন্দম্'! যজ্ঞেশ্বরই যোগী। তৈলঙ্গস্বামীও ২৫০ বছর বয়সে ভুল বোঝেন; ক্রিয়াযোগের শেষ পৌঁছেছিলেন। লাহিড়ী মশাইও।

[দাদা ১৯শে সন্ধ্যায় বৌদি ও অভিদাকে নিয়ে যাত্রা করলেন লন্ডনের পথে। রমা বাসা থেকে aerodrome -য়ে গিয়ে সঙ্গী হোল।]

২৪.৭.৭৯ [আজ ননী সেনের কাছে Portland থেকে ১০.৭.৭৯-তে লেখা অভিদার চিঠি এলো; সঙ্গে দুটো article-য়ের cutting দুটো paper থেকে। চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হোল ঃ Harvey's স্থান। কাল অপূর্ব সমাবেশ church এ—নারীপুরুষে ভেদ রহিল না—সবাই দাদার আলিঙ্গনে ও চুম্বনে সুবাসিত সুগন্ধিত হলেন;

London এ Rev. Minister of Church of England দাদার TV interview করে article দিলেন। ....Main work is done. London বিভিন্ন এলাকায় এবার সত্যনারায়ণ করলেন selected সমাবেশে।

বেশী লিখব না—16th July Los Angeles যাব—তারপর অন্যান্য programme—August 1st week লন্ডন হয়ে কলিকাতা।

Newspaper cutting ২ টোর বিবরণ। ১) Express, London, Friday, July 6, 1979-য়ে Toni Holloway-র Why I made excuses and left. ২) Mirror, London, Wednesday, July 4, 1979 -য়ে Professor Denis Judd-য়ের (London University) Divinity within.

৫.৮.৭৯ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) [পয়লা আগষ্ট দাদা কলকাতা ফিরে আসেন। আজ রবিবার। প্রচুর জনসমাবেশ হয়েছে। নানা American Journal থেকে ২টো article পড়লো। একটি Henry Millerয়ের, আরেকটা এক scientist-য়ের] দাদা ঃ Henry Miller সাংঘাতিক লোক। অভিরা দুবার তার কাছে গিয়ে ফিরে এসে তৃতীয় বারে appointment করে দাদাকে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওর ফটো আছে। রবীন্দ্রনাথ ওকে বলেন ঃ তুমি তাঁর দেখা পাবে। সে একটা লেখা দেখালে দাদা বলেন ঃ তুমি তো পেয়েই গেছো; ঐ তো তোমার লেখার ভিতরে, তুমি যা লিখেছো, তারপরে। দেখে লুটিয়ে পড়লো। দাদা দক্ষিণা চাইলেন। Miller cheque book আনতে বললেন। আনলে বললেন, blank cheque দিচ্ছি, টাকার অংক বসিয়ে নিও। এ হেসে বললো ঃ টাকা দিয়ে কী হবে? তোমার experience লিখে দাও। উনি ঃ এখন তো হাত কাঁপে। দাদা বললো ঃ ৪ লাইন, ১ লাইন। পরে সে বললো, একজন type করলো। (scientist-য়ের লেখাটা পড়ার সময়ে) দাদা ঃ ইংরেজী শোনো। আইনস্টাইনের theory যে বাতিল করেছে! Holly Hill-য়ে জমায়েতে এক হংস মহারাজ না কে দাদাকে charge করেন Indian culture য়ের বিরুদ্ধে বলার জন্য। শেষে সে মহানাম দেখে লুটিয়ে পড়ে; ফটো নেওয়া হয়। Los Angeles-য়ে দাদার গায়ে machine-য়ের (computer camera-র) তার (sensor) বুকে কপালে মাথায় fit করে একে চোখ বুজে থাকতে বলে; আর Houston-য়ে hospital-য়ে stroke-য়ের patient stewart (যে কলকাতায় Grand Hotel-য়ে দাদার কথা record করে TV-র জন্য)। সেখানেও যন্ত্র। সেখানকার সব এখানে দেখা ও শোনা যাচ্ছে, এখানকার সেখানে। কিছুক্ষণ এই রকম চলার পরে একে চোখ খুলতে বললো; তারপরে প্রশ্ন ঃ কোথায় ছিলেন? এ বললো ঃ stewart-য়ের কাছে। ওরা বললো ঃ তাকে তো operation করতে হবে। এ বললো ঃ না, সে ভাল আছে; সে হাসছে। একটি বুড়ো লোক তাকে কফি খাইয়েছে। ওরা বললো ঃ আপনি সেখানে গেলেন কেমন করে? বললাম ঃ space তো এইটুকু। ওরা পরে বললো ঃ আপনার ঐ সময়ে heart beat, pulse, brain function কিছুই ছিল না। একেবারে inert. ডাঃ সরকার এ নিয়ে লিখবেন। ....বিরাট লাইন করে বহু লোক মহানাম নিতে আসে। এ বললো ঃ এতো অসম্ভব। ১০ জনকে ডাকো। সামনের বছর এলে আবার দেখা যাবে।

১২.৮.৭৯ (তদেব) দাদা ঃ ভারত তো ইটালীর border থেকে চীনের কিছুটা পর্যন্ত ছিল। এদিকে ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি নিয়ে রাশিয়ার border পর্যন্ত। কাবুল, আফগানিস্থান, ইরাণ প্রভৃতি তো ছিলই। (অভিদা বললেন ঃ য়ুরোপের নানা দেশের অনেকে জানিয়েছে, তারা না দেখেই ভক্ত হয়েছে। একজন দাদার নাম স্মরণ করে চাকরী পেয়েছে। Cobalenco-র এক ছাত্র রাশিয়া থেকে জানিয়েছে, আপনার আসার প্রতীক্ষায় আছি। আপনা থেকেই নানা ঘটনা ঘটছে।]

১৪.৮.৭৯ (গোপালদার বাড়ী; পূর্বাহ্ন) [আজ জন্মাষ্টমী। গোপালদার বাড়ীতে সত্যনারায়ণ পূজা হবে। দাদা ১২টায় এলেন। ননী সেনকে ডাকলেন। 'একা এসেছিস্' বলে ভিতরে গেলেন। নানা কথা, বিশেষতঃ আমেরিকায় যা ঘটেছে। রমা বললো Sally Sacks-য়ের (President Carter-য়ের বোন) দাদাকে এক বিরাট diamond ring দেবার কাহিনী। বাসায় গিয়ে সে স্বামীকে বললো ঃ যে ring-টা present করেছিলে, সেটা দাদাজীকে পরিয়ে দিয়ে এসেছি। স্বামী বললো ঃ আমি জানতাম; সেই জন্যই তো দিয়েছি। (দাদা পরে অবশ্য ring-টা ফেরৎ দেন।) ....(মোরারজী প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গে) কেউ নিজের ছেলে-মেয়ের দোষ দেখতে পায় না। ননীদার স্ত্রী তো নিজের ছেলেমেয়ের দোষ ধরে না; আমার ছেলেমেয়ের দোষ ধরে। ....(বিকেলে ৪·১৫ টা নাগাদ বসার ঘরে এসে বললেন গোপালদাকে ঃ) তোর bath-toom তো সেই ওপাশে। তাহলে চলি। (কিন্তু, গেলেন না। light এলে

আরো জমিয়ে বসলেন। বললেন ঃ) ১৯২৬/২৭ সাল থেকে ননীগোপালকে এইভাবেই দেখছি। ১৯৩৬ সালে ঢাকা রেডিও স্টেশন উদ্বোধন করাতে যাই জ্ঞানগোঁসাই প্রভৃতি সহ। .... পংকজ মল্লিক মাঝে মাঝে অভিকে শুধায়, "গোবিন্দ ভালো আছেন?" ....আর ৫/৭ বছর পরে কলকাতার রাস্তায় গাড়ী করে যাওয়া যাবে কি? ....(পথপ্রদর্শক-প্রসঙ্গ) জন্ম থেকেই তো পথপ্রদর্শক আছেন। ....রাবণ মহাবৈষ্ণব। লক্ষ্মণকে পাঠালে বললো, এতো অ-আ ক-খও জানে না। তারপরে রাম তার মধ্যে প্রকাশ পেলেন। যতীনদা ঃ দাদা বলেন, উনি একবার কারুর ভিতরে ঢুকলে আর বেরুতে পারেন না। আমরা একরকম রস পাই, শচীন রায় চৌধুরী শৈলেন সেন অন্যরকম; বীভৎস রস। দাদা ঃ এই যত্যা মুখ খুললো। বল্, শালা, বল্। যতীনদা ঃ ঠাকুর বলতেন, গোপালই গোবিন্দ হয়ে যায়। ....দাদা ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে হাত পেতে সূর্যের সোনালী রস খেতেন দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। এইটাই আসল সূর্যবিজ্ঞানের ফল। এটা scientist-রা জানে না। যোগী-ঋষিরাও না; এই ছিটে-ফোঁটা জানে। জানতো দ্বারকার কৃষ্ণ, জানতো মহাপ্রভু। আর রাম ঠাকুর তো জানতেনই। এটা জানলে সমস্ত জগৎটাই নিজের আয়ত্তে এসে যায়। ....একদিন আমি দেখি, দাদা bathroom থেকে বেরুলেন; অনিল মৈত্র দেখলো, দাদা সিঁড়ি দিয়ে উপরে আসছেন। অথচ পরেই দেখলাম, দাদা ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ করছেন। পরে দাদাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন ঃ এটাই তো আসল। দীনেশদা একদিন ঠিক গোপালদার মতো দাদাকে সত্যনারায়ণ রূপে দেখেন। ....দাদা ঃ আগে মোষ বলি দেওয়া হোত। দেখা গেল, খেতে সুবিধা নয়; তাই বন্ধ হোল। সব চেয়ে নিরীহ জীব পাঁঠা, তাকে বলি দেওয়া হয়। কেন, বাঘ সিংহ বলি দেয় না কেন? ....(চাঁদে যাওয়া প্রসঙ্গে) ওরা এখন বলছে, প্রশান্ত মহাসাগরে অনেক bucket দ্বীপ আছে। এ বলছে, সেখানেও জীব আছে; অনেকটা এইরকমই। ....এই বেটার (গোপালদা) সম্বন্ধে বড়ো চিন্তা হয়। শালা, December অবধি তো থাক্ ; তার পরে দেখা যাবে। গোপালদা ঃ December অবধি তো আছি। দাদা ঃ দুর্শালা। তুই মর্লে কাঠি দেবো কাকে? ৮০ পর্যন্ত দুই জনে গান করবো। (দাদা হেসে অন্য প্রসঙ্গে গেলেন।) ....। দাদা ঃ এদের অবর্ত্তমানে কি আর এরকম আনন্দ এ বাড়ীতে থাকবে? লোকটা pure তো। গোপালদার শ্যালক ঃ দাদা। আমার বাড়ী একদিন যাবেন বলেছিলেন। দাদা ঃ এখন আর কোন বাড়ী-টারী যেতে ইচ্ছা করে না। এ বাড়ীর কথা আলাদা। পৃথিবীতে এরকম বাড়ী আরেকটা আছে নাকি। একেবারে বৃন্দাবন। (৬·৩০ টা নাগাদ চলে যাবার আগে দাদা রমাদিকে বললেনঃ) এবার উঠি; আমাকে বিদায় দাও। (বিদায় দাও। এই একান্ত ব্যতিরেকী কথার কোন গূঢ় তাৎপর্য আছে কি? অবশ্য সংকলকের মন সর্বত্র দোষদর্শী মুষিক-স্বভাব। কিন্তু, দাদার প্রতিটি কথার মূল্য আছে মানুষীভাবে না বলে থাকলে। তা অব্যর্থ দাদা নিজে অন্যথা না করলে। তবে আজকের উৎসবের একটি বৈশিষ্ট্য আছে এবং একটি পশ্চাৎপটও আছে, যেটা আগে বাদ দেওয়া হয় উল্লেখ অসমীচীন মনে করে। আগে পশ্চাৎপটটির কথা বলা যাক্। এর আগে যেদিন গোপালদার বাড়ীতে পূজা হয়, সেদিন দাদা ফোনে গোপালদাকে জানান, তোর বাড়ীতে আজ দুবার পূজা হবে; এ যাবার আগে একবার, আর গেলে আবার। দাদা যাবার আগেই ভিতরে বসার (শোবার) ঘরে যে বিরাট্ সত্যনারায়ণ-পট আছেন, তাতে ' ওঁ ' লেখা হয়ে যায় এবং গন্ধ ছড়াতে থাকে। কিন্তু, এই ' ওঁ ' লেখা সম্বন্ধে একটি ক্রুর জটিল সংশয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি হয় দাদার অনুগামিনী দুই একটি মহিলাকে জড়িয়ে। তাই আজকের পূজায় অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হোল, দাদা বা তাঁর অনুগামিনী বহিরাগতেরা একবারও কখনো পূজার ঘরে যাননি। পূজার ঘরটা বন্ধই ছিল। গোপালদা ও তাঁর পরিবারের লোকেরা পূজার ঘরে যেতে আরম্ভ করলে গন্ধের প্লাবন শুরু হয়। পূজার সব লক্ষণই উৎকট মাত্রায় পূজার ঘরে বিদ্যমান ছিল, ভোগ খাওয়া পর্যন্ত। পরে জানা যায়, দাদা চলে যাবার পরে ঠাকুর ঘরে থেকে বারবার গন্ধ আসছিল, যা সংকলকও তখন লক্ষ্য করে। এটা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে এবং গন্ধের কণ্ঠরোধী অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে গোপালদা সারারাত ঘুমাতে পারেন নি। কাজেই 'বিদায় দাও' এই অস্বাভাবিক বাক্যের কোন গূঢ় তাৎপর্য থাকতে পারে। দাদা সব সময়েই 'আসি' বলে চলে যান। কারণ, তিনি তো 'যাই' বলতে পারেন না। যতীনদার উপরের কথা স্মরণীয়। অন্যদের সম্বন্ধেও বলেন, 'যাওন নাই, আসো গিয়া'। কাজেই প্রেম-ভিখারী কি বিদায় নিল? দাদাই জানেন। যাই হোক্, দাদা চিন্তামণিদা, গীতাদি ও রমাকে নিয়ে ৬·৩০ টা নাগাদ চলে গেলেন গোপালদার মুক্তি, প্রাপ্তি, উদ্ধার ও পরমানন্দপ্রাপ্তির গন্ধমদির মন্দিরা বাজিয়ে।]

১৯.৮.৭৯ (তদেব) [আজ রবিবার। দাদার ডাকে ননী সেনকে ভিতরে বসতে হোল। দীনেশদা ও যতীনদা

আছেন। দাদা যতীনদাকে উস্‌কে দিলেন দীনেশদার গাম্ভীর্য দেখে।] যতীনদা ঃ দীনেশদার স্ত্রী তাঁকে গা-গতর নাড়াতে বলেন। বলেন, শুয়ে-বসে বড়ো বড়ো lecture না দিয়ে আর কোন কাজ না থাকলে দাদার বাড়ী একটু ঘুরে আসো এই রান্না নিয়ে। উনি বলেন, আরে, আমি খেলেই তো দাদার খাওয়া হোল। তখন স্ত্রী বলেন ঃ আর কোন কাজ না থাকলে গৃহপালিত জীবের সেবা করো। দীনেশদা তখন পাশ ফিরে হয়তো বললেন, তুমি তো বোঝ না; আমি কি ঘুমাচ্ছি? office-য়ের নানা problem-য়ের কথা চিন্তা করছি ইত্যাদি। আসলে ওর ঘুমের কোন তুলনা হয় না একমাত্র মানা ছাড়া। ....(দাদার গোপালদাকে নিয়ে ঠাট্টা। যাদবপুরের সর্বানন্দ ব্যাপারী, রামকৃষ্ণ আশ্রম, গেরুয়া, একাদশ পক্ষ। ওর বয়স ৪২, স্ত্রীর ৫০ ইত্যাদি।) ....দাদা ঃ Henry Miller রাধাকৃষ্ণ নিয়ে প্রশ্ন করে। বলে, রাধার স্বামী অন্য, তাহলে এটা কি রকম? এ বললো ঃ রাধার স্বামী ক্লীব; প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নাই। রাধাকৃষ্ণের যে প্রেম, সে কি আলাদা হয়ে? এই পথ দিয়ে, এই বনের মধ্যে দিয়ে রাধা যেতো কৃষ্ণের সঙ্গে মিলতে? এতো অসভ্যতা। রাধা বা কৃষ্ণ নিজেও জানে না, কী হচ্ছে! কৃষ্ণ নিজের রসটা জানে না, রাধা জানে। তাই রাধা বড়ো। সে তো অপূর্ব সুন্দরী। মানুষ ওরকম সুন্দর হতে পারে না। দেহটা আবার সুন্দর হবে কেমন করে? দেহটার তো অস্তিত্বই নাই। কৃষ্ণরাধা বলে না, রাধাকৃষ্ণ বলে। জগতের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই। ....একজন বললো ঃ ৭ বছরে শংকর বেদান্ত লিখলো। এ বললো ঃ ৭ লক্ষ বছর পরে। (দেহটাকে দেখিয়ে) এটাও তো action-reaction ! এই দেহটা গুরু নয়। তাঁর কথা ত্রিলোকে শোনে। ....প্রেমরসের উপরে কৈবল্যনাথ; তার পরে সত্যনারায়ণ, যেটার কথা বুদ্ধ বললেন,—বোধি, শূন্য। ....প্রেমটা কি দেহের সঙ্গে? অবশ্য দেহটা না থাকলেও প্রেম হয় না; কিন্তু দেহ-চেতনা থাকে না, দেহটা মরে থাকে।

২৫.৮.৭৯ (তদেব) [মিসেস্ সেন বিকালে দাদালয়ে গেল। দাদা তখন তিনতলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। মিসেস্ সেন দোতলার সিঁড়িতে বসলো দাদার মুখোমুখি।] দাদা ঃ শান্তিদির কি মন খারাপ? ভিতরে আসুন। (নানা প্রসঙ্গ; শেষে অরবিন্দের মামলা।) দাদা ঃ আগের দিন রাত্রে সি. আর. দাশ অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন। নিরীহ লোকটিকে বাঁচাবার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। রাত অনেক হয়েছে। চাকর এসে অনেকবার খাবার তাগিদ দিয়ে গেছে; বাসন্তী দেবীও। উনি বলছেন ঃ একটা লোক কাল ফাঁসি যাবে, আর আমি খাবো? ওখানে নলিনী সরকার ছিলেন। ওঁর মতো বুদ্ধিমান্ কেউ ছিল না। সরকার বললেন ঃ আপনি বছর ৭ আগে বলেছিলেন, ইংলণ্ডে জন্মালে এদেশে তার ফাঁসি বা দ্বীপান্তর হয় না। দাশ বললেন ঃ না, ইংলণ্ডে জন্মায়নি। পেয়ে গেছি; ইংলিশ Channel যখন cross করছিল, তখন জন্ম। আনন্দে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ে চাকরকে চা দিতে বললেন। তখন ভোর ৪টা। পরের দিন হাসতে হাসতে ওঁকে বাঁচালেন। গোয়ালঘরে ৭ বছর থাকতে হোল। চিররঞ্জন মাতাল হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে। বাসন্তী দেবী খবর পেয়ে ঘরে আনালেন। দাশকে খবর দিলে তিনি বললেন ঃ মারা তো যায় নি। ....একজনের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। রাত ১২.১০-য়ে ফাঁসি। সে একবার বিদ্যাসাগরকে দেখতে চায়। বিদ্যাসাগরের কাছে যখন লোক গেল, তখন তিনি bathroom-য়ে। দেরী করে বেরুলেন; জেলে পৌনে বারোতে। তাঁকে তাড়াতাড়ি দেখা করতে বলা হোল। বললেন ঃ ব্রাহ্মণ মানুষ। একটু জল চাই হাত মুখ ধুতে। ধুয়ে ১২.০৫-য়ে ঢুকলেন; ১টা পর্যন্ত কথা বললেন। সময় অতিক্রান্ত। ফাঁসি হোল না। ....জগজীবন ইন্দিরার দলে যোগ দেবে না। ....C.P.M.-য়ের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। ....শান্তি! আমি না ফেরা পর্যন্ত থাকিস্। TV আর fan খুলে দিয়ে যাচ্ছি। আমার জন্য মাংস রান্না করিস্। দেখিস্, খেতে পারি যেন। শান্তিঃ সে তো আপনার ইচ্ছা। (দাদা বেরিয়ে গেলেন।)

২৬.৮.৭৯ (তদেব) দাদা ঃ মানুষ গুরু হতে পারে না। আমিটা কিছু করতে পারে না। দেহটাকে পূজা করতে বলে কেমন করে? এলাম কি নিজেকে সাজাতে, না তাঁকে সাজাতে? তাঁকে সাজাতে কত আনন্দ। জপ-তপস্যা করে কি কিছু হয়? এইটা বুঝবার জন্য এ বহু সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে গেছে। ....(রাম-সীতার কাহিনী।) কোন্ রাম? তিনি যুদ্ধ করলেন? বাণ দিয়া? দশরথের ছেলে রাম তো তোদের মতো। আবার পরশু-রাম। মাকে বধ করলো, সে অবতার! আবার বলরাম! ....সব হরিদ্বার লছমণ ঝোলা হৃষীকেশ বেড়াতে যায়। লক্ষ্মণ নাকি ওখানে ১৪ বছর এক পায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করেছিল! কী আর বলবো। এই জাতটার বুদ্ধি-শুদ্ধি কবে হবে, চেতনা কবে জাগবে, কে জানে? তখন কি হরিদ্বার ছিল? ....তর্পণ কবে থেকে শুরু হয়েছে? শাস্ত্র তো সব ভুলে ভরা! গোপীনাথের চেয়ে বেশি তো কেউ জানতো না! লংকা কোন্‌টা?

২.৯.৭৯ (তদেব) (বিজ্ঞানের অসামান্য অগ্রগতি সম্বন্ধে) দাদা ঃ রাশিয়ায় scientist কবে ছিল? আমেরিকায়ও? বিশ্বযুদ্ধের আগে? সব জার্মানদের ধরে এনে করিয়েছে। আইনষ্টাইন জার্মান। ....আমেরিকায় কি মানুষ তৈরী হয়েছে নাকি? এ যুগে যা হয়েছে, এ সবই ছিল। এই ট্রেন, এরোপ্লেন, অস্ত্র—সবই ছিল। কোনটাই নোতুন নয়। ....(বীরেন ভদ্র এখনো রেডিয়োতে মহাভারত-কথা বলেন, একথা শুনে) দাদা ঃ শান্তিপর্ব। কি অপূর্ব! কোন পণ্ডিত; সাধু-সন্ন্যাসী কি বোঝে? মহাভারতের কথা অমৃতসমান কেন বলে? সে কি ঐ যুদ্ধের জন্য? রথচক্র নিয়ে কৃষ্ণের ভীষ্মকে মারতে যাওয়া। এসব কী কথা। তিনি অর্জুনের রথী। তিনি তো সবার রথেই রয়েছেন। ভীষ্ম, কর্ণ কত বড়ো ভক্ত। কর্ণকুন্তী সংবাদ। কী অপূর্ব! ননী সেন ঃ আপনি যুদ্ধটাকে নস্যাৎ করেন কেমন করে? জাগতিক প্রেক্ষায় যুদ্ধটাকে সত্য তো বলতেই হবে। এটা উড়িয়ে দেবেন কেমন করে? ১০০ বছর পরে দাদাজীকে নিয়ে তত্ত্বকথা বলতে গিয়ে তাঁর এই রোববার বসা, smoke করা, তাড়িয়ে দেওয়া—এসব মিথ্যা বলে বসতে পারে; তাই বলে এসব কি মিথ্যা? দাদা (হেসে) ঃ তুই মহাজ্ঞানী (ঠাট্টা)। তখন উনি প্রকাশে থেকে লীলা করেন। বুঝলি কি? confusion না দিলে লীলা হয় না। এবার হয়তো বুঝেছিস্। কৃষ্ণ, মহাপ্রভু, রাম প্রভৃতি যিনিই এসেছেন, সবাই কিন্তু একই কথা বলেছেন। তখন ত্রিলোকে ধ্বনি হয়। ত্রিলোক মানে একটা স্তর বুঝাচ্ছে,—কৃষ্ণতত্ত্ব পর্যন্ত। ....এ যদি কৃষ্ণ হয়....। কত লোক যে একসাথে শুনছে, তোরা কিছু দেখতেই পাস্ না। ....জপ-তপস্যা করে কি কিছু হয়? তৈলঙ্গস্বামী, লাহিড়ীমশাই? স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৪-তে তৈলঙ্গস্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিল। তাঁর একটা principle ছিল। শেষে তো জ্বলে পুড়ে মরলো। ....মা-ভাইকে দেখলাম না ইত্যাদি। পরে অবশ্য সেবার কথা বললো; জগতের জন্য কিছু করে গেল। রামকৃষ্ণের কি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তর্ক হয়েছিল? আর গোপীনাথ তো বিদ্যাসাগরের চেয়ে অনেক বড়ো। ....শরীরটা খারাপ। মানা। ডঃ পিটারের চিঠিটা পড়্। (মানা পড়লো এবং আরো একটা।) দাদা ঃ Harvey এলে জানতে পারবি, ২৫ মিনিট Miller-য়ের সঙ্গে দাদা কি করছিলেন। TV-তে broadcast করা হয়েছে। সবাই আশ্চর্য হয়ে বলেছে, এ রকম ইংরেজী বলছে কেমন করে? Russia-তেও গেলে তিন মিনিট। চীন জাপান সব হয়ে গেছে। ....সুতপুত্র! তখন কি বিয়ে ছিল? ....কি বলিস্? বৃষকেতুকে, নিজের ছেলেকে, নিজের হাতে কাটছে। কর্ণ বলেছিল, ধর্মযুদ্ধ হলে অর্জুন-বধ হবে। ....দেহ থাকলেই জরা আসবে। তাহলে জরা আসার আগেই চলে যাওয়া ভালো।

৮.৯.৭৯ [ননী সেন বাড়ী থেকে বেরুবে, এমন সময়ে শ্রীশৈলেন চৌধুরীর ছেলে হাবা এসে খবর দিল, পরিমলদা সকাল ৮টায় মারা গেছেন। শুনে সেন স্তব্ধ হয়ে গেল। সকলের অতিপ্রিয় এই জন; দাদার বুকের ধন যাকে বলে। দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন মাঝেমাঝেই, আর দাদা বাঁচিয়েই যাচ্ছিলেন, বিশেষতঃ ১৯৭৭ থেকে। Cancer হয়েছিল; দাদা তা থেকে বাঁচালেন। ৭৭-য়ে বোম্বে যাবার আগে দাদা বলেন ঃ পরিমল! ভালো থাকিস্; ফিরে এসে যেন দেখতে পাই। ৭৮য়েও য়ুরোপ-আমেরিকা যাবার আগে দাদা পরিমলদাকে একই কথা বলে যান। একদিন, দাদা তখন সম্ভবতঃ Los Angeles-য়ে, পরিমলদা দাদাকে ফোন করে বলেন ঃ দাদা। চললাম। দাদা বলেন ঃ কোথায় যাবি? আমি ফিরে আসি; তারপরে দেখা যাবে। ৫/৬ দিন আগে দাদার বাড়ীতে massive heart attack হয়। দাদা ঠাকুরঘরে বিছানার উপরে শুইয়ে দিতে বলেন। পরে বলেন ঃ এখানে হোল বলে এ যাত্রা বেঁচে গেল। অন্য জায়গায় হলে আর কথা ছিল না। সময় তো এসেই গেছে। কিন্তু, এখানে মরলে লোকে একে কী বলতো, তা তো তোদের জানাই আছে। যাই হোক্, ননী সেন হাবাকে নিয়ে পরিমলদার বাড়ী গেল। সেখানে বনেদী পরিবারের বহু আত্মীয়ের ভিড়। ভিতরে শয্যায় শায়িত পরিমলদার কাছে গেলে উষাদি বললেন ঃ ননীদা। এসো। ধীর, প্রশান্ত ভাব। দাদা দুদিন আগে থেকেই ওঁকে অনেকভাবে প্রস্তুত করছিলেন। ভিতরে মীরাদি, রমাদি, মানার মা এবং আরো কয়েকজন গুরুবোন। বাইরে বেরিয়ে ভড়দা ও সমীরণদাকে দেখা গেল। জয়দেবদা প্রভৃতি আগে আসেন। ২টায় শ্মশান-যাত্রার গাড়ী আসবে জেনে সবাই দাদার বাড়ীতে গেলেন। ননী সেনও। দাদার ডাক পড়লো উপরে। বললেন, গত রবিবার এখানে না হলেই শেষ হয়ে যেতো। আর এখানে কিছু হলে ওরা যাতা বলতো। গত বুধবার থেকেই উষাদিকে তৈরী করছি। বলছি, এতো কষ্ট পাওয়ার চেয়ে চলে যাওয়াই ভালো না? ওতো এর কাছেই থাকবে। চিন্তার কী আছে? শুক্রবার রাত্রে উষাদিকে সকালে ফোন করতে বলে ওর বাড়ী থেকে চলে এলাম। সকালে ফোন করেছিল; আমিও করি। সমীরণ, মধু ও শংকরকে তাড়াতাড়ি যেতে বলি। উষাদি Injection দেবার কথা বলে। বলি ঃ আর কষ্ট দিস্ না। সেও নিতে চাইছিলো না। ফোন রেখেই

ভাবলাম, পরে যদি কেউ বলে, Injection দিলেই বাঁচতো। তাই আবার ফোন করে বললাম, তোমাদের ইচ্ছা হলে Injection দাও। এ আর কর্তৃত্ব করবে না। Injection দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। ....এরকম উপকারী বন্ধু আর ছিল না। শিশুর মতো সরল; আর কিছু জানতো না। উষাকে বলেছি ভালো করে সাজিয়ে দিতে। এর তো উচ্ছ্বাস নাই। কিন্তু, এ সব চেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছে। একটা নাগাদ বেরিয়ে ননী সেন সস্ত্রীক বাসায়। ৩·৩০ টায় কেওড়াতলা ইলেকট্রিক চুল্লীর কাছে গিয়ে দেখা গেল, চুল্লীঘরের প্রকোষ্ঠে শায়িত পরিমলদাকে ঘিরে সবাই দাঁড়িয়ে। পরিমলদার ছেলে নাদু এসে বললো : ননীদা। দাদা ঠিক ৪টায় ফোন করতে বলেছেন। আপনি করে দেবেন। ফোন করতে না পেরে ফিরে এসে ননী সেন দেখে, পরিমলদাকে already চুল্লীতে দেওয়া হয়ে গেছে। নাদু বললো, ঠিক ৪টায় চুল্লীতে দিয়েছে। নাদুকে বলে ননী সেন দাদার বাড়ী গেল। পৌঁছালো পৌনে ৫টায়। সেখানে দাদার কাছে রমা, গীতাদি, সমীরণদা, শান্তি সেন ও বৌদি। পরিমলদাকে নিয়ে নানা আলোচনা। নাদু ফোন করে বললো : ৪.৪০-য়ে সব শেষ হয়ে গেছে। তাই শুনে গীতাদি হঠাৎ বললো : দাদা পরিমলদাকে বিকালে প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন : পরিমল। কটা বাজে রে। পরিমলদা প্রায়ই বলতেন : চারটা চাল্লিশ। আজ এর তাৎপর্য বুঝলাম। সর্বজ্ঞ দাদা। দাদা বললেন : এরকম আঘাত এর আগে পাইনি। দাদা উষাদিকে ফোন করলে তিনি ও নাদু দাদাকে যেতে বললো তাদের বাড়ী। তার পরেই কিছুক্ষণ দাদা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তার পরে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। তার পরেই ভুবন (care-taker) উপরে এসে বললো : একটু আগে স্পষ্ট দেখলাম, পরিমলদা কোচা ধরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে গেলেন। ভয় পেয়ে আমি বাইরের দরজার কাছে চলে যাই। দাদার স্তব্ধতার কারণ বোঝা গেল। পরে বহুদিন দাদা বলেন, পরিমল একেবারে মিশে গেছে। ননী সেন তাঁর স্নেহধন্য। তাই এই শ্রদ্ধা-তর্পণ অবশ্যকর্ত্তব্য।]

৯.৯.৭৯ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) [পিতাজীকে আমেরিকা থেকে ফোন করে stewart-য়ের রোগ ও দাদাজীর গায়ে ৩২টি sensor বসানোর কাহিনী বলা হয়। পিতাজী তার বিবরণ দিচ্ছিলেন।] দাদা : এ কিছু করতে পারে না; উনি করেন। এক সঙ্গে দুই জায়গায় থাকা কি উনি ছাড়া অন্য কেউ পারেন? 'আমি' বললেই তো রাবণ হয়ে গেলাম। ....মহেন্দ্র গুপ্তের বাড়ী আমি গিয়েছিলাম। তিনি বলেন, আমি বই লিখেছি। তোরা জানিস্ কি, বিদ্যাসাগর, বংকিম, রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন শীল কিছু লিখেছেন? শ্রী শৈলেন চৌধুরী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে পাই শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁকে 'ঈশ্বরপ্রেমিক' বলছেন। দাদা : তিনি আত্মজীবনীতে যা বলেছেন, তা পড়ে দেখেছো কি? আর বিবেকানন্দ? সে তো শোনা যায় তৈলঙ্গস্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিল ১৮৯৩-য়ে। '৯৬তে চিকাগোতে। তাই না? বেলুড় মঠে থাকতে দিয়েছিল কি? সেইতো করেছিল। পরে অনুশোচনা হোল। ....মাকে খেতে দিলাম না ইত্যাদি। পরে এলো অভেদানন্দ। মদ-মাংস খেতো, তাকে বুঝি। ....(মহাপ্রভু প্রসঙ্গ) যিনি ছেলে বয়সে অন্যের টিকি কেটে দিতেন, তিনি পরে মাথা মুড়িয়ে টিকি রাখলেন, ফোঁটা দিলেন, গেরুয়া পরলেন? কেন, এই কাপড়ে তাঁকে পাওয়া যায় না? কেদার-বদরী গিয়ে কি হবে? দেখবি, সব ফাঁকা। তিনি কি এখানে নাই? ....১০০/২০০ বছরের যোগী-সাধুর কথা এর কাছে বোলো না। তিন মিনিট। বলেছিলাম আমেরিকায়, conference করে ডাকো। তবে কিছু কিছু আছে হাজার বছরের যোগী। তাঁদের খেতেও লাগে না। জগৎকে রক্ষার জন্য তাঁরা আছেন। তোদের মহাপ্রভুকে উনি চেনেন না। উনি যাঁকে চেনেন, তিনি নিমাই। তিনি কি—কৃষ্ণের মতো? তিনি ভগবানের ভগবান্। তিনি কি কখনো 'আমি' বলেছেন? আমাকে পূজা কর্, বলেছেন? ছিল রামপ্রসাদ। নরোত্তম দাস উত্তম। আর ছিল নিত্যানন্দ আর কিছু, আর রঘুনাথ দাস। জগবন্ধু অপূর্ব ছিলেন। এই এই (মালাজপা) কিন্তু করতেন না। কামদার : এক আদমী দাদাজীকো Jesus Christ বোলা। দাদা : Christ হবে কেন? একজন কি আরেকজন হতে পারে? ....গোপীজন-বল্লভ। গোপী মানে মেয়েলোক নয়। রাধাকৃষ্ণের প্রেম। সে কি দেহের ব্যাপার? একটা মেয়ে, একটা ছেলে? রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিরন্তর চলছে। ....ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না। কেউ অর্থ বোঝে না। ....সহস্রার স্তব্ধ হয়ে যায়; তখন নেবে আসে মনটা। রাধাকৃষ্ণের রাস যখন হয়, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব মহেশ্বর তা দেখতে পায় না। মহারাস শুরু হলে কৃষ্ণও সেখানে পৌঁছতে পারে না, ধীরা স্থিরা গম্ভীরা রসে নিমজ্জিত যে কৃষ্ণ। রাসে যে কী অপূর্ব আনন্দ। এ দেখা নেহি, শুনা। ....মহাপ্রভুকে চৈতন্য বলে না? সে নিজে বলেছিল কি? সে একটু বেশি খেতে পারতো। একদিন খেয়ে দুদিন ঘুমিয়ে থাকতো। ....আরে নবদ্বীপ। গর্ভ হয় ফরিদপুরে। ননী সেন : বসন্ত সাধু (ত্রিশের) কি রকম ছিলেন? দাদা : অপূর্ব। বৈকুণ্ঠসাধুও।

বসন্ত সাধু কি ফটো দিত? এই দেহটা কি থাকবে? ....একজনের বকলম নিল? একী কথা। এ আবার হয় নাকি? (দাদা আজ স্বগতভাবে ননী সেনের কাছে বললেন : একলা চলো রে। একী ননী সেনের কথার প্রতিধ্বনি করে তাকে বিদ্রূপ, না পরিমলদাবিচ্ছেদ-জড়িত ঘটনাবর্ত্তের প্রতিক্রিয়া।)

১১.৯.৭৯ (তদেব) [শ্রীমতী শান্তি সেন সন্ধ্যা ৭টায় দাদালয়ে। বৌদি বলেন : কাল বিকেল ৪টায় পরিমলদার মেয়েরা দাদার কাছে আসে, রাত ৯টায় যায়। দাদাকে মাঝে মাঝে যেতে বলে। দাদা বলেন : তোমাদের বাবার ৪ বছর আগে মারা যাবার কথা ছিল। ঠাকুরের নির্দেশে তাই রোজ যেতাম। তাঁর ইচ্ছায় এতোদিন বেঁচে ছিল। এখন আর আমার যাবার কোন প্রয়োজন নাই। ....তোমার মা যদি আসতে চান, পুজোয় কোন কাজ করতে চান, তাকে আসতে দিও। তিনি যে কাজ করতেন, ইচ্ছা করলে তাও করতে পারেন। তাকে আসতে বাধা দিও না কিন্তু। তাহলে বেশিদিন বাঁচবেন না। (দাদা গড়ের মাঠে বেড়াতে যান। ফিরে এসে মিসেস্ সেনকে বলেন :) দেখলি, আমার কি ভোগদণ্ড। কাউকে বেশি ভালোবাসতে নাই, বেশি উপকার করতে নাই। অনিমেষও কোনদিন বলে বসবে। ননী সেন কোথায়? (এটা কি ননী সেনের প্রতি কটাক্ষ?) ....এর আকর্ষণ-বিকর্ষণ নাই; পেছন ফিরে তাকাতে জানে না। মহান্ ইচ্ছায় এই ৬ বছর ওর বাড়ীতে গিয়েছিল। এখন প্রয়োজন নাই; এখন আর যাবে না। কেন গিয়েছিল এ নিজেও জানে না। ....(বৌদি সম্বন্ধে) উনি জগৎ ছেড়ে যাবেন, তবু তোমাকে ছাড়বেন না। ....Sudden moment য়ে কে কী করেছে, সেটা মনে রাখতে হবে? তুমি (গীতাদি) পারবে তোমার চরিত্র ঠিক রাখতে? যেখানে নিষ্ঠা, সেখানেই কৃষ্ণ। ....(বৌদিকে) উষা আর বেশিদিন বাঁচবে না। (বোধ হয় মেয়েরা আসতে দেবে না।)]

১৪.৯.৭৯ (তদেব; সন্ধ্যা) দাদা : কাল তো আরেকজন যাচ্ছিল। সমীরণ হঠাৎ লুঙ্গি পরে খালি গায়ে খালি পায়ে হাজির। বললো : গৌরী বোধ হয় চলে যাচ্ছে। পেটে একটু জলও থাকছে না; pressure একেবারে fall করে গেছে, pulse খুব feable;saline দিচ্ছে। আপনাকে জানাতে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি কাপড় পরে ওকে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। দেখি, জনা সাতেক ডাক্তার। সবাইকে বেরিয়ে যেতে বললাম। যেখানে হাত দিই, সেখানেই দেখি, বরফের মতো ঠাণ্ডা। Pressure ওরা বললো, উপরে ৭০, নীচে ৩০ (৪০?), pulse ১৫৫। আধঘণ্টা পরে দরজা খুলে বললাম, দেখতো। দেখলো pressure ১০৫/৭০—ওর পক্ষে normal, আর pulse ৮২; ওর পক্ষে normal ৭৫-৮০। (অভিদার ফোন।) দাদা : বললো, ললিত পণ্ডিতের মেয়ের কথা বন্ধ, কানে শোনে না, ডাক্তাররা রোগ ধরতে পারেনি। এর কথায় চরণজল দেয়। তাতেই ভালো হয়ে গেছে, জানালো। এটা কে করলো? ....কারুর বাড়ী এরকম রোজ রোজ যাওয়া ঠিক নয়। তাহলেই আটকে যেতে হয়।

১৫.৯.৭৯ (তদেব; সন্ধ্যা) [দাদার ভাইপো মাখনদা উপস্থিত। দাদার বংশের কথা।] দাদা : জয়বন্ধু, ভূপেশ বাবু। একজন neuro-surgeon ছিলেন। সব highly qualified. ৩/৪ জন সন্ন্যাস নেন। জগদ্বন্ধু বহু বার এদের বাড়ী যান। রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধীও। গান্ধী যখন রামের সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন রাম বলেন, ঐ পাটোয়ারী বুদ্ধির লোক আসছে। বাড়ীতে প্রায় ১০০ পাতা পড়তো। চাল, দুধ, মাছ, তরীতরকারির অভাব ছিল না। শান্তি ছিল। আর সবাই মিলে হরিসংকীর্ত্তন করতো। বারো মাসে তেরো পার্বণ তো ছিলই। রাজা রামশরণ রায়ের স্ত্রী সতী হয়েছিলেন।

১৬.৯.৭৯ (তদেব) [ভুবনেশ্বরের শ্রীদয়ানিধি হোতার বাবা মারা গেছেন। দাদাকে চিঠি দিয়েছেন।] দাদা : হোতার বাবা মারা গেছে। সত্যনারায়ণ ছাড়া অন্য কিছু করবে না। সুন্দর চিঠি দিয়েছে। (বিশ্বকর্মা পূজার অধিবাসের বাজনা বাজছে।) দাদা : এটা কি পূজা নাকি? এটা আগে রোমে খুব বেশি ছিল, যেখানে তোরা বলিস্ যীশুকে crucify করেছিল। যীশুর নামও কিন্তু 'কৃষ্ণ'; তাই বলে তিনি নয়। কৃষ্ণের নাম তো কৃষ্ণ নয়। ....পূজাটা কি? রাস বলতে পারিস্। 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম'—কী ভুল conception! রামের তো ১৩ বছরের transportation হয়। রাম রাবণকে বধ করলো, না রাবণ রামকে বধ করলো। সীতা মহালক্ষ্মী। সেও প্রকৃতিরাজ্যে এসে মায়ায় আটকে পড়লো। সোনার হরিণ চাইলো। রাবণ তাঁকে এমন জায়গায় রাখলো যেখানে সব কিছু পাওয়া যায়। পরে সীতা 'রাম রাম' করে উদ্ধার পেলো। সীতা তো রামের ধারা, শক্তি। ....ইনি যদি উনি হন, উনিও কি 'আমি' বলতে পারেন? মহাপ্রভু পেরেছিলেন? তিনি তো কৃষ্ণের চেয়েও শক্তিমান্। তিনি কি যুদ্ধ করতে পারেন, অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেলতে পারেন? ....দুর্যোধনতো তাঁকে জানতো। ....দ্বারকা তো সমুদ্রে।

পোরবন্দর তো যেটা সুদাম সখার স্থান। য়ুরোপে বলেছিল, 'Krishna is a diplomat'. দাদা বলেন, 'Like your Hitler ?' ....মানা! উৎসবের কথা announce কর্। (মানা গড়িমসি করছে দেখে) শুধু আমাকে ভুলাবি কেন, সবাইকে একটু একটু ভুলা। ....(ননী সেনকে একান্তে উপরে গিয়ে) আমি যখন আমেরিকায়, তখনই মেয়েরা নির্যাতন আরম্ভ করে; ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন তো অসুখ হবার কথা ছিল না। আমাকে Trunk call করে। ফিরে এলে পরে বলে, আমি আর থাকতে চাই না। এবার মুক্তি দিন। উষাদিকে বলি, এই মর্মপীড়ার চেয়ে চলে যাওয়াই ভালো না? এখন তো যাবার কথা ছিল না। আরো কিছুদিন থাকতো। ....London-য়ের Rev. Father কে উৎসবে আসতে নিষেধ করেছি। ....পরিমলের want সব সময়ে feel করছি। (পেছন থেকে হাত-পাখা নিয়ে) জানিস্, এটাও পরিমলের। অনিমেষ আমাকে বলে, গাড়ী পাঠিয়ে দেবো; আপনি রোজ এখানে আসুন। আমি বলি, এখন আর কোন বাড়ী যাওয়া নয়। এমনিই বলছে, আমার মেয়ের ওখানে বিয়ে হবে না কেন? বৌদি : ননীদার বাড়ী যাবে তো। দাদা : না, ননী সেনের বাড়ীও যাবো না। শান্তিদি একদিন কিছু বলে বসতে পারে।

২১.৯.৭৯ (তদেব) [বার্ষিক উৎসবের আয়োজন চলছে। বিদেশ থেকে সব কে কবে আসবেন, জানাচ্ছেন] দাদা : Peter Meyer Dohm 28th morning আসছেন। Institute of Culture-য়ের International Center-য়ের একটা room তার জন্য book করে রেখেছি। তোকে রমা একটা চিঠি উত্তর দিতে দেয় নি? কালই তো দেওয়া উচিত ছিল। (রমার বাবাকে উৎসবের বাজার করা সম্বন্ধে ফোন করে বললেন। রমা বাড়ী ফিরলে ফোন করতে বললেন।) অভিরা 24th আসছে। কাজেই কালই চুল কাটতে যামু Lansdowne Court-য়ের কাছে একটা সেলুনে (আকবর)। সঙ্গে যাবে অভি, গীতা ও বাপ্পা। ('ক্রিং') দাদা : ঐ রমার ফোন। (কথা বললেন।) (তার পরেই উষাদির ফোন) দাদা : উষা ফোন করছে। বলছে, বড়ো নির্জন লাগছে। জাগতিক দিক্ থেকে একটা অভাব বোধতো থাকবেই। ....ননী! পুজার ৩দিন শান্তি সোমনাথ হলে থাকতে পারবে তো? ননী : হ্যাঁ। (শান্তি এলে সেও দাদাকে সম্মতি জানালো।) দাদা : তোর অসুবিধা হবে না? ননী : আমার সুবিধাই হবে। (দাদার হাসি।) শান্তি : তাহলে আমি চলে যাই? দাদা : কোথায়? শান্তি : ছেলেমেয়ের কাছে। দাদা : তাদের দেখতে পাবি? ....আমেরিকায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি যে সব সময়ে শুয়ে থাকি, এটা কি দুর্বলতার জন্য? ওরা বললো : না, এটা habit, আরেকজন এইভাবে শুয়ে থাকতে পারবে না। ....দেখ্, রমার ফোনের কথা ছেড়ে দে। অনেক সময়ইতো এরকম হয়, আমেরিকা থেকে ফোনের চেষ্টা করছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। অনেক সময় আসন করে বসে থেকে দেখি, বহু দূরে চলে গেছি! এগুলি কি? যোগ? ননী সেন : না, এ স্বভাবে জড়িয়ে আছে। একটা প্রশ্ন করি। শাস্ত্রে আছে, যে অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত, তাকে দেখলে কারুর হিংসা থাকে না। এটা কি সত্য? দাদা : সব বাজে কথা। ননী সেন : কোন দৃষ্টান্ত তো দেখি না। দাদা : আগেকার কথা ছেড়ে দে। কৃষ্ণ.... ননী সেন : অসংখ্য শত্রু ছিল। দাদা : মহাপ্রভুর কথাও ছাড়্। ননী সেন : তারও তো অনেক শত্রু ছিল। দাদা : ঐ যিনি এসেছিলেন কিছু আগে, তার কথা ধর্। তিনি তো কথাই বলতেন না, পূর্ণ হয়ে থাকতেন। কথা বলতে গেলে ওটা হয় না, সজ্ঞানে থাকা যায় না। ওর কি হয়েছিল। জেলেও ধরে নিয়ে গেছিলো। জঙ্গলে যখন বসে থাকতাম, কত সাপ বাঘ হাতী চলে যেতো। শচীনরাও তো ভক্ত হয়েই এসেছিল। ....রমা তোর উত্তরের একটা করে কপি চায় file করে রাখতে। বলে, এরকম ....আর পাবো না। —দেখেও শিক্ষা হয় না; সবাইকে অপমান করে, সকলকে দেখেও বোঝে না। শান্তি : গৌরীদি কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখেন, দাদা এসে তাকে ঠাকুরের নানা প্রসাদ খাওয়াচ্ছেন। সেই থেকে বমি বন্ধ হয়েছে; ভালো আছেন। ....(কেন্দ্রীয় সরকার সম্বন্ধে) ....ঘুষ দেয়। ইন্দিরা না হলেই এইরকম চলবে। তার strength আছে। ....এটা তো যমালয়। ....(বৌদিকে) ননীও পরিমল হতে পারবে না, পরিমলও ননী হতে পারবে না।

২৫.৯.৭৯ [আজ রবিবার। মানা Henry Miller-য়ের 'The Great Designer'-য়ের স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যকৃত বঙ্গানুবাদ এবং ডঃ সুদর্শনম্ ও Belgian Peter-য়ের চিঠি পড়লো। দাদা পাবনার বাসুদেব ও কৃষ্ণের কথা বললেন।] দাদা : নিজেকে কেউ কি গুরু বলেছেন? দেহটাকে পুজো করতে বলেছেন? মহাপ্রভু? রাম? রাম ও মহাপ্রভুকে তো দেখেছে। গোপীজনবল্লভ। ....আমি পুরুষ। slip করলো। আমার একটা প্রকৃতি; তাহলে কি দুটো হোল? রবীন্দ্রনাথকে Miller বলেছিল : তিনি অতি দূরের বস্তু; আমার দরকার নাই। আর তিনি নিজে কাছে এলে কথা নাই। ....এ চলে যাবার পরে প্লাবন বয়ে যাবে। এখন সবাই বলছে, মানুষ গুরু হতে পারে

না, কিন্তু, ফটোটা দিচ্ছে। ....Chruch-য়ে বসে Church-য়ের বিরুদ্ধে বলেছি। ওরা বলেছে, আপনি বলতে পারেন। বলি, তোমাদের বাইবেল তো কত বার লেখা হয়েছে। যীশুকে Crucify করেছে। ওটা কি? তাঁর মত গ্রহণ করলো না। তখন রোমের গীর্জায় পুতুল-পূজা হোত। এরকম কলি আগে কবে এসেছে, এর জানা নেই। তাই তো বারবার উনি আসছেন। রঘুনাথ দাস ভক্ত ছিল। ওঁর একটা ছবি আঁকলো, ব্যস্! বললেন, তুমি আর এসো না; এক বছর না কী যেন বললেন। 'গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন। মধুর মধুর বংশী বলে, এই তো বৃন্দাবন।।'—মহাপ্রভু বলতেন। ....(সতীতত্ত্ব, রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ।)

[সন্ধ্যায় ননী সেন ৭ টায় দাদালয়ে; মিসেস্ সেন একটু আগে। উপরে দাদার ভাইপো মাখনদার সঙ্গে ননী সেন দাদার বংশকাহিনী আলোচনা করতে লাগলো। মাখনদা বললেন, পরিবারে ৩জন সতী হন। একজন ঈশা খাঁর দেওয়ান ছিলেন। ৫০০ বছর আগের তাম্রপত্র ছিল। দাদার মা মারা যাবার পরে কাকার change. আগেও জিনিসটা বরাবরই ছিল; তবে চাপা। সাধন-ভজন কবে করেছেন, কেউ জানে না। এখন যেটা ঠাকুর-ঘর, সেটা musical instruments দিয়ে সাজানো ছিল। ওরকম বাবু কলকাতায় কজন ছিল? হীরের আংটি পরতেন, ডাটে চলতেন। 'চল্ বিধান রায়ের কাছে, নলিনী সরকারের কাছে,' 'চল্ প্রফুল্ল ঘোষের কাছে'। প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে জেল খাটেন। কাকার বড়ো ভাই আশুতোষ বালক ব্রহ্মচারীর classmate ছিলেন। বালক ব্রহ্মচারী ভাবেন, কাকা ঠাকুরের আশীর্বাদ পেয়েছেন।

[দাদা এলেন। মাখনদাকে চলে যেতে বললেন। নানা প্রসঙ্গ।] দাদা ঃ গুরু সাজে কেমন করে রে? মহাপ্রভু সেজেছেন? ননী সেন ঃ মহাপ্রভু বলছেন, 'আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তারো এই দেশ।' দাদা ঃ ও সব তো পরে লেখা হয়েছে। তাহলে তিনি নিজে গুরু হননি কেন? ....সব কিছুরই একটা সময় আছে। ধৈর্য ধরতে হয়। ....১৯৪০-৪১-য়ে এ রেডিয়ো এবং গান ছাড়ে। মহালয়া শুনেছিস্? আগের মতো নয়। বয়স হয়েছে তো। ৭৫/৭৬ হবে। ওরকম আর হবে না; পংকজও না। বৌদিও মহালয়ায় গান করেন '৪৩ থেকে '৪৬ পর্যন্ত। ....কালকে ঠেকানো যায়; কিন্তু, প্রারব্ধকে ঠেকানো যায় না (পরিমলদা সম্বন্ধে)। (ননী সেন সস্ত্রীক রাত ১০.৩০ টায় যাবার অনুমতি পেলো।)

২৪.৯.৭৯ (তদেব; সন্ধ্যা) [৬টা নাগাদ সস্ত্রীক ননী সেন দাদালয়ে। ৬-৩০ টা নাগাদ অ্যাটর্ণি মধুদা ও হরিদার শ্যালিকা নৃত্যশিল্পী প্রতিমাকে নিয়ে দাদা বেরুলেন। তারপরে বৌদিও দাদার ছোট বোন প্রভাদির সঙ্গে কথা। প্রভাদি বলতে শুরু করলেন ঃ বংশে ৩জন সতী হয়। তখন সতীদাহ অবশ্য উঠে গেছে। রাজা রামশরণের স্ত্রী প্রথম। স্বামীর মৃত্যুর পরে সিঁদুর-আলতা, লালপেড়ে শাড়ী পরে শাঁখে ফু দিতে ও ঘণ্টা নাড়তে থাকেন। স্বামীকে চিতায় শোয়ালে বলেন, আমি সতী হবো। সবাই বাধা দিচ্ছেন। তখন প্রথমে আঙ্গুল, পরে হাত পুড়িয়ে দেখালেন। পরে শাঁখ ও ঘণ্টা বাজিয়ে প্রদক্ষিণ করে আগুনের ভিতরে যেয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে নেতিয়ে পড়লেন। বাবা ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে হাড় ভাঙ্গেন; তাতেই মারা যান। নিজেই ঘরের বাইরে নিতে বলেন। গরীবদের বিনা পয়সায় দেখতেন, ওষুধ-পথ্যও দিতেন। তবু অজস্র টাকা জমে। মা ১ টাকা করে নিতেন। বাবা মারা গেলে আত্মীয়েরা সব টাকা ঠকিয়ে নেয়। মা মাথা ন্যাড়া করেন। তখন আমার ১০ মাস বয়স। আমার ৬/৭ বছর বয়সে বিরাট্ এক অগ্নিপিণ্ড আকাশ থেকে পড়ে গোটা বাড়ী একসঙ্গে গ্রাস করে। ৭/৮ দিন সেই আগুন জ্বলে। মা আগুনে আটকা পড়েছিলেন। মা ২৯ বছরে বিধবা হন। দুধে-আলতা রং ছিল। সাপুরের পিসী বিধবা হবার পরে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাদ্ভাবে কথা বলতেন, খাওয়াতেন। অগ্নিকাণ্ডের পরে তিনি এসে ঐ আগুনে রান্না করে খাওয়ান। বাবার মুখের উপর একদিন এক ভাইপো কথা বলে। বাবা হঠাৎ রেগে বলেন ঃ তোর মুখে পোকা পড়ুক্। পরে তিনি অনুতাপ করেন, কেন এমন বললাম। ভাইপো শেষজীবনে বলে, খুড়ামশাই যা-যা বলেছেন, সব ফলেছে। পোকাও হয়তো হবে। পরে পোকা হয়েই মারা যায়। আরেক পিসীর ছেলে ডাক্তার জয়বন্ধু। আগুনে দুর্গামণ্ডপ ছাড়া সব কিছু পুড়ে যায়। বাবারা ৬ ভাই ছিলেন। (দাদা এলেন।) দাদা ঃ খুব tired, আজ আর কথা হবে না। অভিও হরিপদ কাল আসবে। ....পরিমল কত কী দায়িত্ব নিত। টাকা গীতাই তুলছে। এ পর্যন্ত ৩,৮০০ টাকার মতো উঠেছে। ২৫ হাজারের মতো লাগবে। বোম্বের লোককে চাইলেই পেয়ে যাবো। (দাদা উপরে গেলেন।) প্রতিমা ঃ আইভি কিছুদিন থেকেই বলছিল, পরিমলদা মারা গেলে বাবাকে নিয়ে ঐ বাড়ীতে ঝামেলা হবে। আশ্চর্য! তাই হোল।

২৮.৯.৭৯ (তদেব) [যতীনদা ননী সেনকে দাদা-কাহিনী বলছিলেন। যতীনদা : ১৯৫৪-তে প্রথম আলাপ দাদার সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় রায়ের বুড়ো শিবতলার বাড়ীতে শাপুর পেট্রোল পাম্পের কাছে। 'কেদার রায়' থিয়েটার হবে। সোনার role-য়ে মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। অমিয়বাবু বীণা নামে একটি মেয়েকে নিয়ে নাবলেন গাড়ী থেকে—গিলেকরা পাঞ্জাবী, রাজপুত্র। নিজে রাত্রে একটা ঘরে আছেন; ভাবতাম, মাল টানছে। আমার খুব পছন্দ হোত না। তারপরে হঠাৎ ডুব দিলেন। ৬/৮ মাস ১ বছর এলেন না। তারপরে আবার এলেন। বল্লেন : আমি medical representative. ওখানে municipal election-য়ে মৃত্যুঞ্জয় রায় দাঁড়িয়েছেন। অমিয়বাবু একটা বাসে একদল লোক নিয়ে এলেন। Election-য়ে রায় জিত্‌লেন। আমি পছন্দ না করলেও আমাকে আকর্ষণ করতেন। উনি যাকে আকর্ষণ করেন, তাকে তো গ্রাস করেন। রামের ফটোই আমাকে আটকে দিল। (দাদা এলেন। নানা কথা বলার পরে) দাদা : যতীন দীনেশ তর্কালংকারকে কি বলেছে, শোন্। যতীনদা : দীনেশ তর্কালংকারকে বললাম, আপনারা কি মনে করেন, স্ত্রীর দেওয়া জামা গায়ে দিয়ে উৎসবে গিয়ে প্রসাদ খেয়ে আসবেন? এইজন্যই দাদা আর উৎসব করবেন না, বলেন। উৎসব তো আনন্দে থাকা, আলোকে থাকা। এটা একটা congregation. দাদার খুব strain পড়ছে। আগে তো দুটো উৎসব হোত। একটা হোত ফাল্গুনে। তাতে সহজতা ছিল। একবার আমাকে বলেন : উনুন কর্। তাই করতে হোল। রান্নাও করতে হোত। ....দাদা : ননী সেন তো পরশু এসে ভাবলেন, আমি এতবড়ো একটা লোক, একটা তো prestige আছে। (মানার ছোট মামাকে—caterer—সামনে ডেকে বললেন :) ও আমার উপরে রেগে গেছে। কী যেন বলে : যম জামাই ভাগ্‌নে...। ননী সেন : কেউ নয় আপ্‌নে। ভাগ্‌নে মানে ভাগ্নীও বটে। ....আনন্দবাজার Statesman যুগান্তরে রোজ বেরুচ্ছে (উৎসবের বিজ্ঞাপন)। সবাই বলছে, বাংলাটা খুব সুন্দর হয়েছে, ইংরেজীটা ভালো হয় নি। ইংরেজীটা বোধ হয় বোঝেনি। তুই দেখেছিস্? ৭টায় সোমনাথ হলে যাস্।

[দাদা সোমনাথ হলে এলেন রাত ৮টায়। অন্য প্রদেশ থেকে বহু লোক এর মধ্যে এসে গেছেন। স্থানীয় দাদানুরাগীরা তো আছেনই। দাদা বহিরাগতদের চা-জলখাবারের ব্যবস্থার তদারকি করতে বললেন। পিতাজী, মাতাজী, অরবিন্দ ভাই, ডাঃ কুমার, এক তরুণ সাহেব উপস্থিত। যতীনদা ননী সেনকে বললেন : মৃত্যুঞ্জয় রায়কে বৌদি একদিন একটা সাংঘাতিক ঘটনা বললেন। সেই থেকে দাদা প্রকাশে। সেটা ১৯৬৭। দাদা-বৌদির কোথায় যেন নিমন্ত্রণ। কিন্তু, দাদা বাসায় ফিরলেন অনেক রাত করে। বৌদি উত্তেজিত; কিছু রান্না নেই। এখন কী খাওয়া? দাদা বললেন : চলো, নীচে যাই। রান্না সব নীচে সাজানো আছে। দেখা গেল, টেবিলে খিচুরী ইত্যাদি সাজানো; গন্ধ বেরুচ্ছে। ডাঃ রায় শুনে পরের রবিবার দাদাকে বাড়ীতে ডাকলেন। দাদা এক গ্লাস জল নিয়ে চন্দনের গন্ধ করে দিলেন। নানা লোকের নানা সন্দেহ। পরে ডাঃ রায়ের বাড়ী সত্যনারায়ণ হোল। স্বামী-স্ত্রী মহানাম পেলেন। সত্যনারায়ণ পট ৬৯/৭০-য়ের। আমি ১০/১২ বছর বয়সে দাদামশাইর কাছে থাকতে যাই। তখন দাদাও তাঁর দিদির বাড়ীতে চাঁদপুরের কাউনিয়ায় থাকতেন। দাদা ফুটবল খেলতেন, গান করতেন। খেলার বন্ধু আমারও বন্ধু ছিল। চাঁদপুরে আমি ঠাকুরকে দেখি; দাদাও। ২ বছর আগে প্রকাশ। (কীর্ত্তনিয়ারা এলে কীর্ত্তন শুরু। দাদা পৌনে দশে চলে যান।)]

২৯.৯.৭৯ (সোমনাথ হল) [আজ শনিবার মহাষ্টমী। আজ বার্ষিক মহোৎসব। উড়িষ্যা থেকে জনা ৪০/৪৫, বোম্বে, গুজরাট, মাদ্রাজ, বিহার, য়ুপি থেকে ২০/২৫ জন, তরুণ আমেরিকান, লন্ডনের ডাঃ শিউ কুমার ও ডঃ পাণ্ডা উপস্থিত। এছাড়া বাটা থেকে জনা ৫০ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে জনা ১৫/২০ এসেছেন। বাটার ছাড়া আর বহিরাগত প্রায় সবাই ৩ দিন সোমনাথ হলে থাকবেন। তাদের জলযোগ, খাওয়া দাওয়ার এবং স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দাদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দাদা ৯·৩০ টা নাগাদ এসেই সব ব্যবস্থা ঘুরে দেখলেন। দাদা নানা জনের সঙ্গে বিভিন্ন আলোচনা করতে লাগলেন,—মানুষ গুরু হতে পারে না, দেহটা গুরু হয় কেমন করে, মানুষ কিছুই করতে পারে না, ego ছাড়তে হবে, মন দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা হয় না, মনাতীত হলে সত্যপ্রকাশ পায়, প্রারব্ধের বেগ শরণাগত হয়ে সহ্য করতে হবে, জপ-তপস্যা দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না, তাঁকে তো পেয়েই আছি, সেটা স্মরণ করতে হবে, যাকে পেতে পারি, সে তো ভূত—limitation ইত্যাদি। প্রেম ছাড়া গতি নাই। পরে দাদা ১২। ০৫-য়ে পিতাজীকে নিয়ে ঠাকুরঘরে গেলেন এবং তাঁকে আসনে বসিয়ে দিয়ে ১২.১৫য় বেরিয়ে এলেন। পরে

১২.৪০য়ে হরিদাকে সঙ্গে নিয়ে পিতাজীকে বাইরে নিয়ে এলেন। পিতাজী প্রথমে তিন বার আলোর ঝলক দেখেন; পরে বৃষ্টির মতো পড়ে; সব সুগন্ধি হয়ে যায়। ঘণ্টা নাড়ার শব্দ শোনেন; একজন লোকের হেঁটে বেড়ানোর শব্দ পান। তারপরেই দাদা ঢোকেন। প্রায় ১টা নাগাদ দাদা চলে যান।

বিকালে পৌনে ৬য়ে দাদা আবার আসেন। মানা সমবেত দাদানুরাগীর সামনে Miller ও Rowlandsonয়ের article পড়ে। পিতাজী আজকের পূজার experience এবং ভাবনগরের কিছু experience সবার সামনে বলেন। ডাঃ কুমার দাদার জার্মানী ভ্রমণের কাহিনী বলেন। Slit-য়ের কথা ননী সেনকে বলতে হয়। Dr. Dohm-য়ের কাল আসার কথা ছিল। আজও কোন খবর নাই। ৯টা নাগাদ দাদা চলে গেলেন।]

৩০.৯.৭৯ (তদেব) [আজ শ্রীমহানবমী। দাদাজীসংঘের বার্ষিক শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা। দাদা প্রায় সকাল পৌনে দশে সোমনাথ হলে আসেন। বহিরাগতদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ। কিছু পরে দাদার ডাকে ননী সেন দাদার সামনে বসলো।] দাদা : মহাপ্রভুর সঙ্গে ৭০০ জন ছিল। শেষ পর্যন্ত ১১ জন থাকে। ....বাসুদেব সার্বভৌম তো চতুর্ভুজ দেখলো। তারপরে কী হোল? ....(উৎসব ও চেরাগালির কাহিনী।) দাদা : ঠাকুর এক বাড়ীতে পূজায় গেলেন। পূজার সব ঠিকঠাক, নিমন্ত্রণ হয়ে গেছে; বড় বড় লোক আসবে। হঠাৎ ঠাকুর বললেন : অমুক postman-য়ের বাড়ী পূজা হবে। তার একটা ছোট কুঠরীর মতো ঘর; মাইনে ৩/৪ টাকা; কিন্তু, পূজা সেখানেই হবে। কোত্থেকে সব খাবার আসছে। শুধালে বলছে, অমুক কিনে সব পাঠিয়ে দিয়েছে। সেখানে এইভাবে উৎসব হোল। সে লটারীতে ৭ লাখ টাকা পেলো। ঠাকুরকে শুধালো : কী করবো? ঠাকুর : ভোগ করুন, দান করুন। সে বললো : আপনার টাকা আপনি নিন্। ভোলাগিরি বলতেন : Key টা রাম ভাইয়ের হাতে। (দাদা ১২·১৫ টা নাগাদ চলে গেলেন।) অভিদা : গৌরীদি অসুস্থ ; উৎসবে আসতে পারেন নি। তাই কাল তাঁর বাড়ীতেও পূজা হয়ে গেছে। ভড়দার কাছে details শুনুন্। ভড়দা : দাদা সশরীরে ঘরে যান যদিও তিনি তখন সোমনাথ হলে। তিনি গৌরীদির কপালে তিনটি আঙ্গুল বুলিয়ে দেন। ঘরে বাজনা বাজে, নূপুর-ধ্বনি হয়। পূজার atmosphere পুরোপুরি হয়।

[বিকালে দাদা ৬টায় আসেন। গায়ক অমূল্য নন্দী ও তার দল আসেনি। তাই ননী সেন দাদাকে বললো, কালীদা (মুখার্জি—রমার বাবা) রমা আইভি অভির disappear করার কাহিনী বলুন্ না। দাদা সম্মতি দিলেন।] কালীদা : একদিন রমাকে জলের pump চালাতে বলেছি। বহুক্ষণ পরে খেয়াল হোল, রমা আসছে না, pump-য়ের শব্দও নাই; কী ব্যাপার! তখন আইভি গেল। সেও ফিরছে না দেখে আমি নিজে গেলাম। কাউকে খুঁজে পেলাম না; আশেপাশেও। শুধু সিঁড়িতে একটা শাড়ী পরে আছে রমার, যেটা আইভি পরেছিল। খুব দুশ্চিন্তায় সময় কাটাচ্ছি; কি করবো বুঝতে পারছি না। মিনিট ১৫ পড়ে মাধুদি ফোন করে বললো, রমা এখানে দাদার কাছে আছে। আমি শুধাই : আইভি-অভি? মাধুদি : তারাও এখানে। আরেকদিন এইরকম হয়। সেদিন 4th September ; শংকরের জন্মদিন। দাদা এসেছিলেন। চারিদিক্ জলে ডুবে আছে। দাদা একা বাসায় ফিরলেন। কিন্তু, রমারা শূন্যপথে দাদার বাসায়। বৌদি দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন receive করতে। রমার মনে হয়েছিল যেন উপর থেকে land করলো। আরেকবার দাদা লক্ষ্ণৌতে। কলকাতায় রমা বাসায় শুয়ে আছে। আমি বাজারে। এমন সময়ে দাদা রমার কাছে উপস্থিত হয়ে 'রমা' বলে ডাকলেন। রমা চীৎকার দিয়ে উঠলো। ধরতে গেলো; দাদা সরে গেলেন শংকরের ঘরে। পরদা ফেলে দিলেন; চা দিতে বললেন। রমা বাইরে থেকে দিল; হাত বাড়িয়ে নিলেন। আমি ফিরলাম। তখন রমা আমাকে সব বলে চুপ করে থাকতে বললো। আমার সন্দেহ হোল। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গেই অন্য জায়গা থেকে সিগারেটের ধোঁয়া উঠতে দেখলাম। কিছু পরে দরজা খুলে দেখি, কেউ নেই। বিকালে মিসেস্ গীতা সিন্‌হা ফোন করে শুধালেন : দাদা এসেছেন? আমাকে লক্ষ্ণৌ থেকে চিঠি দিয়েছেন দেখা করতে। (এর পরে দাদা Truth Propagation-য়ের একটা survey করতে বললেন ননী সেনকে। সে খুব সংক্ষেপে পুরী, মাদ্রাজ, বোম্বে [Dr. Klien] ও আমেরিকার [Stewart] কথা বললো। মানা মাদ্রাজ সম্পর্কে আরো কথা বললো। অমূল্য এলে গান আরম্ভ হোল। ৭.৪৫ য়ে দাদা পিতাজীকে নিয়ে পূজার ঘর দেখে এলেন। হরিদার কথা ছিল পূজায় বসার। তিনি দাদাকে বলেন : আমি তো একবার বসেছি। তাই দাদা বললেন : কুমারকে বসাতে চাই। ৮টার কিছু পরে দাদা ডঃ শিউকুমারকে নিয়ে পূজার ঘরে গেলেন। ৮.১৫য় দাদা বেরিয়ে এলেন। ৮.৫০ য়ে পিতাজী সহ গিয়ে দাদা ডঃ কুমারকে বের করে আনলেন। তারপরে পূজা সম্বন্ধে ননী সেনকে বলতে

বললেন। ননী সেন ১০/১২ মিনিট বললো ইংরেজীতে। তার মধ্যে একটি কথা উল্লেখ্য। তা হোল, জগৎ সত্যনারায়ণের পূজা। এটা পাদ নয়, সপাদ অর্থাৎ এটা সত্যনারায়ণের (সত্যনারায়ণকে নয়) দেওয়া সোয়া, সিন্নী। তারপরে ভি.জি.এন্. প্যাটেল্ নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। কিছু পরে (৯·১৫ টা) দাদা চলে গেলেন।]

১.১০.৭৯ (তদেব) [দাদা ১০টার কিছু পরে এলেন।] দাদা ঃ ২০০০ বছর আগে ভারত বলতে ইরাক, ইরান, জেরুজালেম, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, চীনের border, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, হংকং সব ছিল। লোকসংখ্যা ছিল ৮ কোটি a few lakhs (20 lakhs ?) .....রাম বড়ো ছিল, না রাবণ? লংকাটা কি এই লংকা? ....ধৃতরাষ্ট্র কি অন্ধ ছিল? এই চোখ তার ছিল। ১০০০০ saint লে আও; একটা দৃষ্টি ; Only two minutes. (৮ বছর, ৯ বছরে দাদার বেরিয়ে যাবার কাহিনী; আলেকবাবার কাহিনী; বাবার কথা। পরে দাদা চলে যান।)

[সন্ধ্যা ৭·৩০ টায় সস্ত্রীক ননী সেন দাদালয়ে। প্যাটেল, অভিদা, চিন্তামণিদা প্রভৃতি আছেন। প্যাটেল চলে গেলে ননী সেনের ডাক পড়লো। তার আগেই মিসেস্ সেন এবার মীরাদির সবাইকে খাইয়ে আনন্দ পাবার কথা দাদাকে বলে। আরো বলেছে, মীরাদি বললো, যে আমার দাদাকে রোজ সকালে বেড়িয়ে নিয়ে আসে, তাকে একটু মিষ্টি দেবো না? কী অপূর্ব কথা। দাদা হাসলেন।] দাদা ঃ আচ্ছা, sex ২০তে যা, ৪০য়েও কি তাই? ৫০, ৬০, ৭০য়ে থাকে? ননী সেন ঃ মনে থাকে। দাদা ঃ সেটা তো শূন্য। এই attraction মনের একটা সংস্কার। দেহের সঙ্গে তো প্রেম হয় না। কতো বিদেহী আসছে—শিব, নারদ প্রভৃতি। ত্রিভুবনের অনেকেই আসে। ....যখন প্রেম হয়, তখন দুজনেই unconscious, এক হয়ে যায়। ননী সেন ঃ লীলা তো নিত্য। মহাপ্রভুর দেহে রামের লীলা, রামের দেহে মহাপ্রভুর লীলা হতে পারে কি? না পারলে তাঁদের দেহও নিত্য। দাদা ঃ হ্যাঁ। রামতো ব্রজ পর্যন্তও নামতে পারেননি। কৈবল্যনাথে (রাম) দুইটা জিনিস, সত্যনারায়ণে তিনটা (কী বলেন, মনে পড়ছে না।)। ননী সেন ঃ সবার মুক্তি কি একসঙ্গে? একজনও বদ্ধ থাকলে কারুর মুক্তি হবে না, এটা কি সত্য? দাদা ঃ না, পরিমল তো মুক্তি পেয়ে গেছে, merge করে গেছে। ননী সেন ঃ দাদা সংস্কারে দাদাতে merge করেছেন, সত্যনারায়ণে নয়। দাদা ঃ সত্যনারায়ণে merge করে না। কৃষ্ণে ব্রজে; সেখানেই মুক্তি প্রাপ্তি উদ্ধার সব হয়। (লীনা সরকার নাকি দাদাকে বলে, তুমি তো আমাকে মহালক্ষ্মী বলো। তাহলে বৈধব্য কেন? দাদা বলেন ঃ মহালক্ষ্মী তো বটেই। তুমি সঙ্গে থাকলে কারুর সাধ্য ছিল না ওকে নেয়। (অভিদা বলেন ঃ মহালক্ষ্মী। ওতো Quality !) ....আনন্দময়ী মার জন্য দুঃখ হয়। (দাদার tonsil ব্যথা করছে।) ....বৌদি ঃ Miracle আমার চেয়ে বেশি কে দেখেছে? কিন্তু, আমি কি কাউকে বলেছি? ভাইবোনকেও না। ওসব বলতে হয় না। বলরামদা ঃ আর বলারও কিছু নাই, শোনারও কিছু নাই।

৪.১০.৭৯ (দাদা-নিলয়; পূর্বাহ্ন) [ননী সেন পৌনে ১১টায় দাদালয়ে। দাদার কাছে বহিরাগত ইন্দোরের মিঃ ভট্টাচার্য, পাণ্ড্য (আমেরিকা—দিল্লী), মিসেস্ কুরবস্ত্ সিং, হরিদা-কালীদা প্রভৃতি। তাঁরা সবাই চলে গেলে ডাক পড়লো। বললেন, অঞ্জু (ওয়ালিয়া) এসেছিল। এ তাকে জড়িয়ে ধরলে কেঁদে ফেললো। বুঝলি, কী রকম? ....নলিনীর মুখে ভাত ১৯শে দেওয়া হবে।]

[বিকেলে আবার সস্ত্রীক দাদালয়ে। দাদা ৮টা নাগাদ অনিমেষদা ও বাপ্পাসহ তাঁদের বাড়ী যান। সেনকে থাকতে বলে যান। হরিদা, কালীদা ও প্রতিমাসহ দাদা ফিরে আসেন ৯·৪৫ টায়। সবাই নীচে সিঁড়ির কাছে টেবিলের পাশে বসে। দাদা ঢুকেই মিসেস্ সেনকে বললেন ঃ তোমাকে এখানে কে বসতে বলেছে? ২/৩ বার বললেন। তারপরে নানা প্রসঙ্গ।] দাদা ঃ Salley Carter-কে দেখেই তার বুকে হাত দিই ; ক্যান্সার। সে কাঁদতে কাঁদতে পায়ে লুটিয়ে পড়ে। ১২টা diamond set করা আংটি দিতে চায়। আসার সময়ে সব শাড়ী পরে শাঁখ বাজায়, কেঁদে বসে পড়ে। মহাপ্রভু, রাম সব সাধারণ লোককে convert করেন। এসব বড়ো বড়ো intellectual-দের করেছে। আর তো হয়ে গেছে। ননী সেন ঃ তবু বছর ২০ এখনো ঘুরে বেড়াতে হবে। দাদা ঃ এইভাবে কি পারা যায়? সেন ঃ Pleasure-trip-য়ে যাবেন। দাদা ঃ হ্যাঁ, তা হতে পারে। তুই ৭টায় এলি না কেন? (মিসেস্ সেনের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন ঃ) কী কালো। ছুঁতেও ইচ্ছা করে না। হরিদা ঃ তবুতো মাণিক। দাদা ঃ হ্যাঁ, তা বটে। [হরিদাদের সঙ্গে গৃহাভিমুখে।] (দাদা আসার আগে প্রভাদির কাছে কিছু কথা শোনা গেল। দিদি বললেন ঃ কাউনিয়ায় মেজদির শ্বশুরবাড়ী ; দিদিরও। সেখানে দাদা আগেই যেতেন। ছেলে, মেয়ে, ছেলে, মেয়ে

(মৃত), দাদা, মেয়ে, আমি। মেজদির বিয়ে ১৩ বছরে। বড়দা Matriculate. মেজদা Matric পরীক্ষা দিয়ে কলেরায় মারা যান। বাবা মারা যাবার পরে আমরা মাঝে মাঝে কাউনিয়ায় দিদির বাড়ীতে ৩/৪ মাস গিয়ে থাকতাম। বড়দা মারা গেছেন।)

৬.১০. ৭৯ (তদেব) [ননী সেন সস্ত্রীক সন্ধ্যায় গেল। বলরামদা- পরিবার, দিনমণি-পরিবার, এস্.কে. রায় প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে কথা বলে দাদার মাথা ধরেছে। TV-তে News ও পরে একটা নাটক দেখছিলেন। ননী সেনকে ডাকলেন।] দাদা ঃ এ সব কী ব্যাপার? লক্ষ্মীকে পেলে আবার স্বামীর কথা মনে থাকে নাকি। অথবা স্বামীর কথা মনে থাকলে কি লক্ষ্মীকে পাওয়া যায়? .....Australia থেকে Peter Philips-য়ের চিঠি এসেছে। পড়ে বল্ কী লিখেছে। উত্তর দিয়ে দিস্। (TV শেষ হলে বৌদিও মিসেস্ সেনকে ডাকলেন।) ....আমাদের গ্রামের কাছেই ছিল বসন্ত সাধু ও বৈকুণ্ঠ সাধু। খুব ভালো ছিল; সহজ লোক, খুব উচ্চস্তরের। আনন্দমোহন রায় এক হিসাবে—কৃষ্ণের guide. নাগমশাইকে বলেন ঃ দেখুন, যদি ওষুধ দিয়ে কিছু করতে পারেন। (গোপীনাথ-প্রসঙ্গ; রামদাস-কাহিনী।) ওর প্রশ্নের উত্তরে কবিরাজ মশাই বলেন, উপর থেকে এসেছেন। চন্দ্রমাধবের কাছ থেকে এর ফটো নিয়ে বালিশের নীচে রাখেন। আনন্দময়ী আশ্রম-প্রতিষ্ঠা হবে আগরপাড়ায়। কবিরাজ মশাইও মায়ের সঙ্গে কলকাতা এলেন। হাওড়া ষ্টেশন থেকে সোজা দাদার বাড়ী। তিনদিন থাকলেন; তিনদিনে ত্রিভুবন দেখা হবে। মা বললেন, কাল গাড়ী পাঠাবো। গাড়ী এলো না। ফোন করে জানা গেল, ওখানে প্লাবন। তখন দাদা গাড়ী করে দিয়ে এলো। দমদমে একেবারে সমুদ্র। মা শুধান ঃ কীভাবে এলো। এ বললো ঃ তোমার ইচ্ছায়ই এসেছি। কবিরাজ মশাই বললেন ঃ দেখলাম যেন সমুদ্রের ভিতর দিয়ে আসছে। এ চলে এলো। মা একে 'গোবিন্দ' বললেন। [রাত ১০ টায় গৃহাভিমুখে।]

৭.১০.৭৯ (তদেব) [আজ রবিবার। দীনেশ-যতীন রসকলি। গোপালদার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা। কবিরাজমশাইপ্রসঙ্গ।] যতীনদা ঃ দাদার সঙ্গে গাড়ী করে কাশী যাচ্ছি। দীনেশবাবুও যাচ্ছেন মুণ্ডিত মস্তকে। কাশীর কাছাকাছি পৌঁছালে দাদা হঠাৎ বললেন ঃ এই যা, কবিরাজমশাই খেজুরের পাটালি খেতে খুব ভালোবাসেন। একদম ভুলে গেছি। এখন আর কী করা যাবে। গাড়ী চলছে। হঠাৎ ধপ্ করে একটা বিরাট্ শব্দ হোল। দেখা গেল, দীনেশবাবু নীচু হয়ে মাথার উপরে পড়া কী যেন সামালাচ্ছেন। একটু পরে বোঝা গেল, এক বিরাট্ থালার মতো ২/৩ কিলোর পাটালি ওর মাথায় পড়েছে। গাড়ীর মধ্যে কোত্থেকে পড়লো, কে জানে? দাদা হেসেই যাচ্ছেন। পরে বললেন ঃ কী রে, ব্যথা লেগেছে? দীনেশবাবু বললেন ঃ ব্যথা যা লেগেছে, তাতো লেগেই গেছে। সেটা আর ভেবে কী হবে? তবে আপনারা আনন্দ পেলেন, এইটাই বড়ো পাওনা। (এরপরে দীনেশদা বলতে লাগলেন।) দীনেশদা ঃ ডাক্তারদের নিয়ে দাদার রগর দেখবার মতো। এই, তুই তো খুব বড়ো ডাক্তার। দেখতো pressure বোধ হয় খুব fall করে গেছে। নাম-করা ডাক্তার দেখে বললেন ঃ Pressure খুব fall করে গেছে; 60/30. এক্ষুণি Injection দিতে হবে। দাদা বললেন ঃ ওরে বাবা! ফোড়াফুড়ির মধ্যে আমি নাই। দেখ্তো তুই দেখ্ তো, pressure বাড়লো কিনা। এবারে আরো নাম-করা একজন ডাক্তার pressure নিলেন। বললেন ঃ 230/125. কী ব্যাপার। দাদা! আপনি বসে আছেন কেমন করে? দাদা গম্ভীর মুখে বললেন ঃ তোদের কি মেসিন খারাপ? একজনের, না দুজনের? না, আমিই মারা যামু?. এই ব্যাটা! তুই pressure নিতে পারিস্? আয় তো, দেখ্। মরলে তোর হাতেই মরুম। এ কিন্তু পাড়ার সাধারণ ডাক্তার। ইনি পরীক্ষা করে বললেন ঃ pressure normal. 130/75. দাদা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন ঃ আঃ বাঁচলাম! তুই মেসিনে তেল-টেল দেওস্ তো? এই রকম pulse নিয়ে; কখন ১০/২০, কখনো ২০০। উদ্দেশ্য, ডাক্তারে ডাক্তারে ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া এবং তারা যে কিছু বোঝে না, তাই বোঝানো। দাদার হাত দেখা নিয়েও এইরকম বিপদ্। কখনো দেখা যায় মাত্র ৩টি রেখা, কখনো অসংখ্য, কখনো একটাও নেই। একটা কথা কিন্তু অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতেই হবে। সে হোল, এরকম অপূর্ব রক্তিম এবং নরম, তুলতুলে হাত কারুর হতে পারে, তা দাদার হাত না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। ....ননী সেন ঃ দাদা। বিকালে ওকে নিয়ে আস্বো? দাদা ঃ কালোমাণিক? আসুক্. না হলে আবার ঝামেলা হবে।

[বিকালে ননী সেন ৭·১৫ টায় দাদালয়ে। মিসেস্ সেন অনেক আগেই বৌদির কাছে। দাদা নাতনী নিয়ে ব্যস্ত। দেবনাথ (জামাতা) নীচে চলে গেল। কিছু পরে গীতাদিও। কিছু পরে বৌদি ও মিসেস্ সেন নীচে গেলে

দাদা ডাকলেন দেবনাথকে। নানা কথা বলছেন। দেবনাথের আসতে দেরী হচ্ছে। ইতিমধ্যে বরুণ নামে একজন এলো। দেবনাথও এসে দাদার পেছনে recline করলো। তখন কবিরাজপ্রসঙ্গ, আমেরিকার কাহিনী ও বিশ্বনাথের মাথায় পা দেবার কাহিনীর আলোচনা উঠলো। কিছু কিছু বলতে হোল ননী সেনকে। ৯টার কিছু আগে দাদা ননী সেনকে পাশের ঘরে যেতে বললেন। সে একেবারে বারান্দায় গেল। দাদার দেবনাথের সঙ্গে কথা। ৯·৩০ টায় আইভি ডাকলে ওরা খেতে গেল। মিসেস্ সেন দাদার ঘরে এলো নিজের ব্যাগ নিতে।] দাদা ঃ এর ভিতরে কি আছে? বস্। ....মহাপ্রভু সন্ন্যাস কখন নিলেন? উনি যখন টোটা জগন্নাথে মিলিয়ে গেলেন, তখন ঐ শুনে রূপ-সনাতনের change হোল। দুজনেই খুব torture করেছিল। মহাপ্রভু খুব emotional ছিলেন। ২ কিলো চালের ভাত খেতে পারতেন। শংকরদেবের সঙ্গে চাহাদক্ষিণেই দেখা হয়। সে তো সিলেটের লোক। যা, নীচে যা। (নীচে গেলে বৌদি খেতে দিলেন—কাটলেট্, fried rice, মাংস। কিছু পরে মিসেস্ সেনকে খেতে দিলে সে বললো ঃ দাদা। আমি খাবো? দাদা বললেন ঃ খা, অল্প করে খাস্। বৌদিকে বললেন ঃ ওকে খেতে বলতে ভয় করে; একটা কিছু হয়ে গেলে। ১০·৩০ টায় দাদাকে বলে অভির নির্দেশে ভুবনাহৃত রিকসায় গৃহে।)

১২.১০.৭৯ (তদেব) দাদা ঃ বেলজিয়াম থেকে চিঠি এসেছে; খুব প্রশংসা করেছে। ওরা এখানে আসছে। (উপরে গেলেন। নলিনীর জ্বর। সে ঘুমালে কথা শুরু।) দাদা ঃ এ তো প্রায়ই ন্যাংটা থাকতো, যখন উত্তরকাশীতে থাকতো। অনেক আগে তো ন্যাংটাই থাকতো। কৃষ্ণ যখন ব্রজে নেন, তখন আবরণমুক্ত করে নেন। সেটা কি ন্যাংটা হওয়া? ....গোবিন্দগোপাল ও তার বৌ এসে এখানে গান শুনিয়ে গেছে। কবিরাজমশাই ও কিন্তু তোদের মতোই ছিলেন; তোদের মতোই ব্যাখ্যা করতেন। কৃষ্ণ চিরযুবা কেমন করে তা যখন বললাম, তখন 'অপূর্ব, অপূর্ব', বললেন। এই শচীন সরোজ তো দেখেছে। বললেন, সত্যনারায়ণকে দেখছি; একদিকে কৃষ্ণ, আরেক দিকে মহাপ্রভু। ....অহং মানে আমি নয়। ....এর মিথ্যা ও সত্য হয়ে যায়। ....অভি বললো Henry Miller সম্বন্ধে ঃ এরকম হোল কেমন করে? যা করবো, ঠিক করে যান্, সেটা সেরকমই হবে। কাজ তো হয়ে গেছে। আর তো বেশি দিন নাই! কাল আসিস্ কিন্তু।

১৩.১০.৭৯ (তদেব) [দাদা উষাদিকে তার বাসায় ছাড়তে গেলে ছেলে নাদুর সঙ্গে দেখা। নাদু দাদাকে বাসায় আসতে বলে।] দাদা ঃ কোথায় যাবো? এখানে কি কোনদিন গেছি? অদ্ভুত। আমি মনেই করতে পারলাম না কোনদিন গেছি কিনা। বললাম, গেছি একজনের জন্য। সে নাই; আর যাবার প্রশ্ন ওঠে না। সবাই কে চাইছে? তারা তো কোনদিন চায়নি। এর বাড়ীতে যেতে পারো। সেখানে তো সাধু-অসাধু সবাই যায়। এ কখনো পেছন ফিরে তাকায় না। এখন মনে হচ্ছে, রোজ রোজ গিয়ে ভুল করেছি। ওকেই আসতে বলা উচিত ছিল। (কবিরাজপ্রসঙ্গ) 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে' নিয়ে আলোচনা উঠলো। বললাম, 'বেদাহং' বলে কেমন করে? ওটা ঋগ্বেদে নাই; উপনিষদে পরে add করেছে। এটা বললে সাধারণ পণ্ডিতে বুঝবে না; মহাজ্ঞানী বুঝবে। ....লোকে ভাবে পাণ্ডবরা ভক্ত ছিল; তাই তাদের পক্ষে গেলেন। তিনি কি কারুর পক্ষে যেতে পারেন? তিনিই তো 'দাতা কর্ণ' বললেন। দুর্যোধন hero. যেয়ে দেখলো, সে আগেই কৃষ্ণের কোলে বলে আছে। ....কৃষ্ণ তো abscond করেছিল। বেরুলো কেন? আমি, আমার বলে কিছু আছে কি? ....এর কথা না শুনলে এতো সেখানে থাকে না। (৯·৩০ টা নাগাদ উঠতে বললেন।)

১৪.১০.৭৯ (তদেব) দাদা ঃ এই তর্কালংকার। কটকের সেবারের কাহিনী বল্ না। দীনেশদা ঃ ১৯৭০-য়ের ২২শে আগষ্ট। দাদা সপার্ষদ কটক গিয়ে Circuit House-য়ে থাকেন। সেখানকার স্বামী অচ্যুতানন্দ—দোর্দণ্ড প্রতাপ। মুণ্ডিত মস্তক, মাঝে বিরাট্ শিখা মেয়েদের চুলের চেয়েও বেশি; গেরুয়াধারী। ১০ হাজারের উপর ভক্ত। ১ম দিন এলেন; ২য় দিন এলেন; একদিন সত্যনারায়ণে। ৩য় দিনে দাদা তাঁকে মহানাম দিলেন; রোজ একটা করে ডিম খেতে বললেন। তারপরে পুরীর শংকরাচার্যকে ডাকলেন। সে সম্পূর্ণ আনুগত্য জানিয়ে বললো, মহানাম নিলে আমার এই প্রতিষ্ঠা থাকবে না। আপনার সব কথা স্বীকার করছি; আমাকে রেহাই দিন। ....কটকে ছাদে সত্যনারায়ণ হচ্ছে; মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে; ২/১ ফোঁটা পড়ছে। দাদার গায়ে অবশ্য নয়। দাদা আকাশের দিকে একটু তাকিয়ে বললেন ঃ কলকাতা জলে ভেসে যাচ্ছে। কটকে বৃষ্টি হোল না। পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোল। পরের দিনের কাগজে কলকাতায় প্লাবনের কথা বেরুলো এবং আবহতাত্ত্বিকদের এক হাত নেওয়া হোল। কারণ, তারা বর্ষণ দূরে থাক্, গর্জনের কথাও বলেনি। ....দাদা ঃ Henry Miller 1896-য়ে বিবেকানন্দের Chicago

lecture শুনেছিল। বলে, উনি তো সামাজিক ব্যাপার নিয়ে বলেন। তাহলে ওর বয়স তো ৯২/৯৩ হবে। ৮০ হয় কেমন করে? ....সুনীল দা : যতীনদা ও দীনেশদাকে যে নলিনীর অন্নপ্রাশনের চিঠি দিয়েছেন, তাতে ওদের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে 'শিরিটি শ্মশানঘাট'। ওদের আয়ু বৃদ্ধি হোল।

১৬.১০.৭৯ (তদেব) দাদা : এর ল্যান্সডাউন টেরেসের বাড়ীতে ১তলা দোতলায় ১৯-খানা ঘর, ৫টা পায়খানা, ২/৩টা গ্যারাজ ছিল। সব ঘর mosaic করা। এ একতলায় একটা ঘরে মেঝেতে শুতো। শুধু সেই ঘরে খাট, বিছানা, ফ্যান ছিল না। একদিন নলিনী সরকার দাদার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। দরোয়ান বললো : এখন দরজা বন্ধ করে ঘুমাচ্ছেন; উঠে খাবেন। রোজই ৯টা থেকে ১০/১০·৩০ টা দরজা বন্ধ করে ঘুমান। এখনি উঠবেন। উনি বললেন : বাবু কোথায় শোন্? দরোয়ান : উনি মেঝেতে কম্বল পেতে আরেকটা কম্বল গায়ে দিয়ে শোন। সরকার আর সেদিন দেখা করলেন না। ....বিয়ের সময়ে দাদা সরকারের কাছে গাড়ী চান। সরকার বলেন, কটা গাড়ী লাগবে, বলো। বিয়েতে কে. কে. বিড়লা, আনন্দীলাল পোদ্দার, মন্টু ব্যানার্জি, মেহাংগুর বাবা, বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতি আসেন। ....বৌদির পেটে যন্ত্রণা; কোন ডাক্তারের ঔষধে ভালো হচ্ছে না; শ্বশুরকে বললাম বিধান রায়কে ফোন করতে। তিনি ভরসা পেলেন না। এ ফোন করলে ডাঃ রায়ের লোক শুধালো : আপনি কে? বললাম, অমিয় রায়চৌধুরী। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ রায় ফোন করে বললেন, কী ব্যাপার! শুনে বললেন, ও কিছু না। ওষুধ বলে দিলেন। এ বললো, এইজন্যই আপনাকে ভালো লাগে না। আপনি অত্যন্ত busy লোক। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ রায় বাসায় হাজির। (নলিনী সরকার ও ডাঃ রায়ের গোপন দানের কাহিনী। জীবনের নশ্বরতা নিয়ে বার বার কথা। আমিটাই নাই ইত্যাদি।) দাদা : Miller প্রশ্ন করে : জীবনে সুখ আছে কি? ভালোবাসা আছে কি? এ বলে, না, তবে যে তাঁকে সব সমর্পণ করেছে, সে পায়। কিন্তু, ওটা মুখের কথা; পারা যায় কি? আর ধৈর্য ধরলে কিছুটা সুখ পাওয়া যায়। ওর বৌ ছেলে ওকে ছেড়ে চলে গেছে। (নীচে নেবে অ্যাটর্নি মধুদার সঙ্গে কথা। তিনি বললেন, দাদা Hindusthan Insurance Co.-র Sales Manager-য়ের কাজ করছেন। চাকরীর শর্ত বছরে নির্দিষ্ট অংকের কেস দিতে হবে। বছর প্রায় শেষ; একটিও case দেন নি। ডিরেক্টরগণ সরকারকে অনুযোগ করছেন, কীরকম লোক রেখেছো? তিনিও দাদাকে বললেন। December এলো; আবার অনুযোগ। তখন দাদা তৃতীয় সপ্তাহে একটা classical music-য়ের conference ডেকে বড় বড় গায়ককে আমন্ত্রণ করলেন। বিড়লা প্রভৃতি মুগ্ধচিত্তে সারা রাত ভজন শুনলেন। তখন দাদা ওদের কেসের কথা বললেন। ওরা বললো, যা খুশী লিখে নাও। এক রাতে বহু লক্ষ টাকার কেস্ হোল। সবার চেয়ে বেশি। ২৯ তারিখে return নিয়ে দাদা হাজির। সরকার বললেন : তোমাকে আর রাখা গেল না। দাদা বললেন : ঠিক আছে, resign দিচ্ছি বলে resignation letter ও return একসঙ্গে submit করলেন। তখন পীড়াপীড়ি রাখার জন্য। দাদা আর রাজী হলেন না।

১৭.১০.৭৯ (তদেব) দাদা : মূলকথা 'আমি'টা শয়তান; 'আমি' কিছু করতে পারে না। ....মহেন্দ্র গুপ্ত Chicago lecture-য়ের আগে লেখে নি কেন? বিবেকানন্দ কি তাতে রামকৃষ্ণের কথা বলেছিল? (সিরাজ-কাহিনী যদুনাথ সরকারের সঙ্গে আলোচনার প্রসঙ্গ। রামমোহনের জন্মতারিখ নিয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে আলোচনার প্রসঙ্গ। সত্যেন বোস ও বিভূতি সরকার প্রসঙ্গ।) ....আরেক Vice-chancellor বর্ধমানের। ননী সেন : সে তো একদিন আপনার কাছে এসেছিল। দাদা : দুদিন। রেজিস্ট্রার এবং .... নিয়ে এসেছিল। আমার চালাক লোকের দরকার নাই। .... বই বের করতে হবে। একটা বিভিন্ন লোকের লেখা দিয়ে। Peter-য়ের চিঠি দিয়েই তো একটা বই হয়। আরেকটা হবে সব reference দিয়ে। তার পরে individually.... হিন্দু-মুসলমান যদি থাকে, তবে ২০/৪০ বছরে সব মুসলমান হয়ে যাবে। তবে এবারে ঠাকুরের যা ইচ্ছা, জাত-টাত থাকবে না। সব এক জাত হবে। ....অষ্ট্রেলিয়ায় যেতে পারি। Cobalenco তো রাশিয়ায় যায়। তবে বলে, আমেরিকা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে; আমি ওখানেই থাকবো। ....China বা Arab countries-য়ে যাবো না। ....এখন Nobel prize-য়ের সে মূল্য আর নাই। ডাঃ দত্ত (রেবতী) ওদের চেয়ে বড়ো। ....ওরা তো (Dohm প্রভৃতি) প্রণাম করে না। আমিও জড়িয়ে ধরি, চুমো খাই; ওরাও জড়িয়ে ধরে। ....রবিবারের ভিতরে একটা লেখা দে। ননী সেন : সোমবারে দেবো। দাদা : ঠিক আছে।

১৯.১০.৭৯ (তদেব) (আমি-প্রসঙ্গ) দাদা : আমি আর থাকুম না। ....সব একে বোকা ভাবে; হেরে গেলাম।

হেরে গেলে একটা মাত্র উপায়,—প্রলয়। এ করবে না। দেখলি না, ইন্দিরার কি হোল? কুস্‌মন্ত্‌ তো ওর সেক্রেটারীর মতো। ....(কাপড়-জড়ানো সুখাসনস্থ কৈবল্যনাথের ফটো) ঠাকুরের নিজ দেহের নয়। নিজের চেহারা তো ঐ (দেওয়ালে টাঙ্গানো দুটো ফটো দেখালেন।)। ....ভোলা গিরি বলতেন, বাংলায় যাবো না; ওখানে রাম আছেন। চাবিটা ওঁর হাতে। ভোলা গিরি এর কাছে যায় নি? ....পরমানন্দের বাড়ীতে প্রভাত সরকার সস্ত্রীক দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। ....গীতাদি : অভিদা দাদার ফটোতে চপ খেতে দিলে দাদা খেয়ে নেন। অতীন খান্‌ সিগারেটও খাওয়ায়। (দাদা হাসছেন।) ....Miller-য়ের সঙ্গে এর ফটো আছে। ....ননী সেন : কী, সন্ন্যাসী হবেন নাকি? দাদা : এটা চলে গেলে সন্ন্যাসী হতে পারে। মহাপ্রভু, রাম। কৃষ্ণের কথা ছেড়েই দিলাম। সে তো অনেক নীচে। ....গৌরী শাস্ত্রী কেমন আছে রে? ননী সেন : ভালোই।

২১.১০.৭৯ (তদেব) দাদা : শরীরটা ভালো না। ....ওদেশে আমাকে অনেকেই বলে, বানর আর হনুমান্‌ থেকে মানুষ হয়েছে। ডারউইন যেখানে ছিল, যখন লিখেছিল, তখন সেখানে পশুবৎ মানুষ ছিল। এই রকম মানুষ ছিল নাকি? তাঁর বিধান কি লংঘন করতে পারে? একটা মানুষ কি বানর হতে পারে? একটা মানুষ কি আরেকটা মানুষ হতে পারে? সব আলাদা আলাদা। তবে মোহান্ত মারা গিয়া কুকুর হয় (ঠাট্টা)। সৃষ্টিতত্ত্ব কেউ জানে কি? অধিকার আছে? শাস্ত্র তো সব মন-গড়া। এ যা বলে, তাই সৎশাস্ত্র, আদি, tradition. দুটি ধারা : একটি জীবের রস আস্বাদনের ধারা, আরেকটি অবতারশক্তির ধারা। নাম করতে করতে নাম নামী যখন এক হয়ে গেল, তখন তা ওকাঁর হিন্দুচর্চার উপরে। হিন্দু ধর্ম কিন্তু নয়। কিরে, হিন্দু ধর্মের কথা আছে নাকি? ননী সেন : কোথাও নেই। দাদা : তারপরে ভাবও নাই; ভাবান্তর; তারও পরে চিন্ময় সত্তা। জীবদেহ, কারণদেহ, চিন্ময় দেহ। এখানে আসার দরকারটা কি? এটা কি থাকার জায়গা? রস আস্বাদনের জন্য পাঠালেন। উনিও এলেন, কষ্ট ভোগ করলেন। না হলে চলবে কেন? উনি যে পথে যান, সে পথে সব উদ্ধার হয়ে যায়। অবশ্য প্রেম পায় না। ননী সেন : শাস্ত্রে আছে, ৮৪ লক্ষ যোনি ভেদ করে মানুষ হয়ে জন্মায়। দাদা : ৮৪ লক্ষ যোনি ভেদ করেই তো উনি প্রকাশ পান। ওটা তো এই দেহেতেই আছে। ৮৪ লক্ষ প্রাণী; ৮৪টা লক্ষ; এটা নিয়েই আছে (?)। মানুষের মন আছে, বুদ্ধি আছে; রস আস্বাদন সেই করতে পারে। উদ্ভিদ্‌ পশুপাখী সব মানুষের জন্য; ওরা রসাস্বাদনের জন্য নয়। ওদের মানুষ খাচ্ছে; উনিই ওনাকে খাচ্ছেন। ....Absolute যখন মনের আওতায় এলো, তখনি নানান interpretation শুরু হোল। ....ইন্দুবাবু, প্রভাতবাবু বলতেন : তুমি যখনি ঠাকুরের কাছে আসো, তখনি দরজা বন্ধ করে কী করো, কে জানে? তুমি জোর করে ওটা লিখিয়ে নিয়ে (আশ্রমের সঙ্গে ঠাকুরের সম্পর্ক নাই) বেদবাণীতে ঢুকিয়ে দিয়েছো। এ বললো : হাতের লেখাটা তো ঠাকুরের। ঐ জন্যই ওটা তোমাদের দিইনি। copy করিয়ে দিয়েছি। ওরা বললো, ঠাকুর ভোলা গিরিকে খুব ভালোবাসতেন। এ বললো : ঠাকুরের কথা বুঝেছো কি? তোমরা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলে : তুমি ৫ বছরের ছেলেকেও আপনি বলো কেন? ঠাকুর বললেন : আমার যে সবাই আপনজন। আপনজনকে 'তুমি' বলি কেমন করে? তাহলে, দেখো, ভোলা গিরিকে ভালোবাসবেন না কেন? এ কিন্তু সবাইকে 'তুমি' বলে; খুব ছোট বয়সেও কবিরাজ মশাইকে 'বাবা, তুমি' বলতো। এর বাবার নাম ছিল রায় বাহাদুর মোহিনীমোহন রায়চৌধুরী। এর স্বভাব ছিল বাড়ীতে ১০০/১৫০ বছরের ন্যাংটা সাধু এলে তাঁদের বীচি টিপে ধরা। জ্যাঠামশাইরা ভাবলেন, নির্বংশ হতে হবে। বাবাকে বললেন, শাসন করো না কেন? বাবা বললেন, ওর ৫/৬ বছর বয়স পর্যন্ত আমি আছি। যারা ওকে চিনবে, তারা কিছু বলবে না। ....রামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম, আর সীতা মহালক্ষ্মী। মহালক্ষ্মীও মায়ায় আটকে গেলেন। অশোকবন, চেড়ীরূপ ইন্দ্রিয়ের উৎপাত। শেষে রাম, রাম বলে উদ্ধার। দশরথ-তনয় রাম নয়। ....সাবিত্রীব্রত। ঐটাই তো গোড়ার কথা। পতিব্রতা ধর্ম,—এই পতিকে সেই পতি করে নেওয়া। ....শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকভাবে করলে পূর্বস্মৃতি জাগে। আমার পূর্বজন্ম জানার দরকার কি? জন্মান্তর আছে। তবে তোদের guarantee দেওয়া আছে। ....আমার নাকি আবার নারীর দোষ আছে।

(সন্ধ্যায় দাদালয়ে। মিসেস্‌ সেন আগেই। তখনো ডারউইন-প্রসঙ্গ।) দাদা : মানুষও পশু হতে পারে না, গাছ হতে পারে না। পশুও মানুষ হতে পারে না, হতে চায় না। প্রারব্ধ ভোগ করার জন্য তো উদ্ভিদ্‌ হবে, পশু হবে। ওদের কি দুঃখ-কষ্ট বোধ আছে? তাহলে? পাহাড়েরও প্রাণ আছে। নদী, সমুদ্র সব কিছু মানুষের জন্য। ...তাঁর action-reaction নাই। যে ভাবে, তুমিই সব করছো, এই ভেবে খারাপ কাজ করে, তারও reaction নাই।

ননী সেন্ঃ উপনিষদ্ বলছে, 'যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্।।' দাদা ঃ দুর্, উপনিষদে ঐ সব পরে লিখেছে। ....Alexander কি পুরুকে হারিয়েছিল? যদুনাথ সরকারকে এই প্রশ্ন করেছিলাম। তাঁকে বলেছিলাম, পুরুর কাছে হেরে যায়। এর Lake Terrace-য়ের বাড়ী 8B, যদুনাথের 8C ছিল। ....ননী সেন ঃ বাইবেলে আছে, Joshua দেহের উপরে flat হয়ে শুয়ে একজনকে বাঁচান, যেমন আপনি কোন কোন ক্ষেত্রে বাঁচিয়েছেন। আর যীশুরও মরা বাঁচানোর কথা আছে। দাদা ঃ ওসব কথা বাজে। কোন মানুষ পারে না। যে করে, সেও জানে না। ....ওখানে তো কোন জীব থাকলে মরে যাবে। ঘরে দাঁড়িয়ে রইলো (দাদা); সে জানেও না, বেঁচে গেল। ....জ্যোতিষ মেলে কি? তিনজন একই সময়ে তিন জায়গায় জন্মালো। একজন খুব সুখে কাটালো; আরেকজনের paralysis হোল; আরেকজন brilliant হোল। তা হলে? আয়ু কমানো বাড়ানো যায়। অতি মহাজনের জন্য হয়তো একটা দাঁত ফেলে দিল (দাদা বহুক্ষেত্রে করেছেন।), বা একটা চোখ খারাপ করলো। আয়ু বাড়লে পূর্বজন্মের প্রারব্ধ কিছু কাটিয়ে নেওয়া যায়। ....(বৌদিকে) তোমার ঋণ শোধ করতে পারলেই হোল। ....বাবা নিজেই প্রসব করান। প্রসবের তৃতীয় দিনে বলেন, আমি আর ৫/৬ বছর আছি। উনি এসে গেছেন। আমাকে তখন থেকেই 'উনি' বলতেন ঃ ....(মিসেস্ সেনকে) উনি তো লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে মিশেছেন। কিন্তু, তোমার সঙ্গে যে রকম করেন, অন্য কারুর সঙ্গে কি সে রকম করেন? এটা কি এখন হয়েছে? আগের সম্পর্ক না থাকলে কি এরকম হতে পারে? আমরা যতো দিন যায়, সেটা ভুলে যাই। তোর সঙ্গে এই যে সম্পর্ক, এটা কি নোতুন মনে করিস্ নাকি? ....ননীগোপালের বয়স ৭২, রমার ৫৩। তোমার বৌদিকে দেখে কিন্তু এই বয়সের difference কেউ বুঝবে না। যখন আনন্দের সময়, তখন তো বাইরে বাইরে। ওর পিসীমা ওর বাবাকে বলেছিল, অমিয়কে দেখলাম একটা গামছা পরে কম্বল জড়িয়ে কাশীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর বাবা বললেন, সে কেমন করে হবে? খুব foppish. আমার ব্যাংকে ওর অনেক টাকা আছে। কী সহ্যই না করেছে (বৌদি)। কোন যুগে এরকম করেনি। একেবারে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম। (মিসেস্ সেন দাদার দিল্লী যাবার ব্যাপারে সেনের উদ্বেগের কথা বললে) দাদা ঃ না, না; সে তো এমনি যাচ্ছি। দিল্লীতে সে তো শেষকালে যাবো। (অন্য তাৎপর্য। সেন বুঝতে ভুল করেছে।) ....মনটাকে বাদ দিয়ে চুমো দেওয়া যায় না? (গোপালদা দাদার ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে, দাদা recline করে আছেন; মুখে দাঁড়ি ভর্ত্তি সত্যনারায়ণের মতো। ঘাবড়ে গিয়ে ঠাকুর-ঘরে চলে যায়।)

১১.১১.৭৯ (তদেব) [২৬শে অক্টোবর দাদা-বৌদি দিল্লী যান; ৩রা নভেম্বর ফিরে আসেন। মানেকা গান্ধীও তাঁর মা দাদার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা বৌদিকেও প্রণাম করেন। আজ রবিবার। বেশ লোক সমাগম হয়েছে। দাদা প্রথমে গোপালদা ও যতীনদাকে নিয়ে ঠাট্টা করলেন; পরে বর্ধমানে ডাঃ রামকৃষ্ণের গৃহে বিভূতিদা ও দীনেশদার খাবার কাহিনী। বিভূতিদা আধঘণ্টা ধরে গোটা ২০ রুই মাছের মুড়ো খেলেন। ছিবড়ের যে স্তূপ হোল, তা বিড়াল ডিঙোতে পারে না। এক সাজি-ভরতি সিঙ্গারা আর এক পরাত ভরতি জিলাপী জলযোগের জন্য দেওয়া হোল। দাদা বললেন, সবাইকে দুটো দুটো করে দিয়ে বাকীটা দীনেশ তর্কালংকারকে ধরে দাও। তাই করা হোল। দীনেশদা গোটা ৪০ সিঙ্গারা ও গোটা ৪০ জিলাপী খেলেন। পরে মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে তরি-তরকারী, মাছ-মাংস সব খাবার পরে এক হাঁড়ী রাবরি ও গোটা ৩০ রাজভোগ খেলেন। সেই সময়ে দীনেশদার কলকাতার বাড়ীতে electricity-র distribution board-য়ে হঠাৎ আগুন ধরে গেছে। বাড়ীর কারুর তা নজরে পড়েনি। বর্ধমানে তখন মিঃ রবি দত্ত ছিলেন। দাদা তাঁকে দূরদর্শন ও দূরশ্রবণ শক্তি দিয়েছেন। তিনি হঠাৎ এই আগুনের কথা বলে বললেন, সবাই ঘুমাচ্ছে; কী হবে? দাদা ঃ কোন ভয় নাই, main টা off করে আগুনটা নিভিয়ে দিচ্ছি। একটু পরে বললেন দীনেশদাকে ঃ তোর বৌকে জাগিয়ে দিয়ে বলেছি, দেখো কী হতে যাচ্ছিল। রবি দত্তের দয়ায় বেঁচে গেলে। পরে ননী সেনকে আজই বিকালে একটা লেখা দিতে বললেন।]

[বিকেলে ননী সেন দাদালয়ে গিয়ে লেখাটি দিল।] দাদা ঃ এর উপরে নির্ভর করলে সব হয়। ....যত্যার সঙ্গে প্রথম দেখা প্রায় ৪০ বছর আগে চাঁদপুরে। ....1946-য়ে খেলনার দোকানটা কিনি ৭৫০০্ টাকায়। কর্পোরেশনকে দিই ৫০০০্ টাকা; আরো হাজার ৫ খরচ হয়। এখন ৪ লাখে কিনতে চাইছে। দোকান কিনেই বন্ধ করে বাইরে যাই বিয়ের পরে। ....(ননী সেন আনন্দলোকের প্রসঙ্গ তুললো।) দাদা ঃ ওরা জগৎটাকে রক্ষা করার জন্য আছেন। ওঁরা কিন্তু নিজেরা জানেন না। ওঁদের বলে 'মঙ্গলকণ্ঠী'। ....(মহাপ্রভু-প্রসঙ্গ) জীব কি

ওরকম হতে পারে? ও না এলে কি কেউ প্রেম জানতে পারতো? উনি কবে সন্ন্যাস করলেন, এর জানা নাই। বেঁচে থাকতে লেখা খুব শক্ত। মুরারি কতটা লিখেছে? ঐ (গৌর) আধারে তিনি (স্বয়ং) না এলে কেউ প্রেম জানতে পারতো কি? ....জীবে দয়া কি টাকা-পয়সা দেওয়া? মহাপ্রভুর কথা নিয়ে এরা টালিবালি করছে। ....তিনি সঙ্গে আছেন, এটাইতো কত বড়ো আনন্দ। ....বড়বাজারে Bank of Baroda যে বাড়ীতে, ওটা দাদার ছিল। বিক্রী করে দেন। থাকলেই problem.... এ যে পথ দিয়া গেছে, যাদের দেখেছে, তারা সবাই মুক্ত। তারা যেখানে গেছে, তাদের সবাইও মুক্ত। (ননী সেন 'অনির্বাণ' নামের প্রসঙ্গ তুললে) দাদা : প্রকৃতির রস যতোক্ষণ আছে, ততক্ষণ 'অনির্বাণ'। কিন্তু, একদিন তো তা যাবে। তখনো কি অনির্বাণ, না নির্বাণ? এটাও (দেহটা) যখন আমার নয় বোধ হবে, তখন? ....আচ্ছা, কেউ যদি রাম রাম বা দাদা দাদা বলে মারা যায়, তাহলে কি হবে? ....এটা মুক্তি প্রাপ্তি নয়, একেবারে merge করে গেছে।

১৭.১১.৭৯ (তদেব) (ঠাকুর-প্রসঙ্গ) দাদা : ঠাকুরকে কেউ কেউ বললেন, কিছু বড়ো বড়ো লোক জোগার করি। ঠাকুর : আপনাদের দরকার নাই। যাঁর কাজ, তিনিই করবেন। উলুবনে মুক্তা ছড়াইলাম। আপনি পাইলেন, তাতে গ্রাম উদ্ধার হইবে। গ্রাম হইলে শহর হইবে, শহর হইলে দেশ হইবে। ননী সেন : চরিতামৃতে এই কথাটা একটু অন্যভাবে গৌরমুখে দিয়েছে। দাদা : ওঁরা সব সময়ে একই কথা বলেছেন। ....রঘুনাথ দাস লোকটা কি ছিল? ....বৃন্দাবন ছিল কি? রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড কি বাইরে? সে তো ভিতরে। ....প্রথম যেটা বলেন, সেইটাই ঠিক কথা। তারপরের কথা টালিবালি।

২৫.১১.৭৯ (তদেব) [২১শে দাদা ভুবনেশ্বর যান। আজ রবিবার। যতীনদা tight-fit জামা-প্যাণ্ট পরে এসেছেন। তাই নিয়ে দাদার ঠাট্টা।] দাদা : এ নিমাই পণ্ডিতকে চেনে। নিমা পরতেন; ডানদিকে বাঁধন থাকতো। কখনো গায়ে গামছা জড়াতেন। তিনি মিছামিছি কেন উড়িষ্যায় যেয়ে থাকবেন? মেয়েদের ভালোবাসতেন। সাড়ে তিন জনের আধজন যে, তাঁর সম্বন্ধে তিনি বললেন, ওর রান্না না খেলে তো পেট ভরবে না। তিনি সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত ছিলেন। ঢাহা দক্ষিণে ইস্‌মাইল কাজীর বাড়ী তিনি খান। বৃন্দাবনে কিছুদিন একটা চালাঘর বেঁধে তিনি ছিলেন। সেখানে মীরাবাঈ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর প্রয়াণের ৭/৮ বছর পরে রূপসনাতন অনুতপ্ত হয়ে তার আশেপাশে মন্দির-টন্দির করে বাস করে। তখন আরেকবার মীরাবাঈ গিয়েছিল। ....তাঁর উপরে নির্ভর করে থাকতে পারলে আর চিন্তার কি আছে? ....(যতীনদা, মধুদা ও সুনীলদার খুব প্রশংসা।) ....বাড়ীর কাউকে আমি পছন্দ করি না। এখন ছাড়তে পারছি না। ....গীতারা খুব ভালো পরিবার। ....(সমীরণদাকে) যার ইচ্ছা করবে না, সে যেন এখানে না আসে। কে কী আলোচনা করছে, সবই এর জানা,—অভিকে নিয়ে, রমাকে নিয়ে, পরিমলকে নিয়ে। পছন্দ না হলে বাড়ীটা ছেড়ে দিক্। আমি নেবো। ....(মিসেস্ সেনকে) খোকনের বিয়ে আমি দেবো।

২৬.১১.৭৯ (তদেব) [রাত ৭টায় ননী সেন দাদালয়ে সস্ত্রীক। ৮টায় ডাক পড়লো। ৮.৫০য়ে হঠাৎ বললেন :] এইমাত্র ছেলে হোল। 'দাদা' বলে একটা ডাক দিয়েই unconscious হয়ে গেল। দুদিক্ থেকে দরকার। ডাকটা ঠিকমতো হলেই হয়ে গেল। তখন space থাকে না। এই space টাই সেই space হয়ে যায়। এই দেখ্ cable টা : 'Manan's pain started.—Tapan.' ইলার বোন California-য়। তার ছেলে হয়েছে। কাছেই তো, কী বলিস্? শরণাগত হয়ে থাকতে হবে। তাহলেই হোল। ....জগৎটা মিথ্যা হলে এলাম কেন? জগৎটা মিথ্যা হলে উনিই মিথ্যা হলেন। উনি মিথ্যা হলে আমিটাও মিথ্যা। উনি যা বলেন, সব সত্য। এ যা বলে, তা কিছু কিছু সত্য নাও হতে পারে। তখন ব্যাখ্যা করে সেটাকে বুঝাতে হয়। ....(মধুদার প্রশংসা)।

২.১২.৭৯ (তদেব, পূর্বাহ্ন) দাদা : তোর সঙ্গে ১ বছর পরে দেখা। ননী সেন : আপনার ১ বছর কাকে বলে, জানি না। দাদা : কারুর এইটুকু ১ বছর, কারুর এতোখানি ১ দিন। ....রামের মাদ্রাজে কি হয়েছিল? সীতা মহালক্ষ্মী হয়েও এখানে এসে তাল পেলো না। মায়ায় আবদ্ধ হোল। রাম কি তাঁর প্রারব্ধ দূর করতে পারলো? চেড়ীর উপদ্রব সে সহ্য করলো। চেড়ী মানে এইগুলা (মহিলারা) নয়। ধৈর্যের সঙ্গে প্রারব্ধ সহ্য করলো 'রাম, রাম' করে। তাতেই উদ্ধার পেলো। রাবণও তাতেই পরাজিত হোল। রাম রাবণকে কি বধ করতে পারতো? রাম বড়ো, না রাবণ বড়ো? দশানন মানে দশটা মাথা নয়। সে সর্বজ্ঞ। বৃহস্পতি তাঁর চাকর ছিল। তাঁর একটা শক্তি ছিল। তোরা বলিস্ 'দুর্গা'। দুর্গা তো ২০০ বছর আগের। রাম তো তাঁকে মহাবৈষ্ণব বলতো। সে সীতাকে

বললো : মাকে, মহালক্ষ্মীকে ঘরে এনে রেখেছি। ....ভীষ্ম বাণ ছুঁড়লো; অর্জুনের রথ কয়েক হাত পিছিয়ে গেল। অর্জুন তাতে হাসলো। কৃষ্ণ বললেন, আমি রথে না থাকলে লক্ষ যোজন দূরে চলে যেতো। অর্জুন বাণ ছুঁড়লো; তাঁর বাণ ঘুরতে লাগলো। আর ভীষ্মের বাণে দশ সহস্র নিহত হোল। এ সবের অর্থ পণ্ডিতেরা কিছুই বোঝে না। এ সংস্কৃতের Head. একজন প্রোফেসর হয়ে সেখানে join করলো। সঙ্গে সঙ্গে এ resign করলো। অধ্যক্ষ নাথ বললেন : তাঁকে কী আর পাবো? গীতার, কণ্ব-দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কী অপূর্ব ব্যাখ্যা! ইতিহাসে এ রকম আর আছে কি, এই রকম সব বড় ভাই intellectual-রা, শ্বশুর-শাশুড়ী প্রণাম করছে? কৃষ্ণ এসেছিল; কোন্ দ্বাপরে, কে জানে? তারপরে এলো মহাপ্রভু; কৃষ্ণের চেয়েও বড়ো। ঘরে ঘরে প্রেম বিলালো, তাঁকে কেউ বুঝলো কি? তার পরে যাঁকে সত্যনারায়ণ বলে; সে তো আরো অনেক উপরের, সীমাহীন। সে একে দেখলে নেচে নেচে একবার ওদিকে যেতো, আবার এদিকে আসতো। ....জে. এন. দাশগুপ্তের খুব ego ছিল। সেইজন্য ইন্দু-প্রভাত অনুযোগ করায় ঠাকুর বলেন : ইন্দুবাবু। উনি নরকে গেলে এ সেখানে গিয়ে উদ্ধার করে আনবে। দাশগুপ্ত স্থির করলেন, ভাইদের পৃথক্ করে দেবেন। ঠাকুর তখন চৌমোহনী না কোথায় তরলা ঠাকরুণের বাড়ী। দাশগুপ্ত ঐ উদ্দেশ্যে গাড়ী করে মৌলালি দিয়ে যাবার সময়ে দেখেন, ঠাকুর রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে। গাড়ী থামিয়ে ঠাকুরকে গাড়ীতে উঠতে বললেন। ঠাকুর বললেন : আপনের গাড়ীর জন্যই দাঁড়াইয়া আছি। উঠে Dickson Lane-য়ে গেলেন। পথে বললেন : দুর্যোধন দুঃশাসন তো খুব খারাপ ছিল। কিন্তু, ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক্ হয় নাই। যাই হোক্, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠে গিয়ে একটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। বহু ভক্ত-সমাগম; দরজা কিন্তু খুললো না। ঘণ্টা দুই পরে দরজা খুলে দেখা গেল, ঘরে কেউ নেই। ফোন করে জানা গেল, ঠাকুর তরলা ঠাকরুণের বাড়ীই আছেন। ....একজন তো সব জায়গায় ঠাকুরের বিরুদ্ধে বলতে লাগলো। কিছু না, এইটুকু; জামাই মারা গেল; তার জন্যই সব জায়গায় বিরুদ্ধে বলতে লাগলো। ....এ ছেলে বয়স থেকেই 'আমি' বলতে পারতো না। কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে বলতো : এটার নাম? আমিটা এলেই অসুর হয়ে গেলাম। এর সব কথা সত্য, বেদ। কীরে, ঠিক? ননী সেন : নিশ্চয়। ....গোপীনাথকে এ গীতার তিনটি শ্লোক বললো : 'যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ,' 'সুখদুঃকে সমে কৃত্বা' এবং 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে।' ....এক কৃষ্ণ ছিল আদিব্রহ্ম যাঁকে গোবিন্দ বলে। তিনি বৃন্দাবনেই থাকতেন সব সময়ে ভক্তবেষ্টিত হয়ে। ....বহু সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির পরে এই কলি এসেছে। এখন নামেই কাম। এইসব কি আগে কখনো এসেছে? মহাপ্রভু। রাম। এর কথা ছাড়; এতো ভক্ত। আর ভক্ত হোল রামপ্রসাদ। ....৯৩ বছরের বৃদ্ধ বড়ো ভাইকে বললাম : জীবনটাতো শেষ করে আনলে। এবারে রোজ একটা করে ডিম খাও। আরেকটা জিনিস আর এই বয়সে হবে না। আবার আসতে হবে। ....এ ঠাকুরের কাছে ৩/৪ বার গিয়েছিল। এমনি দেখা আরো হয়েছে। বেদবাণী যখন ছাপা হয়, তখন এর ২২/২৪ বছর বয়স। ....বাল্মীকি কি রামকে দেখেছে?

(সন্ধ্যায় সস্ত্রীক দাদালয়ে) দাদা : একজন বললো : তোমার গাড়ীটা দাও; সাজিয়ে বর আনবো। এ কী রকম কথা। দেখছি, মেলামেশা বন্ধ করে দিতে হবে, আর সব যাই হোক্ না কেন। ....দেহটা ধরলে ব্রজের কৃষ্ণের চেয়ে মহাপ্রভু অনেক বড়ো। শেষ দিক্‌টা তো সাংঘাতিক, ভয়াবহ। মহাপ্রভু বলতেন : হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন। মধুর মধুর বংশী বোলে এই তো বৃন্দাবন।। বাকীটা শ্রীবাসের। এ কোন বাইরের বৃন্দাবন স্বীকার করে না। মহাপ্রভু ওখানে ভাবে ছিলেন বলে ওটা বৃন্দাবন। (হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নের কথা।) গোপীনাথ ১ম বই 'গীতা' একে উপহার দেন—'অমিয় বাবা'। ....Dr. Dohm-য়ের জন্য Institute-য়ের দুটো ঘর book কর্। মানাকে বলেছি; তাকে ফোন করে পেলাম না।

৩.১২.৭৯ (তদেব) [রাত পৌনে ৮টায় দুজনে দাদালয়ে। বৌদি জনৈকা সম্বন্ধে বললেন : এরকম কর্কশ মেয়ে আর দেখিনি। দাদা তো বলেনই : এর প্রারব্ধের ছিটে-ফোঁটা যে ভোগ করতে পারবে, সেই থাকবে।] দাদা : কাউকে ডাকবো না। যে খুশী আসুক্। আমি তো আর নিজের মেয়েকে ছাড়তে পারবো না। ....এ দার্জিলিং বহুবার যায়; বৌদিকে নিয়েও। ১৯৩৭-য়ে অভেদানন্দের আশ্রমে যাই। ভূতপ্রেতের কারবার; কারণ আর মাংস খুলিতে। অভেদানন্দ বামাক্ষ্যাপার কাছেও দীক্ষা নেয়। ....কেশব সেন কখনো কি রামকৃষ্ণের কাছে যায়? ....কেশব সেনের ছেলে রামকৃষ্ণকে দেখেছে। সে বিবেকানন্দের চেয়ে বয়সে বড়ো ছিল। গায়ত্রী দেবী প্রভৃতির কাছে এ ওদের কথা শুনেছে। ....সাঁইকে তো শেষ করে দিয়েছে। ....মিসেস্ সেন : দাদা। এবার যাই। দাদা :

বস, শালী। নাম হচ্ছে; মনটা শুনছে। রাত ২/৩ টা পর্যন্ত এইরকম নারীসঙ্গ হচ্ছে। তারপরে ঘাড়ে মাথায় জল দিয়ে আবার শোয়া। তখন ভাবতাম, কেন আইলাম। ....দিল্লীতে Truth Center হলে এর আর কি সুবিধা হবে? Peter-য়ের hotel charge টা Truth Center থেকে হরিপদকে দিতে বলেছিলাম। সে বললো ঃ তা কেমন করে হবে? ওটা বে-আইনী। এখনো তো Center হয় নি। ....কৃষ্ণের মৃত্যু ১৮৮৬-তে। তখন আনন্দের বয়স ২৩। বি.এ. পাশ করে চাকরী না পেয়ে হতাশ হয়ে যদি যায়, তবে কদিন দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারে? ....মহেন্দ্র গুপ্ত ৭৫/৭৬ বছরে মারা যায় ১৯৫০-য়ের পরে। তাহলে সে—কৃষ্ণকে দেখলো কবে? (—শ্রীমাকে 'জগন্মাতা' বলেছেন বলায়) তাহলে ওদের প্রেম ছিল। ....(বৌদি সম্বন্ধে) ওকে জগদ্ধাত্রী বলি। ও কিন্তু ওদের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের। ....বৌদি ঃ দাদা অনেক দিন বলেছেন, ও (জনৈকা) মস্ত বড়ো hypocrite. ও আমার অনেক ক্ষতি করেছে। ....(মিসেস্ সেন সম্বন্ধে) দাদা ঃ এইরকম পাশে থেকে যেতে পারবে কি?

১৫.১২.৭৯ (তদেব) দাদা ঃ বৌদির বিয়ে হয় ২২ বছর বয়সে। দাদা ১৮/১৯ বছরের বড়ো। কিন্তু, সবাই বলে, জামাই মেয়ের চেয়ে ছোট। ....কামদারকে আজ খুব বকেছি। সে কিছু বলেছে কি? একজন তো Income-tax এড়াতে Truth Center করতে চায়। বোঝ ব্যাপার! না বলে দিয়েছি। ....(মিসেস্ সেনকে) রক্ষাকালী। ননী সেন ঃ ১৩ই জানুয়ারী উৎসবের ব্যবস্থা করা যাক্। (দাদা নীরব।) ....আনন্দলোক হিমালয়ে বা কোন বিশেষ জায়গায় নয়। তাহলে হিমালয় তো ভেঙে চুড়ে যাবে! তখন কোথায় যাবে? ....পৃথিবীর ১ ভাগ স্থল, ৩ ভাগ জল। সেই স্থলের নীচেও আবার জল। আবার জলের নীচেও পৃথিবী। তাঁর সৃষ্টি বুঝবার দরকার কি? ....Goldberg বললো, মানুষের দেহ আমরা তৈরী করতে পারি। পাগল। একটা দেহে লক্ষ লক্ষ জিনিস আছে। ....রামপ্রসাদ কালীর ঘট বিসর্জন দিয়ে স্রোতে ভেসে যান; অন্তর্হিত হয়নি। তিনি কালীমূর্ত্তি গড়েন নি।

১৬.১২.৭৯ (তদেব) [পাঠশালায় মেঘনাদবধ-প্রসঙ্গ।] দাদা ঃ তখনি এ বলে, বিদ্যাসাগর লিখেছে মাইকেলের নামে [হয়তো বিদ্যাসাগর 'বিভীষণ-ইন্দ্রজিৎ-সংবাদ' লিখে মাইকেলকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কারণ, দাদা অনেক সময়ে বাড়িয়ে বলেন। পুরোটা বিদ্যাসাগরের লেখা,—তাই যদি দাদার নিশ্চিত বক্তব্য হয়, তাহলে তা অত্যন্ত বিস্ময়কর।] ....প্রোফেসরী করা মায়ের সাধ পূরণ করার জন্য। Application-য়ে এ M.E. পাশ লেখে, তাই M.A. পড়ে। ....(তুলসী-প্রসঙ্গ।) সে এখন তুলসী হয়ে জন্মেছে। ....রবীন্দ্রনাথ ও গোপীনাথ মহাজ্ঞানী। ....প্রারব্ধের হাত থেকে কারুর নিস্তার নাই।

৩০.১২.৭৯ (তদেব) [আজ রবিবার। দাদা পৌনে ১১-তে নীচে নাবলেন।] দাদা ঃ কাল রুক্মিণী আরুণ্ডেল ম্যানেজারকে নিয়ে আসেন, আর আসে কেশব সেনের family-র ৪ জন পৌত্রবধূ (সবিতা সেন) সহ। সবাই মহানাম পায়। রুক্মিণী জে. কৃষ্ণমূর্ত্তির কাছে শুনেছে। Theosophical Society ছেড়ে দেবে। সেন family ও খুব খুশী। ওরা নাকি—মঠকে charge করেছিল কেশব সেনকে জড়ানোর জন্য। কেশব সেনের বাড়ীতে বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির যাতায়াত ছিল। তখন—কৃষ্ণ বলে একজন ছিল, তাঁর কাছে যেতে হবে, এটা কে জানতো? ওরা একে বললো ঃ আপনি যা বলেন, তাই তো উনি বলতেন। তবে আপনার philosophy অনেক বড়ো। রুক্মিণী 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' বলে একে প্রণাম করে। ....চাকে অমৃত করতে ক্রিয়াযোগে কিছুটা পারে। কিন্তু, গন্ধটা ছাড়া। এ বেদের একটা দাগ দিতে পারে, এমন লোক অনন্ত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিতে আসেনি। আসবেও না। (মাখনদাও তার ছেলের হারানো-প্রাপ্তি, আবার হারানো ও প্রাপ্তির কাহিনী।) ....সাধু-সন্ন্যাসীরা 'মা' বলে। আমি 'মা' বলতে যাবো কেন? এলাম প্রেম করতে। ....এখন আমেরিকা যাবো বেড়াতে।

(সন্ধ্যায় পৌনে ৮য়ে দাদালয়ে।) [অধ্যাপক সুরেশ আচার্য ছিল। কেশব সেনাদির প্রসঙ্গ।] দাদা ঃ সুবল মিত্রের আদি অভিধানে—কৃষ্ণসম্বন্ধে দুটি বাক্য। (—রামদাস, কবিরাজমশাই, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুনীতি চাটুজ্যে, রাধাগোবিন্দ নাথ প্রভৃতির প্রসঙ্গ।) ....বিবেকানন্দ তৈলঙ্গস্বামীর কাছে দীক্ষা নেন। ....গুরুগিরি একটা ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমিটা কিছু পারে না। তাঁর কাজ তিনি করছেন। ....এখন ঝামেলা দেবতাদের মধ্যেও। ....সবটাতো ধ্বংস কখনো হয় না। ....Science-য়ের development তো হয়ে গেছে। (১০০ বছর আগে) তখন কি গোপীনাথ, শ্রীনিবাসমের মতো পণ্ডিত ছিল? (ব্রজেন শীল, বিদ্যাসাগরের কথা বলায়) ওদের মতো কি? ....(গোপীনাথ-প্রসঙ্গ।) —রামদাস প্রভৃতি সব সাধুরা মাটিতে বসতো। একে কুরসী দিত। ....শব্দ ভিতরে শুনলে বাইরেও শুনবে। সেটা যখন শুনছে না, তখন ওটা কিছু নয়। ....আনন্দময়ী মা এখন লুকিয়ে আছেন election

-য়ের ভয়ে। জড়িয়ে পড়তে পারেন। ....(আচার্যকে) যে আসছে (অর্থাৎ ইন্দিরা), তাকে ভোট দিবি না? প্রিয় দাশ ছেলেটা ভালো। কিছু ভোট পাবে। সরে দাঁড়ালেই পারতো। —চক্রবর্ত্তীর জামানত জব্দ হতে পারে। (দাদা Hindusthan Insurance Co-র appointment letter দেখালেন। অ্যাটর্নী মধুদা বললেন ঃ কয়েকদিন আগে দাদার কাছে বসে আছি, হঠাৎ বললেন ঃ দেখ্‌তো, মুখ থেকে কী রকম দুর্গন্ধ আসছে! মদের গন্ধ। ব্যাপারটা বলি। অভি একটা বইয়ের conjract পেয়েছে। তার rival ওটা নিজের নামে নিতে চায়। তাই অভিকে dinner -য়ে invite করে খুব করে মদ খাইয়ে দিল যাতে contract সই না করতে পারে। অভি কিন্তু জল খেয়েছে। পুরো মদটা এর মুখে এসে গেছে।)

৩১.১২.৭৯ (তদেব) দাদা ঃ প্রারব্ধ থেকে কারুর নিস্তার নাই। ....ইন্দিরা এবার returned হলেই সব ভয় পাবে। তবে diplomat জগজীবনের মতো কেউ নাই। ....(সুব্রত মুখার্জীর কথা বলায়) হ্যাঁ, ইন্দিরা বোকা! প্রিয়রঞ্জনকে ভয় পেয়েই ওকে তাড়ালো; ওর সারা ভারতে প্রতিপত্তি। (ভোলানাথ সেন জিতবে বলায় কিছু বললেন না।) সঞ্জয়ের শ্বশুরকে হত্যা করেছে সঞ্জয়ের বিরুদ্ধবাদীরা। ....বাংলাদেশের যুদ্ধে ভারত hand grenade দিয়ে হাজার হাজার বানর পাঠিয়েছিল। ....(দাদাদের) ৫২টা লঞ্চ ছিল। কামদার ব্যবসা উপলক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জে বেণীবাবুর কাছে যায়। কামদার তাঁকে বলে ঃ তাহলে আপনি আমার বাবাকেও চিনতেন। ....অভির সঙ্গে প্রথম পরিচয় ১৯৩৬/৩৭/৩৮-য়ে। এ তখন Savoy Hotel-য়ে। অভি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে থেকে এম্.এ. পড়তো। 1952-তে অভিকে নিয়ে এ রাশিয়া, লণ্ডন, ফ্রান্স, ইরান যায়। (অভিদার ফোন। কিছু পরে ফোনটা ননী সেনকে দিলেন।) অভিদা (ফোনে) ঃ D.P. Dhar-য়ের ভাই R.P. Dhar-য়ের গাড়ীর সঙ্গে ২টো গাড়ীর collision হয়। গাড়ী smashed হয়ে যায়। কিন্তু, তাঁর কিছু হয়নি। তাঁকে দাদা হাতে করে শূন্যে তুলে রেখেছিলেন। ....এ কবিরাজ মশাইয়ের কাছে। —রামদাসাদিও আছে। এ বললো ঃ ১৯৮০ থেকে '৯০ সাল খুব ভালো। সবাই টেরটা পাবে। কবিরাজ বললেন ঃ বাবা! তুমি থাকবে তো? এ বললো ঃ আসছি যখন, তখন থাকবোই তো। ওটা না দেখে যাবো না। ....(নিজের family সম্বন্ধে) একটা family থেকে ২টো I.C.S., একজন Actuary. বিরাট্ বিরাট্ ৮০টা দীঘি ছিল। Go-down ছিল Dalhousie থেকে Anwar Shah Rd. পর্যন্ত লম্বা। পূজার সময়ে হাজার হাজার লোক খেতো। ১টা মাঠে হিন্দুদের, আরেকটায় মুসলমানদের। মাছে একটা ঘরের চাল অবধি ভর্ত্তি হয়ে যেতো। তুলারাম পাটের ব্যবসা করতে নারায়ণগঞ্জ যায়। তাকে শুধায় ঃ তোমার মূলধন কত? রায়চৌধরীরা বলে ঃ ও টাকা তো আমাদের Go-down গুলোর চায়ের খরচে লাগে। তুলারাম দর দিল ৫ টাকা। এরা ৪-৩০ টাকা। তুলারাম ব্যবসা গুটিয়ে বাড়ীঘর বিক্রী করে চলে গেল।

১.১.৮০ (তদেব) [আজ ইংরেজী নববর্ষ। সন্ধ্যায় সস্ত্রীক ননী সেন দাদালয়ে। মধুদা ও গীতাদি ছিলেন। দাদা বেড়িয়ে ফিরলেন। সেনকে দেখে TV দেখতে বললেন। পরে ডেকে Julian ও Gregory Calender নিয়ে আলোচনা। পরে নানা কথা—সোনার দাম বৃদ্ধি ইত্যাদি। ভারতে এবং সারা বিশ্বে অশান্তি। আমেরিকা সভ্য; রাশিয়া নয়। হঠাৎ বললেন, ভারত base হবে নাকি! West Bengal-য়ে C.P.M.-ই বেশি পাবে। কিন্তু, শুধু বাংলাদেশ নিয়ে তো নয়। দোকানের ম্যানেজার ও তস্য তনয়ার কথা। দাদা ফোন করে তনয়াকে ডাকেন নি। তনয়াই দাদাকে ফোন করে কলায়শাক নিয়ে আসতে চায়। সে এলে পরে নানা কথার পরে দাদা তাকে মশারি খাটিয়ে দিতে বলেন। পরে তনয়া বাইরে বসে দাদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ বললো ঃ stock মেলাবার সময়ে যতীনদা, সুনীলদা, অসিতদা ও আচার্যকে পাঠাবেন না। সে চলে গেলে দাদা বললেন, অনেক আগে December-য়ে এসে একবারে ৩০০০০ টাকা নিতাম। তারপরে দাঁড়ালো একেবারে ফাক্কা। ট্যাকসটাও ঘর থেকে দিতে হোত। এখন যতীন-সুনীলদের দেখাশুনার ফলে রোজ ৪০০ টাকা করে profit হচ্ছে। এর মধ্যেই ২০ হাজার টাকা পেয়েছি। (দাদার ভাবটা যারা জানেন, তারা বোঝেন, দাদার রাগটা লোক-দেখানো অভিনয় মাত্র। তিনি বিপুল গর্জনের পরে বলেন, লোকটা দোকানের sale প্রচুর বাড়িয়েছে। আর ওর সংসারে যা খরচ হয়, তার one-fourth ও ওর pension নয়। যাক্, প্রয়োজনে লাগছে।)] ....ওর (নলিনী) জন্ম ১১ই (জানুয়ারী), আইভির ১২ই, আরেকজনের (দাদার) ১৩ই। ....প্রতিমা ও হরিপদ ফোন করে। হরিপদর ego নাই। ....১৫/১৬ তারিখে বোম্বে যাবো।

২.১.৮০ (তদেব) [সন্ধ্যায় ননী সেন দাদালয়ে।]

দাদা : Dr. Osis ও Haroldson আসে camera নিয়ে। ওদের বই একে present করে গেছে যাতে মৃত্যু থেকে ফেরা লোকের কাহিনী বলা হয়েছে। কাল আবার আসবে। ....এই দেখ্, গান্ধীওয়ালার drafting Truth Centre সম্বন্ধে। এতে নাকি টাকাটা donor-রা ফেরৎ নিতে পারবে ইচ্ছা হলে। পড়ে দেখ্, কেমন হয়েছে। ননী সেন (পড়ে) : দাদা। আমি আইন জানি না। আর ইনি তো প্রচণ্ডপ্রতাপ আইনজ্ঞ। তবে ভালো লাগলো না। দাদা : তুই শালা শুয়ারের বাচ্চা। ননী সেন : সে তো লক্ষ কোটি বার স্বীকার। ....দাদা : রজনীকান্ত সেন গান লিখে একে দেখিয়ে যেতো।

৬.১.৮০ (তদেব) [আজ রবিবার। ভোট দেবার দিন। ননী সেন ভোট দিয়ে পদব্রজে দাদালয়ে প্রায় ১০ টায়। ভোটপ্রসঙ্গ।] দাদা : আচার্যের সঙ্গে ভোট দিতে গিয়ে লাইনে দাঁড়াই। কিছু পরে একজন এসে ভিতরে নিয়ে গেল। দেখি, বিকাশ রায় দাঁড়িয়ে। বললো, স্ত্রীর নাম আছে; কিন্তু, আমার বা ছেলেমেয়েদের নাম নাই। ....এই তো সূচনা। এই সময়েই প্রত্যেক বার হয়। প্রত্যেক বার এখান থেকেই শুরু হয়। ননী সেন : কুরুক্ষেত্রে তো ফাল্গুনে। দাদা : না, ফাল্গুনে তো খেলা শুরু হয়ে গেল। এটা ১ম অংক ১ম দৃশ্য। এখান থেকেই, কাবুল থেকেই প্রত্যেক বার শুরু হয়। গান্ধারী (শকুনি) তো কাবুলের। দ্রৌপদী অবশ্য পাঞ্জাবের। দাবা খেলা শুরু হোল। কুরুক্ষেত্রের আগে দাবা খেলা ছিল না? সব সামন্ত রাজাকে জড়িয়ে নেবে। চীন তো বলছে, এইবার সুযোগ এসেছে। ....গোলা খালি হলেই টের পাবে। ....কলকাতা কোথায় ছিল? হিমালয়ের জঙ্গল। ....অন্ধকূপ হত্যা ১০০ বছর পরের। পলাশীর যুদ্ধে কামান কোথায় ছিল? পটাশ ঢুকিয়ে আগুন লাগিয়ে এদিক্ দিয়ে ঠেলা দিত, আর রাস্তার ওপারে যেয়ে পড়তো। ....১৬০০ গোপিনীর সঙ্গে সঙ্গম। সেটা কি? Naked করে নিতে হয়। আমার নারী না হলে চলে না; নারীর জলে স্নান করি, নারীকে নিয়ে থাকি। ....হ্যাঁ, ঋণশোধ করতেই তো এসেছি। প্রেম ছাড়া কি ঋণ শোধ হয়? ....মহাপ্রভু সার্বভৌমকে বললেন, লিঙ্গে ভুল হোল; ওরা কি দুরকম লিঙ্গ? Ex-governor, হ্যাঁ, রামানন্দকে বলেন, ব্যাকরণে ভুল হোল। ....এর একটা ভোট সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

৮.১.৮০ (তদেব) দাদা : (ইন্দিরা গান্ধী) হয়তো একটা riot বাধিয়ে দিয়ে বলবে, Govt. করেছে, সরিয়ে দেবে। হয় খুব ভালো হবে, নয় খুব খারাপ হবে। পৃথিবীর নম্বর ওয়ান। বলবে, এশিয়ায় যুদ্ধ করা চলবে না। আমেরিকা সাহস পাবে না। রাশিয়ার Prime Minister তো ইন্দিরা। (Hydrogen bomb আছে কিনা শুধালে) সে জানি না। তবে অস্ত্রশস্ত্র প্রচুর আছে। কেউ সাহস পাবে না কিছু করতে। বলবে যে আর ২০ বছরে election হবে না।

১০.১.৮০ (তদেব) [আজ জনৈকের মায়ের মৃত্যু-বার্ষিকী। দাদা-বৌদি-অভি, সস্ত্রীক ননী সেন নিমন্ত্রিত। কিন্তু, ননী সেন University চলে গেল। দাদা গোপালদাকে নিয়ে একবার ঘুরে এলেন। এসে অত্যন্ত রাগের সঙ্গে বৌদিকে বললেন : আলো। ওখানে কিন্তু খাবে না, বলে দিচ্ছি। আর আমার খাবার সময়ে বাড়ীতে থাকবে। পরলোকগতার এক কন্যা বৌদিকে নিয়ে যেতে আসে। সে মিসেস্ সেনকে আড়ালে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, শান্তিদি! তুমি তো খাবে। বৌদিরা গিয়ে দেখেন, যুথিকা ঘোষের কীর্তন হচ্ছে; সামনে থালি; তাতে টাকা রয়েছে। দাদার রাগের কারণ বোঝা গেল। মিসেস্ সেনকে খিচুরি ও মিষ্টি খেতে হোল। না খেলেই ভালো হোত। বৌদিরা ফিরে এলে দাদা খেতে বসলেন। দাদা মিসেস্ সেনকে উপরে ডাকলেন। বৌদি দাদাকে কিছু ভাত, ছোট ছোট ট্যাংরা ও তিতপুঁটি দিলেন খেতে। খাবার পরে দুজনে দাদার মশারি খাটিয়ে দিলেন। দাদা : আমার অশান্তি। আমার অশান্তি। বৌদি : শান্তিদি। আপনি নীচে যান; আমি ঘুম পাড়িয়ে আসছি। বৌদিরা ফিরে এলে প্রেতার পুত্র ও কন্যা অভিকে নিতে আসে। দাদা দেখে বলেন, অভিকে নিতে এসেছো। ভালো, ভালো। আজ তো খুব আনন্দের দিন।]

(১১ই রাত্রে) দাদা : ইন্দিরা পৃথিবীশ্বর। ....যতীন দোকানে কিছুদিন গিয়েই ১৬০০০্ টাকা দেনা শোধ করে দিয়েছে। তারপরেও এক্ষুণি আমাকে দোকান থেকে ২৫০০্ টাকা দিতে পারে। বলছে, মাসে মাসে আপনি ২৫০০্ টাকা করে স্বচ্ছন্দে নিতে পারেন। তাতেও ভরতি হয়ে থাকবে। কী ব্যাপার। অথচ salesman নাই; জয়রাম্য রেজভি কেউই না। (মানা দাদার বাসায় খেয়ে সমীরণদার বাড়ী শুতে গেল।) দাদা : এ বাড়ীতে এখন আর কাউকে থাকতে দেবো না on principle. (প্রায় ১০.৩০-য়ে গৃহাভিমুখে।)

১৩.১.৮০ (তদেব) [আজ দাদার জন্মদিন; রবিবার। বহু লোক হয়েছে। ১১টা নাগাদ দাদা নীচে

নাবলেন।] দাদা ঃ আইলাম কেন? তাঁকে ডাকবার জন্যই যদি আইলাম, তবে আসবার দরকার কি ছিল? তাঁর সঙ্গেই তো ছিলাম। ....Naked থাকবো কেন? শুকদেব naked ছিলেন। এইরকম naked নয়। তাই তাঁর জন্মের সময়ে অনেক ঘটনা ঘটেছিল। ভোগদণ্ড শুকদেবের ছিল না। ভোগদণ্ড যখন আসে, তখন তা সহ্য করা খুব শক্ত। ধৈর্য্য ধরতে হয়। ধরতে ধরতে এক সময়ে burst করতে পারে। একটু একটু দিতে হয়; আধা হলে চলবে না। ....Direct হোক্, indirect হোক্, তাঁর প্রেরণায়ই সমাজটা হয়েছে। উপচারণগুলি অবশ্য ব্রাহ্মণদের করা। আমি বিয়ে করে কচি বউকে ফেলে হিমালয়ে যেয়ে তপস্যা করবো! দেহটার জন্য খাই, আবার পাইখানা হয়ে বেরিয়ে যায়; নানা দিক্ দিয়ে নানাভাবে বেরিয়ে যায়। যা থাকার তাই থাকে। জড়টাকে ঠিক রাখতে হবে তো? বাসনা পূরণ না করলে বাসনার স্বরূপটা বুঝবো কেমন করে? তাহলে উনি কামনা-বাসনা দিলেন কেন? ....পল সিংকে বললাম ঃ ঘুমোতে যাবার সময়ে এবং ঘুম থেকে উঠার সময়ে তাঁকে একবার করে স্মরণ করো। ....পট টাঙ্গিয়ে রাখলে কী হবে? ওঁকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, ওঁকে ধরে রাখতে হবে। ....(Mint-য়ে ভূতপ্রসঙ্গ; বামাক্ষ্যাপা-প্রসঙ্গ; হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যাকাহিনী; আলেকবাবা, মনমোহনবাবু, লববাবু, বসন্ত সাধু ও বৈকুণ্ঠ সাধুর প্রসঙ্গ।) ....গ্রামের বাড়ীতে একজন এসেছিল। দুটো কাঠি বাজিয়ে একটা কাঠিকে বলতো, যা, ঐ কলাগাছটাকে ফেলে দিয়ে আয়। কলাগাছটা পড়ে যেতো। কিন্তু, এর সামনে করতে পারলো না। দিদিকে-জিজ্ঞাসা করিস্। ওতো আবার আজ বিকালে চলে যাবে। ....ইন্দুবাবুরা তো খুব ইংরাজী বলতেন। ঠাকুর বলতেন, ও পড়া জ্ঞান আর অপড়া জ্ঞান দুইই সমান; মহাজ্ঞানে ও দিয়া পৌছানো যায় না। মহাপ্রভু বলতেন, কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন ইত্যাদি। ....শিব একজন ছিল,—সংসারী। হাট-বাজার করতো; গরীব ছিল; অনেকবার বিয়ে করেছিল। কিন্তু, তোদের শিবকে চিনি না। শিবকে দেখেছি; কিন্তু, জটা, সাপ এসব কি? ফণা চিনিস্? মানার ফণা? বাঘছাল, ভস্ম এসব কি? ননী সেনরা এর ব্যাখ্যা করবে। এখন দেবতা কিন্নর গন্ধর্ব সবার অশ্রান্তি। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র সব কিছুরই তো পরিবর্তন হয়। ....(গোপালদার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে) বালক ব্রহ্মচারী। (শৈলেন চৌধুরীকে) ঠিক বেয়াইর পাশে এসে বসেছে। পাশেই বসে। দুজনের খুব ভাব; ভবিষ্যপুরাণে কি আছে, কে জানে? ....সকালে লেকে বেড়াবার সময়ে কয়দিন থেকে এক নগ্নগাত্র পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হয়। প্রথম দিন পণ্ডিত বলে ঃ আপনি দাদাজী? এ বললো, অমিয় রায়চৌধুরী; ছোট ভাইরা 'দাদা' বলে ডাকে; আর কিছু জানি না। একদিন পণ্ডিত বললেন ঃ রামকৃষ্ণ তো স্বয়ম্। এ বললো ঃ উনি স্বয়ম্, তুমি স্বয়ম্, সবাই স্বয়ম্। আগে নমস্কার করতো; এখন পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করে। এখন আর সংস্কৃত বলে না।

১৪.১.৮০ (তদেব) [সন্ধ্যায় দাদালয়ে। মিসেস্ সেন আগেই। গেলেই Peter Meyer Dohm-য়ের চিঠি পড়তে দিলেন। পরে শুধালেন, কী উত্তর দেবে ননী সেন।] দাদা ঃ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি বার বার ঘুরে ঘুরে আসছে। কোনটা ৩ হাজার, কোনটা ৪ হাজার, কোনটা ৫ হাজার বছরের। প্রত্যেক কলিতেই ননী সেন আছে (?) লিখে দে, তুমি নিজের থেকে যা লিখবে, তাই ঠিক। লোকটা পণ্ডিত তো। ইংরেজী তো ভালোই লেখে। ....গতকাল বৌদি অভি ও সমীরণের সঙ্গে এ TV-তে 'তরণীসেন বধ' দেখে। সমীরণের প্রশ্নে এ বলে ঃ এ সব কী conception ! তিনি কি বধ করতে পারেন, যিনি প্রাণ? এটা কিছুতেই বুঝতে পারি না। ব্রহ্মাস্ত্র যদি ব্রহ্ম অস্ত্র হয়,—ব্রহ্মা নয়—তবে ব্রহ্মমন্ত্র ছাড়া কি? প্রেম ছাড়া তাঁর অস্ত্র কী হতে পারে? ....(ঠাকুর-প্রসঙ্গ) দাশগুপ্তের বাড়ীতে বসে ঠাকুর। হঠাৎ বললেন ঃ আপনার গাড়ীটা একটু দেবেন। বৌবাজারে যামু। সঙ্গে দাশগুপ্ত, ইন্দুপ্রভাত গেলেন। ঠাকুর হাড়কাটা গলিতে ঢুকলেন; তর তর করে উপরে উঠে গেলেন। ওরা সব মাথা ঢেকে ঢুকলো; যদি ছাত্র-টাত্র দেখে ফেলে। দেখে, দোতলায় একটা ঘরে এক মহিলা শুয়ে। ঠাকুর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার দুই অক্ষরের নাম। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবত্বেও দেখতে পায় না। দেখুন, দেখুন। মহিলা দেখলো, 'ঠাকুর' বললো, আর মারা গেল। ঠাকুর বললেন ঃ কিছু টাকা দিতে পারেন? দাশগুপ্ত ঃ ২০ টাকা আছে। ঠাকুর ঃ দিন; এর সৎকারের ব্যবস্থা করুন। ....আমিও গেছিলাম। তুই জানিস্ না? সুশীলের সঙ্গে গেলাম। একটা ঘরে ঢুকে বললাম ঃ আমি পেয়ে গেছি; তোমরা যে যার খুঁজে নাও; আমি দরজা বন্ধ করবো। দরজা বন্ধ করলাম; ১৯/২০ বছরের মেয়ে; অপূর্ব সুন্দরী! তখনকার rate-ই ছিল ১০০ টাকা। তার বাপ-মার কথা, কেন এসেছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলাম; ফিরে যেয়ে বিয়ে করতে বললাম। বললাম, আগে টাকাটা রাখো; ২০০ টাকা দিলাম। বললাম, আরো টাকা দিচ্ছি; তুমি খুব ভোরে এখান থেকে চলে যাও। ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এলাম।

পরে আরেকদিন ওরা নিয়ে যেতে চাইলো। সেদিন কখন বেরোই জিজ্ঞেস করলে বলি, ভোর রাত্রে। আজ otherwise engaged. ব্রিজমোহন! গাড়ী চালাও। মিথ্যা কথা বললাম। ওরা গেল; সেই ঘরে ঢুকে আরেকটি মেয়ে দেখলো। সেই মেয়েটির কথা শুনলো ঃ সেদিনের সেই লোকটি ১০/১৫ মিনিট থেকে চলে যায়। তারপরে মেয়েটিও কোথায় চলে গেছে। ওরা এসে আমাকে বলতে বললাম ঃ আমি ওসব বারোয়ারী পছন্দ করি না। দৃষ্টিটা একটু পাল্টে নিলেই হোল। ....প্রায়ই দেখা যায়, অনেকেই কথা শুনতে আসছে। কে বিশ্বাস করবে? বলবে, ভূতপ্রেতের ব্যাপার। ভূত প্রেত রাক্ষস গন্ধর্ব কিন্নর দেবতা সবাই কথা শুনতে আসে। একটা চোখ বন্ধ আছে; আরেকটা চোখ খোলা,—ধরিত্রী (চোখ)। ঐ চোখটা বন্ধ হলে সব সৃষ্টি শেষ হয়ে যাবে। এ স্বয়মের স্বয়মের স্বয়ম্‌কে তো দেখেছে। সব তো তোমার। তাহলে 'আমি' বলি কেমন করে? ....যুদ্ধটা নিজের মনের সঙ্গে হতে পারে। পুতনা অঘাসুর কালীদহ সব প্রেমে বধ হোল। 'কৃষ্ণদেহে বিষ্ণু করেন অসুর সংহার'। কী সাংঘাতিক কথা! একজনের দেহে আরেকজন থাকে কেমন করে? ....অনেক রাম, অনেক লক্ষ্মণ নিয়ে রামায়ণ তৈরী হয়েছে। তোমরা যা বলো, তাতে তো রাক্ষসরাই ব্রাহ্মণ। ....এখন আনন্দময়ী, সীতারামদাস সবাই বলছে, দেহটা গুরু নয়। ....তোরা একটা জিনিস বুঝিস্ না। মানুষ-দেহ নিয়ে তো এসেছে! খাচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে; কিছুটা থাকছে জীবটাকে রাখার জন্য। এ-ই তো জীব। মাঝে মাঝে প্রকাশে থাকেন; কখনো পূর্ণ প্রকাশ।

১৬.১.৮০ (তদেব) [Peter-য়ের চিঠি ও উত্তরের copy দিলাম।] দাদা ঃ এতো ছোট? এতো ছোটর মধ্যে লিখলি কেমন করে? সোমবারের মধ্যে একটা article লিখে দে ডঃ দত্তের নামে। তোকে ৩টা বই লিখতে হবে। একটা প্রচার নিয়ে, একটা miracle নিয়ে, আরেকটা philosophy নিয়ে। ননী সেন ঃ প্রচার নিয়ে তো আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। Data না পেলে লিখবো কেমন করে? দাদা ঃ অভির কাছ থেকে চেয়ে নিবি। ননী সেন ঃ অভিদা কি সব note করেছেন? (পরে Harvey Freeman একটা বই লেখেন আংশিক তথ্য নিয়ে।) ....মুক্তি প্রাপ্তি উদ্ধার কিরে? ওসব ছেড়েই দে। তোদের পরমানন্দ-প্রাপ্তি হবে। জন্ম থেকেই এই অধিকার নিয়া আসছে। ....১৫০/২০০ বছর বাঁচে কেমন করে? ভোরবেলার প্রথম প্রস্রাবটা খায়, প্রথম পায়খানা দিয়া দাঁত মাজে, একরকম পাতা খায় যা ওর চেয়েও ভালো। তোমরা খেলে ৭ দিন ধরে বুঝবে। আর একরকম ফল খায়, আর আসন করে। ইচ্ছা করলেই কি মরা যায়? একটা destiny আছে। ....আমি তো চোখেও দেখি না, কাণেও শুনি না। ....(মিনুদি সম্বন্ধে মিসেস্ সেনকে) আমি যা ভালবাসি, তুমি তাই খেতে দাও। আর ও (মিনুদি) নিজে যা ভালোবাসতো, তাই আমাকে খেতে দিত। ভালোবাসাটাই তো খেতে দিবি! (যতীনদা ঃ আমরা না ছাড়লে তিনি যাবেন কেমন করে? আমাদের বন্ধন কাটিয়ে তিনি যেতে পারেন না। অভিদা চিঠিতে লিখেছেন, কলকাতায় গোপালদা, সমীরণদা, জ্ঞানদা প্রভৃতির বাড়ীতে যে প্রত্যক্ষ লীলা হচ্ছে, তা collect করলে বিশাল মহাভারত হয়ে যাবে।)

৩.৩.৮০ (তদেব) [দাদা বোম্বে যান। ফিরে এলে ননী সেনের সঙ্গে বেশ কয়েক বার দেখা হয়। কিন্তু, উল্লেখ্য তত্ত্বকথা কিছু হয়নি।] দাদা ঃ মহাপ্রভুকে কেউ বুঝেছে কি? কেউ বোঝেনি। তোরা রাধাঋণের কথা, রাধার আনন্দ আস্বাদের কথা বলিস্। এর শুনে হাসি পায়। তিনি কৃষ্ণ দেখতেন? তিনি কি ভক্ত? এঁদের সবার একটা অঙ্গগন্ধ ছিল। এদের দেহ এমনই যে মাটির ভিতরে রেখে দিলেও মিলিয়ে যাবে। মহাপ্রভু মিলিয়ে গেলেন। জগন্নাথে নয়; মন্দিরে তখন অনেক লোক ছিল। এঁদের জপ হয়। লক্ষ জপ কাকে বলে? জপ আপনি হচ্ছে; তাকে লক্ষ্য করা। ....Truth Centre আমাকে দিয়ে করতে দেবে না। হরিপদ চেষ্টা করলে কি হবে? এ থাকতে না হওয়াই ভালো। তবে হলে এর সংসারের উপরে ঝামেলাটা কমতো।

৫.৩.৮০ (তদেব) [ননী সেন ১০·৩০ টায় দাদালয়ে। পিতাজী ছিলেন। পিতাজীকে আজও আবার 'জনক' বললেন।] দাদা ঃ মহামহোপাধ্যায় ডঃ জয়কিষেণ শাস্ত্রীকে জানিস্ তো? কবিরাজমশাইয়ের ছাত্র এবং কাশী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য। অসাধারণ পণ্ডিত; তুই থই পাবি না। আগের বারে কী তর্ক! আর অনর্গল শ্লোকের পরে শ্লোক বলে যাচ্ছিল। এবারে কিন্তু আর শাস্ত্র Quote করলো না; চুপ করে সব শুনলো। বললো, উৎসব আবার কি? তোমাকে দেখছি, এটাইতো উৎসব। ....পোরবন্দরে আনন্দময়ী মায়ের একটি ছোট আশ্রম আছে। সেখানে গিয়ে শোনেন, কামদারের বাড়ীতে দাদাজী আসেন। উনি কামদারের বাড়ী গেলেন। দেখেন একটি হলঘরে দেয়াল-জোড়া সত্যনারায়ণ-পট, আরেক দেয়ালে দাদাজীর ফোটো। দেখে বার বার যুক্ত করে

নমস্কার করে বলেন ঃ কী শান্তি। বড় শান্তি পেলাম। আজ আমি এখানে থাকতে পারি? কামদার রাজী হয়ে থাকার ব্যবস্থা করলো। তখন মা খাবার ব্যবস্থা করতে বললেন। সঙ্গিনী শিষ্যা বললো ঃ মা। এটা গৃহস্থের বাড়ী; আপনি তো কোনদিন গৃহস্থালয়ে থাকেন নি। মা ঃ ঠিক আছে। সেখানে খেলেন এবং দাদা যে খাটে শোয়, সেই খাটে রাত্রে ঘুমালেন। সঙ্গিনী বললো ঃ আশ্রমে যাবেন না? মা ঃ আশ্রমের কথা বোলো না। সেখানে ভাবনগরের সত্যনারায়ণ-ভবনের কথা শুনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সেখানে ওঁর আশ্রম নাই। কবে যাবেন, কামদার শুধায়। উনি যে কোন দিন যেতে রাজী। কামদার ওঁকে নিয়ে গেলেন। উনি শুধান ঃ এখানে কে থাকে? কামদার ঃ কেউ না; শুধু দুজন দরোয়ান। সত্যনারায়ণের মার্বেল মূর্ত্তি দেখে 'কী শান্তি, কী শান্তি' বলতে লাগলেন। ওখানে তিনদিন তিন রাত্রি বাস করলেন। এ যে খাটে বসতো, সেই খাটে ঘুমালেন। ভাবনগরে এবার যেদিন পূজা হয়, সেদিন পিতাজী পূজার ঘরে বসেন। পরে মাইজীকে বসানো হয়। পিতাজী বসার আগে বার বার অভিষেকের কথা বলছিলেন, দাদা উড়িয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু, পূজার সময়ে গঙ্গাজলের স্রোত বয়ে যায়; তাতে মর্মর মূর্ত্তির অভিষেক হয়। বাল্যভোগ সম্বন্ধে এ মাইজীকে বলে ঃ তোমাকে নিজ হাতে সব তৈরী করতে হবে; অন্য কেউ touch করতে পারবে না। তাই করা হোল এবং ঠাকুর প্রচুর পরিমাণে সব কিছু থেকে গ্রহণ করলেন। ....রমার বাবা (accident-য়ে শয্যাশায়ী) ফোন করে রমার সেবা-নৈপুণ্যের কথা বললো ঃ এক stew-ই কতোভাবে রান্না করছে; অমৃত। ওকে বুঝতেই পারি নি। সব সময়ে আমার সেবা করছে; nurse বা অন্য কাউকে ঢুকতেই দিচ্ছে না। কিরে, ওকে বুঝতে পারলি কি? যখনই আমার সঙ্গে যায়, without pay ছুটি নেয়; নিজের টিকেট নিজে করে। অন্য কেউ করবে? সব সময়ে কাজ নিয়ে থাকে; আমার কাছে এসে বসে থাকে না; অথচ এখানকার অনেকে কত কথা বলে! এর সঙ্গে এরকম থাকতে পারে কজন? ....দেখ্, Henry Miller-য়ের সঙ্গে দাদার ফোটো দেখ্; শুধু profile. অভি তখন বলেছিল, তবু ভরিল না চিত্ত। (পিতাজী চলে গেলেন। অধ্যাপক ডঃ দিলীপ চ্যাটার্জী ও শ্রীকল্যাণ দে-র আগমন। মহাপ্রভু-প্রসঙ্গ।) ডঃ দিলীপ চ্যাটার্জী ঃ অনেকে বলেন, উনি সমুদ্রে ঝাঁপ দেন; আর উঠেন নি। দাদা ঃ তিনি কি suicide করেছিলেন? ....তিনি ওখানে গেলেন বলে ওটা বৃন্দাবন হোল। সন্ন্যাসী? (হাসি) যিনি ছেলে বয়সে সকলের টিকি কেটে দিতেন, তিনি কোঁটাতিলক কেটে গেরুয়া পরলেন? ঈশ্বরপুরী আর কেশবভারতী! যাবার পথে কেশবভারতীকে দিয়ে চুলটা কাটালেন? তিনি অত্যন্ত বাবু ছিলেন। ....প্রতাপরুদ্র বড়ো যোদ্ধা ছিলেন; তিনি ভক্ত ছিলেন। সার্বভৌমের কাছে উনি গিয়েছিলেন। উনি চলে যাবার পরে রূপসনাতন এখানে একটা কোপ, ওখানে একটা কোপ; এখানে শ্যামকুণ্ড, ওখানে রাধাকুণ্ড। দামোদর, মুরারি তাদের ই করলো।

৯.৩.৮০ (তদেব) [আজ রবিবার। দাদা নীচে বসে আছেন। ননী সেন, ননীগোপাল ব্যানার্জী ও শৈলেন চৌধুরী পৌনে ১১টায় এক সঙ্গে হলঘরে প্রবেশ করলো।] দাদা ঃ বরযাত্রীর দল এসেছে। ননী সেন ঃ বরকে নিয়ে যেতে। দাদা ঃ ব্যাকরণে ভুল হোল। বরই বরযাত্রীদের নিয়ে আসেন। (একজন দাদার গলায় মালা দিল।) দাদা ঃ মালাটা কি? এসব কি আগে ছিল? বিয়েতে কি মালা দিত? ....মহাপ্রভু নাকি সন্ন্যাস নেন। যখন তিনি ঐ ঘরটাতে—টোটা জগন্নাথে—ঢুকলেন, তখন সন্ন্যাস হোল। শেষ নিঃশ্বাস পড়ার আগে সন্ন্যাস হবে কেমন করে? সব করছে, কিন্তু তাঁকে নিয়ে; তাহলেই ব্রহ্মচারী। ....(কীর্ত্তনবিশারদ রথীন ঘোষ-প্রসঙ্গ) দাদা ঃ দাদাকে নিজের গান শোনাচ্ছে ঃ কৃষ্ণ কালী হয়ে যাচ্ছে! কৃষ্ণ কালী হবে কেন? ওসব তো তন্ত্রের ব্যাপার। কালী তো মহাদেবের বৌ? পার্বতী, দুর্গা, উমা? এসব এই দেশেই হয়েছে। দুর্গার বুঝি ১০ হাত ছিল? শিব কি যোগী ছিল? (রাত্রে মিসেস্ সেনকে জনৈকা নবোঢ়া সম্বন্ধে) রাণী হয়ে রাজার পাশে আজীবন থাকতি; তা শুনলো কি? ....তোমাকে যে ওষুধ দিয়েছি, সেই ওষুধও শেষ হবে, তুমিও ভালো হয়ে যাবে।

১৫.৩.৮০ [আজ সন্ধ্যায় Golf Green Urban Complex SN 10/2-তে মিঃ জে. এল্. রায়ের (সাহাদার ভায়রা) বাড়ীতে পূজা হবে। ননী সেন সেখানে গিয়ে দেখে, অধ্যাপক সুরেশ আচার্য, চিন্তামণিদা, হোতাদা, গোপালদা, শৈলেনদা, মিসেস্ সেন প্রভৃতি আগেই উপস্থিত। দাদা কিছু পরে এলেন। নানা কথাবার্ত্তার পরে দাদা মিঃ রায়কে নিয়ে পূজার ঘরে গেলেন। ৫/৭ মিনিট পরে আপ্লুত অঙ্গগন্ধ নিয়ে বেরিয়ে এলেন। মনে হোল, অবসন্ন; ক্লান্তভাবে ইতিউতি তাকাচ্ছেন। ননী সেন ভাবলো, দাদার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কেন এতো কষ্ট হচ্ছে? শরীর খারাপ কি? সঙ্গে সঙ্গে বললেন,] দাদা ঃ চালাকচন্দর ননী সেন। এখানে পূজা হবার কথা ছিল না; অন্য

জায়গায় হওয়াটাই ভবিতব্য ছিল। এখানেও হোল। দেখ্‌তো, কটা বাজে? (৮·৩০ টা বলায় বললেন,) সকাল ৮·৩০ টায় আমেরিকায় এক জায়গায় পূজা হয়েছে। You will get the letter. (মিঃ রায়ের অভিজ্ঞতা : গন্ধ, বৃষ্টি, জ্যোতির ঝলক ইত্যাদি ছাড়াও দাদাকে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা এবং ঘণ্টাধ্বনি শোনা।)

১৬.৩.৮০ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) [আজ রবিবার। ননী সেন ও গোপালদা ১১টায় দাদালয়ে। দাদা আগেই নীচে এসে বসেছেন।] দাদা : অন্যকে ফাঁকি দিলে নিজেই ফাঁকে পড়ে। ....আমি যা জানি, তা তো মিথ্যা; জীব তো ফাঁকা। দেহ থাকতে কি সন্ন্যাস হতে পারে? 'কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসম্', এই ন্যাস কি হতে পারে? সাধু কে? 'সাৎ' মানে তো সত্য; তাঁকে যে বহন, ধারণ করছে, সে তো সাধু। এ দেহটা তো কেওড়াতলার আসামী! ব্রাহ্মণ কে? একদিক দিয়া সবটাই ব্রাহ্মণ। কারণ, এ সবই তো ব্রহ্ম। আরেক দিক্ দিয়া যিনি তাঁকে নিয়েই আছেন, তিনি ব্রাহ্মণ। ....মহাপ্রভু বলতেন, হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন। মধুর মধুর বংশী বোলে এইতো বৃন্দাবন।। মহাপ্রভুর শেষ ১/২ বছর গোবিন্দ। ....'গোপীজনবল্লভ'। গোপী কি নারী?.... (কিশোরী ভগবান্-প্রসঙ্গ) দেখবি, বলছে (বইয়ে), কোত্থেকে কথা বলছে, বোঝা যায় না। গাছের তলায় বসে আছেন; সব পাতা ঝরে পড়ছে। ....বুদ্ধের নাম কি বুদ্ধ ছিল? সে কি চীন-জাপানে গিয়েছিল? শাক্যসিংহ। তাঁর ১০০ বছর পরে মহাবীরের ও পরে আরেক জন বুদ্ধ বললো, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি তাঁকে লক্ষ্য করে। বুদ্ধ মানে কি? অজ্ঞান? সে কী কথাবার্ত্তা বলতো না? ....চৌদ্দ ভুবনে অনন্ত ভুবন আছে। এ যখন কথা বলে, তখন অনেকেই কথা শুনতে আসে। আমাদের চোখই নাই; দেখবো কেমন করে? সৃষ্টি বলাটাও ঠিক নয়; এই রকমই আছে। ....(প্রারব্ধ ভোগ) তিনি তো করিয়েই নেবেন। ....Institution টাই ফাঁস। ....যে মন্ত্র দেয়, সে তো একটা ব্যক্তিসত্তা! এর চেয়ে বড়ো পাপ আর কী হতে পারে? অপরাধ! ....তোদের মতে নারায়ণ নাকি আবার জলের তলায় থাকে। ....কামদার বলে, দাদাজী! এতনা আদমী বহত্ দুরসে আয়া। আমি বলি, আমার দরকার নাই; যাদের দরকার, তাদের হয়ে গেছে। ....এ—আনন্দ নয়; সব বলে দিতে পারে।

২১.৩.৮০ (তদেব) দাদা : ননীগোপালের মানে বুঝি না; হয় ননী, নয় গোপাল। ননী সেন : ননীচোর গোপাল; মধ্যপদলোপী সমাস। দাদা : ননী মানে কি? যে তাপে গলে যায়, অর্থাৎ রাধা। ....দেহের সঙ্গে কি প্রেম হয়? একজন পুরুষ, আরেকজন মেয়ে? এটা তো ভিতরের ব্যাপার; দুই সখীর আলাপ। রাধাকৃষ্ণ কি আলাদা? (কবিরাজ-প্রসঙ্গ; বংশীধারী ও সুদর্শনধারী কৃষ্ণপ্রসঙ্গ) দাদা : এ কোন্ কৃষ্ণ? কবিরাজ : Lord কৃষ্ণ। দাদা : এ সম্বন্ধে এখন কিছু বলবো না। কৃষ্ণ কি চিরযুবা? (এ সম্বন্ধে পরে একদিন বলেন : সুদর্শনধারী না হলে বংশীধারী হবে কেমন করে? সুদর্শন কি একটা অস্ত্র! মাথা কেটে নিল!)

২৩.৩.৮০ (তদেব; রাত্রি) দাদা : বৌদির সঙ্গে বিয়ের আগেই এ বৌদির নামে বাড়ী করে 1944-য়ে। বিয়ে 1946-য়ে। ....দিলীপকে আগে বলেছিলাম, তোমার খুব দুঃসময় এসেছে। এ যা বলছে, তাই করো। আজ সকালে বলে দিয়েছি, তুমি যা ভালো বোঝো, করো। আজ সকালে কোন কথা বলিনি; কেবল ননীগোপালকে নিয়ে। আর যতীন আর দীনেশ তর্কালংকারকে বলতে দিয়েছি। ....আমিটা নাই, এটা বুঝাইলেইতো ফুরাইয়া গেল। কথা তো মাত্র দুইটা : মানুষ গুরু হতে পারে না; আর নামই সব। ....ঠাকুর ২/১ বার দরজা বন্ধ করে সত্যনারায়ণ পূজা করেন। ডাক্তারদার দুর্গাপূজা ভালো লাগে; কিন্তু ঠাকুরের বারণ। সংস্কারে তো লাগে! ঠাকুর বললেন, একটা ঘট আনুন। সেই ঘটে পূজা করতে গিয়ে দেখেন, ঠাকুর বসে। দুই একজন তো বুঝেছিল। উনি লিখে নাম দিতেন। নেচে নেচে বলতেন : সব উদ্ধার হইয়া যাইবো। ....(উঠার আগে শান্তিদি সম্বন্ধে) অশান্তি যেন আসে; না হলে একজন অসুস্থ হয়ে পড়েন।

২৬.৩.৮০ (তদেব) [বিকেলে দাদালয়ে। মধুদা আছেন। ঘরোয়া আলোচনা।] দাদা : এর বিয়েতে বিধান রায়, নলিনী সরকার, স্নেহাংশু আচার্যের বাবা প্রভৃতি বরযাত্রী যান। বিয়ের আগেই বৌদির নামে বাড়ী, ব্যাংকের টাকা transfer করে। তখনো বৌদিকে দেখেনি। ১২ লাখ টাকায় একটা বাড়ী বিক্রী করে। Lansdowne Terrace-য়ের বাড়ীতে মাও ছিলেন বিয়ের পরে। তখন এ কাশীতে। বিয়ের আগে ১৯ হাজার টাকা দিয়ে একটা গাড়ী কেনে। ....Stereo-টা কুর্‌বন্থ সিং আনে ফ্রান্স থেকে। ওতে Stereo, TV, Record-player, Radio এবং amplifier আছে। ১০ হাজার লোক শুনতে পারে। ১২০০০-য়ে কেনে। Customs-য়ে ধরে। ২৫ হাজার duty, ২৫ হাজার fine ; ৩/৪ মাস জেল হতে পারে। কুর্‌বন্থ দাদার শরণ নেয়। ভোরে বেড়ানোর সময়ে এক দত্ত দাদাকে

এ সম্বন্ধে শুধান এবং ওটা discharge করে দেন। তখন কুরবস্থ ওটা দাদাকে দিতে চায়। দাদা ওটা ১২০০০ দিয়ে নিয়ে আচার্যকে দিয়ে হরিপদ রায়কে পাঠান। ওর ওটা সম্বন্ধে বহুদিনের বাসনা ছিল। কিন্তু, আনতে সাহস পাচ্ছিল না। মেয়েটাকে, ওনাকে এটা সেটা দেয় তো। ....১ মাস ৩ মাস ৪ মাস পরে সরিয়ে দেবে। President নিয়ে নেবে। ....(মিসেস্ সেন Atromids খাবার কথা বললে আবার ওষুধ দেন। 'পরে দরকার হলে কী করবেন' বলায় দাদা হেসে ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন : আমার ছেলের বৌ কী যে বলে।' অন্ধকারে বসে-থাকা বৌদিকে জড়িয়ে ধরে বলেন : আমার অন্ধকারের আলো।) ....সাথীটি সঙ্গে আছেন ভাবলে আর কোন চিন্তা থাকে কি? তিনিই তো সব করাচ্ছেন। তুই বিয়ে করে সংসার-ধর্ম করলি; ও করলো না। দেখবি, ও পাগলের মতো হয়ে যাবে। একটু স্খলন ভালো। না হলে গোখরো সাপ হয়ে যায়। (বিকেলে মধুদা বলেন : দাদা ভোরে লেকে বেড়িয়ে যখন বেঞ্চে বিশ্রাম করছেন, তখন ১০০ বছরের এক অন্নত্যাগী তান্ত্রিক এলেন। বিভূতিযোগের প্রসঙ্গ তোলায় দাদা বলেন : বুঝি না। তবে উনি ইচ্ছা করলে সব হতে পারে, এই বলে ওর মুখের কাছে হাত বাড়ালেন। হাতে একটা হরলিক্সের শিশি। পরে ওর বুকে হাত চেপে ধরে যখন হাত তুললেন, দেখা গেল, ওর মুখে একটা সিদ্ধ ডিম। এর পরে দাদার প্রসারিত করতলে আলোর অক্ষরে মহানাম ভেসে উঠলো। তখন তান্ত্রিক কেঁদে লুটিয়ে পড়লো।)

৯.৪.৮০ (তদেব) [দাদা ২৮শে মার্চ ভুবনেশ্বর যান এবং বুধবার ফেরেন। কয়েক দিন অসুস্থ ছিলেন Phalyngitis-য়ে ফিরে আসার পরে। ননী সেন সস্ত্রীক বিকেলে যায়।] দাদা : গোপীনাথ কবিরাজের তুলনা হয় না। সার্বভৌম অত বড়ো পণ্ডিত ছিল না। ....ঠাকুরের সঙ্গে পণ্ডিতদের বিচার কাশীতে। প্রভাতবাবু ও ইন্দুবাবু ঠাকুরকে চুপ করে থাকতে বললেন। ঠাকুর কিন্তু ভুলভাল বলতে লাগলেন। ওঁরা বেরিয়ে গেলেন। কিছু পরে ফিরে এসে দেখেন, পণ্ডিতেরা মাথা হেঁট করে রয়েছেন। ....এলাম বড়লোক হতে; এসে কী করতে লাগলাম! গৃহস্থাশ্রমই তো একমাত্র আশ্রম। এটা যে থাকার জায়গা নয়, তা কেউ বোঝে না। ....(হরিদা চলে গেলে তাঁর প্রশংসা।) দাদা : Stroke হলে হরিপদ স্ত্রীকে বলে : দাদাকে কিন্তু কিছু বোলো না। রাখতে হয় রাখবেন, মারতে হয় মারবেন। এ ঠিক তখনি ফোন করে বললো : একটু চরণামৃত দিলে হোত না? চিন্তা নাই বলে ফোন ছেড়ে দিল। ....(চেক্ জমা না পড়ায় ননী সেনের দারুণ অর্থকষ্ট। হঠাৎ দাদা বললেন :) তোর টাকা দরকার? নিয়ে যা। (পীড়াপীড়ি।) ননী সেন : আস্তে আস্তে বাড়ী শেষ করবো। দাদা : না, এক সঙ্গেই করে ফেল্। আমার কাছ থেকে টাকা নে। পরশু এসে নিয়ে যাস্। এটা কাউকে বলবি না, তোর আর আমার মধ্যে secret থাকবে। (খল-স্বভাবের লোক নানা কথা বলে বেড়ায়। তাই এখানে স্বার্থহীন ভাষায় বলা দরকার, এইরকম secret রেখে দাদা বহু লোককে অর্থ সাহায্য করেছেন দাদাজী হবার আগে এবং পরে। গ্রহীতা সেই অর্থপ্রাপ্তির কথা কোন ক্ষেত্রে নিজেই স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করেছে, কোন ক্ষেত্রে গোপন করার চেষ্টা সত্ত্বেও প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে গ্রহীতার হাব-ভাব দেখে এটা অনুমিত হয়েছে। কারুর মেয়ের বিয়েতে, কারুর চিকিৎসার জন্য, কারুর বাড়ী করতে, কারুর অভাব মিটাতে, কারুর গাড়ী কিনতে দাদা বরাবরই অর্থ সাহায্য করেছেন। আর একজন ধনীর কাছ থেকে অর্থ নিয়ে একজন দুঃস্থকে সাহায্য করার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। secret-টা প্রকাশ করে দিয়ে এই সংকলক কোন অপরাধ করেছে বলে মনে করে না। 'প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় প্রভুর সন্তোষ।' অবশ্য সংকলকের প্রেম আছে, এরকম ভাবা চরম ভ্রান্তিবিলাস। আর প্রেম তো একমাত্র তিনিই করতে পারেন। মানুষের অধিকার শুধু তাতে অভিষিক্ত হবার।)

১২.৪.৮০ (তদেব) [রাত্রে দাদালয়ে। মিসেস্ সেন আগেই। মধুদা উপরে দাদার কাছে। যতীনদা নীচে। মধুদা নীচে নাবলে যতীনদার ডাক পড়লো। কিছু পরে ননী সেনকে ডাকলেন।] দাদা : ননীগোপালের মতলব কি? একে একা নিয়ে যেতে চায় নাকি? ননী সেন : সকালে গোপালদা ফোন করে বলেন, দাদা সোমবার আমার বাসায় আসবেন। ১০ জনের বেশি বলতে নিষেধ করেছেন। দাদা : আমি ১০ জনের কথা বলেছি? শুন্লি, গীতা। ১০ জন কে? তোকে না বললে যাবো না; তাই তোকে ও শান্তিকে বলেছে। মধু বিনা পয়সায় কাজ করে দিয়েছে। তাই তাকে দিয়েছে। আর শালা শালাবৌ আর বেয়াইরা। বলেছে, তোমার জন্য মাছ করবো; আর সবার জন্য নিরামিষ। শরীরটা খারাপ; গলা। যাবার ইচ্ছা নাই। তুই বলে দিস্ না। (৯.০৫-য়ে ছাদে গেলেন হাঁটতে। ফিরে এসে বেশ কিছু পরে ডাকলেন।) দাদা : নে, এই ৪০০০্ টাকা নে। বাড়ীটা তাড়াতাড়ি শেষ কর্; তারপর একদিন যাবো। ....ঠিক আছে, আমিই কাল গোপালকে বলবো। ঘণ্টাখানেকের জন্য একা যেয়ে ফিরে আসবো।

১৩.৪.৮০ (তদেব) [আজ রবিবার। ননী সেন চৌধুরীর সঙ্গে দাদালয়ে গিয়ে আচার্যকে ৫৫্ টাকা দিল clarity-র জন্য দাদাকে দিতে। চৌধুরী তখন দাদার কাছে। আচার্য টাকা নিয়ে উপরে যেতেই দাদা বললেন ঃ কী, ননীর টাকা দিতে এসেছিস্? তারপরে নীচে নাবলে দাদার নির্দেশে দীনেশদা কটকের কাহিনী বললেন।] দাদা ঃ বোম্বেতে অভির বাড়ীতে বরযাত্রী নিয়ে যেতে হোত। রোজ ৪০০্ টাকার বাজার হোত। ১৭ দিনে ফোন বিল ৬০০০্ টাকা। বললাম, তোমরা সব ৪০০্ টাকা করে দিয়ে সরে পড়ো। ....(গোপালদাকে) সাধুবাবা! ....বুদ্ধের সময়ে কি লোকে কাপড় পরতো? কাপড় ছিল কি? চামড়া পরতো। ....এর কথায় গোপাল আজ যতীন-দীনেশকে বলেছে। ঠিক আছে। বিকালে আসবি তো?

১৪.৪.৮০ (তদেব) [আজ বাংলা নববর্ষ। কিছু বাজার করে ৭.৪৫ নাগাদ দাদালয়ে। কিছু পরে গীতাদি; আরও কিছু পরে মিসেস্ পল সিং (মন্‌জিৎ); তারপরে গোপালদার ছেলে খোকা। কিছু পরে জয়দেবদা ফটো নিয়ে এসে দাদাকে মালা পরিয়ে দিল।] দাদা ঃ কাল রাত্রে চলে গেলি কেন? ....আচ্ছা, সব জায়গার Doctorate degree কি এক? Oxford আর Leeds-য়ের কি এক? Harvard আর Loss Angeles-য়ের? ....গীতাকে শুনিয়ে দিলাম।

(ননীগোপাল-ভবন) [১২টা নাগাদ সস্ত্রীক ননী সেন গোপালালয়ে। আজ গোপালদার পৌত্র (লাল্টু ও শান্তার পুত্র) মাতুলালয় চৌধুরী-গৃহ থেকে স্বগৃহে আসবে দাদার উপস্থিতিতে। ফিরোজ, আচার্য, মধুদা, গোপালদার শ্যালক চির এসে গেছে। মাতামহ চৌধুরীরা আগেই এসেছেন। দাদা এলেন ১২.৩০ টার পরে। রাস্তায় গাড়ী দেখেই মধুদা ও ফিরোজ ছুটে গেল দাদাকে আনতে। ননী সেনও গেল বাড়ীর বাইরের মণ্ডপ অবধি। দেখে, গাড়ী থেকে নেবেই হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছেন। মণ্ডপের কাছে এসে বললেন ঃ] দাদা ঃ শালা! প্রণাম কর্ শীগিগর; এমন সময় আর আসবে না। (প্রণাম করলে হাত ধরে নিয়ে একেবারে ঠাকুরঘরে; দরজা বন্ধ করতে হোল। (তার পরে কিছু কথা বললেন যা খুবই আনন্দের, কিন্তু এই সংকলনে অপ্রাসঙ্গিক। পাশের ঘরে এসে বসলে মিসেস্ সেন প্রণাম করলো। তারপরে I.I.T.-র Doctorate নিয়ে প্রশস্তি। এই প্রসঙ্গে সত্যেন বোস-মেঘনাদ সাহার কথা, Bernard Shaw-র বারবার নোবেল প্রাইজ প্রত্যাখ্যানের ফলে 1913-য়ে রবীন্দ্রনাথের তা পাবার প্রসঙ্গ; যদুনাথ সরকার ও সিরাজ-কাহিনী—অন্ধকূপহত্যা মিথ্যা; রাণী ভবানীর কন্যা ও সিরাজ প্রসঙ্গ মিথ্যা; সিরাজ তখন বালকমাত্র। ওটা ইংরেজদের রটনা। লুৎফা অনেকটা দাসীর মতো ছিল। আলীবর্দির মৃত্যুর সময়ে সিরাজের বয়স বছর দুই। হাজারদুয়ারী অনেক পরের। অন্ধকূপ হত্যার কথা যখন বলা হয়, তখন কলকাতায় পাহাড় (?) ছিল, জঙ্গল ছিল; বাঘ সিংহ। লোকে ওখানে গেলে আর ফিরে আসতো না। দাদা ২টায় খেয়ে বিশ্রাম করেন। ৫টায় উঠে চলে যান। যাবার সময়ে বলেন, কী রে, যাবি না? ননী সেন ঃ হ্যাঁ, ৭টা নাগাদ। (পরের পরের দিন দাদা শ্রীক্ষিতীশ রায়চৌধুরীকে 'দেবলোকের অতিমহাজন' বললেন। আর বললেন, ঠাকুরের ইচ্ছায়ই এরকম হোল। ঠাকুর এটা তোমাকে দিলেন।]

২৪.৪.৮০ (তদেব) দাদা ঃ মাছ কাল পাঠালে পারতি। ....গোপীজনবল্লভ এসেছিল। আগে বলতো, ১০০০ টাকা পেনসন, ২ লাখ নিয়ে retire করে; ৮০ হাজার দিয়ে flat. তাই যদি হয়, তাহলে ১ লাখ ২০ হাজার ২ জনের নামে থাকলে দুজনে মাসে ৯০০্ টাকা করে পেতে পারে। এখন বলছে, পেনসন সব commute করেছে; flat-য়ের জন্য ৩০ হাজার মাত্র দিয়েছে। এই বাড়ী ভাড়া দিয়ে পাইক পাড়ায় তিনতলায় ২ খানা room করে নেবে। বলে, চিন্তার কী? Consultant firm করবো। মেয়েটা সারাদিন কাজ করে। বলছে, Ph.D. করবে। এখনকার Ph.D.-র কি মূল্য আছে? (ইত্যাদি আরো অনেক কথা বললেন। নিজের জামাইর কথা।) ....টাকা তো misuse করা উচিত নয়। এখানে এসে এমন কিছু কি করা উচিত যা ছাড়া যাবে না, যাতে ছেলে মেয়ের খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে? ও বললো, ছেড়ে দেবে। ছেড়ে দিলে মঙ্গল। ....(আমেরিকা, আসাম, রাশিয়া প্রসঙ্গ। আসামের ভবিষ্যৎ অশান্তির কথা।) রাশিয়া যদি ইরাণকে বাগে আনতে পারে, তাহলে আর ঐ দেশগুলি থাকবে না। ....'ধীরা স্থিরা গম্ভীরা'—ত্রিরস। 'ভগীরথ' মানেই team of engineers 'ভগীরথ' তোদের ভাষা নয়।

৩০.৪.৮০ (তদেব; সন্ধ্যা) দাদা ঃ আমি কিছু না। ....আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা? বুদ্ধ কি পূর্ণিমায় জন্মেছিল? তাঁর নাম কি বুদ্ধ ছিল? সিদ্ধার্থ কি শাক্যসিংহ? ওঁরা ভুঁইঞা ছিল। গ্রামের নাম ছিল 'হিজাপাতিয়া'। গয়ার কাছে কি যেন আছে? প্রয়াগ-গয়া? ....কপিল ছেলেবয়সে সাংখ্য লেখে। পরে বলে, এ আমি কি করলাম। সব ভুলভাল! ছিঁড়ে ফেলে দিল।

২.৫.৮০ (তদেব; সন্ধ্যা) দাদা ঃ রজনীশ কাল বোম্বের পুনের সেক্রেটারীকে পাঠায়। তার নানা প্রশ্ন। বলে, আপনিও তো ফটো দেন। এ বলে ঃ আমার দুইটা ফটো। একটা জ্যান্ত; সেইটা দিই। আরেকটা মড়া; মড়াটা দিয়া কি হবে? ....ঐ সব মঠ মন্দিরে যদি কিছু থাকে, তারা একে প্রণাম করবে। ....রবীন্দ্রনাথের ego ছিল না? sex ছিল না? রবীন্দ্রনাথ বলে এখন হয়তো স্বীকার করবে না। কিন্তু, লিখেছে তো। উনিই কারো কারো ego রেখে দেন, নিঃশেষ করেন না। ....রায় রামানন্দ, সার্বভৌম এরা কী করেছিল? এরা কী সব সময়ে....? ছিল রঘুনাথ দাস! উনি চলে যাবার পরে রূপ-সনাতন, রায় রামানন্দ এরা সব....। মহানাম পেয়েছে; কিন্তু, যাদের ego আছে, তাদের চলে যেতে হচ্ছে। রাধাকৃষ্ণন্, অনন্তকৃষ্ণ, নীলকণ্ঠ মরে গেছে। না হলে এখন কী করতো, বলা যায়? হয়তো বলতো, ভুল হয়ে গেছে। জয়প্রকাশের সামনে গান্ধী সম্বন্ধে অনেক কথা বলি নি? কিছু বলতে পেরেছে? ....চেয়ারে বসা এবং stone-slab-য়ে বসা সত্যনারায়ণে কোন তফাৎ নাই।

৪.৫.৮০ (তদেব; পূর্বাহ্ন) দাদা ঃ ভগীরথ ৩৩ হাজার লোক নিয়া এখানে গঙ্গাটা কাটায়। ইঞ্জিনিয়ার। কপিলের কি আশ্রম ছিল? কপিল সাংখ্য লিখে বললো, এটা ভুল লিখেছি; এটা যেন কেউ না পড়ে। ভগবান্! তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। ....কেউ কেউ একে বলছে, দুর্বাসা গুরু ছিল। কী রে? একদিক্ থেকে লোকটা বাজে ছিল। আরেক দিক্ থেকে ভক্ত ছিল। না হলে তাঁর নাম 'দুর্বাসা' হোল কেন? ননী সেন ঃ হ্যাঁ, 'নিগূঢ়নিশ্চয়ং ধর্মে যং তং দুর্বাসসং বিদুঃ'।.... দাদা ঃ ঠাকুরকে অনেকেই বলতো ঃ চা খায়, সিগারেট খায়; ওকে তুমি এতো খাতির করো কেন? ঠাকুর বললেন ঃ অষ্টম মাসের শিশু; দেখতে গেলাম; পেট পুরিয়া খাইলাম। মধু ঝরছে। ....১৯৮০ থেকে ৯০ সাল পর্যন্ত কী হবে, তা এ ১৯৪০ সালে বলেছিল; 'ভারত' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। ....সবাই গুরু; এ অগুরু। ....৪/৫টা article লিখিস্ তো। আর একটা বই tour নিয়ে।

৮.৫.৮০ (তদেব) [দেশের পরিস্থিতি, আসাম সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা।] দাদা ঃ ৩৩½ বছর বয়সে জ্যাঠামশাই মারা গেলে সবাই কাঁদছে; উনি হাসছেন। কারণ, তখনি উনি ব্যাপারটা বুঝতেন। মা প্রায়ই বলতেন, ও ভোর ৪ টায় উঠে কোথায় চলে যায়! দেখি, পাশে নাই। এ অস্বীকার করতো। কোন কিছু দেখেছেন কিনা জিজ্ঞেস করলে বলতেন, হ্যাঁ, দেখেছি অনেক কিছু। কিন্তু আমার তো ছেলে। ....(class IV-য়ে মেঘনাদবধ প্রসঙ্গের কথা।) ....রাম পূর্ণব্রহ্ম। তাঁর ভাই চোরের মতো নিকুম্ভিলা যজ্ঞে যাবে researcher-কে বধ করতে। তিনিই তো সব। তিনি বধ করবেন! তাহলে রাম সর্বশক্তিমান্ নয়? তাহলে রামকে সাহায্য করার জন্যই বিভীষণের সৃষ্টি? বিভীষণ স্বার্থের জন্য রামের পক্ষে যোগ দিয়েছিল? এ সব আমি মানি না। ....এ ক্লাসে monitor ছিল; সোনার সিংহাসনে (শালগ্রাম শিলার) উঠে বসতো। এই ব্যাপারেই তো বিশ্বনাথ দাস অসন্তুষ্ট। ....ননী সেন ঃ মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে গুঞ্জামালা আর কী যেন দিয়েছিলেন? দাদা ঃ মহাপ্রভু যদি রঘুনাথ দাসকে কিছু দিয়ে থাকেন, কী দিয়েছেন (দেবার সময়ে) তিনি নিজেও জানতেন না। ....ননী সেন ঃ মাধবেন্দ্রপুরী বিগ্রহ পূজা করতেন। দাদা ঃ বিগ্রহ পূজা করবে কেন? জীবন্ত বিগ্রহইতো আছে। ....এইরকম একটা ইচ্ছা যখন হোল, তখন প্রথম প্রকৃতি হোল। তখন মায়ায় আটকে গেলেন। (রাত ৯.২৫ নাগাদ উঠতে বললেন।)

১১.৫.৮০ (তদেব) [আজ রবিবার। ১০.৫০ নাগাদ দাদালয়ে। ১১টার কিছু পরে দাদা নীচের হলঘরে এলেন। রক্তিমাভ চেহারা; অঙ্গগন্ধের প্লাবন। In-tune হবার পরের অবস্থা।] দাদা ঃ ব্যাস ও শুক। ব্যাসের কখনো দাঁড়ি ছিল না। নগ্ন মেয়েরা ব্যাসকে দেখে লজ্জা পেতো; শুককে দেখে নয়। শুককে তো প্রায় কৃষ্ণের মতোই মনে করতো। ....তুই কি মনে করিস্, একে action-reaction touch করছে? এ কিছু করছেই না; এ আসেই নি।.... সেদিন মেঘনাদ সাহার নাতনীকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলাম। সাধুরা পারবে কি? তাদের কাম একেবারে কিলবিল করছে। আমি আমাকে জড়িয়ে ধরছি। তরলা ঠাকরুণকে.... (অর্থাৎ জড়িয়ে ধরে চুমো দিলে) ওখানে যারা ছিল, তারা একে চলে যেতে বললো। চলে গেলাম। রাম বললেন, এইজন্য আপনাদের ১২ বছর ভোগদণ্ড হবে। উনি মানুষের মাংস খাইলেও ওরই অধিকার আছে। আমি নবকলেবর নিয়া আস্‌মু দান করতে এবং সত্যনারায়ণের সিন্নী পৃথিবীর সর্বত্র বিলাইতে।। ....দেখবার কিছু আছে কি? সব artificial. আমাদের দেখবার চোখই তো নাই। ....কৈবল্যধাম যেখানে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণেরও প্রবেশের অধিকার নাই। সেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রবেশ করতে না পেরে প্রদক্ষিণ করবে, এতে আশ্চর্য কি? ....শিবের কখনো জটা ছিল না। ....সবাই উৎসবে যাবে; বললো, ঠাকুরকে তালা বন্ধ করে রেখে যাবো। এ বললো, তাহলে উনি এখানে থাকবেন

না। ওরা বললো, আপনিও চলুন। দাদা বললো : ওকে ফেলে কোথায় উৎসবে যাবো? তখন ঠাকুর বললেন : চলেন, আমরা দুজন এক জায়গায় যাই। এ বললো : দুজনকে দেখলে মারবে। তখন দুজনে গেলাম ২ টাকা মাইনের linesman-য়ের বাড়ী। সেখানে উৎসব হবে, বল্লেন। সে তো কাঁদছে; তার তো কিছুই নাই। কোথা থেকে লোক এসে দুধ ইত্যাদি সব দিয়ে যাচ্ছে; বলছে, ঠাকুর কিনে দিলেন। এ ৩/৪ বার ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে। তাছাড়া অনেকবার দেখা হয়েছিল। ....(জনৈকা সম্বন্ধে) আনন্দ হলে তো মহারাণী হয়ে যেতো। ....এ চাকরী করার সময়ে plane-য়ে বা 1st class-য়ে যাতায়াত করতো। ....মাকে ও বৌদিকে তো অনেক কষ্ট দিয়েছি। টাকা রাখতে পারাও ভাগ্য। ....(জনৈককে) তোর ভিতরেও তো আমি আছি। তোর পছন্দ হলেই আমার পছন্দ হোল। ....(বৌদি সম্বন্ধে) সারা পৃথিবীতে এরকম আরেকটি মেয়ে খুঁজে পাইনি। ....ননী সেন কি চিরকালই প্রারব্ধ ভোগ করবে? ওর জ্বালাটা আমি ভোগ করছি। ....একমাত্র মায়ের সঙ্গে প্রেম হতে পারে। ও দেহটা তো আমারই। দেহসম্পর্ক থাকলে কি প্রেম হয়?

১৮.৫.৮০ (তদেব) [আজ রবিবার। ননী সেন প্রায় ১১ টায়। তখন দাদা হলঘর থেকে উপরে যাচ্ছেন ফোন attend করতে। ফিরে এসে Passport প্রসঙ্গ।] দাদা : আগে এরকম ছিল না। এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে এসব লাগতো না। ....রামায়ণ-মহাভারতে কি plane-য়ের কথা আছে? তখন ছিল; 5 horse-power, 6 horse-power. পুষ্পক তো একটা plane. একসঙ্গে ১৮ হাজার লোক দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো; শব্দহীন। সপ্তদ্বীপ অর্থাৎ রাশিয়ায় সকালে গিয়ে যুদ্ধ করে বিকালে ফিরে আসতো। ....৫/৭শ বছর আগে এই জিনিসটা দিয়ে ঐ জিনিসটা নিত; টাকা ছিল না। ....(কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ধ্বংসের পরে) প্রায় ২৮শ বছর আগে আস্তে আস্তে সভ্যতার সূত্রপাত। তখন কাপড়-চোপড় কোথায় ছিল? তার পরে বুদ্ধ এলো। ....প্রকৃতির বাইতে যাবে কেমন করে? ....(বিশুদ্ধ আশ্রমপ্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গ) নবমুণ্ডীর আসনের একেকটি শিবলিঙ্গ ৫০০০৲ টাকা করে বিক্রী করে। এরকম ৩০০ টা বিক্রী করে। এ 1927-য়ের (1923 ?) কথা। আর কিছু ভক্তরা দেয়। তারপরে এ আশ্রমটা বড় ছেলের, এটা মেঝো, এটা সেজোর। কোন কোন ভক্ত আপত্তি করলে বলতো, তুমি আর এখানে এসো না। (আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ) বেনারস্ আসছে না কেন? ....(ননী সেনের প্রশ্নের উত্তরে) গীতা পড়ার সময়ে কৃষ্ণকে রথে দেখাও মনের ব্যাপার। ....বড়ো ভাই মাকে মরার সময়ে দেখতে পায় নি; দেখার ইচ্ছা। এ বললো, বাসায় যাও; দেখতে পাবে। বাসায় গিয়ে মাকে দেখে ভয়ে চীৎকার।

২৫.৫.৮০ (তদেব) [আজ রবিবার। ডঃ মহেন্দ্রনারায়ণ শুক্ল আছেন। ননী সেন পৌনে ১১-তে দাদালয়ে। কবিরাজ-প্রসঙ্গ; U.P.-র নিমকরালী-কাহিনী; বৈজু বাওরা এবং গোপাল নায়কের কথা; সিরাজ-ক্লাইভ-রাণীভবানী-প্রসঙ্গ] দাদা : আলীবর্দীর যখন মৃত্যু, তখন সিরাজ কোলে। রাণী ভবানীর বিধবা মেয়ের ব্যাপারের সময়ে সিরাজ ৭/৮ বছরের। ৭ বছরে কেউ প্রেম করতে পারে? অবশ্য এ করেছে। আর রাণী ভবানী তো তখন বৃদ্ধা। পলাশীর যুদ্ধের সময়ে তাঁর বয়স ১২/১৩. তাঁকে সিংহাসনে বসানো হয়। সে suicide করে। ...ক্লাইভের সময়ে গড়ের মাঠ ছিল নাকি? ....ঠাকুর বলতেন, আমি নব কলেবর নিয়া আসুম। তিন লোকে ধ্বনি হইবে। ....আগে আমেরিকাটা কে জানতো? মহীরাবণ নামে এক গুণ্ডার সর্দার। রাশিয়া সপ্তদ্বীপ। ....সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি কোন যুগে এরকমটা আসে নাই। কৃষ্ণ। সে তো এখানে (হাত অনেক নীচে ধরলেন।) লর্ড কৃষ্ণ। মহাপ্রভু, কৈবল্যনাথ অনেক উপরে। মহাপ্রভু তো চালাক ছিলেন। পরে অবশ্য অন্যরকম হয়ে গেলেন। বৃন্দাবনটা কি U.P.-র একটা জায়গা? রাধাকৃষ্ণের যখন লীলা হচ্ছে, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব মহেশ্বর নারদও সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। সেটা কি বাইরে? রাধা নূপুর পায়ে নেচে নেচে-আসছে, কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন, নারীদের আকর্ষণ করছেন। আরে, বাঁশী তো সব সময়ে বাজছে। ....এখন আবার ওঁ কেন? কলিকালে এর কোন দরকার নাই। নিগমের আসল মানে হোল 'লেগে থাকা'। আগমও তাই। তন্ত্র কি? কালী কবে ছিল? দুর্গা তো সেদিনের।

২৭.৫.৮০ (তদেব; সন্ধ্যা) দাদা : রায় রামানন্দ রূপ-সনাতনের party-তে যোগ দেন, এটা ঠিক নয়। রঘুনাথ দাসই বৃন্দাবন করেন। মহাপ্রভু ওখানে ছিলেন বলে ওটা বৃন্দাবন হোল। ওটা তো ভিতরের ব্যাপার; এখানে (বুকের বাঁদিকে দেখালেন।) ধীরা স্থিরা গম্ভীরা রসে কৃষ্ণ নিমজ্জিত। তার ধারাটাই রাধা; ঐটাই মহাপ্রভু। রাধা যখন merge করে গেল, তখন সে কৃষ্ণের চেয়েও বড়ো। কৃষ্ণতো প্রাণ। মহাপ্রভু প্রাণেরও উপরে। ঐ রকম লীলা আর কখনো হয় নাই। লীলার দিক্ থেকে দেখলে ব্রজের কৃষ্ণের চেয়েও বড়ো। ব্রজেও মনটা কিছুটা আছে।

ব্রজের উপরে আর কৃষ্ণ নাই; তখন কৈবল্যনাথ। ময়ূরপুচ্ছ আর হাতে বাঁশী, এসব গল্প। কোন মানুষ এসব সব সময়ে গায়ে রাখতে পারে? বৃন্দাবন, আবার মথুরা কংস এসব বললেই গোলমাল হয়ে গেল। রামচন্দ্রের মধ্যেও আধ্যাত্মিক কি আছে? কেবল সীতার ব্যাপারটা।

২৮.৫.৮০ (তদেব) [সন্ধ্যায় দাদালয়ে। দাদার বোন প্রভাদি ধর্মাগ্নির কাহিনী বলেন : বিরাট্ বাড়ী; প্রত্যেক সরিকের পৃথক্ পৃথক্ বাহির মহল ও অন্দর মহল। আমাদের ৬ খানা ঘর ছিল অন্দরমহলে। ঐদিন আমাদের রান্নাঘরেই পেচা দেখা যায়। দাদার (আমাদের) বৌদি দেখে মাকে দেখান; মা অন্য সবাইকে বলেন। ভটচাযের কাছে যাওয়া স্থির হয়। ইতিমধ্যে বেণীমাধবের (এক সরিক,—যারা দাদাদের ঠকায়) ঘরের কে আকাশে আগুনের গোলা ঘুরছে, দেখতে পায়। মাও দেখেন; দেখেই মাথা ঘুরে পড়ে যান রান্নাঘরে। কিছুক্ষণ মধ্যেই ঐ আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। জল দিয়ে নেভানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আগুন ৭ দিন জ্বলে; সব পুড়ে যায়। ৪দিন সবাই রায়েদের বাড়ী খান। পরে পিসীমা—যিনি গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে কথা বলতেন,—ঐ আগুনে সবাইকে খিচুরী রেঁধে খাওয়ান। দাদার বাবারা ৬ ভাই এক সরিক। আরো তিন সরিক ছিল। দাদাদের অর্ধেকের বেশিভাগ ছিল বিরাট্ সম্পত্তির। ক্ষিতীশদারা তিন ভাই; ক্ষিতীশদা ছোট; লালুদা মেঝো; বড়ো ভাইয়ের ছেলে ননী রায় চৌধুরী যে ১৫ হাজার টাকা মাইনে পায়। দাদার ডাক। শুরু ছিল। তার নানা প্রশ্ন : কৃষ্ণতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, ত্রিগুণাতীত ইত্যাদি এবং সিদ্ধপীঠ নিয়ে প্রশ্ন। দাদা ওকে সব বুঝাবার চেষ্টা করেন। সিদ্ধপীঠের কথা অস্বীকার করেন, যার তাৎপর্য হোল ধাম বা তীর্থমাহাত্ম্য ব্যবসার ফন্দী ছাড়া কিছু নয়। জড়টা চিন্ময় হতে পারে কিছুক্ষণের জন্য। জড়টা জড়ই থাকে।] দাদা : এই গুরুর সঙ্গে বসে কথা বলছেন, আবার অন্য জায়গায়ও আছেন; কিন্তু জানেন না। ....লর্ড কৃষ্ণ যদি এসে থাকেন, তিনিও কি বলতে পারেন, 'আমি'? বৃন্দাবন আর ব্রজ একই; সৃষ্টিতত্ত্ব।

৩১.৫.৮০ (তদেব) দাদা : ৩৪/৩৫/৩৬ সনে অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎবাবুর বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীতে থাকতাম। (মাঝে মাঝে এক টিন মুড়ি দিয়ে এসে বলতাম, একজন দিয়ে গেছে। মুড়ি খেতে খুব ভালোবাসতেন। এখন তোমরা তাঁকে নিয়ে খুব মাতামাতি করছো। তখন তাঁকে কে পুছতো? ....অভি মহাপুরুষ; ওকে প্রণাম করি। ওকে ভালোবাসতেই তো এলাম। ....মুক্তি guaranteed. যারা চলে গেছে, তাদেরও। ....লেজ সামনে একটা থাকে, পেছনে একটা। ওটা খসে যায়। ....হনুমান্ থেকে মানুষ হয়েছে? কেউ কিছু জানে না। ....একটু স্খলন হওয়া ভালো। রাক্ষসের দল নিয়া বাস করছি; তাদের একটু একটু দিতে হবে। Desire টা তিনিই শেষ করে দেবেন। উনি Pros. Quarter-য়ে গেলেন। দেখালেন, উনি ভালোতেও আছেন, মন্দতেও আছেন। ....ক্ষিতীশ দেড় বছরের বড়ো। ....বাপ-মায়ের নির্দেশে অভিকে ছেলেবেলায় কৃষ্ণের ফটো গলায় ঝুলিয়ে দীর্ঘ পথ যেতে হোত। পথে জল খাওয়া, প্রস্রাব করা নিষেধ। পিপাসায় তালু শুকিয়ে যেতো। কৃষ্ণভক্ত ছিল। ....ব্রহ্মচারী হোল অবতারশক্তি। তারপরে সন্ন্যাস। ....অভিটাতো অবধূত।

১৩.৬.৮০ (তদেব) [রাত্রে দুজনে দাদালয়ে। দাদা তখনি (৭·৩০ টা) গাড়ী থেকে নেবে উপরে গেলেন। রাত ৮টা নাগাদ ডাক পড়লো।] দাদা : মধু! আয়; ননীবাবুকেও আসতে বল্। ....Truth Centre হচ্ছে না। হরিপদ নিজে কিছু করতে পারে। আমি ওর ভিতরে নাই। পরে ওর ছেলে নানা কথা বলবে। ঠাকুর কি করেছেন? মহাপ্রভু করেছেন? তিনি রঘুনাথ দাসকে বলেন : এটা কয়েন কেন্? ....এ একটা will করেছে। ....(অভিদার চিঠির প্রসঙ্গ।) মলয়া (= মৌরেলা) মাছ; বাতাসে হয়। আমরাও ঐ রকমই। ....যে একে জড়িয়ে থাকে, এও তাকে জড়িয়ে থাকে। ....সম্পত্তি বাড়িয়ে লাভ কি? চলে যাওয়া যখন স্থির হয়েই আছে। ....সামনের বছর হয়তো আর যাবে না। বয়স হয়েছে; এখন আর এতো strain সহ্য করা যায় না।

১৫.৬.৮০ (তদেব) [আজ রবিবার। লোক-সমাগম বেশ হয়েছে। ননী সেন ১১টায় গিয়ে পাশের ঘরে বসলো। দাদা কিছু পরে 'ডঃ সেন, ননীবাবু' বলে ডাকলেন। ভিতরে যেতে হোল।] দাদা : লেকের সেই বৃদ্ধ এসে এখন রোজ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। ....(যতীনদাকে নিয়ে ঠাট্টা।) দীনেশ কেন এলো না? যতীনদা : Eczema হয়েছে। দাদা : এরকম হওয়া উচিত নয়। নিষ্ঠা সহ কৃষ্ণ ভজে, তারে নাহি কৃষ্ণ ত্যজে। ....গোপীজনবল্লভ। তোরা কি দ্বাপরের কৃষ্ণকে ভাবিস্ নাকি? এই এসেছে, আবার কত লক্ষ বছর আগে এসেছিল। তোরা আবার বৃন্দাবন বলিস্! কত নদী সমুদ্র পর্বত উঠলো নাবলো। ....সার্বভৌম রায় রামানন্দকে বললেন : বিশ্বাস হচ্ছে

না। রায় ঃ সে কী? আপনি তো কত কী দেখলেন। তাঁকে নিয়েই থাকুন্। দেখছেন না, প্রতাপরুদ্রের কী অবস্থা। ৫০০ বছর আগের ব্যাপার। তোমরা সব ওলটপালট করে দিয়েছো।

(বিকেলে ৬·৩০ টা নাগাদ দুজনে দাদালয়ে।) দাদা ঃ গোপাল গতকাল তার বেয়াইকে নিয়ে এসেছিল। ৩টি এম্.এ., ডক্টরেট্; খুব শাস্ত্র Quote করছিল। পরে অবশ্য শান্ত হয়ে যায় এবং একে মেনে নেয়। ...বিদেশ থেকে ফিরে এসে ক্ষিতীশের বাড়ী যেতে পারি। ভুবনেশ্বর গেলে তোকে নিয়ে যাবো। ওখানে উৎসব পুজার পরে হতে পারে। না হলে এখানে লোক হবে না। ....মহাপ্রভু মীরাবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাননি স্ত্রীলোক বলে। সব বাজে কথা। উনিও তো নারী ছিলেন। উনিই নারী, উনিই পুরুষ। একেকটা stage-য়ে একেক রকম ছিলেন। মিসেস্ সেন ঃ দেখতে কি রকম ছিলেন? দাদা ঃ এই দেহেই সে সময়ের জামা-কাপড় পরালে যে রকম হয়। তিনি ছিলেন ভাবে, ঠাকুর কৈবল্যে। এর ছিটেফোঁটা মিশ্রিত। ....প্রকৃতি ত্যাগ করবে কেমন করে? খায় না, হাগে না, প্রস্রাব করে না? রসগোল্লাটা খাচ্ছি; দেখে লালা পড়ছে। ওটা নারী নয়; ....(পুরীতে যাওয়া সম্বন্ধে) হঠাৎ গোপনে চলে গেছেন, তা নয়; বলে কয়ে গেছেন। আমিও তো মাকে বলে গেছি; বলতাম, বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছি। তিনি সবাইকে বলেন, কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিয়েছি। তিনি মাধবী দাসীর সঙ্গে গোপনে কথা বলতেন না? বৃন্দাবন দাসের লেখা কতটুকু আছে?

২৩.৬.৮০ (তদেব; সন্ধ্যা) দাদা ঃ শুধু স্মরণ করলেই হয়। ননী সেন (অভিদার হাত ধরে) এঁকে স্মরণ করলেও তো হয়। (দাদার মৌন সম্মতি।) 'মধুকৈটভ' মানে বৃন্দাবন। মধু উনি, কৈটভ ধাম। ....(সঞ্জয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে) অভিমন্যুবধ হোল। এবারে ইন্দিরা দেশকে ভালোবেসে কাজ করবে without fear or favour. ননী সেন ঃ দাদাকে ইন্দিরা ফোন করতে পারে সঞ্জয়ের ব্যাপারে। দাদা ঃ সে মন রাখলে তো! শুক্রবার হোল; সোমবারে তারপরে হোল। কিন্তু, একে আর বললো কি? খুস্বন্ত thanks দিয়েছে। ২ বার ডাকলেন, ২ বার গেলাম। রমা ছিল। ....রমা। দেখ্তো, এই আংটিটা লাগে কিনা। পড়ে যাবে না তো? (৯টা নাগাদ দাদা লণ্ডন যাত্রা করলেন। অনিমেষদার গাড়ীতে দাদা, বৌদি ও রমা; ট্যাক্সিতে অভিদা, সমীরণদা family ও অভি; অতীন খানের গাড়ীতে কয়েকজন এবং কুর্বন্তের গাড়ীতে সে একা। এবারে Hawaii থেকে Fiji, Australia হয়ে আবার Hawaii হয়ে New York. দেড় মাসের tour.) (আচার্য বললো ঃ দাদা বলেন ঃ আরো একজন যাবে। তখনকার ভাষা তো অন্যরকম ছিল। বলে একরকম, শোনে আরেক রকম, আর অর্থ তো পালটে যায়ই। মধু মানে তিনি; কৈটভ তাঁর প্রকাশ। মলয় মানেই বাতাস।)

১৬.৭.৮০ | অভিদার চিঠি এলো ১১.৭.৮০-তে লেখা লণ্ডন থেকে। লিখেছেন ঃ 'লণ্ডন, জার্মানী, বেলজিয়াম হয়ে লণ্ডনে এসেছেন। কাল অর্থাৎ 12th New York-য়ে যাবেন Freeman-য়ের কাছে। সেখানে ৩দিন থেকে দু-একটা State হয়ে Los Angeles by 19th/20th. On 25th to Fiji—New Zealand. Australia under consideration. Returning via Los Angeles to London. সেখানে ২/৩ দিন থেকে কলকাতা by 2/3/4 August. সারা Belgium-য়ের মাথায় টান দেওয়া হোল—London-এর B.B.C., Minister of Church তো আছেই।'

২৮.৭.৮০ | 26th July-য়ের একটা cable এলো দাদার কাছ থেকে Rowland Heights থেকে সস্ত্রীক ননী সেনের চিঠির উত্তরে। Shakti (সেনের ছেলে) and all are fine.—Dadaji. এটা পাবার আগে মিসেস্ সেন নববসনের গন্ধ পায়, যা দাদার ভাষায় অনির্বচনীয় প্রেমের বার্ত্তাবহ। ২৯শে এলো Los Angeles থেকে মিসেস্ সেনকে লেখা বৌদির চিঠি।]

৫.৮.৮০ (দাদানিলয়) [দিদি বলেন ঃ দাদা জন্মেই হাসেন, চারিদিকে তাকান এবং গড়িয়ে গড়িয়ে দূরে চলে যেতেন। আচার্য বললো ঃ দাদা একদিন বলেন ঃ ভাবতে ভাবতেই ভাবান্তর হয়।]

৭.৮.৮০ (তদেব) [দুপুর ১২টা নাগাদ দাদার খাবার নিয়ে দুজনে দাদালয়ে। দাদা অভিদা, বৌদি ও রমাকে নিয়ে সকাল ৭.১৫-য় দমদমে land করেন। দাদার বাসায় অভিদা ননী সেনকে বলেন ঃ Fiji যাওয়া হয়নি দিনরাতের গোলমালের জন্য। Los Angeles-য়ে 18th থেকে 29th পর্যন্ত ছিলেন। NJ-তে ফিরে আবার খোকনের সঙ্গে দেখা হয়। এবার সব জায়গায়ই টিকেট নিয়ে গোলমাল। London থেকে আমেরিকার টিকেট করতে যেয়ে লাইনে দাঁড়ালাম; সামনে কুর্বন্ত। তার সামনে এক মহিলা। টিকেট নেই বলে মহিলা ফিরে গেল।

আমরা কিন্তু ৬খানা টিকেট পেলাম। আমেরিকাতেও ঐ রকম ঝামেলা হয়েছে। Cobalenco দাদাকে রাশিয়া নিতে চেয়েছিল। Harvard-য়ের director ১৭ জন নিয়ে খোরাণার সঙ্গে দাদার কাছে আসেন। Belgium church-য়ে ভর্ত্তি। ১৫০০ বছর পরে christ-কে জেনেছে। রোম তো ভারতেই ছিল।

বিকালে তীব্র ধূপের গন্ধ পেয়ে মনে হোল, দাদা ডাকছেন। অতএব, দাদালয়ে। অভিদা বললেন : অতীন ফটোতে দাদাকে সিগারেট খাওয়ায়। অতীনের মেরুদণ্ডের নীচে কী একটা হয়েছে,—Cyst বা tumour. Operation করতে হবে। দাদা বললেন : ওটা যোগ করে হয়েছে। Operation করলে কুঁজো হয়ে যাবে। ওটা body jerking-য়ে ভালো হয়ে যাবে। তাই হোল। একটি মেয়ে দিল্লী থেকে ভাবনগরে এসেছে দাদার সঙ্গে দেখা করতে। আমার সঙ্গে কিছু কথা হোল; পরে আমি shooting-য়ে চলে গেলাম। হরিদা এসে মেয়েটির বিরুদ্ধে দাদাকে বললে মেয়েটি চলে গেল। হোটেলে ঢুকতে যাচ্ছে, দেখে, দাদা ও আমি দাঁড়িয়ে। দাদা বললেন : তোমার অনেক কিছু নাকি বলার আছে? পরে দাদা Harvard-য়ের president, cobalenco প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু বললেন।]

৮.৮.৮০ (তদেব) [দুজনে সন্ধ্যায় ৭টা নাগাদ দাদালয়ে। শ্রীনিবাসদার সঙ্গে কথা। অসিতদার আগমন। সে কথা বলে চলে গেলে ৮·৩০ টা নাগাদ কুর্‌বহু সিং। সে চলে গেলে ৯.৪০ নাগাদ ডাক পড়লো। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময়ে শুনলো দাদা বলছেন (বোধ হয় মিসেস্ সেনকে) : ওর সঙ্গে কথা বলিস্ না; ওর কী লজ্জা করে? দাদার কাছে গেলে দাদা কথাগুলো আবার বললেন। তখন ননী সেন বললো : আমি তো জানি, আমি কানা খোঁড়ার কাছে আসি না। কানা-খোঁড়াই হলে কাল থেকে আর আসবো না। হেসে দাদা বললেন : আজ তো বস্। কাল কানা-খোঁড়ার কাছে নাই বা এলি। তারপরে নানা কথা আমেরিকা-ভ্রমণকালে ননী সেনের জামাই, মেয়ে ও ছেলে প্রসঙ্গে। এখানে তা অপ্রাসঙ্গিক। কার সম্বন্ধে দাদা বললেন, ও যদ্দিন বেঁচে থাকবে, তদ্দিনই চাকরী করবে। Diary তে নাম লেখা নেই।]

১০.৮.৮০ (তদেব) [কাল সত্যিই দাদালয়ে যাওয়া হোল না। আজ রবিবার। Harvard-য়ের President ও Cobalenco-র article মানা পড়লো। ননী সেনকে প্রথমটার সার-সংক্ষেপ বাংলায় বলতে হোল। President ২য় দিনে submit করলেন। পর পর ৭ দিন আসেন। Salley Carter-য়ের ছেলের deafness ভাল হয়ে যায়। Belgium-য়ে অসংখ্য লোক হয়। আমেরিকাতে বিভিন্ন State-য়ের লোক আসে। তারা সামনের বছর বিভিন্ন State-য়ে যেতে বলেছে। বহু article কাগজে বেরিয়েছে। এবারে দাদা বেশির ভাগই গোপনে দেখা করেছেন। কখনো কখনো একা অন্যের বাড়ী গেছেন। অভিদাও ছিলেন না। দাদা বললেন : Christ-কে accept করলো না; তাই crucify করা। Christ মানে কৃষ্ণ। ওখানে কেউ কেউ বললো, 'You are Christ's father.'

১৩.৮.৮০ (তদেব) [আজ ইদল্‌ফেতর্। যতীনদা ও ননী সেন একসঙ্গে দাদালয়ে। মিসেস্ সেন আগেই। প্রায় ৯টায় যতীনদার ডাক পড়ে। একটু পরেই ননী সেনের। Salley Carter-য়ের ছেলের কাণের পাশে দাদা আঙ্গুল বুলালে সে শুনতে আরম্ভ করে। বহু দূরে এক বাড়ীতে এক বৃদ্ধার Cardiac pain হচ্ছে; হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। মহিলা ফোন করে সব জানালো এবং বললো, ঘর গন্ধে ভরে গেছে।] দাদা : মহাপ্রভু গম্ভীরায় ছিলেন। অর্থ কেউ বোঝে কি? ....বোষ্টনে যাইনি। এক জায়গায় গেলে আরেক জায়গায় যেতে হবে। ....ডাঃ সরকার দাদাকে নানাভাবে পরীক্ষা করে : Heart, Lungs, Liver, Kidney, Prostate, Gall Bladder. কোথাও কোন দোষ নাই। Dr. Louis ওর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। বলে, এরকম আর নাই, ৭টায় specialist. বৌদিকে 'মা' বলে। ....এ কিছু করছেই না; এ আসেই নি। ....আকাশে একটা bucket দ্বীপ। সেখানে land করেছে। তাকে চাঁদ বলে মনে করছে। ....যাঁকে জানলে অনন্তকেই জানা যায়, তাঁকে তোরা কী বানালি। ....ননীগোপাল কেমন আছে রে? ওদের বাড়ীতে কি সবাই মরে গেছে? আমি কি কোন অন্যায়, অপরাধ করেছি? আমাকে তার বাড়ী যেতে হবে? ....ওতো theory ভালো জানতো; demonstration দিতে পারতো না। কেউ এলো বা না এলো, তাতে এর কিছু যায় আসে না। কেবল—না এলে মনটা খারাপ লাগে (সে পরে চরম আঘাত দেয়।)

১৫.৮.৮০ (তদেব) [ননী সেন সকালে গোপালালয়ে গিয়ে জানে, গোপালদা অসুস্থ। রমাদিকে দাদার কাছে আসতে বলে। পরে দাদালয়ে যায় এবং দাদাকে সব জানায়।] দাদা : ইচ্ছা থাকলে আসতে পারে। এই নে Belgium-য়ের Peter -য়ের চিঠি। উত্তর দিয়ে দিস্। এই দেখ্, চিত্রা ভাণ চিঠিতে কি লিখেছে? (চিঠিতে লিখেছে : ২৫শে জুলাই দাদারে বাসায় দেখতে পেয়েছি, আর ২রা আগষ্ট দাদাকে বিরাট্ অপরূপ মূর্ত্তি দেখেছি।

Salley Sacks [Carter] দাদাকে Cable করেছে Santa Monica, CA থেকে : Love. Alexander (ছেলে) is more than perfect. Will you assist us in finding lost diamond ? দাদা বললেন, Lost diamond মানে. presidentship.) Carter-য়ের সঙ্গে ফোনে কথা হয়। অন্য নামে সে ফোন করে। এটা আগেই বলা ছিল। Kennedy-কেও সরে দাঁড়াতে বলেছি। অভি ও Freeman কে নিয়ে Kennedy-র কাছে যাই।

১৭.৮.৮০ (তদেব) [আজ রবিবার। দাদালয়ে প্রায় পৌনে ১১টায়। আমেরিকার কথা; যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে কিনা, বাইবেল ৪০০ বছর পরে লেখা শুরু ইত্যাদি।] দাদা : ২৫০০ বছর আগে, ২৬/২৭-শ বছর আগে বুদ্ধ। 'বুদ্ধ' অর্থাৎ বোধি, Absolute. তিনিও বলতেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ....দেহটাও যদি আমার না হয়, তবে তো সব ফরসা। এরকম তো হয়, আমি আছি; কিন্তু, আমার ছেলে চলে গেল, মেয়ে গেল, স্ত্রী গেল, ভাই গেল। তাহলে তারা কি আমার? না তাঁর? (Salley Sacks-য়ের Cable-য়ের কথা বলতে হোল। গোপালদা-প্রসঙ্গ, যতীন-দীনেশ-তরজা। ১২·৩০ টায় সভাভঙ্গ।)

১৮.৮.৮০ (তদেব; সন্ধ্যা) [নানা প্রসঙ্গ। সংসার ও অশান্তি। নিজের জাগতিক জীবনের কথা।] দাদা : প্রায় লাখ টাকা খরচ করে শতখানেক বিয়ে দিতে হয়েছে। M. B.Sarker-কে ২·৩০ লাখ টাকা ধার দিয়েছিলাম। Clive St.-য়ে বরোদা ব্যাংকের বাড়ীটা দাদার ছিল। জলের দামে বিক্রী করে দি অসাধু ব্যবসায়ীদের ঠেকাতে গিয়ে। এই বাড়ীর পেছনের জমিটা এক বন্ধুকে এমনি দিই। দেশ থেকে ১২শ ভরি সোনা আনি। Bank acc. পাকিস্থান থেকে কলকাতায় transfer করি। এর বিয়েতে নলিনী সরকার নিজের গাড়ী দেন একে নিতে। ....কার্টার খুব খুশী; কেনেডী অখুশী। তাঁকে বলি, তুমি বেঁচে থাকো। ....শচীন এখন নিঃসঙ্গ; বন্ধুরা আর যায় না। বোম্বেতে ওদের গোপন কথা টেপ করা আছে। কোর্টে বোধ হয় শোনানো হয়েছিল।]

(পরে বৌদির সঙ্গে কথা। বৌদিদের দেশ ছিল ঢাকার বায়ড়া গ্রামে। কলকাতায় ৬৩, আপার সার্কুলার রোডে মামার বাড়ী; বিরাট্ বাড়ী। দাদু হেমশংকর সেনরা ৪ ভাই ছিলেন। মীরা দত্তগুপ্তার মা বৌদির মায়ের জ্যাঠতুতো বোন। দাদুর এক ব্যারিষ্টার ভাই পাগল হয়ে যান। তাঁর ২১ বছরের মেয়ে কমলা—মায়ের সমবয়সী,—দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে suicide করে। সে বৌদির নাম 'আলো' রেখে যায় জন্মাবার আগেই। হেমশংকর Youngest. ইতিমধ্যে দাদা ছাদ থেকে হেঁটে নাবলেন। ছাদে কি হাঁটেন, না ত্রিলোকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ যোগাযোগ করেন? ভুবনকে একদিন বলেছিলেন : ভুবন। আমি যখন একা হাঁটবো, তখন আমাকে ডাকবে না।) দাদা (মধুদাকে) : Misuse করা উচিত নয়। আমি এখানে থাকতে পারলে কথা ছিল। ....আমি তো জানি, আমি আর কতদিন আছি। ....১৯৪৭ থেকে '৫২-র মধ্যে জনা ৫০-য়ের বাড়ী করে দিয়েছি। আত্মীয়দের জন্যই চাকরী নিই। ....জ্যাঠামশাইকে বলি, আমার ভাগটা আমাকে দয়া করে দিয়ে দিন্।

২৪.৮.৮০ (তদেব) [আজ রবিবার। দাদালয়ে প্রায় ১১টায়।] দাদা : ঝুলনটা কি রে? ননী সেন : ওটা সূর্যের উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন গতি থেকে হয়েছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে যাবার সময়ে একটি বিন্দুতে এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাবার সময়ে আরেকটি বিন্দুতে একটু আন্দোলন হয়। তা থেকেই ঝুলন। আমরা তো সূর্যোপাসক। সূর্যই ভর্গদেব, বিষ্ণু। (দাদা হাসলেন।) দাদা : তোরা গোপীনাথ কবিরাজের কাছের লোক। সূর্যের heat নাই; সূর্য move করে না। আরেকটা সূর্য আছে, যেটা ভিতরে। ....। এরকম হয়তো, ননী সেনের বাড়ী যাবো বলে বেরুলাম, গেলাম চৌধুরীর বাড়ী। কিরে, হয় না? ননী সেন : হ্যাঁ, ননী সেনের বাড়ী সম্পর্কে এটা হতে পারে। দাদা : ননী সেন তো এরকম কথা বলবেই। ....গোপাল এখন অনেকটা সুস্থ আছে। অমূল্য। উৎসবের ব্যাপার ঠিক আছে তো? অমূল্য (নন্দী) : হ্যাঁ, দাদা! আমার গানের দল ঠিক আছে। (প্রায় ১২·৩০ টায় যতীনদা ও দীনেশদাকে নিয়ে উপরে গেলেন।)

(সন্ধ্যায়) দাদা : ওঁরা যখন আসেন, তখন পৃথিবীর সবাই মুক্তি পায়। ....ধ্রুব, প্রহ্লাদ, উত্তানপাদ, হিরণ্যাক্ষ, নল-দময়ন্তী, হরিশ্চন্দ্র, অম্বরীষ—এরা ছিল। ননী সেন : "ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার। অবতীর্ণ হৈয়া করেন প্রকট বিহার।।" চৈতন্য-চরিতামৃতের এই কথা কি ঠিক? ঠিক হলে কথাটা কৃষ্ণেই চরিতার্থ হয়ে যায়। তাহলে মহাপ্রভু, রাম আর 'তিঁহো' হতে পারেন না। দাদা : কথাটা ঠিকও বটে, আবার তোদের দৃষ্টিতে বেঠিকও বটে। তিনি সব যুগের শেষে একবারই আসেন। তাঁকে আবার আসতে হলে নোতুন করে সৃষ্টি। তোর এই ব্রহ্মাটা কে? সেও তো মানুষ ছিল। না হলে তাঁর ছেলে নারদ হয় কেমন করে? ননী সেন : মানসপুত্র। (দাদার হাসি।) ....বুদ্ধ

এলেন; সতের কথা বললেন। মহাবীর সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না। তার পরে তো মহাপ্রভু। দুটো এক হয়ে এলেন। স্বয়মেরও উপরে। তাঁকে কেউ বুঝলো? ননী সেন ঃ স্বরূপ দামোদর বুঝেছিল। রাধাভাব নিয়ে এসেছেন। দাদা ঃ রাধাটা কি বাইরে? প্রেমটাতো কৃষ্ণ। ....। তারপরে এলেন রাম; অনেক উপরে। উনিও মাঝে মাঝে রেগে যেতেন। আর এলেন রামপ্রসাদ; ভক্ত। ....এটা কলিযুগ নয়; ব্রহ্মাযুগ। সব কলিতেই চার্চিল, মাউন্টব্যাটেন থাকবে, ভারত ইংরেজের অধীন হবে, এটা ঠিক নয়। ....এখানে এলাম কি পূজা করতে? আমি যদি বলি, আমরা কেউ নেই, উনিই আছেন? ....যতীন খুব ভালো; না? ....ননী সেন ঃ এই জন্মের কর্মফলও এই জন্মে ভোগ করে। দাদা ঃ আগের না থাকলে। ....(মধুদাকে) আগের পক্ষের ছেলেদের জন্য ঠিকমতো ব্যবস্থা করিস্। নিজের ছেলে তো। না হলে action-reaction-য়ে পড়তে হবে। ....'আমি বনফুল গো'-র সুর এ দেয়। উক্ত Melody-তে যেতো। সেখানে আলাপ হয়। ....ননী সেন ঃ শুদ্ধোদন নাকি বুদ্ধকে প্রণাম করেন। দাদা ঃ বুদ্ধ যখন বুদ্ধ হয়, তখন তাঁর বাবা কোথায়? মহাপ্রভুকে তাঁর বাবা কি প্রণাম করেছে?

২৭.৮.৮০ (তদেব) দাদা ঃ কৃষ্ণের ১৫-শ বছর পরেও কি সভ্যতা ছিল? সব অনার্য হয়ে গিয়েছিল। গাছের ছাল, জন্তুর ছাল পরতো। শিব ছাল পরতো। এ যে বিরাট্ শিব দেখেছে, তা অন্যে দেখলে আঁতকে উঠবে। কৃষ্ণ ৪০০০ বছর আগের। ননী সেন ঃ তা হলে বেদ এলো কেমন করে? দাদা ঃ ওটা তো সংস্কৃত নয়।

৩০.৮.৮০ (তদেব) [রাত ৮টা নাগাদ দাদালয়ে। দাদা ২/১টা কথা বলে ছাদে গেলেন হাঁটতে। ছাদ থেকে ফিরে আবার ডাকলেন। কিছু পরে রহস্যময়ভাবে এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে ক্ষিতীশদাকে ফোন করে বললেন ঃ উনি (লালুদার স্ত্রী) মারা গেছেন বিকেল ৫টা নাগাদ।] দাদা ঃ মৃত আত্মীয়কে দেখা মনের ব্যাপার। সন্তান মৃত মা-বাবাকে দেখছে, ওটাও ঐরকম। কোন কোন সময়ে অতিমহাজনেরা ঐরূপে আসেন; সেটা উনিই। (Planchet প্রসঙ্গ) planchet ভূতপ্রেতের ব্যাপার হতে পারে। ভূত দেহধারণ করতে পারে। অপঘাতে মৃত্যু হলে ভূত হবে কেন? সে কি ইচ্ছা করে মারা গেছে? না, তাঁর ইচ্ছায়?

৩১.৮.৮০ (তদেব) [আজ রবিবার। প্রায় ১১টায় দাদালয়ে। তারপরে দাদা পিতাজী ও দয়ালালকে নিয়ে নীচে নাবলেন।] দাদা ঃ ননীগোপাল কেমন আছে রে? ননী সেন ঃ অনেকটা ভালো। দাদা ঃ পর পর ৭ দিন এলে ঠিক হয়ে যায় না? ....পিতাজীর ছেলে 'সত্যনারায়ণ, সত্যনারায়ণ' বলে মারা যায়। পিতাজী কাঁদতে নিষেধ করেন। উনি দাদাকে আমেরিকা ও লণ্ডনে lightning call করে জানাবার চেষ্টা করেন। দাদাকে পান নি। ....ব্রহ্মসূত্র সুদর্শন। ....। মায়ার বিরুদ্ধে যেতে নাই। সবারই যদি চোখ থাকে, তাহলে লীলা হবে কেমন করে? তিনিই তো সব, তাঁরই তো সব। ছেলে, মেয়ে, দেহটা এসব যদি আমার হোত, তাহলে চলে যাবে কেন? ....সেই প্রোফেসর (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর প্রধান অধ্যাপক ডঃ সেন) বললো, Substance and expression. Expression টা Substance-য়ের চেয়ে বড়ো। যাঁর জন্য Substance টা গলে যাচ্ছে, সেটা বড়ো নয়? সেতো দুটো জড়িয়ে; সেখানে স্ত্রীও নাই, পুরুষও নাই। ....। স্ত্রী মানে ধরিত্রী, কাম ক্রোধ লোভ মোহে যা বেষ্টিত হয়ে আছে। ....আমিও তো নারী। উনি ৮টি নারী নিয়ে থাকেন। (লিলির মেয়েকে) কীরে, ঠিক আছে তো? আরেকটু বড়ো হ। তারপরে বিয়ে করবো। একটি মেয়েকে আমি চাই, সব জায়গায়ই কথাটা বলি। কেউ বোঝে কি? ....দ্রৌপদী যখন বুঝলো, মহাবীর স্বামীরা—পঞ্চ পাণ্ডব—ক্লীব,—পঞ্চপাণ্ডব পঞ্চেন্দ্রিয়—তখন সবটা ছেড়ে দিল। তখনি উনি ধরলেন। ....দশরথ-তনয় রামকে সে সময়ে কেউ মেনেছিল কি? ....যীশু Church-য়ের বিরুদ্ধেই বলেছিল। তাঁর ৪০০ বছর পরে ইব্রাহিমওয়ালা বাইবেল লেখে।

(সন্ধ্যায় দুজনে দাদালয়ে। দাদা অনিমেষদার সঙ্গে private কথা বলছেন। গৌতম এলো। সে কিছু কাহিনী বললো। বললো, আমার boss stroke হয়ে woodland-য়ে। সে দাদাকে সেখানে দেখতে পায়। তারপরেই ভালোর দিকে যায়। এই ঘটনার আগে একদিন তার কলেজিয়ান মেয়ের রক্ত-পায়খানা হচ্ছে। আমি একটা পট নিয়ে একটা ঘরে রেখে জল, ভোগ ইত্যাদি দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ১৫ মিনিট পরে ঘরটা গন্ধে মম করতে লাগলো। ঘর খুলে দেখা গেল, ঐ ঘরের সব জল চরণজল হয়ে গেছে; floor-য়ে এখানে-সেখানে জল। মেয়েটি চরণজল খেয়ে উঠে বসলো এবং ভালো হয়ে গেল। অনিমেষদা নাবলে গৌতমের ডাক পড়লো। কিছু পরে গৌতম নাবলে ননী সেনের ডাক পড়লো।) দাদা ঃ পিতাজীর শরীর ও মনের অবস্থা ভয়াবহ। এদেশে হলে স্ব ফটো ফেলে দিত এবং দাদাকে charge করতো। ....ভাবনগরে সঙ্গে নেবার কাউকে পাচ্ছি না। রমা যেতে পারবে

না। যতীনকে, আজ বলেছি, কোন রকমে ভাত সেদ্ধ করে দেবে। ....খাটে তো কোনদিন শুতাম না। অভি জোর করে ২ বছর আগে খাট কিনে দেয়।

১.৯.৮০ (তদেব) [আজ জন্মাষ্টমী। ননী সেন দাদালয়ে ১১·৩০ টায়। গোপালদা, মধুদা ও ঠাকুর ছিল। পরে কুর্‌বস্থ ও আচার্য। উপরে গীতাদি, রমা ও বাপ্পা। বাপ্পা চলে গেলে ডাক পড়লো। আসাম-প্রসঙ্গ। পরে বন্যা-প্রসঙ্গ। দাদা বললেন ঃ কাশী ও প্রয়াগ ডুবতে পারে কি? সংস্কারের কথা, শিবলিঙ্গ, ইন্দ্র প্রভৃতির প্রসঙ্গ। প্রায় ১টায় রমার কাছে নস্যি চাইলেন দাঁত মাজতে। রমা আসছে না দেখে ননী সেন নস্যি দিল। দাদা ঃ না, এর চেয়ে কালোমাণিককেই (মিসেস্ শান্তি সেন) রেখে দেবো। বুড়ী হলেও ওকে দিয়েই চলবে।

বিকেলে দুজনে দাদালয়ে। যতীনদা, মধুদা, শ্রীনিবাসদা মেঝেতে বসে গল্প করছেন। কিছু পরে দাদা অতীন খান্‌কে নিয়ে এলেন। বললেন ঃ অনিমেষের heart trouble হয়েছে। খান্ চলে গেলে যতীনদা ও মধুদার ডাক পড়ে। কিছু পরে ওরা নীচে এলে দাদা ছাদে হাঁটতে যান। হাঁটা শেষে সবাইকে ডাকেন।] দাদা ঃ রবিবার বিকালে ভাবনগর যাচ্ছি ৭ দিনের জন্য যতীনকে নিয়ে। ....কালোমাণিকের রান্না খেলাম। তুই কি ওকে (রমাকে) হারাতে চাস্? ....আমেরিকাতে একজন একে প্রচুর টাকা ও বাড়ী দিতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর সামনে এসে বলেন ঃ হ্যাঁ, ব্যবসা-বাণিজ্য করুন। ....ঠাকুরঘরে আসন করে বসে থাকতাম; মশা গায়ে লেগে পড়ে যেতো। আর সত্যকে (তান্ত্রিক) মশায় কামড়াতো। ....একদিন পায়খানায় গেছি; দেখি, সেখানেও নাম হচ্ছে। ....৫ লাখ টাকা দিয়ে কামদার এখানে একটা বাড়ী করতে চায়। পাশের বাড়ী দুটি বিক্রী হলে তাও কিনতে রাজী। এর মোটেই মত নেই। কিন্তু, বার বার নানাভাবে পীড়াপীড়ি করায় রাজী হতে হোল। জানি, কেনা হবে না। কাজেই কথা দিয়ে ওকে খুশী করলাম। আমরা ভুলে যাই, তিনিই একমাত্র কর্ত্তা। ....(হেসে) ২০০ টাকা করে আনোয়ার শা রোডে জমি কিনে বন্ধুদের free দিই। ....(কালোমাণিককে) ভাড়াটে তোমার কি করবে? আর এখন ঐ বাড়ীর অন্য ব্যবস্থা হবে। সত্যিই তাই হয় ২ বছর পরে।)]

৫.৯.৮০ (তদেব) [রাত ৮টা নাগাদ দাদালয়ে। যতীনদা, মধুদা ও গোরা ছিল। পৌনে ৯য়ে ডাক পড়লো। গোরা কার কথা বললো, severe stroke হয়েছে। দাদা বললেন ঃ এখন যাবে না। গোরা বললো ঃ ব্রহ্মচারী দাদার কাছে মহানাম পেয়েছেন। দাদার সাধুদের অর্থলিপ্সা ও ক্ষমতালোলুপতার কথা আলোচনা। গোরা বললো ঃ ব্রহ্মচারীর ১২ কোটি টাকা এবং guns and ammunition আছে।]

দাদা ঃ আমেদাবাদে গত বার এতো ভীড় হয়েছিল যে Public-য়ের সামনে মাইকে চীৎকার করে মহানাম দিতে হয়। ....আমিত্বশূন্য হলেই হয়ে গেল; সে তো অনন্তের vibration পাবে। কিন্তু, ওটা তো কথার কথা নয়। আমি কি ভোগ করছি? খাদ্য আর খাদক যদি এক হয়, তাহলে আমি কোথায়? তবে এর মনে আনন্দ হয় এই ভেবে, 'তোমাকে তো প্রতিষ্ঠা করলাম'। যতীনদা ঃ আগের বারে ১৩/১৪ দিনে শেষ করেছিলেন, এবারে ৯/১০ বছরে করেই মুস্কিল করলেন। ননী সেন ঃ আগের বারে ১৮ দিনে। সব ১৮-র খেলা। অষ্টাদশ পর্ব, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী। দাদা (কী যেন গুণে) ঃ হ্যাঁ, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী। লোকে এর অর্থ বোঝে না। ....কবিরাজজীর কাছে এ যখন যায়, তখন গিলে-করা ধুতি-পাঞ্জাবী আর শাল জড়িয়ে রাজপুত্রের মতো যান। দু-পাশে সাধু-সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে; কারুর দাঁড়ি, কারুর জটা ধরে নাড়া দিয়ে বলেন, এ সবে কী হবে? কবিরাজজী পরে ঘরের সব ফটো ফেলে দেন। আনন্দময়ী মা balcony-তে এসে 'গোবিন্দ' বলে হাত জোড় করে নমস্কার করতেন। ....আড়াই লাখ টাকার হীরের আংটি মিসেস্ কার্টার বৌদিকে দেন। বৌদি দাদাকে দিতে বলেন। ....আমি বিয়ে করলাম; ছেলে-মেয়ে হোল; আমি কিন্তু কিছুই করলাম না। ....। শেষকালে দেহটাও ফেলে যেতে হবে। ....কৃষ্ণের ১৩২ বছর বয়স হয়েছিল; চুলটুল পেকেছিল। আরেক কৃষ্ণ চির-তরুণ। ....এখন যা খাচ্ছে দাচ্ছে, তাতে আবার ২৫ বছরের হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু, চলে যেতে হবে যে। ....মহাপ্রভু কি কখনো 'আমি' বলেছেন দুই এক সময় ছাড়া? তোমরা সব ভুল-ভাল লিখেছো। ....শ্যামকুণ্ড এখানে (বাঁ বুকের বেশ নীচে শূন্যে), আর রাধাকুণ্ড এখানে (মাথায়)। ....যেটা হঠাৎ হোল, সেটা রামের ইচ্ছা হতে পারে। কিন্তু, যেটা বেশ কিছুদিন ধরে ভেবে করেছো, সেটাও রামের ইচ্ছা? ....উৎসবে ২৬ হাজার তো লাগবেই। ....Air-pollution যেটা তোমরা বলছো, ওটা Nature-ই ঠিক করে দেয়।

১৪.৯.৮০ (তদেব) [আজ রবিবার। দাদালয়ে ১১.১৫ নাগাদ। ৮ তারিখে সকালে দাদা বোম্বে যান;

গতকাল ফিরে আসেন। দাদা ভাবনগরের কাহিনী অর্থাৎ কামদারের মৃত পুত্রের শ্রাদ্ধ-কাহিনী বলতে লাগলেন।] দাদা ঃ বোম্বে থেকে ডঃ দত্ত প্রভৃতি বহু লোক নিয়ে ভাবনগর যাই। মাতাজী coma-তে ছিলেন। তাঁকে আগে সুস্থ করতে হোল। পরে মাতাজী বললেন, আমার একটাই দুঃখ। ছেলে চরণজল চেয়েছিল। আমি দেবার আগেই....দিল। এ বললো, তাহলে এটা হলেই হোল তো? ঠিক আছে, তোমরা দুজনে ঠাকুরঘরে চোখ বন্ধ করে বসো। ছেলেদের বললাম জল-টল দিতে। দেওয়া হলে বললাম, আমি সবাইকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছি। দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলাম। কিছু পরে ছেলে এসে ওদের বললো, আমি খুব শান্তিতে আছি; আমাকে ডাকাডাকি কোরো না। তবে বা। (= মা) তোমার কাছ থেকে চরণজল খাবো। মাতাজীর হাতে চরণজলের পাত্র। সেটা থেকে সে চরণজল খেলো। তার পরে এদিক্ সেদিক্ পায়চারী করে চলে গেল। জলপাত্রটা সামনে পড়ে রইলো। পিতাজী ছেলের কণ্ঠস্বর চিনেছেন, তাকে হাঁটাচলা করতে দেখেছেন। দরজা খুলে দাদা ঢুকে পিতাজীকে নানা কথা বলার আগে তাঁর শ্রবণ-যন্ত্রটি খুলে দিলেন। করে দুই একটা কথা বলে বললেন, শুনতে পাচ্ছো? পিতাজী ঃ হ্যাঁ, ভালো শুনতে পাচ্ছি। এ বললো, যন্ত্রটা কিন্তু সরিয়ে দিয়েছি; আর দরকার হবে না। ....(অভিমন্যুবধ-কাহিনী) ইন্দোনেশিয়া বা সপ্তদ্বীপে (রাশিয়া) অর্জুন যুদ্ধ করে ফিরে এসে পাণ্ডব-শিবিরে অন্ধকার দেখলেন। সব জানার পরে জয়দ্রথ-বধের প্রতিজ্ঞা। অভিমন্যুকে দেখালে সে বললো, আমি যোদ্ধা; যুদ্ধ করে গেছি। তোমাদের চিনি না। ....মহাপ্রস্থানে যাবার কথা মহাভারতে আছে। সঙ্গে আবার একটা কুকুর। ....বিবেকানন্দ কোথায় গিয়েছিল যেন? ননী সেন ঃ অমরনাথ। দাদা ঃ ঐ ডাণ্ডাটা। ঐ পথে বুঝি স্বর্গে যাওয়া যায়। পণ্ডিতের দল এর অর্থ কিছুই বোঝে না। যুধিষ্ঠির গিয়ে দেখে, দুর্যোধন কৃষ্ণের বুকে বসে আছে। অবাক্ যুধিষ্ঠির বললো, আমরা বরাবর তোমার সঙ্গে ছিলাম; আর ও তোমার কোলে বসে? কৃষ্ণ বললেন ঃ তোমরা আমার সঙ্গে ছিলে নাকি? যতদিন তোমাদের সুকৃতি ছিল, তত দিন তোমাদের সঙ্গে ছিলাম। অর্জুনের ego তো সাংঘাতিক ছিল। আরেক জন ছিল ধীর, স্থির। যারা নামটা পেয়ে ঠিক রইলো, তাদের এই জন্মেই মুক্তি। যারা টালিবালি করলো, তাদের আবার আসতে হবে। তারপরে উনিই মুক্ত করিয়ে নেবেন। ....ভবিষ্যতের কথা তাঁর উপরে ছেড়ে দাও। জ্যোতিষ কি ঠিক বলতে পারে? খনার বচনে কি হবে? ....(মধুদাকে জড়িয়ে ধরে) রোগা হয়ে গেছিস্। ....(ননী সেনকে) বিকালে আসিস্।

(বিকেলে ৭·৩০ টায় দাদালয়ে। সমীরণদা ও কালোমাণিক ছিল। মধুদা আসেন একটু পরে। উপরে ডঃ দিলীপ চ্যাটার্জী ও সুধেন্দু মল্লিক (জজ জ্যোৎস্না মল্লিকের পুত্র এবং কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের পৌত্র)। ৮·৩০ টা নাগাদ ডাক পড়লো। মুন্সেফ এবং ভক্ত-সুকবি মিঃ মল্লিকের সঙ্গে দাদা আলাপ করিয়ে দিয়ে ছাদে গেলেন হাঁটতে। ওকে ভাবনগরের কথা, Dr. Marrian প্রভৃতির কথা বলতে হোল। দাদা ওকে পূজা সম্বন্ধে বললেন। বললেন, ওটাও মনের সংস্কার। কার পূজা কে করে? পূজা হয়। পূজা কি জীব করতে পারে? ওটা তো সব সময়ে হচ্ছে। কবিরাজজী ও আনন্দময়ী মায়ের প্রসঙ্গ। মিঃ মল্লিক ও ডঃ চ্যাটার্জি চলে গেলে মধুদা ও কালো-মাণিক এলো। নানা প্রসঙ্গ। উৎসবের কথা। ২৭/২৮ হাজার খরচ হবেই। ১১টার ১০ মিনিট আগে ছুটি।]

১৬.৯.৮০ (তদেব) [সন্ধ্যায় দাদালয়ে। যতীনদা ভাবনগরের কাহিনী বললেন ঃ মাইজী শয্যাশায়ী coma -য়। দাদা তাঁকে সুস্থ করে হাঁটালেন, গাড়ীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরালেন, দোতলায় উঠালেন স্বচ্ছন্দে। মাইজীর চরণজল খাওয়ানোর আকুতি। দাদা বিপিন ভাইয়ের স্ত্রীকেও বসাতে চেয়েছিলেন। সে বলে, কী হবে? যাবার সময়ে তো কিছু বলে যায়নি। সে জৈন। পিতাজী-মাতাজী ঠাকুরঘরে বসলেন। দাদা শুধু বাইক পরে ঢুকলেন। পরে নাকি একেবারে নগ্ন হয়ে যান। মাইজীকে চোখ খুলে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকতে বলেন, আর পিতাজীকে মুদিত চোখে। দাদা বেরিয়ে এলে তীব্র আলোর ঝলকানি; বিপিনভাই এসে মাকে বলে ঃ সত্যনারায়ণজীর কাছে শান্তিতে আছি। মায়ের হাঁটুতে বার তিনেক চাপড় মেরে বলে ঃ মা। চরণজল দাও। হাত পাতলো। মা চরণজল ঢেলে দিলেন। খেলো। হাত থেকে গড়িয়ে ফোঁটা ফোঁটা মেঝেতে পড়লো যা পরে দেখতে পাওয়া যায়। তারপরে একটু হেঁটে অদৃশ্য। পিতাজী বলেন, চরণজলের এরকম অপূর্ব গন্ধ কখনো পাইনি। যেদিন ছেলে মারা যায় Nursing Home-য়ে, সেদিনও সত্যনারায়ণকে ভোগ দেওয়া হয় এবং তিনি তা গ্রহণ করেন। দাদা পিতাজীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আপনি (সেন) যে বলেন 'জনক', তা সত্যিই। মাইজি বোধ হয় উৎসবে আসবেন। বোম্বের বিরাট্ ধনী ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালাও উৎসবে আসবেন।] দাদা ঃ এখানকার কেউ তো জানে

না, বাড়ীতে ২২টা দীঘি ও পুকুর ছিল। একেকটি দীঘি বিরাট্ লম্বা-চওড়া ছিল; পদ্মদীঘিও ছিল। নিজেদের Minor ও High School, Post Office ও বাজার ছিল। পিলখানায় হাতী ছিল; নারায়ণগঞ্জে Jute-য়ের ব্যবসা ছিল। পূজায় প্রথম ২ দিন ১টা করে পাঁঠা বলি হোত; নবমীর দিন ২১টা পাঁঠা ও একটা মোষ বলি হোত। ৭/৮ বছরে এই নিয়েই বঙ্গঠাকুরের সঙ্গে কথা হয়। মা অঞ্জলি দিতে বললে বলতাম, তোমার পুণ্যেই তো আমার পুণ্য। পায়খানা ও ময়লা নিষ্কাসনের জন্য খাল কাটা হয়েছিল। পিসীমার বাড়ী ছিল বরিশালে বাইসারিতে। তাঁরই ছেলে রণজিৎ রায়, I.C.S. রোজ গীতা-ভাগবত পাঠ করতেন জ্যাঠারা, আর নামকীর্ত্তন হোত। ছোট বয়সের কথা বার বার মনে পড়ে, আর মনে হয়, কেন্ আইলাম? (ঠাকুরও বলতেন, কেন্ আইলাম?) ....পাকিস্থানে সিয়া-সুন্নীতে মারামারি হচ্ছে, হিন্দু-মুসলমানে নয়।

১৮.৯.৮০ (তদেব; সন্ধ্যা) [ননী সেন রাত ৮টায়। গোপালদা ও মধুদা ছিলেন। দাদা বাসায় এলেন ৯টারও কিছু পরে।] দাদা : New Market-য়ের দোকানটা (ফলের) একজন ৩০০০্ টাকায় একে বিক্রী করে। ২২ মাসের corporation tax ও রেজিষ্ট্রী নিয়ে সবশুদ্ধ ৭ হাজার টাকা লাগে। তারপরে Burma Teak দিয়ে সবটা ঘিরে রাখি। পরে 1954-য়ে দোকান start করতে হয়। কারণ, তখন নিয়ম হয়, দোকান না খুললে নীলাম হয়ে যাবে; তাই। এখন ৪ লাখ টাকা দাম দিতে চাইছে। আনোয়ার শা রোডের চারিপাশের জমি এমনি দিয়ে দিই ননী দত্ত এবং R. L. Ganguli-কে। গাঙ্গুলি আরেক জনকে বিক্রী করে দেয়। রেডিয়োতে strike-য়ের সময়ে artist-দের নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা এ করে। পংকজ প্রভৃতি সেখানে ছিল। এ বললো, যত টাকা লাগে খাবার জন্য, এ দেবে; গাড়ীও দেবে। দাদাজী হয়েই ঝামেলা করেছি। কাশীতে মসজিদে ছিলাম। ঘরটা একটা খাট পড়ার মতো। মেঝেতে শুতাম; দরজা বন্ধ করলে আর হাওয়া ঢোকার জায়গা ছিল না। আনোয়ার শা রোডের বাড়ীতে দুটো বন্দুকধারী দরোয়ান ছিল,—রাম সিং ও প্রতাপ। ....খাবার বেশি পদ কোনদিনই পছন্দ করতাম না। ....S.K. Roy পূজায় আসবেন না; উড়িষ্যার Governor হয়ে গেছেন। ....আজ বিকেলে সুধেন্দু মল্লিক মহানাম পায়। ....১৭ বছর বয়সে এ ২য় বার বাড়ী ফিরে আসে। মা ফুলকফি রান্না করে দেন; শুধু তাই দিয়েই খাই। ....এই বাড়ীতে দুটো সাপ ছিল।

২০.৯.৮০ (তদেব; রাত্রি) দাদা : ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধ হয়েও আসক্ত ছিল। ....সপ্তদ্বীপের জরাসন্ধ। দুর্যোধন ভীমকে বার বার কাবু করে ফেলছিল। এক সেকেণ্ডের জন্য দুর্যোধন ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারপরেই ভাবলো, আমি তো বীর। ....রূপ-সনাতন পরে retire করে অনুতপ্ত হয়। উনি কী কষ্টটাই না পেয়েছেন। মাঝে মাঝে একা একা কাঁদতেন। এ মায়ায় পড়ে যায়; কিন্তু, মায়া আটকাতে পারে না। ....সিদ্ধিমা বলতেন, 'আমার' আ-টা বাদ দাও। এ বললো, মা। তুমি কি পেরেছো? ....সার্বভৌম তো চতুর্ভুজ দেখেছিল। কী হোল? চতুর্ভুজ হোল ৪টা হাত নয়; সর্বব্যাপী। নারায়ণ যিনি নর-কে অয়ন করেন, ধারণ করেন,—স্রষ্টা। ব্রহ্মা তো মানুষ ছিল। গীতা তো উপনিষদ্ থেকে হয়েছে। কঠ না ঈশতে বিশ্বকর্মার কথা আছে।

২১.৯.৮০ (তদেব) দাদা : বুদ্ধ এসে বললেন শূন্যের কথা। শিলাটাতো শূন্য। ....যীশু 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' করতেন। গোড়া থেকেই নাম যীশুকৃষ্ণ। ....তিনি কি হত্যা করতে পারেন? বলতে পারেন, গাণ্ডীব তুলে বাণ মারো? তিনি off হয়ে গেলে পারে। তিনি কি জীব?.... তিনি অতিথি হয়ে আসেন; হ্যাঁ, বর বলতে পারিস্। ....কবিরাজ মশাইয়ের সঙ্গে ৭দিন আলাপ হোল। 'নিমিত্তমাত্রম্'-য়ের কথা বললেন। তাহলে দ্রৌপদীর উপাখ্যানটা কি? ....বিশ্বকর্মা একজন ছোটখাটো ইঞ্জিনিয়র ছিল; চাঁদ সদাগর বেহুলার সময়ে প্রকাশ হোল। ....আজ সকালে লেকে দারুণ ভীড় জমে গিয়েছিল। ঈশ্বরানন্দ দাঁড়িয়ে কথা শুনছিলো। ....(গোপালদাকে) উৎসবের দিন কটা তুই ভালো থাক্। (বাটার দীনেশদাকে) ব্রহ্মচারী। আরেক দিন এসো। ....(দীনেশদা সম্বন্ধে) মাঝে মাঝে না এলে মারা যাবে। (সরোজ বোসের বাড়ীতে বিভূতিদা ও দীনেশদার ভোজনপ্রসঙ্গ।)

(সন্ধ্যায় ৮টা নাগাদ দাদালয়ে।) দাদা : গোপাল রমার চেয়ে ২৪ বছরের বড়ো। ১৯২৬-য়ে এর সঙ্গে ননীগোপালের প্রথম সাক্ষাৎ। তখন ২০ হলে ও এখন ৭৪। ....আমি তো জ্যান্ত কাউকে দেখলাম না রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ছাড়া। আর সব মড়া। মানুষ হাসে কেন, ছেলেবেলা থেকেই এটা মনে হোত। স্বভাবটাকে অভাব করেই অসুবিধা হয়েছে।

২২.৯.৮০ (তদেব) [রাত ৮টায় দাদালয়ে। মধুদা ও অসিতদা ছিল। প্রায় ৯টায় ডাক পড়লো। ক্ষিতীশ

রায়চৌধুরী-প্রসঙ্গ।] দাদা ঃ স্বয়ং কখনো নিজে আসতে পারেন না। যাঁরা এসেছেন, তাঁরা কেউ স্বয়ং নন। এটা শেষ কথা বলছি। কবিরাজমশাইকেও বলেছিলাম। যখন tune-য়ে থাকে, তখন তিনিই থাকেন। ....শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, রাধাকৃষ্ণ—কী সব কথা। মনটা মঞ্জরী হয়ে যায়, গলতে গলতে merge করে যায়; তখন তিনিও নেই। রাধা ভক্ত; তাঁরও উপরে। রাধার কথা কি বলা যায়? তুই mind করলেও। উনি কয়েক জনকে নিয়ে প্রেম করেন। আরে, মুক্তি প্রাপ্তি উদ্ধার। সেতো অনেকেরই হয়। কিন্তু, প্রেম। লক্ষ লক্ষ বছর পরে একেক জনের এই সৌভাগ্য হয়; সে কী সবার হতে পারে? ....দেখলাম, (মা) আবার আসবেন। তার চেয়ে আর কিছু দিন থেকে প্রারব্ধটা ভোগ করে যাওয়াই ভালো। তাই বাথ-রুমে গিয়ে হাড় ভাঙ্গলো। ....মা প্রভৃতি ঠাকুরকে বলেন, ও সব সময়ে বড়ো মিথ্যা কথা বলে। ঠাকুর বললেন ঃ ওর মিথ্যাই সত্য হইবো। ....সপ্তর্ষিমণ্ডলে, ত্রিলোকে ধ্বনি হবে, কম্পন হবে। ....প্রথম যখন ঠাকুরের কাছে যাই, ঠাকুরের দরজা বন্ধ। বহু লোক বাইরে। একজন বললো, ঠাকুর এখন ঘুমাচ্ছেন; দরজা খুলবেন না। আমি সমরেন্দ্র পালকে (সঙ্গীতশিক্ষক) বললাম, চলো, চলো; ঠাকুর ঘুমাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেলো। নীচে বসলাম, ঠাকুর বললেন ঃ গোসা হইছে। (তরলা ঠাকরুণকে) ওনাকে একটু .... দিন। তারপরে নেচে নেচে 'হরে কৃষ্ণ' বলতে বলতে ঘরের এদিকে ওদিকে পায়চারী করতে লাগলেন। পরে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়তেন। বয়স তো হয়েছিল। ....গোবিন্দগোপাল ও তার বৌ একে অনেক গান শুনিয়েছে। সে একে তান্ত্রিক বলে মনে করে। রামপ্রসাদকেও তান্ত্রিক বলে। ননী সেন ঃ কোন কোন গানে ষট্‌চক্র, মূলাধার, সহস্রার ইত্যাদি আছে বলে হয়তো। দাদা ঃ আছে নাকি। ওগুলো কি ওঁর লেখা? ঘট পূজা করতেন। সেই ঘট বিসর্জন দিতে গিয়েই ভেসে যান। ....মন্ত্র পড়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে। কী আস্পর্ধা। আবার বিসর্জন দেবে।

২৪.৯.৮০ (তদেব) [৭টা নাগাদ দুজনে দাদালয়ে। মধুদা আসেন নি। ডাঃ মধুদা আছেন। সত্যসাঁই ভক্ত এবং লেকে দাদার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত এক মিঃ কোণার বসে আছেন। ডাঃ মধুদা নীচে নেবে মিসেস্ সেনের আঙ্গুলহাড়া দেখে ওষুধ লিখে দিলেন। কোণার উপরে গেল। তারপরেই মানার ছোট মামা ও এক মহিলা এসে উপরে গেলেন। তারা চলে গেলে ডাক পড়লো। দাদার শরীর খুব খারাপ। দাদা অনিমেষদাকে বলেছেন, এবারে আর মহালয়ার ব্যাপারটা থাক্। ওদের আপত্তি।] দাদা ঃ বিবেকানন্দ একটু কালোই ছিল। সে socialist-ই ছিলো; দেশকে ভালোবাসতো। তখনকার দিনে সে চাকরী পেলো না কেন? সে তৈলঙ্গস্বামী ও লাহিড়ীমশাইকে প্রণাম করতো। ....সুভাষ অনেকটা বিবেকানন্দের মতো। অনেকে বলতো, তখন বাঙালীদের মধ্যে তো কেবল জগবন্ধু ও লাহিড়ীমশাই ছিলেন। রামকে সবাই স্বয়ং মনে করতো। ....তুই-ই না হয় দুপাতা লিখে ফেল্, সহজ করে লিখিস্। ....অ্যাটলান্টিক সমুদ্রের তীরে বেড়াচ্ছি, একটা প্রচণ্ড ঢেউ এলো। বললাম, একটু শান্ত হোন্। ঢেউটা দুভাগ হয়ে গেল। ভালবেসে সবাইকে জয় করা যায়। ....শরীর তো এরকম হবার কথা নয়। চলে যেতে হবে; তাই। অন্যের অসুখ-বিসুখ নিয়ে সেটা কি আরেক জনকে দেবো, না প্রকৃতিকে দেবো?

২৫.৯.৮০ (তদেব) [দাদালয়ে ৮টা নাগাদ দুজনে। ৮·৩০ টা নাগাদ গীতালয় থেকে এসে দাদা উপরে উঠবার সময় ডেকে নিলেন।] দাদা ঃ অনিমেষের বড়ো আসক্তি। বাসায় এসে আমাকে প্রণাম করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে; বাপ্পা ফেরেনি; consultation-য়ে গেছে। বললাম, ট্যাক্‌সি নিয়ে চলে যাও। রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলো। (ঠিক ননী সেনের মতো। দাদা বলেছেন ও কয়েকবার ঃ তুই অনিমেষের কাছে যা, বন্ধুত্ব কর্। এখানে একটা ঘটনা বললেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। connecticut-য়ে যশজিৎ সিংয়ের বাড়ী থেকে দাদা J.F.K. airport-য়ে যাবেন লণ্ডন ফিরে যেতে। সেদিন পূর্বাহ্নেই ননী সেন সপরিবারে সেখানে উপস্থিত হোল। ওখান থেকে যাত্রার সময়ে সস্ত্রীক ননী সেনকে তাঁর গাড়ীতে দাদা নিলেন। পুত্র, পুত্রবধূ ও পৌত্রী পুত্রের গাড়ীতে অনুগামী হোল। ননী সেন দাদার গাড়ীতে বসে অভিদাকে বললো, হাম একদিনকা সুলতান হ্যায়। দাদাকে

বলতে দাদা হেসে বললেন : তাই কি? গাড়ী যখন airport-য়ের কাছাকাছি, তখন উদ্বিগ্ন সেন শুধালো : ওরা ঠিক পিছন পিছন আসছে তো। দাদা : ওরা ঠিক আসছে, অন্য গাড়ীর আড়ালে পড়েছে। ননী সেনের উদ্বেগ কমে না। কিছু পরে আবার প্রশ্ন। দাদা হাসলেন। কিছু পরে ওখানে পৌঁছে দাদা সবাইকে নিয়ে Lounge-য়ে গিয়ে বসলেন। ননী সেন ঠিক পাশে। দাদা নানা কথা বলছেন; সেনের কাণে তা ঢুকছে না। সে আবার বললো, একী, ওরা আসছে না! দাদা : একটু পরেই এসে যাবে। কিছু পরে আবার সেন বললো : এখনো এলো না? দাদা : jam-য়ে পড়েছে; এক্ষুনি আসবে। আসার পরে ননী সেনের দুশ্চিন্তা কাটলো। মিসেস্ সেনের কিন্তু বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল না। দাদার পাশে বসে আছে, অভয়দাতা দাদা স্বয়ম্; তবু দুশ্চিন্তায় জর্জরিত। এই হোল ননী সেন। অনিমেষদা তার সঙ্গে পাল্লা দিলে হেরে যাবে। সত্যি কথা বলতে গেলে ননী সেনের সারা জীবনই রাস্তায় দাঁড়িয়ে বা পথপানে চেয়ে কেটেছে। তাই অভিদা ননী সেনকে বলতেন : জড়ভরত। "ঘরেও নহে পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে, সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে?" দাদা!) .... দাদা : অভিকে ফোন করে জানলাম, Dohm ১২ তারিখে আসছেন। John Hastead ও আসবে, বললো। অভিকে কলকাতার পরিস্থিতি বলে আসতে নিষেধ করলাম। Grand-য়ে উঠলে daily ১০০০্ টাকা করে; কে দেবে? ....জীব তো মারা যায় না। একজন কোটি বছরের প্রাচীন; আরেকজন অপেক্ষাকৃত কম বয়সের; দুজনে কি সমান হতে পারে? একজনের বীজ বপন ও অংকুরোদ্গমের পরে অনেক বছর চলে গেছে; আরেকজনের সবে হয়েছে। সব জীব কি এক সঙ্গে জন্মায়? জীবই অবতারশক্তি হয়। যখন নামময় হয়ে যায়, তখনি অবতার শক্তি। অবতারী কিন্তু জীব নয়। ....(দুর্বাসাপ্রসঙ্গ) ওকে বুঝি না। অভিশাপ দেয় কেমন করে? সে তো কৃষ্ণকেই চেনে না। অম্বরীষ তাঁকে শিক্ষা দিল। নিত্যানন্দ কি অভিশাপ দিতে পারেন? তিনি অভিশাপ দিলে সেটা আশীর্বাদ। ভক্তের মুখ দিয়ে তো অভিশাপ উচ্চারিত হতে পারে না; তার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। (মানা আসে জয়প্রকাশের লেখাটা নিয়ে; পড়ে শোনায়। ওটা সংক্ষেপ করে দিতে দিলেন ননী সেনকে।)

২৬.৯.৮০ (তদেব) [দাদালয়ে দুজনে প্রায় রাত ৮টায়। যতীনদা, মধুদা ও নিখিলদা ছিলেন। দাদা কিছু পরে এলেন। নিখিলদাকে জনৈক সাহার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। নিখিলদা বললেন, গোপালমহারাজশিষ্য সেই গায়ক আরো ৫০্ টাকা বেশি চায়। দাদা : তাহলে তাকে না বলে দে। তিনজনকেই উপরে যেতে বললেন। যতীনদা ও মধুদা উপরে গেলেন। ননী সেন জল খেয়ে যাবে। ইতিমধ্যে নিখিলদা বললেন, সেই গায়ক এসেছে। ননী সেন দাদাকে খবর দিল। দাদা নীচে এসে গায়কের সঙ্গে কথা বললেন যার তাৎপর্য, ইচ্ছা হয়, আসো; না হলে এসো না। তারপরে উপরে গেলেন।]

দাদা : এ radio-তে প্রথম strike করালো কীর্ত্তন introduce করানোর জন্য। বড় বড় গায়ক এর সব তৈরী করা। একে প্রণাম করতো। আর এই সব গায়ক। Minerva Theatre-য়ের তো এ proprietor ছিল। বৌদি box পেতো ; কত pass দিত! New Theatres-য়ের B. Sarker-কে দেড় লাখ টাকা ধার দিয়েছিল এই সর্তে যে 'দেবদাস'-য়ে বড়ুয়া ও যমুনাকে নিতে হবে দেবদাস ও পারুর ভূমিকায়। সে ছবি এখনো আছে। ছবির প্রথম release দেখতে এ শরৎবাবুর সঙ্গে যায়। এটা 'চিত্রা' সিনেমাহলে হয়। এ তখন অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎবাবুর পাশের বাড়ীতে। ....সুচিত্রা ভারতের গ্রেটা গার্বো। ....শিশির ভাদুরী, নির্মলেন্দু, ছবি বিশ্বাস, বড়ুয়া, পাহাড়ী, নীতীশ, মহেন্দ্র গুপ্ত সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। কী এক বইতে কাণাকেষ্টর গান আছে; সে আসে নি। কী হবে? ছবি জোর করে দাদাকে নাবালো। দাদা একটা গান করলে encore শোনা গেল বার বার। বীণা বোস বলে ১৭/১৮ বছরের সুন্দরী এক বিবাহিতা মেয়ে যতীনদের party-তে থিয়েটার করতে এলো। দাদা তাকে নিয়ে গাড়ীতে ঘুরতেন, তার জন্য গাড়ী পাঠাতেন। সবার কৌতূহল; শ্বশুর উদ্বিগ্ন। তার স্বামীর সে ত্রয়োদশ পত্নী; স্বামীর বয়স ৬০-য়ের উপরে। তাকে দাদা বললেন, তুমি ওকে di-

vorce না করলে তোমাকে arrest করাবো। সে তাই করলো। পরে ভবানীপুরের এক B.Com. পাশ ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিলাম। শ্বশুর সম্প্রদান করেন। পরে ওকে আর আসতে নিষেধ করে দি। প্রারব্ধ তিনি বাড়াতেও পারেন, কমাতেও পারেন। ....এ সলিল মিত্রকেও (star theatre) অনেক সাহায্য করে। ....(হেসে) দাদা যখন গামছা পরে কাশীতে, তখন মা ও বৌদি একে দেখতে সেখানে যান। সরযূ, রাণীবালা, দেবযানী, কানন—সবার সঙ্গে পরিচয় ছিল। Melody-র সুশীল একই গ্রামের ছেলে। সেখানে '৪৮ থেকে '৫১-'৫২ উত্তমের সঙ্গে পরিচয়। ....কামদারের অভি সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। অভি এর সামনে সিগারেট খেতো; এটা ওর অপছন্দ। পিতাজী অভিকে বলায় সে বললো, যেটা ওর সামনে খেতে পারবো না, সেটা খাবো না। সিগারেট ছেড়ে দিল; মদও ছেড়েছিল। ....এইরকম যদি থেকে যেতে পারো, তাহলে....। (থেকে যাওয়া হয়নি মনের দৌরাত্ম্যে।) ....পণ্ডিতের আসার ভাড়া অভি দেবে, যাবার এ দেবে। ....ভাদুরীকে গিরিশ ঘোষ সম্বন্ধে প্রশ্ন করি। সে বলে, গিরিশবাবুর স্বভাব ছিল মদ প্রসাদ করে খাওয়া। রাণী রাসমণির একটা কালীবাড়ী ছিল। ঐ মন্দিরে গিয়ে মদ প্রসাদ করাতেন। তাঁর অভিনয় তখনকার যুগের পক্ষে খুব ভালো ছিল। দাদা : আমি অভিনয় করাই, করি না। ....যাদের অল্প বয়সে রস হয়, তারা ওটা নিয়েই আসে। বেশি বয়সেই রসটা হয়। মহাপ্রভু বলেছেন, কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন ইত্যাদি। এ বলছে, নাম করলেই হোল। অমৃতের ফল অমৃত হবেই; বিষের ফল বিষ। ....1934-'35-য়ে অশ্বিনী দত্ত রোড থেকে বসন্ত রায় রোডে যাই। তারও আগে ছিলাম ১৬নং বাগমারীতে। North Calcutta-য়ও মাণিকতলা ও বেলেঘাটায় ছিলাম। ....একদিন নিমন্ত্রিত হয়ে ভাবী শ্বশুরবাড়ী গেলাম। খাবারের আয়োজন দেখে অনুযোগ করলাম। বৌদিকে দেখে বললাম, এই খুকি! গান করো তো! ফেরার সময়ে বলি, একে আমি বিয়ে করবো। আপনি অন্যত্র চেষ্টা করতে পারেন; হবে না। ....হ্যাঁ, চাঁদপুরে কিছুদিন ছিলাম।

২৯.৯.৮০ (তদেব) [রাত ৮টা নাগাদ দাদালয়ে। যতীনদা আছেন। হরিদা উপরে। পৌনে ৯ নাগাদ উনি চলে গেলে ডাক পড়লো।] দাদা : হরিনাভিতে পড়ার জন্য যাই; কিন্তু, ভর্ত্তি হইনি। ....মাকে নিয়ে রঙ্গ করতে খুব ভালো লাগতো। বলতাম : এই যে সব মেয়েরা এসেছে। ছেলের উপর দিয়ে বেশ করে নিচ্ছো। ....আজ তোমাকে ছাদ থেকে ফেলে দেবো। মা বাথরুমে গেলে কাপড়টা কেড়ে নিয়ে বলতাম, মা ন্যাংটা। মশারি খাটিয়ে শুতেন; মশারি তুলে মশা ঢুকিয়ে দিতাম। ....কোনদিন বলতাম, কী সব ছাই-ভস্ম রাঁধছো। ওসব খাবো না। খাবার সময়ে কিন্তু ঐ গুলিই চেয়ে চেয়ে খেতাম। মা অভিশাপ না দিলে এর ভালো লাগতো না। এও ঐসব কথা না বললে মার ভালো লাগতো না। পূজার সময়ে সবার শাড়ী দেখিয়ে বলতাম, তোমার জন্য আর এবার কিনবো না। পরে ২/৩ খানা বের করে দিতাম। জগতে মায়ের সঙ্গেই একমাত্র প্রেম চলে। জগতে 'মা'-ই একটা শব্দ। (১০.৩০টায় উঠতে বলেন।)

৩০.৯.৮০ (তদেব) [সন্ধ্যায় দাদালয়ে। যতীনদা ও মধুদা আছেন।] দাদা : ভাদুরীর সঙ্গে এর টাকার সম্পর্কও ছিল। বড়ুয়া অনেক বার এর বাড়ী আসে। দেবকী বোস, নীতীন বোস মহানামও পায়। এর দানীবাবুর সঙ্গেও পরিচয় ছিল। সে রামকৃষ্ণের সঙ্গে গিরিশ ঘোষের কোন সম্পর্কের কথা বলেনি। বিনোদিনী ছিল half-prostitute. তার সঙ্গে রামকৃষ্ণের দেখা হয়েছিল কি? বিনোদিনীর সঙ্গে ভাদুরীও থিয়েটার করেছেন। অভি ও দিলীপকুমারও প্রথমে সিনেমার ব্যাপারেই দাদার কাছে আসে। ....রঘুনাথ দাস রূপ-সনাতনকে সাহায্য করেননি। মহাপ্রভু তাঁকে গোবর্ধন-শিলা দিলেন? তিনি অদ্বৈতের মাতৃশ্রাদ্ধে শালগ্রামশিলার উপরে উঠেন নি? মহাপ্রভু যেভাবে নিমজ্জিত হয়েছিলেন, তাতে থাকা খুব difficult. উনি ঐভাবে থাকতেই ভালোবাসতেন। যিনি তাঁকে প্রকাশ করলেন, তিনি তাঁর চেয়ে বড়ো নয়? .....প্রহ্লাদ, ধ্রুব এরা মেয়ে নয়? এমন কি মহাপ্রভুও কি মেয়ে নয়? তিনিই পুরুষ, তিনিই মেয়ে। ভক্ত ভগবান্ এক হলেও ভক্ত ভগবানের চেয়ে বড়ো। (আজও মিসেস্ সেনকে 'শুকোর মা' বলে ডাকলেন। ১০.২০-তে উঠতে

বললেন। তার আগে মিসেস্ সেনকে 'সোতের মা' বলে ডেকে multivitamin দিলেন। Blood-report দেখে বললেন, urea 35 পর্যন্ত normal. তবে ওর পক্ষে 30 হলেই ভালো হোত। হরিদা আগে বলেন, ঠাকুর বলতেন : বীজ দিলাম না। এখনকার ক্ষেত্র তো ভালো নয়; শুকাইয়া যাইবে। একেবারে ফলযুক্ত গাছ দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে খাইবে। বৌদি কাছে এলে দাদা : কেবল ভাইবোনদের কথা; আর কোন কাজ নাই। বৌদি : অমিয়মাধব! আমি অনেক কাজ করে এসেছি। মাধব, মাধব!)

৪.১০.৮০ (তদেব)' দাদা : তুলসী লাহিড়ী, দুর্গাদাস, কমল দাস গুপ্ত সব এই বাড়ীতে আসে। কাননদেবীও। দেহাতী গানের সুরে (কেয়া হ্যায় বাজোরিয়া ইত্যাদি) 'আমি বনফুল গো'-র সুর দিই। সঙ্গে সঙ্গে কমল দাসগুপ্ত পায়ে লুটিয়ে পড়ে। কানন দাদার কাছে গান শিখতে চায়। ....১৯৩৭/৩৮-য়ে শরৎচন্দ্র যখন মারা যান, তখন দাদা রাসবিহারী এভিন্যুতে। রবীন্দ্রনাথ যখন মারা যান, তখন মাণিকতলায়। জীবেন, নৃপতি, জহর সবাইকে জানতাম। ভানু আমাদের দেশের। ....ননীগোপাল নাতির মুখে ভাতে একেও বলেনি। ....গোবিন্দভোগ আতপের sample নিয়ে আসিস্ যাদবপুর থেকে। অভি বলে : উত্তমকে নিয়ে যাবার সময়ে আমাদের বাসার সামনে ৫ মিনিট লরী দাঁড়িয়েছিল। দাদা : তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে মহাসৌভাগ্য বলতে হবে। এইজন্যেই মুক্তি পেয়ে যেতে পারে। ....এ মহালক্ষ্মী ব্যাংকের D.G.M. ছিল; বিড়লাদের ব্যাংকের 2nd officer. (১০.২০-তে উঠতে বললেন।)

৫.১০.৮০ (তদেব) [আজ রবিবার। দাদালয়ে ১০.৩০ টায়। খোকা এসে গোপালদার নাতির মুখে-ভাতের নিমন্ত্রণ করে যায়। দাদা ১১টার পরে নাবেন। মাদ্রাজ, কাশী, য়ুরোপ, আমেরিকার কথা।

বিকেলে স্নেহাংশু আচার্যের বাড়ী থেকে ফেরেন। পরে তাঁর কথা, রমেন সেন গুপ্ত, জ্যোতি ভট্টাচার্য ও ডঃ বরাটের কথা বলেন। প্রতুল গুপ্ত নাকি আসতে চেয়েছিল। দাদা বলেন, ইন্দিরার brain-কে ব্রেজনেভ, কার্টার সবাই ভয় করেন।]

৬.১০.৮০ (তদেব) [সন্ধ্যায় দুজনে দাদালয়ে। মধুদা ছিলেন। কিছু পরে যতীনদা এলেন। ডাক পড়লো। মায়ের কথা।] দাদা : জগতে মায়ের সঙ্গেই প্রেম হতে পারে। মায়ের ঋণ আবার কি? কথাটা এ বোঝে না। একই দেহের অংশ। মায়ের কথা ভাবলে একটা অভাববোধ হয়। জগতে এই একটাই অভাব আছে। পূজার সময়ে মায়ের কাপড় সবচেয়ে আগে কিনতাম। একটা গরদ, একটা তসর, আরো ৮ খানা। তারপরে বৌদিকে গাড়ী দিয়ে পাঠাতাম তার শাড়ী কিনতে। পরে বৌদি যখন নিজের শাড়ী দেখাতেন, তখন দাদা গিয়ে বলতেন, এবারে আর তোমার কাপড় হবে না। আমার চাকরীর অবস্থা ভালো নয়। একখানা গামছা এনেছি; সেখানা পরবে। মা রেগে যেতেন; তখন কাপড় দেওয়া হোত। ৮খানা কাপড় বোনেদের ও তাদের মেয়েদের। মা ওদের খুব ভালোবাসতেন। এসব মাকে খুশী করার জন্য। বোনেরা এলে গাড়ী ভর্ত্তি করে বাজার করে আনতাম,—মাছ, মাংস। মায়ের সামনে বৌদিকে বলতাম : আলো। আজ শুধু ভাত আর আলু সেদ্ধ হবে। মা রেগে যেতেন। মা অসুস্থ। দাদা কাশী যাবেন। বললে মা বলেন, আমাকে এসে আর দেখতে পাবি না। আমি বলি : এ যতোক্ষণ না ফিরে আসছে, ততক্ষণ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেউ, তোমাকে নিতে পারবে না। একটু পরেই বললাম, আলো। দেখো তো, আমার গা গরম নাকি? বৌদি : প্রচণ্ড জ্বর। আজ যাবেন কেমন করে? এ বললো : আজ যেতেই হবে। ....চাকরীটা আত্মীয়দের জন্য; এর কোন দরকার ছিল না। সবার চাকরী যখন হোল, তখন এ চাকরী ছেড়ে দিল। এ সোনার থালায় এসেছে, সোনার থালায় যাবে। যতীনদা : যারা অল্প বয়সে মারা যায়, তাদের কি প্রারব্ধ শেষ হয়ে গেছে? দাদা : হ্যাঁ। জন্মাবার সময়ে কী কষ্ট! মারা গেলে তো শান্তি। প্রভাকে মা খুব ভালোবাসতেন। তাই ওর বাড়ী করে দিলাম; ওর স্বামীকে চাকরী দিলাম; মেয়েকে বিয়ে দিলাম। বড়ো ছেলেকেও চাকরী দিই। ....মা তো সত্যের প্রকাশ। মায়ের ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে আসতাম, মশারি খুলে দিয়ে আসতাম। দেহতত্ত্ব

যেখানে আছে, সেখানে প্রেম হয় কেমন করে? (কালোমাণিককে 'রক্ষাকালী, কী কালো'! বললেন। ডাঃ সাবিত্রী রায় ওর urine culture-য়ের কথা বললো।)

৯.১০.৮০ (তদেব) [রাত ৮টায় দাদালয়ে। মধুদা ও যতীনদা ছিলেন। ছাদ থেকে নেবে যতীনদাকে ডাকেন। কিছু পরে ননী সেন ও মধুদাকে ডাকেন।] দাদা (হেসে) ঃ জয়রাম (ভুবনের ছেলে) এসেছে। ও খুব ভালো salesman, আর honest তো বটেই। কী যে তালে পড়েছি! Income কিছু নাই; অথচ sales tax ৪০/৪৫ হাজার টাকা দিতে হবে! এরপর থেকে যতীনকে cash-য়ে রাখবো। কাল নিজেই দোকানে যাবো। ....আজ বিকালে Dr. Ramen Sen ও Dr. B. Das আসে। আজ মহানাম পায়নি; সস্ত্রীক পেতে চায়। ব্রতীন ফোন করেছিল। (যতীনদা বললেন ঃ দাদা চাঁদপুরে D. N. School-য়ে পড়েন এবং সেখান থেকে Matric পাশ করেন। সেখানে ৩/৪ বছর ছিলেন। তখন আমার ১২/১৩ বছর বয়স। মধুদা বললেন ঃ সকালে দাদা কাকে যেন ফোন করে বলেন ঃ জানো, আমি কে? I am emperor of the world. পরে মা সম্বন্ধে বলেন ঃ মা বিধবা। তখনকার দিনে বিধবারা মাছ ছুঁতেনও না। কিন্তু, মা বলতেন, আমি ছোট ছেলের জন্য রান্না করবোই। পাতায় জড়িয়ে মৌরেলা মাছ রান্না করে দিতেন। কী অপূর্ব স্বাদ ছিল!)

১০.১০.৮০ (তদেব) [সকাল পৌনে ১০য়ে দাদালয়ে। দাদার জ্যাঠতুতো ভাই শ্রীধীরেন রায় চৌধুরী (৮১ বছর) আছেন। দাদা পরিচয় করিয়ে দিলেন। উনি চলে গেলে সবাইকে ডাকলেন। কুর্‌বন্ত, ডাঃ মণ্ডল (বর্ধমান), মনজিৎ, সপুত্র ঘোষালকন্যা, লাহাদের মেয়েজামাই উপরে এলেন।] দাদা ঃ মন্‌জিৎ মানে মনকে যে জয় করেছে। ....(মুচকি হেসে) একজনের ভাসুর, ৭২ বছর বয়স, ঝিকে নিয়ে আছে। মেয়ে হয়েছে। আচ্ছা, এই বয়সে হয়। কোন activity থাকে? ননী সেন ঃ ওদেশে বলে, Sex life begins after sixty. দাদা ঃ তাতো বটেই। তখনি তো কিছুটা হয়। Sex-টা অনেক বড়ো জিনিস; ওটা সব সময়ে হচ্ছে। এটা copulation-য়ের মতোই। Sex-য়ের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক কি? দেহের ব্যাপারটা দরকার বটে, নয়ও বটে। আমার ভয়ংকর পায়খানার বেগ পেয়েছে; এক্ষুনি যেতে হবে। করার সময়ে দেহের একটা আনন্দ হয়। এটাও সেই রকম। দেহের আনন্দ through mind. প্রেম কি স্ত্রীলোকের সঙ্গে করতে হবে? স্ত্রীলোক দেখলে touch করারও অধিকার নাই। প্রেম হলে touch করেও touch করেন না। সাধু কে? স্ত্রী-পুরুষ নিজের মধ্যে। ....১৯৩০ থেকে '৩৫-য়ের মধ্যে—আমার ঠিক মনে নাই,—Melody-র লোকটির সঙ্গে গেলাম। Pros. Quarter-য়ে। মেয়েটির ১৭/১৮ বছর বয়স। Fee ১০০৲ টাকা। বললাম, দরজাটা ভেজিয়ে দাও, আটকিও না। হাত তুলে মহানাম দিলাম। বললাম, টাকা দিচ্ছি; তুমি চলে যাও; কোন অসুবিধা হবে না। বললো ঃ এরকম সুন্দরও দেখিনি; এরকম কথাও শুনিনি। আপনার ঠিকানা বলুন। বললাম ঃ না, সময়ে দেখা হবে। (১২·৩০ টায় সভাভঙ্গ।)

(সন্ধ্যায় আবার দুজনে দাদালয়ে। ৮·৩০ টা নাগাদ দাদা মধুদাকে ডাকেন; ননী সেনকে কিছু পরে। দাদা আজ দোকানে যান। সকালের ধীরেনদা সম্বন্ধে নানা কথা বললেন।) দাদা ঃ খুব কান্নাকাটি করে। বলে, তোমার পা আমার বুকে দাও। ও (ধীরেনদার স্ত্রী) মারা যাবার আগে বলে, গোবিন্দকে দেখলাম। ক্ষিতীশের বাবাও মারা যাবার সময়ে বলেন, অম্বাকে (অমিয়মাধব-দাদার নাম) দেখলাম। বোন রমার মেয়ের বিয়ের ব্যাপার এ সব কিছু করলো ২০০০৲ টাকা দিয়ে। মাকে সব উল্টো বললাম। ওরা দাদাকে 'সোনাভাই' বলতো। কাশীর সদানন্দ ব্রহ্মচারীর মেয়ের বিয়ে। টাকা নাই। সাধু-মা আমাকে জানালেন। আমার টাকা থাকতো থলিতে মাটিতে। তখন ৫০০৲ টাকা ছিল। ৪০০৲ টাকা দিয়ে দিলাম। পরে চানাচুর খেয়ে একঘটি জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম। তাই দেখে সাধু মা ভাত রেঁধে খাওয়াতেন। সাধু মা কলকাতায় Station Road-য়ে থাকতেন। ....অভি কাল আসছে; Peter পরশু। ....ননীগোপাল এসেছিল। কী রকম artificial লাগে। ....সব ঘটেই আছেন। একটা উপলক্ষ্য হয়; তাকে বলি ঘটনা।

১১.১০.৮০ (তদেব) [৮টার কিছু পরে দাদালয়ে। পলসিং বসে আছে। বললো : Harvey Freeman এসেছে। তার dress change করে দাঁড়ি ছেটে লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট সার্ট পরে নোতুন passport করে (পুরোনো থাকা সত্ত্বেও) এসেছে। Portland-য়ে বাড়ী করেছে; snack-bar খুলবে। কিছু পরে Harvey নীচে নেবে নমস্কার করলো; ননী সেন handshake করলো। ইতিমধ্যে অভিদা এলেন, উপরে গেলেন। কিছু পরে ডাক পড়লো। অভিদা : Harvey-র ভাই, যার cancer, ভালো আছে। একজন deaf ভালো হয়ে গেছে; প্রয়োজন ছিল। Washington State-য়ে church-য়ের ভিতরে দাদাকে christ-য়ের বেদীতে বসালো। সেখানে বসে তিনি চা-সিগারেট খান। Belgium-য়ের সব চেয়ে বড়ো artist ও sculptor দাদা কোথায় খোঁজ করে পুজোর ঘরে ঢুকে দেখে, সত্যনারায়ণ খাটে কোল-বালিশ জড়িয়ে শুয়ে আছেন, আর চারিদিকে মহানাম। ডাঃ চন্দ্রকলা স্বর্ণকার M.R.C.G.O. পরীক্ষা দেবে। বই খুললেই পাতায় পাতায় দাদাকে দেখে। আরেক মহিলার cancer-য়ে দেহ ভর্ত্তি, অসহ্য যন্ত্রণা। একেবারে ভালো হয়ে গেল। দাদা : এসব তো এক জায়গায় (অর্থাৎ নিজের দেহে) দিতে হবে। তাই শরীরটা খারাপ হোল। ....Harvey ছিল Harvard-য়ের প্রোফেসর। আসার পথে ডাঃ কুমারের সঙ্গে Harvey দেখা করলে সে কাঁদে; তার কিছু ভালো লাগছে না। ....একজন নাকি compact world করে দিতে পারে। এই জগতেই ভূতলোক, প্রেতলোক আছে। আমরা দেখতে পাই না। ....সবটাই যে মিথ্যা, এটা তুই বুঝতে পারছিস্ না? সব ফাঁকা, আমিটাই যেখানে নাই। তুমিটাই আমি। ....হেরম্ব (দাস মহাপাত্র) একদিন একে বলে, আমি retire করে যাচ্ছি। এ বললো, এতো দেখছে, retire করছো না। আজ ওকে বললাম, আমি যদ্দিন আছি, retire করছো না।

১২.১০.৮০ (তদেব) [আজ রবিবার। ১১টার পরে দাদালয়ে। বহু লোক হয়েছে। সিঁড়ির ঘরে খাবার টেবিলের কাছে বসতে হোল। Freeman ও পিতাজীরা বেরিয়ে গেলে ডাক পড়লো। আমেরিকা-প্রসঙ্গ। রামকৃষ্ণকথা।] দাদা : বিদ্যাসাগর, কেশব সেন কেউ তাঁর কাছে যায়নি। ....মহাপ্রভু? তিনি চৈতন্যই ছিলেন। ফোঁটা-তিলক দিতেন না। এক সময়ে খুব foppish ছিলেন। পরে সাদা ধুতি পরতেন। তিনি সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী, ঋষি কোনোটাই না। অন্য জিনিস। প্রকাশের দিক্‌টা দেখলে তিনি কৃষ্ণের চেয়েও বড়ো; দুটো বস্তু এক সঙ্গে; একটা বস্তু, আরেকটা তার প্রকাশ। কোন্‌টা বড়ো? ননী সেন : প্রকাশ। ১০/১২ বছর পরে বুঝবে, এ যখন থাকবে না। ....প্রভাত আজ অনেক প্রশ্ন করে।

(সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় দুজনে দাদালয়ে। মধুদা ৫টায় এসে চলে গেছে। Harvey বিকালেও আসেন। অভিদা Peter-কে আনতে গেছেন।) দাদা : ননীগোপাল কেমন খাওয়ালো রে? একদিন এসে বলে : ১৭ হাজার টাকা ধার। আগে তো এরকম বলেনি। আগে বলেছিল, এতো টাকা short পড়েছে। আমি ৪০০০্ টাকা দিয়ে দিলাম। কষ্টিপাথরে যাচাই হচ্ছে। ....(উৎসবের খরচ নিয়ে কথা।) গতবার একজন ৩০০্ টাকা দেয়। এবার সে ১০০্ টাকা দিয়েছে। একজন বলে, দোকান বিক্রী করে দিয়েছে। পরিমল বলে বলে আদায় করতো। collection কী হয়েছে? তাতে তো হাতই দিইনি। কাল চিন্তামণিকে ফোনে বলেছি, আর সরষের তেল আনতে হবে না। এতেই বলছে, বলরামের (মিশ্র) কাছ থেকে নাকি উৎসবের জন্য ১০০০্ টাকা নিয়েছি। ....অভি ও অশোককুমার বেনারস যায় খোঁজ করতে দাদা পাতালেশ্বরের পাশে একটা মসজিদে ছিলেন কিনা। তখন দাদা 'কিশোরী ভগবান্'। ....পুষ্করে Music conference-য়ে প্রথম ননীগোপালের সঙ্গে দেখা হয়। তারপরে ১৯২৫/'২৬/'২৭-য়ে। ১৯৩৭-য়ে ননীগোপাল বিয়ে করে। ....1922/23-তে যেবার আশুতোষ ৪০% পাশ করান, তখন এ ছোট ছিল। আশুতোষ বিভূতির বাড়ী যেতেন। ....করণ থেকে ব্রাহ্মণ হয়। ....(1934 ও '35-য়ের Hindusthan Insurance Co.-র দুটো voucher দেখালেন যাতে নলিনী সরকার ও দাদার সই আছে। দাদা তাঁকে একদিন 'নইলাদা' বলে ডাকলে তিনি বলেন, অনেক সুন্দর দেখেছি; কিন্তু গান করবার সময়ে তোমার যে রূপ দেখেছি, তা অতুলনীয়। ঠিক আছে, সি.আর.দাশ আমাকে 'নইলা' বলে ডাকতেন। তুমি 'নইলাদা' বলে ডেকো। দাদা 1943-তে Bank-য়ে কাজ করেন। গোপালদা দাদার বাড়ীতে খাবার পাঠায় মুখে ভাতের।)

১৫.১০.৮০ (তদেব) (সকালে ১০.৩০টায় দাদালয়ে। তার আগেই Peter Hoffmanয়ের প্রশ্নের জবাবে Harvey অনেক কথা বলেন। ১২ টায় সভাভঙ্গ।)

(সন্ধ্যায় প্রায় ৭টায়। মধুদা আছেন। উপরে Harvey, Paul Singh ও আচার্য। সুনীলদা ও মাখনদা একটু পরে আসেন। অভিদা বলেন, তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে মহাপ্রভু যেখানে ছিলেন, সেই জায়গাটা খুঁজে পান। 'সত্যং পরং ধীমহি' লেখা আছে। শ্রীনিবাসদা বললেন, তিনি মহানাম পান প্রথমে তামিল, তারপরে মালায়ালাম, তারপরে ক্যানারীজ, শেষে তেলেগু ভাষায়। অফিসের কাজে সেদিনই ওকে বাইরে কোথায় যেতে হবে; দাদার নিষেধ। সে বললো, যেতেই হবে। তখন দাদা তাকে একটি Exercise Book য়ের ৫টা পাতা দিয়ে বললেন, প্রত্যেক পাতায় ৪বার করে মহানাম লেখো। তারপর প্রত্যেকটি পাতা ঠাকুরকে নিবেদন করো পৃথক্ ভাবে। পরে দাদা তাকে চড় মেরে বললেন, কোথায় তুমি মহানাম লিখেছো? দেখে, পাতাগুলো blank) দাদাঃ— মহাপ্রভুকে এক বার বন্দী করে। ২য় বার করতে এলে মা বলেন, তুমি উড়িষ্যায় চলে যাও। তখন উনি পুরী চলে যান। রঘুনাথ দাস এলে তাকে ভিক্ষা করে খেতে বলেন। সে প্রসাদ খুঁটে খুঁটে খেতো। মহাপ্রভু বললেন, এ কী করছো? আমি পুরীর সমুদ্রতীরে বেড়াতাম; আমিইতো মহাপ্রভু ছিলাম। .....(জনৈক ব্যক্তি) আপনি 'রাম রাম' করেন কেন? দাদাঃ—নিজেই রাম বলে। .....ওরা (Harvey, Dohm প্রভৃতি) বুঝতেই পারছেনা, স্বয়ং কখনো আসতে পারে না। একজন tuneয়ে আসতে পারে। .....সহস্রার মূলাধারে নেবে যায়, মূলাধার সহস্রারে চলে যায়। এই তো sex. এই করে অতি কষ্টে ব্রজে পৌঁছানো যায়। তার চেয়ে নাম নিয়ে থাকাই ভালো।

১৭.১০.৮০ (সোমনাথ হল) [আজ শুক্রবার মহাষ্টমী। দাদাজী ভ্রাতৃসংঘের বার্ষিক মহোৎসব। ১০.১৫ নাগাদ দাদা সোমনাথ হলে এলেন। J.P.Mitter, V.G.N. Patel, ডঃ রমেন সেন, ডঃ ব্রতীন সেনগুপ্ত, বলরাম মিশ্র প্রভৃতি ছিলেন। ক্ষিতীশদা সস্ত্রীক দুই মেয়ে ও জামাই নিয়ে এসে ঢুকতে না পেয়ে চলে যান। পৌনে বারোটায় দাদা পিতাজীকে ঠাকুরঘরে নিয়ে যান। ৭/৮ মিনিট পরে দাদা বেরিয়ে আসেন। ১২.২৫ নাগাদ দাদা পিতাজীকে বাইরে নিয়ে আসেন। পিতাজীর experience নোতুন কিছু নয়। প্রায় ১.১৫ নাগাদ দাদা চলে যান।

বিকেলে দাদা ৬.৩০ টা নাগাদ আসেন। কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পরে বক্তৃতা শুরু। পিতাজী প্রথমে পূজার experience ও ভাবনগেরের কথা বলেন। তার পরে Freemanয়ের বক্তৃতাঃ—Absolute is nothing, yet everything. Dadaji is nothing, is nobody. He is everything, He is everybody. He is Absolute—অপূর্বভাষণ। তার পরে আরো অনেকে বলেন। ৯.৩০ টা নাগাদ সভা-ভঙ্গ।]

১৮.১০.৮০ (তদেব) [দাদা সকাল ৯.৩০ টায় এলেন। অনর্গল ঘন্টা ২ নানা কথা বলেন। সংক্ষিপ্তসারঃ— ৩লাখে এক অক্ষৌহিনী। ১৮ অক্ষৌহিনীতে ৫৪ লক্ষ। ৫৪ লক্ষ নাড়ী আছে। বাইবেল গীতার মতোই প্রথমে খুব ছোট ছিল। চাঁদে যেতে পারে না। একটা বাধা আছে। তাকে 'সবলক' (স্বর্লোক) বলে। (বিভিন্ন দিনে দাদা বাধাটির বিভিন্ন নাম বলেছেন ঃ বেজের, থাকোর, vivre prior.)

(বিকালে দাদা ৬.৩০ টায় আসেন। ডঃ পন্ডিত, বলরামদা, হেরম্বদা, ডঃ রেবতী দত্ত, Dr. Dohm ও শেষে Freeman বলেন। সাহেব দুজনের ভাষণ অপূর্ব হয়। Maco Stuart আসেন। তাকে পূজার ঘর দেখানো হয়। মিঃ প্যাটেল পূজার ঘরে বসেন। নোতুন অভিজ্ঞতা নেই। কেবল কে একজন জানলা দিয়ে বাইরে যাচ্ছে ও আসছে। হোতাদা বলেন, তার স্ত্রীরও এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে।)

১৯.১০.৮০ (তদেব) [দাদা প্রায় পৌনে দশে এলেন। ননী সেনকে পুরীর ব্রহ্মানন্দ পরমহংস, বদরিকাশ্রমের রামদাস পরমহংস ও শ্রীনিবাসমের কথা বলতে হোল। Dohm কে মহাপ্রভু ও রাম সম্বন্ধে ননী সেন যা লিখে দেয়, দাদার নির্দেশে Dohm তা পড়ে শোনায়। দাদা পরে অনেক কথা বললেন। দাদাঃ— বুদ্ধের নাম ছিল সিদ্ধার্থ। হিমালয়ের কাছে জন্ম। কখনো গয়া, চীন, জাপান যাননি। তিনি বোধি বা ভূমার কথাই বলেন। তাঁর শিষ্য শাক্যসিংহ। আরো অনেক বুদ্ধ হয়। প্রথমে বুদ্ধের কথা লেখে 'বেজেগুরা' (?) নামে একজন। মহাবীর ২০০ বছর পরে। তিনি মুখে কাপড় বাঁধার কথা বলেন নি। .....রাম Absolute নয়; রাম রতিরূপ। .....'জয় রাম' বলেবো কেন? 'রাম রাম' বলতে পারি। (নিখিল দত্ত রায় দাদার কাছে আসার আগে রুগ্ন ছেলের জন্য তান্ত্রিকের কাছে যায়। সে বলে, ৩ লক্ষ শনির জপ করতে হবে; ৩০০ টাকা fee । তান্ত্রিক ভিতরে গেলে একটি সুদর্শন লোক সেখানে এসে বললো ঃ আনোয়ার শা রোডে দাদাজীর কাছে যান। গিয়ে ছেলের মাথাটা দাদাজীর পায়ে ফেলে দিন্। ঠিক হয়ে যাবে। ফোন নম্বর দিলাম। আমাকে জানাবেন, কী হোল। নিখিল সঙ্গে সঙ্গে বাসায়

গিয়ে স্ত্রী স্বপ্নাকে বললো। সে বললো, দেড়মাস থেকে যে ছেলের ১০৪° ডিগ্রী জ্বর, আজ তার জ্বর নাই। নিখিল কিন্তু দাদার কাছে যেতে ভুলে গেল। পরে একদিন ঘন্টু—লিলির স্বামী ওকে দাদার কথা বললো। সে ট্রেনে যেতে যেতে দাদার অঙ্গগন্ধ পেয়েছে; কিন্তু তখনো যায়নি। স্থির হোল, দুজনে একসঙ্গে যাবে। কিন্তু, একাই ঘন্টু গেল। পরে নিখিল একাই ছেলেকে নিয়ে গেল। আইভির বাধা। দাদার কথায় সে নিরস্ত হলে দেখা হোল। এটা 1961য়ের কথা। দাদার caseয়ের ব্যাপারে P.K.Roy যখন নিখিলের বাড়ী যায়, তখন নিখিল nervous হয়ে পড়ে। হঠাৎ সত্যনারায়ণের পট দেয়াল থেকে পড়ে যায়। কিন্তু, কোন ক্ষতি হয়নি। দাদাকে বলায় তিনি বলেন, জানিয়ে দিলেন, সঙ্গে আছি; ভয় নাই। ওটা কি পট? ওটা জ্যান্ত।

চিন্তামণিদা 1941য়ে জগন্নাথের মন্দিরে নারীপরিবৃত দাদাকে প্রথম দেখেন। সুরেশ আচার্য ট্রেনের monthly renew না করেই ট্রেনে যাচ্ছিল কলেজে যেতে। চারিপাশে ছাত্র। T.T.I. পুলিশ নিয়ে উঠলো check করতে। ঘাবড়ে গেল; দাদা দাদা করছে। গন্ধে দেহ, জামাকাপড় ভরে গেল। ওর ডাইনের ও বাঁয়ের লোককে check করলো; ওকে কিন্তু করলো না। দাদাকে একথা বলায় তিনি বলেন : তুই তো aromaয় আবৃত হয়ে ছিলি। তোকে দেখতেই পায় নি।) দাদা :—দা.....দা.দা.....দা এই রকম শব্দ হচ্ছে ('দাদা' সম্বন্ধে)। (সোমেশ্বরের প্রশ্নের উত্তরে) 'কৃষ্' মানে দেহ, 'ন' মানে না। যিনি দেহ নন, তিনিই কৃষ্ণ।

২২.১০.৮০ (দাদা-নিলয়) [দুজনে সন্ধ্যা ৭.৩০টায় দাদালয়ে। ক্ষিতীশদা ও হরিদা উপরে। অনেক পরে ডাক পড়লো।] দাদাঃ—তাঁর যদি বিশেষ কৃপা না থাকে, তবে সব মুসলমান হয়ে যাবে। আওরঙ্গজেব মহাপুরুষ। আল্লা আল্লা। দারা একজনের স্ত্রীকে ছিনিয়ে নেয়। তাদের হত্যা না করলে সে তো রাজত্ব করতে পারতো না। এক দিকে গোয়ায় য়ুরোপীয়েরা, অন্য দিকে মারাঠীরা, অন্য দিকে বাকী হিন্দুরা। আকবর ছিল hypocrite. যদুনাথ সরকার শেষে নোতুন করে লিখলেন। Portland য়ে ১০০ জন আমেরিকান ও ইরানী মহানাম পায়। Pope John Paul II র সঙ্গে রোমে দেখা হয়। সে ভালো বলতে পারে না। আচ্ছা, Harveyর In His fragrance সত্যিই অপূর্ব নাকি। অনেকে বলে, গীতা। ননী সেন :— সত্যিই অপূর্ব। .....Justice G.N. Mukherjee একদিন দাদা সম্বন্ধে বলছেন কিছু লোককে। সেখানে নীহার গুপ্তও ছিল।

২৪.১০.৮০ (তদেব) সন্ধ্যায় দাদালয়ে। মধুদা ও যতীনদা আছেন। যতীনদা আগের কাহিনী বলছিলেন। যতীনদাঃ—1964 য়ে মাতৃশ্রাদ্ধে আমি ছিলাম। লীলামা (বৌদির জেঠিমা) সেখানেই ঘটনা দেখে জামাইকে বুঝতে পারেন। সত্যদা (আগে তান্ত্রিক ছিল) বলছে, স্ত্রী খুব অসুস্থ; যেতে হবে। দাদা হাত বাড়িয়ে Capsule দিলেন। তাতেই ভালো হয়ে গেল। তখন দাদা সব সময়ে সত্যদাকে নিয়ে গাড়ীতে ঘুরতেন; পরে অবশ্য আমাকে নিয়ে। যাই হোক্, যা বলছিলাম। শ্রাদ্ধে পুরুতকে ঠাকুরঘরে সব ভোজ্য সাজিয়ে দিয়ে ঢেকে দিতে বললেন দরজা বন্ধ। কিছু পরে দেখা গেল, প্রায় সবটাই খাওয়া এবং থালায় দক্ষিণার টাকা। ১৯৬৭-৬৯য়ের ঘটনা :— দাদা তখন সকাল ৫টায় ঠাকুরঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেন; ২/৩ ঘন্টা পরে বেরুতেন। বাইরে চারিদিকে লোকের ভীড়। আমি ও অনিল মৈত্র সিঁড়িতে বসে। দাদা দরজা বন্ধ করে ঠাকুরঘরে। হঠাৎ আমি দেখি, দাদা বর্ত্তমান store-room (আগের bath-room) থেকে বেরিয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। মৈত্র দেখলেন, সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। দাদা 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলে বেরুলে আমি বললাম, দাদা। এটা কী ব্যাপার। দাদাঃ— ঐটাইতো সেইটা। ঐটাকে জড়িয়ে ধরতে পারলেইতো হয়ে গেল। বিপন্নবন্ধুর বসুর কন্যা মঞ্জুশ্রী হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছে। মধু ডাক্তারকে পাঠালেন। সে কিছুক্ষণ পরে বললো, মারা গেছে। দাদা মাধুদির বাসা থেকে ফোনে বললেন : না, তুই receiver য়ের কাছে হাত পাত্। একটা capsule পড়লো। মধুদা তবু বললো, মারা গেছে; খাওয়াবো কেমন করে? দাদা মুখে ঘষে দিতে বললেন। একটু পরেই দেখে, শ্বাস এসেছে। পরের দিন সে all right. এদিকে দাদা হাঁচতে শুরু করলেন; শরীর নীল হয়ে গেল। পরের দিন প্রচন্ড জ্বর, বারবার প্রস্রাব। পুরোটাই টেনে নিয়েছেন। আরেক দিন দাদা আমাকে ও দীনেশবাবুকে নিয়ে মাধুদির বাড়ী। বাইরের দরজা থেকে শুরু করে শোবার ঘরের দরজা অবধি সব বন্ধ। দাদা একেবারে শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন। পরে দরজা খুলে আমাদের ঢুকালেন। ৮টা নাগাদ দাদার ডাক। সবাই উপরে গেল। দাদার কাছে আগেই আচার্যও মিসেস্ সেন ছিল। কথা শুরু হোল। দাদাঃ—লংকা য়ুরোপ। য়ুরোপটা একটা দ্বীপ। এই লংকাতো ৩/৪ হাজার বছরের; যেমন ফিজি ৩০০ বছরের। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধটা কী ব্যাপার? সুনীতিবাবু বললেন, রাম-সীতা ভাই-বোন। এ বললো,

এটাতো দ্বাপরের ব্যাপার। লক্ষ্মণ আবার কোত্থেকে এলো? .....(প্রহ্লাদাদির কাহিনী) নরসিংহরূপে তিনি তাকে বধ করলেন, আর বরাহ হয়ে হিরণ্যাক্ষকে? জল থেকেই স্থল হোল। স্থল না হলে মানুষ হবে কেমন করে? মানুষ না হলে তাঁর প্রকাশ হবে কেমন করে? তিনি কি সাপ, ব্যাঙ, শুয়ার হতে যাবেন? ভগবানই ভক্ত প্রহ্লাদ হয়ে এলেন। নাস্তিক হিরণ্যকশিপু ছেলেকে খুব ভালোবাসেন। প্রহ্লাদের ভাই ছিল না; অনুহ্লাদ বাজে কথা। এক দিন শুয়ে আছে, দেখে বিরাট্ সাপ ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করছে। প্রহ্লাদ নমস্কার করে বললো : অত রাগ করছেন কেন? শান্ত হোন। ওটা চলে গেল। আরেক দিন প্রহ্লাদ এখান থেকে দিল্লীর মতো দূরে হিরণ্যাক্ষের কাছে গেলেন। পিতা এব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বললেন : তাঁর ইচ্ছা হলে ওরকম হয়। আরেক দিন হিরণ্যকশিপু কোথায় যাচ্ছেন, মাইল ৫০ যাবার পর দেখে প্রহ্লাদ বলছে : বাবা। ওদিকে যেয়ো না। দেখে বিরাট্ বাঘ। পেছন ফিরে প্রহ্লাদকে না দেখে ২ দিনের পথ বাড়ী ফিরে এলেন। এসে দেখলেন, প্রহ্লাদ ছেলেদের সঙ্গে খেলছেন। এরকম মাও কোথায় যাবার সময়ে প্রহ্লাদের সাবধান বাণী শোনেন। কিন্তু, সে সেখানে নাই। এইভাবে হিরণ্যকশিপু বুঝতে পারেন, মহাপ্রভু কি কখনো বলতে পারেন। আমার ভক্ত প্রহ্লাদও শুকদেবের চেয়ে বড়ো? প্রহ্লাদ প্রহ্লাদ, শুকদেব শুকদেব। গোপিনীরা উলঙ্গ হয়ে জলকেলি করছে। শুকদেবকে দেখে লজ্জা পেলো না, ব্যাসকে দেখে লজ্জা পেলো। আরেক দিন অর্জুন যাচ্ছে; দেখে তাঁরা হাসতে লাগলো। অর্জুন রেগে বাণের পর বাণ ছুঁড়ে তূণ শূন্য করলো। তাঁদের হাসি আর থামে না। পরে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে দেখলো, তাঁর সর্বাঙ্গ বাণবিদ্ধ। কে করেছে? কৃষ্ণ অর্জুনকে দেখালেন, গোপিনীরা কৃষ্ণের প্রকাশ। মহাপ্রভু স্বপ্রকাশ, কৃষ্ণের চৈতন্য। কাল আসিস্। তোকে দেখলে ভালো লাগে।

২৫.১০.৮০ (তদেব) [সন্ধ্যায় দুজনে দাদালয়ে। মধুদা বেশ কিছু পরে আসেন।] দাদা :— মহাপ্রভু পুরীতেও সাদা কাপড় পরতেন। রঘুনাথ দাস তাঁর সঙ্গে নবদ্বীপ থেকে পুরী যান নি; পরে যান। বৃন্দাবন-যাত্রার সঙ্গী ছিলেন। মহাপ্রভু কি কখনো প্রহ্লাদাদি সম্পর্কে ঐ কথা বলতে পারেন? নারদ নয়; তাঁর ego ছিল। ওঁদের কিন্তু কোন বোধই ছিল না। .....ভোগটা করলাম কৈ যে ত্যাগ করবো? .....প্রতি বারে স্বয়ং একই সঙ্গীর দল নিয়ে আসেন না। আগের সঙ্গীদের তো আসার কোন প্রয়োজন নেই। নোতুন যারা উপযুক্ত হোল, তাদের নিয়ে আসেন। (সঞ্জিত-প্রসঙ্গ। caseয়ের সময়ে খুব খেটেছিল।) আসে কেন? Chief Justice চন্দ্রচূড় এবার উৎসবে আসেন। Additional I.G.P., রঞ্জিৎ গুপ্ত, বহু জজ, I.P.S., I.A.S., secretaries ও এসেছিলেন। এবারে সব বিশিষ্ট লোকের মেলা। ১৫০০র মতো লোক হয়েছিল।

২৬.১০.৮০ (তদেব) [আজ রবিবার। ননী সেন ১০.৩০টায়। দাদা আগেই নীচে এসেছেন। জগদ্বন্ধু Centenary প্রসঙ্গ। য়ুরোপ-আমেরিকার কথা। Freeman প্রসঙ্গ। মহাপ্রভুর কথা।] দাদা :— বাংলাদেশে ঢোকার ban তুলে দিলে পরে মহাপ্রভু ৩/৪ বার দেশে আসেন এবং থাকেনও। নৌকায় যেতে যেতে রঘুনাথকে নিজের লেখা বই দেখালে সে বিমর্ষ হয়ে বলে, তাহলে তো আমার লেখা কেউ পড়বে না। সঙ্গে সঙ্গে ওটা ছিঁড়ে নদীতে ফেলে দিলেন। পুরীতে গিয়ে আটচালা করে থাকেন। রূপ-সনাতন externment order দেওয়ায়। স্রষ্টা একমাত্র পুরুষ; আর সব তো নারী। .....মধু শীল চুল কাটতে এলো। বললো একটা কলা লাগবে। যিনি ষোল কলায় পূর্ণ, তাঁর সম্বন্ধে কী কথা। একটা না, ২টা বিয়া করলেন; তিনি নাকি স্ত্রীলোকের মুখের দিকে তাকান নি। .....কালীপুজা কবে? (গোপালদার কাণে কাণে) সেদিন তোর বাড়ী যাবো। গোপালদা :—তোমার ইচ্ছা।

(সন্ধ্যায় দুজনে দাদালয়ে। যোগবিভূতি ও রামকৃষ্ণ নিয়ে লেকের সেই বৃদ্ধ সামন্তের সঙ্গে কথা। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন শীল, Dr. J.N. Dasgupta, কার্ত্তিক বোস, গৌরীশাস্ত্রীর বাবা ও বিভূতিদার কথা। মহাপ্রভু-প্রসঙ্গ।)

দাদাঃ—উনি আদির আদি গোবিন্দ। .....তাঁকে সব ছেড়ে দিলে সব হয়; না দিলে সব যায়। (এক Phial Becousule দিলেন।)

২৭.১০.৮০. (তদেব) [সন্ধ্যায় দাদালয়ে। যতীনদা, মধুদা ও শ্রীনিবাসদা আছেন। উপরে সুধেন্দু মল্লিক। তার সঙ্গে রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ। পরে মহাপ্রভুর কথা।] দাদাঃ—সার্বভৌম দেখেও কিছু বুঝেছিল কি? রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর বুঝেছিল। মহাপ্রভু কৃষ্ণের চৈতন্য, প্রকাশ। তিনি যদি সন্ন্যাসী হয়ে থাকেন, তাহলে জগৎটাই মিথ্যা।

২৯.১০.৮০ (তদেব) রাত ৮.১০য়ে দাদালয়ে। নীচে মধুদা ও সস্ত্রীক ব্রতীন সেন। কিছু পরে ডাক পড়লো। দাদাঃ—শুভেন্দু মল্লিক তিনজন জজ নিয়ে এসে অনেকক্ষণ ছিল। আসাম, C.P.M., ইরাক-ইরাণ, আমেরিকা,

কার্টার ইত্যাদি নিয়ে কথা। রাশিয়া তো সাতটা দ্বীপ নিয়েই। .....এ Arab Countries ঘুরেছে। আমেরিকায় বরফে ঢাকা Hudson river পায়ে হেঁটে পেরিয়েছি। .....এই যে, দিলীপ চ্যাটার্জির চিঠিটা পড়ে দেখ্। উত্তর দিয়ে দিস্। .....যত্যার কথা জানিস্? দু দিন আগে স্ত্রীর pulse পাওয়া যাচ্ছে না। সে অফিসে গেল; কারণ, ওর কিছু করার নেই। যা করবার দাদা করবেন। (এসব বলে ননী সেনকে দাদা-নির্ভরতা শিখাচ্ছেন। কয়েকদিন ধরে অর্থচিন্তায় কান্নার মতো অবস্থা) .....এর ছোট মাসীর ছেলে হরিপদ রায়চৌধুরী মামাকে P.G.তে ভর্তি করেছিল। এ সেখান থেকে মামাকে Bell-viewতে ভর্তি করে। এটা duty নয়; আমি আমাকে করছি; রোগটা আমার। আজ ছেলের হলে কী করতাম?.....বেণীবাবু (দাদাদের এক শরিক) ১২ লাখ টাকা নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু, সে টাকা কোথায় কীভাবে রেখেছে কেউ জানে না। ছেলেরা ভিখারীর মতো আছে। .....আইভির মুখে ভাতে বড়ুয়াও আসে। তখনি আইভিকে সোনার মুকুট, বাজু ইত্যাদি সোনার অনেক গয়না দেওয়া হয়। বিয়ের আগে শ্বশুরের বাড়ীতে জলসা করি। তাতে আলি আকবর প্রভৃতি বড় ওস্তাদেরা আসেন। শুনতে বিধান রায়, নলিনী সরকার, আর.ডি.বিড়লা, শান্তিপ্রসাদ জৈন প্রভৃতি আসেন। আইভির অন্নপ্রাশনের পর চলে গিয়ে আবার ৫ বছর পরে ফিরি।

২.১১.৮০ (তদেব) [আজ রবিবার। পৌনে ১১য় দাদালয়ে। দাদা অনেক আগে থেকেই কথা বলে চলেছেন।] দাদাঃ— যে বুঝেছে মনের বাইরে যাওয়া যায় না, তার তো হয়ে গেছে। মনের বাইরে যাবার আমার দরকার কি? তিনিই করিয়ে নিবেন। জপ-তপস্যা করে কি ভক্ত হওয়া যায়? হয়েই আসে। তপস্যা করে প্রোফেসর হওয়া যায়। বাল্মীকি কি প্রোফেসর ছিল? ব্যাসকে কিছুটা বলতে পারিস্। রবীন্দ্রনাথ কি পড়াশুনা করে হয়েছে? পড়াশুনা করেও কী পন্ডিত হওয়া যায়? এ পড়াশুনা করলো না; দেখলো, হয়ে যায়। জনৈক প্রোফেসর :—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' শ্লোকের অর্থ কি? তা কি 'যত মত, তত পথ'—কে সমর্থন করছে? দাদাঃ—মত থাকলেই পথ থাকবে। মতও নাই, পথও নাই। আমিটা আছে কি? আমরা আমাকে দিতে পারি না। দিই ফল ফুল তুলসী বেলপাতা ধান। এগুলোওতো তিনিই। আমার দেবার কিছু আছে কি? কার পূজা, কে করে, কেমন করে করে? তিনিইতো সিংহাসনে বসে জপ করে যাচ্ছেন; আমি শুনছি। ভক্তি আর বিশ্বাস এক নয়। তান্ত্রিকরা 'Sex' বলে। Sex ব্যাপারটাই তারা বোঝে না। দুই সখীর রসাস্বাদন হচ্ছে; হতে হতে যখন এক হতে যাচ্ছে, তখনিতো Sex, কী সুন্দর কথা। ত্রিশূলের উপরে শূন্যে কাশী; সেখানে বিশ্বনাথ; ঘন্টা বাজছে। ধীরা স্থিরা গম্ভীরা রসে প্রতিষ্ঠিত।.....(জটায়ুবাবার ডাক্তার ভক্তের কাহিনী ও গুরুবাক্য শুনে মৃত্যুর কথা।) .....'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা' ইত্যাদি। ভক্তকে প্রণাম করি। একজন বলেছিল, স্ত্রী ত্যাগ করে এখন স্বপাকে খাই। এ বললো, তাহলে তো তুমি ভগবান্। ....আমি আমাকে জড়িয়ে ধরতে পারি না? Kiss করতে পারি না? আমরা রস আস্বাদন করছি না? তাহলে স্ত্রী ছাড়া কি? .....এক জন 'স্ব', আরেক জন 'প্রকাশ'; নিজেরই প্রকাশ (দীনেশদা বললেন : শুক্রবার রাত ৮টা থেকে ১০টার ভিতরে দাদার কাছে ছিলেন কি? ননী সেন :—হ্যাঁ, ৮.৩০ টায় যাই; শান্তিদি অনেক আগে। দাদা নানা জাগতিক কথা বলছিলেন। পরে চাবি নিয়ে এ আলমারী সে আলমারী খুলছেন, আর বন্ধ করছেন। কুমার সাহেবের প্রচন্ড জ্বর। দাদা গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে ছাদে যান। তখন ৯.১৫টা হবেই। ছাদ থেকে নাবলে জ্বর জ্বর ভাব। কিছুক্ষণ নানা কথার পরে ১০টা নাগাদ দুজনে উঠে পড়ি। কেন, কী ব্যাপার। দীনেশদা :—বলছি। আমার বড়ো ছেলে একটু থিয়েটার-সিনেমা, গান-বাজনার সঙ্গে জড়িত আছে। ফলে পানদোষও ঘটেছে। আমরা উদ্বিগ্ন; বললেও শোনে না। শুক্রবার অফিসের পরে তিন বন্ধুকে নিয়ে Cafe নামে চৌরঙ্গির এক হোটেলে যায়। সেখানে বসে খাবারের order দিতে যাবে, এমন সময়ে সেখানে দাদা হাজির। বললেন, তুই এখানে? খুব খিদে পেয়েছে? ঠিক আছে, আমি order দিচ্ছি। দাদা কিন্তু পাশে বসেই আছেন। কিছু পরে বিরাট tray করে চিংড়ির cutlet ও Chinese খাবার এলো। কে order দিল, কেউ জানে না। পরে দাদা বললেন, কী! drink করবি? ঠিক আছে। স্যাম্পেন এলো। কে order দিলো? বললেন, দেখ্, তোর বাবা সৎ লোক; মারা গেলে এর কাছেই আসবে। তার মনে ব্যথা দিস্ না। তুমি জানো না, ভেতরে তোমার অজান্তে Spot পড়েছে। খাও, কিন্তু বেশি খেওনা। তোমার বাবাকে আর যতীন ভটচাযকে রবিবার এর বাসায় যেতে বোলো। ছেলে শুধালো : কোথায়? আনোয়ার শা রোডে দাদাজীর বাসায়? ইতিমধ্যে বন্ধুরা কিছুটা খেয়ে সরে পড়ে। ছেলের খাওয়া হলে দাদা বল্লেন : যা, যা, তাড়াতাড়ি বাসায় যা। আমিও যাচ্ছি। কে payment করলো, জানে না। ছেলে ৪নং বাস স্ট্যান্ডে মিনিবাসের অপেক্ষা করছে; দেখে দাদা দাঁড়িয়ে। উনি বললেন, কী

রে। বাসে উঠতে পারিস্ নি? ও। পান খাবি? ঐ যে দেখ্, পানের দোকান। অন্ধকার। আমি দাঁড়িয়ে আছি। পান খেয়ে এলে বললেন ঃ উঠে পড়; আমিও উঠছি। কিন্তু, দাদা উঠলেন না। ও সারা পথ দাদার গন্ধে আমোদিত হয়ে ছিল। স্তব্ধতা ভেঙ্গে ননী সেন বললো ঃ দাদা হোটেলে কোন রূপে গিয়েছিলেন? ছেলে কখনো 'আপনি কে' এই প্রশ্ন কি করেছিল? দীনেশদাঃ ঠিকই বলেছেন। এটাতো জানা হয়নি। ননী সেন ঃ—আপনাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই।

(সন্ধ্যায় দুজনে ৭.৩০টায় দাদালয়ে। একটু পরে দাদা বাসায় এসে ডাকলেন। দাদাকে দীনেশদার কাহিনী বলা হোল। হাসলেন।) দাদাঃ—ক্যালিফোর্ণিয়ায় Blake (Black?) Hoyle বলে একজন film producer ঠিক করলো রাত ৯টায় দাদার কাছে যাবে। ৭টায় দুই বন্ধু নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকলো; মদ খাওয়া শুরু। একটু পরেই দেখলো, দাদা ঢুকছেন। দেখে গ্লাসটা নীচে রাখলো। দাদা বললেন ঃ যা খাচ্ছো খাও; আর খেয়ো না। তাড়াতাড়ি এসো। তারা তাড়াতাড়ি এলো। দেখে, একদল লোক বেরুচ্ছে। তাদের জিজ্ঞেস করলো, দাদাজী তো এই এলেন? তারা বললো, আমরা তো ৭টা থেকেই দাদাজীর কাছে। পরে ওরা অভিকে বললে সে বললো ঃ কোত্থেকে? উনি তো বের হন নি। আপনারা ভিতরে যান। গেলেই দাদা অতিরিক্ত মদ খাওয়া সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। একদিন মৃত্যুঞ্জয় রায়ের বাড়িতে থিয়েটারের মহলা হচ্ছে। দাদাও আছেন। বেশ কিছু রাত হলে দাদা ওকে বললেন কিছু হুইস্কির ব্যবস্থা করতে। যতীনকে পাঠানো হোল; পাওয়া গেল না। তখন দাদা বললেন ঃ দু বোতল সোডা আনো; আমার সঙ্গে আছে। মৃত্যুঞ্জয় ঃ—গাড়ীতে? দাদা ঃ—হ্যাঁ। গ্লাসে গ্লাসে ঢেলে দিলেন সোডা। অপূর্ব স্বাদ। অথচ দাদা কিন্তু সারা সময়ে বাড়ীতে শুয়ে আছেন।

৪.১১.৮০ (তদেব) [সন্ধ্যায় দাদালয়ে। TVতে—কৃষ্ণ-কাহিনী দেখানো হচ্ছে। বৌদি দাদাকে দেখতে বললেন। দাদাঃ—স্বয়ংকে দেখেও বুঝতে পারছো না? মধুদা বললেন, দাদা মনমোহন সিংকে Court martial থেকে বাঁচান। সেই থেকে সে এবং তার সব ভাই—কুরবন্ত, যশজিৎ প্রভৃতি—এবং বোনেরা দাদার অনুগত।] দাদাঃ—দক্ষিণেশ্বরে কালীকে প্রণাম করতে সবাই যেতো, ...। বিদ্যাসাগর একজন মহাপুরুষ। .....রবীন্দ্রনাথ আমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিল। বড়ো কবিতা। তুই পরে এলি; না হলে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যেতাম। কালোমাণিক থাকলেই হোল্। .....(ফোনে যতীনদার সঙ্গে কথা) একটা সৎ লোকের সঙ্গে কথা বললাম। একটু এদিক্ ওদিক করলে ৩ লাখ টাকা করতে পারতো। চারিদিকে সব চালাক্ লোক। ....কার্টারের অনুরোধে কেনেডিকে নিরস্ত করেছি (প্রেসিডেন্ট-নির্বাচন-দ্বন্দ্ব থেকে)। .....ফিজি, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, হংকং, ব্যাংকক প্রভৃতি দেশ থেকে টিকেট পাঠিয়েছে যাবার জন্য ১ বছরের মধ্যে। রাশিয়া থেকে 3 invite করেছে।

৯.১১.৮০ (তদেব) দাদা ঃ—ক্ষিতীশকে Washington য়ের কথা বলছিলাম যা Harvey চিঠিতে জানায়। সে একটা সভা ডাকে। তাতে Carlis Osis ও Henderson ছিল। ওরা সবাই দেখে, দাদা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করছেন। পরে মাইকের সামনে দেন। ....স্বয়ং কখনো আসতে পারে না। কৃষ্ণ, মহাপ্রভু, রাম এঁরা কেউই স্বয়ং নয়। এই দেহটা একবার মিলিয়ে গেলে আর এই দেহ ফিরে আসবে না। আর তাহলে প্রলয় হয়ে যাবে। .....ভাবদেহে বহু জায়গায় থাকা যায়; কারণদেহে ৩/৪ জায়গায়; জড়দেহে এক জায়গায়। তোরা কিছুতেই বুঝতে পারছিস্ না, Absolute কখনো এইভাবে আসতে পারে না।

১০.১১.৮০ (তদেব) [রাত্রে দাদালয়ে। দাদা খুব tired. সারা দিনে বহু লোক এসেছে—অসুখ-বিসুখ, বিয়ে, চাকরী ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে। শৈলেন চৌধুরীর ঠাকুরঘরে ছোট ছোট পায়ের ছাপ পড়ার কথা মিসেস্ সেন বললে দাদা গম্ভীর হয়ে যান। .....অষ্টাবক্রের কথা।] দাদাঃ— রামের ৬০ হাজার বছর আগে বাল্মীকি রামায়ণ লেখেন? আগের রামের সঙ্গে শুধু সীতা; লক্ষ্মণ-রাবণাদি নাই। রাবণ মানসসরোবরের কাছে রাবণসরোবর করেন। সে মহাপণ্ডিত, বিরাট Scientist. বৃহস্পতি তাঁর চাকর। এই লংকা তো খুব ছোট। .....যে জনকের সভায় শুকদেব যান, সে তো সীতার বাবার অনেক পরে। ব্রজের কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বারকার কৃষ্ণের যে সম্পর্ক, রামের সঙ্গেও রাম-লক্ষ্মণের সেই সম্পর্ক। ..... আগের দিনে প্রথম সন্তানকে কিছুতে জড়িয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হোত। .....(মামা সম্বন্ধে) ঋণশোধ করা যায়না। তোমার উপকার করতে আসিনি। তোমার টাকা গচ্ছিত আছে। মামা মায়ের কতো সেবা করেছেন। ৩০/৩২ বছরে বিধবা হয়েছেন। আমার জন্য ফিট্ হতেন। মামা ১২ মাইল পথ হেঁটে যেয়ে বলতেন ঃ ওতো ভালোই আছে, এইটা পাঠিয়েছে। সব অভাব দুর করতেন।

(গোত্র নিয়ে কথা) .....৫৯১ খ্রীষ্টাব্দের আগে হিন্দু-মুসলমান কোথায় ছিল? হিন্দু-চর্চা ছিল; ওঙ্কার ব্রহ্মের ঠিক নীচে (?)। পুরাণ থেকে কোরাণ। ভারতে ইরাক, ইরাণ, রোম সব কিছু ছিল। গোটা য়ুরোপটাই একটা দ্বীপ ছিল। ওটাই লংকা। জরাসন্ধ কি বিহারে ছিল? সপ্তদ্বীপের; তিনি কখনো খুনাখুনি করতে পারেন না। তোর সঙ্গে যে রকম বহু বছর ধরে হচ্ছে, এটাও তেমনি। (চৌধুরীর বাড়ীর পায়ের ছাপ সম্বন্ধে) মহান্ কারণে হয়েছে। ননী সেন ঃ—কোন বিপদের সম্ভাবনা দূর করতে? দাদা ঃ—হ্যাঁ, তা হতে পারে। (দীনেশদাকে) তোমার বাড়ীতে উনি প্রকাশ হয়েছেন। তাই বলে প্রারব্ধ কেটে গেল, মনে কোরো না।

২৭.১১.৮০ (তদেব) [দাদা দিল্লী ও চন্ডীগড় ঘুরে কিছুদিন হোল ফিরেছেন। দিল্লীতে Fertilizer Corporation of India-র Commissioner, যিনি আগে লন্ডনে Deputy High Commissioner ছিলেন, সেই মুসলিম ভদ্রলোক সস্ত্রীক মহানাম পান। এরা বাড়ীতে সত্যনারায়ণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। Supreme Courtয়ের জজেরা এবং বিভিন্ন Deptt.য়ের সেক্রেটারীরা আসেন। চিন্তামণিদা উপস্থিত আছেন।] দাদা ঃ—চিন্তামনি কি জাগতিক হতে পারে? শ্যাম আর শ্যামা কি এক? যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন, গোবিন্দ, গোবিন্দের গোবিন্দ, তাঁর সঙ্গে শ্যামা?.....ভূতপ্রেতইতো। সাধুসন্ন্যাসীরা আসনের কথা বলে। সন্ন্যাস না হলে আসন হবে কেমন করে? বেটারা আসন করে কপালের মাঝখানে তাকায়। ওতে কী হবে? কী realise করবে? বুঝবার কিছু আছে কি? কেন যে একে পাঠালেন, বুঝলাম না। মাকে কষ্ট দিলাম, স্ত্রীকে কষ্ট দিলাম; তার পরে দাদাজী হলাম। এর কী দরকার ছিল?.....তাঁকে পেতে হলে কি বনে জঙ্গলে যেতে হবে? যাঁকে বাদ দিয়ে আমার অস্তিত্বই নাই, তাঁকে পাবো কেমন করে?

২৮.১১.৮০ (তদেব) [বিকালে দুজনে দাদালয়ে। দাদা মামাকে দেখতে গিয়েছিলেন। ছাদে হেঁটে পরে ডাকলেন। আচার্য ও মধুদা ছিল। আচার্যের সঙ্গে কিছু কথা বলে ওকে যেতে বললেন। দোকান-প্রসঙ্গ। যতীনদার সঙ্গে ফোনে কথা। নাম না করে একজন সম্বন্ধে নানা কথা বলে শেষে বললেন ঃ অথচ আমার পা বুকে দিয়ে রাখে। হিমালয়ের বয়স নিয়ে কথা।] দাদা ঃ—এক লাখ বছর, অনেকে বলে। জানলো কেমন করে? ননী ঃ—Carbon test করে জানে। দাদা ঃ—কেমন করে জানবে? সব টালিবালি কথা। একটা ইচ্ছা থেকে পৃথিবীটা হয়েছে। চারদিকে জল ছিল, উপরে নীচে; ঠিক এইরকম জল নয়। সৃষ্টি কখন হয়েছে, কেউ জানে কি? ননী সেন ঃ—আপনার নানা কথার ভিত্তিতে হিসাব করে যে timeটা পেয়েছি, সেটা বেদাঙ্গজ্যোতিষের হিসাবের সঙ্গে মোটামুটি মিলে যায় পৃথিবীর সৃষ্টিকাল সম্বন্ধে। দাদা ঃ—এ কখন কী বলে, নিজে তো জানে না। Memoryটাও নেই। অতো প্রাচীন জানবার দরকার কি? এখানেই যে আরো কতগুলো জগৎ আছে, তা কেউ জানে? আমাদের চোখ আছে কি? ভূত প্রেত যে বলে, সে সব তো আছে। ঐ বাড়ীর (পশ্চিমের) আর ঐ (শ্বশুরের) বাড়ীর ছাদে দুই মহিলাকে দেখা গিয়েছিল। ঐ বাড়ীর ভদ্রলোক গুলি করতে যাচ্ছিলেন। গুলি করে কী হবে? যে সব মৃত আত্মীয় আবার জন্মায়নি, তারা মৃত্যুর কালে এসে দেখা দিতে পারে। ৫।১০।১৫।২০ বছর পরে আবার জন্ম হয়। .....আগেকার লোক অল্পায়ু ছিল; কারণ, খেতো খুব বেশি। মহাপ্রভুর একটা কাহিনী বলি; তাহলেই বুঝবি। তোরা সব নানান টালিবালি কথা বলিস্। এখন যেখানে বৈষ্ণবঘাটা, সেখানে Bay of Bengal ছিল; চারদিকে জঙ্গল। ঐখান থেকে সমুদ্রপথে নৌকায় করে মহাপ্রভু পুরী যান। নৌকা নয়। সাম্পান। সঙ্গে ছিল—তোরা গোঁসাই বলিস্, তখন তা বলতো না—চারজন, আর মাঝি-মাল্লা। ভাত-ডাল, শাক-তরকারী রান্না হোল; সব মহাপ্রভুর কাছে বেড়ে দেওয়া হোল। উনি কিলো ৬ ভাত এবং সমস্ত ডাল-তরকারী খেয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুম দিলেন; আড়াই দিন পরে ঘুম ভাঙলো। .....যারা মায়ের জন্য একটুও করেছে, তাদের আমার ভালো লাগে। (আচার্য বললো ঃ দাদা বলেছেন তোরা বলিস্, তারা খসে পড়ে। তারা কি খসতে পারে? হঠাৎ Sphere change করে আবার উঠে যায়।)

৩০.১১.৮০ (তদেব) আজ রবিবার। ননী সেন প্রায় ১১টায়। দাদা আগেই এসে কথা বলা শুরু করেছেন। সাধু-সন্ন্যাসী, অমুক ভগবান্, জটায়ুবাবা, বিশুদ্ধানন্দের ভূতে ঘাড় ভাঙ্গার প্রসঙ্গ। কাশীর কালীগুহ-কাহিনী। সাধারণের জন্য একটা অ্যাশ্-ট্রে, নিজের আলাদা। নিজেরটায় নাকি তিনি অপূর্ব নীলিমা দেখেন।] দাদা ঃ—সুনীলের বাবা একে সেখানে নিয়ে গেল। এ সিগারেট খেয়ে ছাই গুহের অ্যাশ্-ট্রেতে ফেললো। গুহ 'কী করেন, কী করেন' বলে চীৎকার করে উঠলো। এ বললো, আর নীলিমা দেখতে হবে না। .....ঠাকুর

কেদারঘাটে তৈলঙ্গস্বামীকে মহানাম দেন। রামকৃষ্ণ তৈলঙ্গকে দেখে 'এই তো শিব' বলে লুটিয়ে পড়েন নি? তাঁকে পুজা ও করেছেন পায়েস ইত্যাদি দিয়ে। .....স্বয়ং ও যদি আসেন, দেহটাতো আছে; খাওয়া-দাওয়া তো করতে হয়। ....(ঠাকুর-প্রসঙ্গ) জয়ন্তী মা চিঠি লিখেছেন, ইন্দুবাবু পড়ছেন। ঠাকুর : দুটো শব্দ ভুল পড়লেন; আবার পড়ুন। পরে ইন্দু বাবু ইচ্ছা করে, উল্টোপাল্টা পড়া শুরু করলে বলেন : থাক্; এতে জয়ন্তীমা, আপনে এবং আমার-সবারই— .....হবে। আরবে যান; আরবীতে কথা বলেন। কে বললো, মসজিদের পাশে শিবলিঙ্গ আছে। ঠাকুর :— আমি তো দেখছি না। একজন বললো, রামপ্রসাদ তান্ত্রিক কালীসাধক ছিলেন। ঠাকুর :—সব এক দেখলেইতো হয়। রামের প্রসাদ রামপ্রসাদ। দাদা :—আমার ছেলে আছে, মেয়ে আছে, স্ত্রী আছে। আমি কর্ম না করে, খাবার ব্যবস্থা না করে বসে বসে জপ করলাম। Reaction ভোগ করতে হবে না? নিত্যকর্ম করতেই হবে। .....ভূতের কাছে ভূত যায়; ভূত ভূতকেই পায়। (দীনেশদা কটকে Circuit House য়ে চন্দ্রমাধবদা, স্যার্ বীরেন মিত্র, অচ্যুতানন্দ সরস্বতীর মহানাম প্রাপ্তি ও ভূতের কাহিনী সবিস্তারে বলেন।) দীনেশদা :—এখানেই দাদা বলেন : বাসন্তী আস্‌ছে। পরে জানা গেল, বাসন্তীদি বলরামমিশ্রের স্ত্রী। .....দাদা :—গীতা 'কর্ম করো', কর্ম করো' এইটাই বলছে। পণ্ডিতেরা বলছে, যুদ্ধ করো, যুদ্ধ করো। .....'নিমিত্তমাত্রং' সত্য হলে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কাহিনীটা মিথ্যা। একজন খুব নামকরা সাধু বললো : আসল বীজটা দিয়ে দিচ্ছি; বৃক্ষ হবে। আরে, তোমার বীজটা ঠিক আছে তো? .....আমি revenge নেওয়া-পছন্দ করিনা। (নিখিলদার সঙ্গে কথা হোল। উনি বললেন, তারার ব্যাপার আচার্য যা বলেছে, ওটা দাদার কথা নয়। দাদা একদিন বলেন, হিমালয় দেখে তার ব্যাথাক্লিষ্ট গলায় হাত বুলিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা দূর হয়। অতুলদার স্ত্রীকে একদিন লেকে শুধান : ব্রহ্মচারী কেমন আছে? স্ত্রী : একটু খারাপ হয়েছিলো, এখন ভালো আছেন। দাদা :— এর ইচ্ছা, ও আর কিছুদিন থাকুক্। পরে আরেকদিন শুধালে স্ত্রী বলেন : এখনতো আপেলের মতো দেখতে হয়ে গেছেন।

৭.১২.৮০ (তদেব) [দাদা নানা কাহিনী বললেন।] দাদা :— এঁরা সব ভক্ত ছিলেন—সাধু নাগ মশাই, লববাবু, মনুমোহন বাবু, বসন্ত সাধু, বৈকুণ্ঠ সাধু। বসন্ত সাধুর বাড়ী ত্রিশে, মনমোহনবাবুর রামচন্দ্রপুরে। এ মাকে নিয়ে একদিন বসন্ত সাধুর বাড়ী যাচ্ছে নৌকা করে। বসন্ত সাধু স্ত্রীকে বললেন : কয়েকজন আসছেন। উনুন ধরিয়ে জল চাপিয়ে দাও। স্ত্রী :— হ্যাঁ, আমি ধরিয়ে দিচ্ছি; তুমি আবার জল দিয়ে নিভিয়ে দিও। চাল-ডাল কিছুই নাই। বসন্ত সাধু :— তুমি করো তো; ব্যবস্থা হয়ে যাবে। উনি চাপিয়ে দিলেন। ৫।৭ মিনিট পরে একজন লোক ৪/৫ কেজি চাল, ডাল, ও তরিতরকারী দিয়ে চলে গেল। নাগমশাই একদিন এক দোকানীকে বললেন, আমাকে কিছু চাল-ডাল দিন, দিন দুই পরে দাম দেবো। দোকানী দিল। ২/৪/৭/১৫ দিন ১ মাস যায়; উনি আর দোকানের পথে যান না। একদিন দোকানী ওকে দেখতে পেয়ে দোকানে ধরে নিয়ে গেল। উনি বলেন, ২ আনা আছে; পরে দেবো। দোকানী :- আপনাকে কিছু দিতে হবে না। আপনি আজীবন এখান থেকে চাল-ডাল নেবেন। .....পুজা কি বুঝাতে বঙ্গঠাকুরকে বলি : ১ ঘণ্টা পরে খুলে দেখেন, সব ভোগ থেকে খাওয়া, ধূপধুনার গন্ধ ইত্যাদি। আমার খোঁজ পড়লো। অমিয় রায়চৌধুরী তখন অনেক দূরে, এটা ১৯২০র ব্যাপার।

১৪.১২.৮০ (তদেব) দাদা : - পার্ক সার্কাসে গান্ধী যখন সুরাবর্দীকে নিয়ে বিরাট্ সভা করেন, তখন বৌদিকে নিয়ে এ সেই সভায় যায়। সুরাবর্দীকে বলায় মহীউদ্দিন পথ করে দেয় dias য়ে যাবার। বৌদি গান্ধীকে প্রণাম করেন। বিধান রায়, নলিনী সরকার প্রভৃতি শুধালে বলি, স্ত্রীর জন্য এসেছি। বিনয়, বাদল, দীনেশ, মাষ্টারদা প্রভৃতিকে বলি, রক্তপাত ছাড়া স্বাধীনতা হয় না। জমিদারী কেউ এমনিই ছেড়ে দেয়? .....ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে জেলে ছিলাম। এ Hitler কে বলে, রাশিয়া আক্রমণ কোরো না, লণ্ডন আক্রমণ করো। .....সুভাষের সঙ্গে পাশাপাশি বসে কলাপাতায় খাই। বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে ও বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

১৭.১২.৮০. (তদেব) দাদা : Highest bid দিয়ে একটা জিনিষ কোন গুরুভাইয়ের কাছ থেকে কিনলে কারুর কিছু বলার থাকে কি? (মধুদা হাসছেন। তার Lake Gardens য়ের বাড়ীর ছাদ দাদা কিনছেন।) .... হরিপদ একটা Center করার কথা বলছে। দয়ালাল ফোনে জানিয়েছে, পিতাজীরও ঐ রকম অভিপ্রায় আছে। বলেছি, বোম্বে যেয়ে কথা হবে। এ চাইছে। কিন্তু ওনারা বাধা দিচ্ছেন। .....Minerva Theatre য়ে Box য়ে বসে smoke করায় proprieter আপত্তি করলো। ৪/৫ বছর পরে তার থেকেই ওটা কিনে নিলাম। বৌদির জন্য B. Sarker য়ের দোকানের সব jewellery দেড় লাখ টাকায় কিনতে চাই। ১৯৬৬তে প্রভার মেয়ের বিয়ে দিই।

সেই বছরই মা মারা যান। (নিখিল দত্তরায় বললো ঃ মেয়ে ঘুঙুরের একটা গুটি গিলে ফেলেছে। কী করি? বললাম, ঠাকুর! এ তুমি কী করলে? সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে বমি করে ওটা বের করে দিল। ঝর্ণা (স্ত্রী) আরো অনেক ঠাকুর পূজা করতো। দাদার আপত্তি। এক বার ৪/৫ দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে। একটা বড়ো বাটীতে অনেকগুলি বাতাসা দিয়ে ঢেকে দিয়ে মনে মনে বললো, ঠাকুর। তুমি যদি সত্য হও, তাহলে একটাও যেন না থাকে। ফিরে এসে তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘর খুলে দেখে, সব বাতাসা খাওয়া।

২১.১২.৮০ (তদেব) [আজ রবিবার। ১১টার কিছু পরে দাদালয়ে।] দাদা ঃ—কামনাটাও নিষ্ঠার সঙ্গে করলে তাতে ক্ষতি হয় না। (দক্ষযজ্ঞ ও সতীর কাহিনী।) ....রবীন্দ্রনাথ Calcutta Radioর উদ্বোধন করেন আবৃত্তি ও গান দিয়ে। এও গান করে। ১৯৪০য়ে জিতেন মৈত্রের সঙ্গে আলাপ। ....মহাপ্রভু কৃষ্ণের চৈতন্য, কৃষ্ণের ও কৃষ্ণ। ....ভোলাগিরিকে ভালো লাগতো। বলতো, চাবিটা রামভাইয়ের হাতে আছে। ....মানুষ মরতে চায়না, ভয় পায়। ......রজনীকান্ত এর LakeTerrace য়ের বাড়ীতে আসেন। বৌদির আত্মীয়। তাঁর ছেলেমেয়েরা আর্থিক অসুবিধায় পড়লে এ সাহায্য করতো। অতুলপ্রসাদকে দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ এর সম্বন্ধে কী কবিতা লিখেছিলেন, এর মনে নেই। (গৌরীদির কাছে গৌতমের অফিসের শনিবারের ঘটনা শুনলাম। গৌরীদিঃ— গৌতম বন্ধুদের কাছে দাদার কথা বলছিল। কেউ কেউ ওকে taunt করছিল। তারা শুধালো, তোমার দাদা কি সর্বব্যাপী? হিরণ্যকশিপুর কাছে যেমন নৃসিংহ প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি হতে পারে? গৌতম ঃ আমি তাই মনে করি। এর কিছু পরে গৌতম টিফিনে গেল। ওর বন্ধুরা অন্য একটা ঘরে। হাওয়ায় সে ঘরের দরজা বার বার পড়ছিল। শেষে বন্ধ হয়ে গেল। ওরা তখন বললো ঃ তোমার দাদা এসে এটা খুলে bang লাগিয়ে দিক্। একটু পরেই দাদা এসে দরজা খুলে bang লাগিয়ে দিলেন। বললেনঃ এবারে হয়েছে তো। ওরা তারপরে দাদার চেহারার বর্ণনা দিল; হুবহু দাদা ঃ maroon রংয়ের লুঙ্গি, হাফহাতা পাঞ্জাবী, কোঁকড়া চুল।

২৮.১২.৮০ (তদেব) নিজের পূর্বপুরুষদের কথা। দাদা ঃ—রামশরণ রায়, মুকুট রায়, ...রায়। বরিশালের সোলেমানপুর থেকে কুমিল্লায় যায় কেদার রায়—বারো ভুঁইয়ার একজন। ......বেণীবাবুর টাকার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। আব্দুল হালিম গজনভির কাছ থেকে বরোদা ব্যাংকের বাড়ীটা কিনি কুমিল্লার ২৫ বিঘা জমির বদলে। আর তাঁর জামাই রসুলালি কারুকির কাছ থেকে Lansdowne Terrace য়ের বাড়ীটা। (যতীনটার ফোন। দাদা মন্টুকে সকাল ৯টায় দোকানে যেতে বলেন) যতীনদা ঃ—ও B.A. পরীক্ষা দেবে। দাদাঃ—ও যদি B.A. পাশ করে, তাহলে দাদাজী ফাদাজী হয়ে যাবে। যতীনদা ঃ—ও disinterested. দাদা ঃ—তুই রেগে গেলি নাকি! ..ত্রিগুণাতে বিশ্বশ্রবাঃ-র জন্ম, —রাবণের বাবা। ওটা কি সাধন-ভজন করে হয়? উনিই আসছেন।, উনিই যাচ্ছেন; তুমিটা কোথায়? রাম বলতেন ঃ ভগবান্ পাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে; কেউ চিনতে পারলো কি? .....ধীরা স্থিরা গম্ভীরা রসে নিমজ্জিত। ঐতো ত্রিশূল। সহস্রার বিকশিত হয়ে আছে। আস্তে আস্তে যখন বুজে আসে, তখনি মনটা মঞ্জরী হয়। .....কেউ তো সারা জীবনে এক কণাও ভাত খাওয়াইলো না।

৭.২.৮১ (তদেব) [রাত্রে দাদালয়ে। যতীনদার ডাক পড়ে; কিছু পরে ননী সেনের। তার আগে নীচে নিখিলদার সঙ্গে কথা। নিখিলদা ঃ—দাদা ১ মাসের মধ্যে cement য়ের permit পেয়ে গেলেন। Officer দাদার কাছে আসেন। ঢুকেই বাথরুমের দরজার উপরে দাদার ফোটো দেখে বলেন, এঁকেইতো আমি স্বপ্নে দেখেছি। পাশের বাড়ীর একটি ছেলে রাত্রে বাগানে গেছে বিরাট্ কাছি নিয়ে গলার দড়ি দিতে। সবাই ওকে খুঁজছে; আমিও। মনে মনে বলছি, দাদা! ছেলেটা যেন না মরে। গাছে দড়ি বেঁধে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়লো। দড়িটা ছিঁড়ে গেল; ছেলেটা বাঁচলো। এদিকে দাদা কী নিয়ে experiment করতে করতে ডান হাতের wrist য়ে acid ফেলে পুড়িয়ে নিলেন।]

৮.২.৮১. (তদেব) [আজ রবিবার ১০টা নাগাদ দাদালয়ে।] দাদা ঃ—অসুরদের গুরু আবার শুক্রাচার্য। দেহের ভিতর যে তরল পদার্থ আছে, তার তত্ত্বও সে জানে না। কবিরাজ মশাই শুনে বলেন, অপূর্ব। এ রকম ব্যাখ্যা শুনিনি। মহাভারতের কথা অমৃতসমান। .....জীবন্ত থাকতে কি পরমানন্দ হয়? ....(জটা-প্রসঙ্গ ও জটায়ু-কাহিনী মহাজাতিসদনের।) .....বিবেকানন্দ ও একটি মহিলা (কেশরী.....) তৈলঙ্গস্বামীর কাছে দীক্ষা নেন। ....এর Lake Terrace য়ের বাড়ীতে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এবং ডঃ সুজ[illegible]নিন্দ গোস্বামী ভাড়াটে ছিলেন। একজনের ভাড়া দিতে অসুবিধা হলে বলা হয় ঃ ভাড়া দিতে হবে না। ....[illegible]মেরিকা-প্রবাসী মেয়ে সস্ত্রীক ননী

সেনের আমেরিকা যাবার permission চায়।) দাদা ঃ—তোর বাবা-মা কি ছেলে-মেয়ের চেয়ে আমাকে বেশি ভালবাসে? যাবে না কেন? ওখানে থাকলে আমারও সুবিধা হবে। Germany টার্মানিতে সঙ্গে যেতে পারবে।

১০.৩.৮১ (তদেব) [দাদা আজই বোম্বে, ভাবনগর প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা করে ফিরেছেন। ননী সেন দাদালয়ে পৌনে ৮য়ে। ডাক পড়লো ৯.৪০য়ে।] দাদা ঃ—শূদ্রেরীর জগদ্‌গুরু নিজেই আসেন। তর্ক করেন নি। বছর ৬৫ বয়স। কামদার তাঁকে ১০০১ টাকা ও ফলাদি দিয়ে প্রণাম করতে চেয়েছিল। এ বললো, তাহলে এ চলে যাবে। উনি এলেন; গলায় রুদ্রাক্ষের মালা; মাঝে তিনটি গুটি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। দাদা তিনটি গুটি একত্র মিলিয়ে একটা করে দিতে চাইলেন ও তার গন্ধ শোকাতে চাইলেন। ওঁর আপত্তি। দাদা ওটা করে দেখিয়ে আবার তিনটা করে দিলেন। বাঙ্গাল ভাষা জানে না; বাংলা কিছু বলতে পারে। বোধ হয় তামিলী। রোজই আসতে চান; এ আপত্তি করে। কলকাতায় বোধ হয় ১৫ই নাগাদ আসবেন। রজনীশও আসে। এ তাকে sex সম্বন্ধে বলেনঃ ওটা দেহের মধ্যেই আছে। ডঃ আর্ এল্ দত্তের সঙ্গে জগদ্‌গুরুর অনেক কথা হয়। Freeman য়ের একটা লেখা দেখানো হয়। বলি, জগদ্‌গুরু কে, জানো? যাঁর দেহে ৮ জায়গায় ৮ রকমের গন্ধ আছে, তিনিই জগদ্‌গুরু। এই দেখো। রজনীশকে আরো বলি, তোমাদের sex টা কি? পাইখানা হলে আনন্দ পাওয়া যায় না? তবে একটা সময়ে ওটা food.

২২.৩.৮১. (তদেব) [আজ রবিবার। দাদালয়ে ১১টা নাগাদ]] দাদা ঃ—সিদ্ধার্থ আর শাক্যসিংহ কি এক? বুদ্ধ ৭জন ছিল। চীনে যায় নি। জাপানের vibration চীনে লেগেছে। .....কপিল লিখে বললো, ভুল লিখেছি। .....এলামইতো নারীর সঙ্গে প্রেম করতে। সুন্দরী হওয়া চাই। এই কথাটা ছেলে বেলা থেকে বলছি; কেউ বোঝে না। .....—আনন্দ লেকে দেখা হলে নমস্কার করে।

৩.৪.৮১ (তদেব) দাদা ঃ—(পূর্ব) পাকিস্থান থেকে যখন আসি, তখন ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা income tax ধরেছিল। শেষে কামিনী দত্ত, যিনি এদের estate য়ের উকিল এবং তখন ওখানকার Law minister, তাঁর সই-করা সব document দেখান, যাতে প্রমাণ হয়, সব tax দেওয়া হয়েছে। এখন আবার এসেছিল খোঁজ নিতে Lake Terraceর বাড়ী সম্বন্ধে, যা I. T. Dept য়ের ধারণা, কোন মুসলমানের কাছ থেকে gift পেয়েছি। আসলে Clive St.য়ের এবং Lake Terrace য়ের বাড়ী gift হিসাবে পাই। সেই document খুঁজে পাচ্ছিলাম না; headache হয়েছিল তাই নিয়ে। পরে কাল নিজে গাড়ী চালিয়ে Lloyds Bank য়ের locker য়ের মধ্যে ঐ document টা পেয়ে নিয়ে আসি। .....ইন্দিরা কংগ্রেসের ডাকা আজকের বন্ধ খুব Successful. কংগ্রেস এলে Industryকে খুব সুযোগ-সুবিধা দেবে। Education য়েও অনেক change আনবে। এক Vice-Chancellor য়ের সঙ্গে আরেক Vice-Chancellor দেবে। অবশ্য এটা এরাও করবে। তবে যে কোন রাষ্ট্র চালাতে হলে ত্যাগ চাই। না হলে নিজের দলের লোকরাও পছন্দ করবে না। .....(জনৈক ব্যক্তিকে) তোর সঙ্গে আমার ৫০ বছরের বন্ধুত্ব। তুই একটা বাচ্চা ছেলের কথা শুনে এতো দিনের এতো সব দেখা-শুনা যদি ভুলে যাস্, তাহলে না আসাই ভালো। ....ধীরা স্থিরা গম্ভীরা হোল ত্রিশূল। ....ভবিতব্য কেউ রোধ করতে পারে কি? কৃষ্ণ পেরেছে কি? প্রলেপ দিতে পারে।

১৮.৪.৮১ (তদেব) দাদা ঃ—১৯৩৯য়ে ৭নং কুডু লেনে কবিরাজ মশাই। গৌরীশাস্ত্রীকে এর কাছে পাঠান। দাদা কবিরাজমশাইকে বলেন ঃ ভূতকে ভূতেই মারে। ২ দিন পরে বিশুদ্ধানন্দ ঘাড়ভাঙ্গা অবস্থায় bath-room য়ে মারা যান। কেউ বলে, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ। .....সত্যেন বোস, রমেশ মজুমদার ও প্রিয়দারঞ্জন মহানাম পান। সত্যেন বোস একটা মাটির খুড়ি নিয়ে আসেন। এ বললো ঃ এতে বীজ দিলাম। বিকেলে একটা বড়ো আপেল হবে। কাল পাকলে খেয়ে নিও। ....এর মহাতপার সঙ্গে দেখা হয়, বয়স ৫০০ বছর।

২৬.৪.৮১ (তদেব) [আজ রবিবার। ১০.৩০টায় দাদালয়ে।] দাদা ঃ—ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে invite করলো খেতে; বিদুরও। বিদুরের খুদকুড়াই উনি খেলেন। ক্রুদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বন্দী করলেন। কিন্তু, তিনি গেলেন অন্তঃপুরে। তার পরে প্রকৃতি তাঁকে ছেড়ে দিল, পথ করে দিল বেরিয়ে আসার। এর অর্থ কেউ বোঝে কি? ....জগদ্‌গুরু তুলসী ও শংখচূড়ের কাহিনী তোলেন। এ বলে ঃ তুলসীকে তো Argane (?) বলতো, —Antiseptic. তুলসীর সঙ্গে নারায়ণের প্রেম হোল? তুলসীর কি দেহ আছে? আর যদি জাগতিক দৃষ্টিতে মনে করিস্, নারায়ণ ঐ কাজই করলেন, তাহলে তার চেয়ে ভাগ্যবতী আর কে আছে? প্রেম কি দেহের সঙ্গে হয়?

কৃষ্ণ রুক্মিনীকে হরণ করলেন। সবাই ভাবলো, পরস্ত্রীকে হরণ করলো। কী অপূর্ব প্রেম। সেটা বুঝলো না। .....জগদ্‌গুরু যোগের কথা বলেন। এ বললো : কথাটা তো যুক্ত। কোন্ যুগ? ১২ বছরে এক যুগ হয়; সেই যুগ? না, ৪০০০/৫০০০ য়ে এক যুগ হয়? না, ৭৮২ অক্ষৌহিণীতে এক যুগ? .....তৈলঙ্গস্বামী গঙ্গায় ভেসে বেড়াচ্ছেন; রাম কেদারঘাটে দাঁড়িয়ে। স্বামী উঠে এলে রাম বললেন, এ সব করে কোটি জন্মেও কিছু হবে না. বলে নাম দিয়ে বললেন : আরেকবার আসুন্; তার পরে মুক্তি। .....দেহ থাকতে সন্ন্যাস হবে কেমন করে? আর ব্রহ্মচারী! সে তো অবতারশক্তি। নামটা প্রকাশ পেয়েছে; ৪ হাতওয়ালা কিছু নয়। .....মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বললেন : নিত্যানন্দ। আমি আর বেশি দিন নাই। আপনাকে বিয়ে করতে হবে। একটা নয়, দুটো। দুটো কেন বললেন, কে জানে? হয়তো বিশেষ কারণ ছিল। (একটা ego ছিল, না কি যেন বললেন।) মহাপ্রভু কি বোকা পাঁঠা ছিল? সে কী কখনো মন্ত্র দিয়েছে? বলেছে, আমি গুরু? রঘুনাথ দাস তাঁর একটা ছবি এঁকেছিল। .....উপেন সাহার বাড়ীতে ঠাকুর। উপেন সাহা scotch Whiskey খায়। লোকে বললো, আপনি এর বাড়ীতে আছেন? ঠাকুরঃ— ওটা খাইলেই বা কি, না খাইলেই বা কি? দেখুন্ তো, ঐ গাছতলায় একজন ব্রাহ্মণ বসে আছেন। তারা গিয়ে দেখে, ছেঁড়া লুঙ্গি, ফতুয়া ও মাথায় টুপি একটি লোক বসে। ওরা শুধালো, আপনি কি জাত? সে বললো, জাতের কথাতো বাপমাও বলে নাই, গুরুও বলে নাই। প্রশ্ন :—আপনার নাম কি? উত্তর : চেরাগালি মিঞা। দাদা :— এখানে আছেন নবাব ফিরোজ খাঁ .....ওকে ব্রাহ্মণ বলা চলে। পরীক্ষায় পাশ করলে ও বলে, তাঁর ইচ্ছা; ফেল করলেও বলে, তাঁর ইচ্ছা। .....ত্রিশূল। বিষ্ণুপুরাণে আছে, শিব আর গণেশের যুদ্ধ হয়। শিব ত্রিশূল ছুঁড়ে গণেশের মাথা কাটেন। দুর্গার হাহাকার। জলের তলা থেকে নারায়ণকে ডাকলেন। সে সামনে আর কিছু না পেয়ে চক্র দিয়ে হাতীর মুণ্ডু কেটে লাগিয়ে দিলেন। .....তিনি কাশীতে থাকেন; কাশীতেইতো থাকেন। ত্রিশূলের মাথায় কাশী; সেখানে তিনি। দেহের মধ্যে থেকেও শূন্যে আছেন। .....মনুভাই প্যাটেলের স্ত্রী যায় যায় অবস্থা। প্যাটেল দাদাকে ফোন করে বললো, আজ রাতটা বড় জোর হয়তো টিকবে। রাত্রে নার্স কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম চাইলো। প্যাটেল স্ত্রীর কাছে। কিছু পরে দেখে, চন্দনপরা দুটো ছোট্ট পা স্ত্রীর শরীরের উপর দিয়ে হেঁটে গেল। স্ত্রী মহানন্দে 'গোবিন্দ, গোবিন্দ' বলে চীৎকার করে উঠলো। প্যাটেল ভাবলো, মারা গেল নাকি? পরে দেখে, ঘর গন্ধে ভর্তি। আমেরিকার ডাঃ সরকার invited হয়ে রাশিয়া যান Heart patient য়ের চিকিৎসা করতে। তিনি দেখে বললেন, এটা Heart disease নয়, gastric trouble. আমার গুরু দুর থেকেই দেখতে পান। রাশিয়াতেই একটা পা কেটে জোড়া দিতে হবে। সব ডাক্তার বললো, মাস ছয়েক লাগবে normal হতে। সরকার বললেন, ২১ দিনে normal হবে। আমেরিকায় একটা delivery case; Caesarean য়ের জন্য team of doctors ready. দাদা বললেন : operation করতে যেওনা; ৫ মিনিট অপেক্ষা করে দেখ না, কী হয়। ৫ মিনিটে বাচ্চাটা আপনা থেকে বেরিয়ে পড়লো। কী, উল্টোপাল্টা কিছু বলেছি? বিকালে আসিস্।

৩.৫.৮১ (তদেব) [আজ রবিবার। ১০ টায় দাদালয়ে। ডঃ টিকাদার আছেন।] দাদা :—ব্রহ্মচারী কি? শিবশক্তিযোগ, অবতারশক্তি। .....বিশ্বরূপের চেয়ে সুদর্শন অনেক উঁচু স্তরের ব্যাপার। ....Sex টা তো অমৃত; ভিতরে রাধাগোবিন্দের মিলন হচ্ছে। তাকে আমরা বিষ করেছি। (শংখচূড় ও তুলসীর কাহিনী; সতীত্ব নাশ।) সুন্দরী যুবতি; নারায়ণ তাকে দেখেই.....; তুলসীও তাঁকে দেখে পাগল হয়ে গেল। তাঁর প্রেম তাকে চারিদিক্ থেকে বেষ্টন করলো। .....ধৈর্য ধরতে হবে; ধৈর্যচ্যুত হলেই সব গেল। ... দেহ থাকতে সন্ন্যাসী হবে কেমন করে? ....প্রকৃতির ত্রিশক্তি। তোরা বলিস্ সহস্রার। ত্রিবান্দ্রানাম্ ও নাম; ওটাই ত্রিরস—ধীরা, স্থিরা, গম্ভীরা। দেহের মধ্যেই সঙ্গম হচ্ছে। .....২টা article লিখে দে। ১টা general, আরেকটা scientist য়ের জন্য। Indian English না হয়।

১৫.৫.৮১ (তদেব) দাদা :—হরিপদ, কালীপদ, পিতাজীর কাছ থেকে ফোন এসেছে, সব unconscious. সব এক সঙ্গে যাবে নাকি! হরিপদ বলে, দাদাকে আসতে বলো; না হলে ভালো হবো না। বলি, আমি তো দেখছি, যাবে না। দু দিন পরে ফোন কোরো। ২ দিন পরে বলে, ভালো আছে; আসতে চাচ্ছে। বলি, ১০/১২ দিন পরে। মাইজীকে বলি, এক দিন পরে জানিও। ১দিন পরে বলে, ভালো আছে। .....২/৩টা article লিখে দে।

১৭.৫.৮১ (তদেব) [১১টায় দাদালয়ে। আজ রবিবার। দাদা ১২টা নাগাদ উপরে চলে যান। তার পরেই এলো গৌতম। একটু পরেই মধুদা ও নিখিলদা। নিখিলদা বললেন : কাল দাদার নোতুন বাড়ীর (মধুদার বাড়ীর

উপরে) ছাদ ঢালাই হয়ে যায়। আজ ছাদে জল দিয়ে দুজনে দেখছে, কোথাও জল পড়ছে কিনা। হঠাৎ দেখি, এখানে-সেখানে জল, ছোট ছোট পায়ের ছাপ, গন্ধ। গৌতমকে নিয়ে আমরা নাম গান শুরু করলাম। দরজা, জানালা সব খোলা। গৌতম একটা গ্লাসে জল দিল। সারা ঘর গন্ধে ভর্তি। উপর থেকে ওদের গায়ে জল পড়ছে; পায়ের ছাপ। আমি লুঙ্গিপরা দাদাকে দেখলাম। গ্লাসের জল তীব্রগন্ধ ঘন চরণজল হয়ে গেছে। এটা ১১টা ২০ মিনিট থেকে শুরু হয়। (দাদা-ঐ লুঙ্গি পরেই বসে ছিলেন নীচে। খোলা ঘরে এই জাতীয় ঘটনা এই প্রথম।)

(সন্ধ্যায় প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে দাদালয়ে। দাদা ৮টার কিছু পরে এলেন।) দাদা ঃ—এর ভাইপো পবিত্র (৬৩ বছর) retire করে ছেলের চাকরীর জন্য এর কাছে এসেছে। আরেক ভাইপো ননী পাঠিয়েছে। পবিত্রকে (ক্লাস VIII পাশ) এই চাকরী দেয়। ২৫০০্ টাকায় retire করে বাড়ী করে ৩০/৩৫ বছর পরে আজ এসেছে। ননীই পাঠিয়েছে। এর অবস্থা যদি খারাপ হোত, তা হলে অভিকে কি কেউ পুছতো? আত্মীয়দের থেকে দুরে থাকতে হবে। তবে মাখন অন্য রকম। .....(মিসেস্ সেনকে) আমি ওকে ভালোবাসি; আমি না বাসলেও উনি ওকে ভালোবাসেন। প্রারব্ধের কথা ছেড়ে দে। তোমাকেও ভালোবাসি। আর উনিতো তোমাকে ছাড়া থাকতে পারেন না। আমি ছেলেটাকেও খুব ভালোবাসি। ছেলে brilliant এবং অত্যন্ত ভালো। মেয়েটাকেও খুব ভালোবাসি। মেয়ের অভিমান হয়। তবে জামাই অন্য ধরণের। আমি সব plan জানি। (আমেরিকায়) ইঞ্জিনিয়রদের চাকরী থাকবে না; আর কিছু দিন পরেই গেল বলে (?)। ডাক্তারদের থাকবে। ছেলের আরো ২০ বছর থাকবে। ....তুই না এলে ভালো লাগে না। তাই অন্যদের বকাবকি করি। (মিসেস্ সেনকে আজ ২/৩বার আদর করলেন, চুমো দিলেন, 'সুন্দরী' বললেন। ১০.৩০টায় উঠতে বলেন।)

৭.৬.৮১ (তদেব) [আজ রবিবার। দাদালয়ে প্রায় ১১টায়। সামনে বসতে হোল। যতীনদার বন্ধু এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিছু প্রশ্ন করেন। সে চলে গেলে ঐ প্রসঙ্গ।] দাদা ঃ—ভক্তকে চেনা সম্ভব নয়। চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। .....Social service করে donation নিয়ে। বলে, আমাকে Chairman করতে হবে, আমাকে ঐটারও দায়িত্ব দিতে হবে। লোক চেনা বড় শক্ত। .....(ননী সেনকে) শরীর ভালো আছে তো? মন? কাল আসিস্। কাজ থাকলে মঙ্গলবার আসিস্। মাণিককেও আসতে বলিস। .....'শিশু' মানে বোকা, বলেছিলাম কবিরাজ মশাইকে। .....(মিসেস্ সেনকে) সুজিতের (সাহা) মড়ক লেগেছে; ওর শ্বশুর তো মর-মর। ননী সেনের মড়ক লেগেছে। আমার মড়ক কেন লাগছে না, জানি না। চিন্তা কোরো না; উনি সঙ্গে আছেন। ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে; যখন-তখন যা-তা বলছে। ও বলেই সহ্য করছি; অন্য কেউ হলে সহ্য করতাম না; আর ওই এইরকম বলতে পারে। মিসেস্ সেন ঃ হ্যাঁ, ও বলে, এরকম বলার কারুর সাহস আছে? (শুনে হাসলেন।)

১৫.৬.৮১ [দাদা সোমবার সকালে আবার বিশ্ববিজয়ে যাত্রা করলেন। সকাল ৬.৩০ টায় plane take-off করার কথা। দিল্লী হয়ে সোজা জার্মানী। সেখান থেকে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি হয়ে লণ্ডন; সেখান থেকে Los Angeles, Hawaii, Japan, Australia, Hongkong হয়ে কলকাতা। ২রা আগষ্ট রবিবার থেকে ফিরে এসে আবার বসবেন। আগামীকাল রাত ২.৩০ টায় দিল্লী থেকে Germany যাত্রা করবেন।

২০শে জুলাই এলো অভিদার ১০.৭.৮১র লেখা চিঠি Harvey-র Oncas Island য়ের বাড়ী থেকে। লিখেছেন ঃ—Nov. 1971 এ দাদা (বলেন)—"রাজা গজা উজীর নাজির তন্ত্র মন্ত্র আগম নিগম কোনও কিছুই থাকবে না এই তালিবালি লোকটার কাছে। আজ ভাবছিস্ চালাক, প্রকৃতি ছাড়বে না, Question of time." তাই হচ্ছে। Step by step. West Germany-র পর Belgium Royal family এসে পড়লো। কত রকমের অসুখ সেখানে—তবে Grand meeting হোল—ভবিষ্যৎ আগে থেকেই তৈরী। Harvey Freeman Frankfurt য়ে এসেছেন receive করতে। Delhi থেকে। 17th রাত ২টায় plane য়ে চড়লাম। দিল্লীতেও লোকসমাগম। Belgium ভালভাবেই জমেছিল।

বেলজিয়াম থেকে লণ্ডন—লণ্ডনেও প্রত্যেকটা সূত্র ধরে যাদের আসার তারা এসে যাচ্ছে। হার্ভে ফ্রীম্যান ছিল সঙ্গে—অপূর্ব বলছে—দাদাময় বাণী। সবাই ভাবছিল দাদা এবার কী করবেন প্রতিদিন সুন্দর সমাবেশ। দাদা বলতেন—Video cassette করা হোল। শেষের দিকে High Commission Military attache, Ireland—Scotland, Harvey street এর ডাক্তার—Nigerian Bank chief এলেন—সময় কম—পরের বারের জন্য তৈরী অনেকে including united Nations—

আজ হার্ভের নতুন বাসা—Orcas Island. Louis Foundationএর Louis— তার ও হার্ভের ব্যবস্থায় সুন্দর সান্ধ্য বৈঠক হোল। Louis দাদাকে খুব ভালোবাসে। হয়তো উৎসবে আসবে। Article ও আছে।

কাল Portland—খানিকটা জাহাজ—খানিকটা car—তার পরে Eugene Portland এ Church এ অধিবেশন হবে। 16th Los Angles এ—C/o.6811 Zumirer way, Los Angeles, Malibu, California 90265—17 to 25th July. Phone—213—457—9795. TV—Church—বিরাট সম্বর্ধনা—হয়তো এখানে অনেক কিছু ঘটবে—25/26th পর্যন্ত। তার পর Hawaii—২/৩দিন—তার পর হয়তো জাপান হংকং হয়ে মাসের শেষে বা 2\3rd Aug. দিল্লী এবং কলিকাতা। দাদা এবার খুবই ভালো আছেন—বল্লেন 'ননীকে লিখলি না' ব্যস্।"

৭.৮.৮১ (তদেব) [কাল দাদার প্লেন ১০.২৫য়ে land করে। ভাইঝির বিয়ের জন্য ননী সেন যেতে পারে নি। আজ ১০.২০ নাগাদ দাদালয়ে। উপরে হরিদা-কালীদা। নীচে দিল্লীর মিঃ চ্যাটার্জি, সমন ও গৌরীদি। চ্যাটার্জি বললেন ঃ আরো সকালে দাদা আমাকে দুটো article দেখিয়েছেন। একটা Nobel laureate physicist য়ের। সেটায় দাদা 'nuclear existence.' আরেক জন Chemist নাকি দাদাকে বলেছেন'alchemist.' দাদা নাকি ১ ঘন্টা ইংরেজীতে lecture দেন। Reagan য়ের স্ত্রীর paralysis ভালো করে দেন। গৌরীদি বললেন, পর পর কয়েকটা রবিবার অনেক ঘটনা ঘটেছে তাদের বাড়ীতে—পায়ের ছাপ, সব জল চরণ-জল হয়ে যাওয়া, বন্ধ বাড়ীর এক ঘরের transistor অন্য ঘরে জানলার কাছে গিয়ে য়ে top volume বাজা ইত্যাদি। অতুলদার বাড়ীতে আয়নায় দাদার ছায়া পড়তো। কিছু পরে সুনীলদা এলেন। বললেন, যার ভালো লাগে, সে আসে। ১১.৩০ টা পর্যন্ত বসে থেকে গৌরীদিকে বলে ননী সেন উঠে পড়ে। ১.১০ নাগাদ বাড়ীতে দাদার ফোন। বললেন ঃ তুই এসেছিস্, কেউ বলে নি। Linus Pauline দুবার Nobel Laureate (ইত্যাদি)। আসিস্।

৯.৮.৮১ (তদেব) [আজ রবিবার। দাদালয়ে পৌনে ১১তে। আগেই চৌধুরী গত কাল রাত ৯.৩০ টায় অনিলদার (ব্যানার্জি) মারা যাবার কথা বলেন। দাদা আগেই নীচে আসেন। ননী সেনকে বৌমা নিয়ে ঠাট্টা। মানা তিনটি article পড়ে শুনালো। দাদা নাকি ১/১.৩০ ঘন্টা States য়ে ইংরেজীতে lecture দেন।] দাদা ঃ—Gesus আর chemist এক নয়। christ পছন্দ করতো না; সহজ লোক ছিল। জাপানে strike ছিল; কোন কাজ হয় নি। ফিজি ও New Zealand য়ে তো ভারতীয়রাই প্রথম বসবাস শুরু করে। .....Malibu তে Sally Sacks য়ের বাড়ীতে ছিলাম। মিসেস্ রিগান—পাশের বাড়ীর—আসেন।

১৬.৮.৮১ (তদেব) [আজ রবিবার। দাদা ১১টার কিছু আগে নাবলেন। আমেরিকার কথা।] দাদা ঃ—য়ের বাড়ীতে। স্বামী Jack. দালাই লামা, বালযোগেশ্বর প্রভৃতি অনেকে তাঁর বধির ছেলেকে আশীর্বাদ করে; কিছু হয়নি। এ দুকানের পাশে হাত বুলালে ভালো হয়ে যায়। এটা গত বারের কাহিনী। ....আনন্দটা উপভোগ করতে পারলে হোল। Individual টা সাধু হতে পারে কি? এবারে বা সামনের বছরে এমন লোক আসতে পারে, যে রকম লোক India য় কখনো আসেনি। .....ওরা নাকি মানুষের bodyও গড়েছে; সেটা কি dead body? একটা bodyতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঢুকে আছে। ৫৪ লক্ষ nerves, tissues 3 wormsও থাকে। .....(গোপালদাকে নিয়ে ঠাট্টা।) .....এ তৈলঙ্গ স্বামী বা লাহিড়ী মশাইকে দেখে নি। ওঁর স্ত্রীকে দেখেছে। তখন তাঁর বয়স ৯২। হরিহর বাবা, কুকুর বাবা, নিগমানন্দ প্রভৃতিকে দেখেছি। .....(গোপালদাকে দেখিয়ে ননী সেনকে) রোজ সকালে উঠে হাত জোড় করে ওকে প্রণাম করবি। বাসায় বসেই করবি। (১২.১০ নাগাদ সভাভঙ্গ।)

৫.১০.৮১—৮.১০.৮১ (সোমনাথ হল) ৫ই অক্টোবর ৭মীর দিন সন্ধ্যায় সোমনাথ হলে প্রথম আসর বসে দাদার উপস্থিতিতে। প্রায় ১০/১২ জন য়ুরোপ ও আমেরিকার ভক্ত বেশ কয়েক দিন আগেই আসেন। সোমনাথ হলের দোতলায় উড়িষ্যার জনা ৫০/৬০, অন্যান্য প্রদেশের এবং বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের ভক্তবৃন্দের শুভাগমনে ভর্তি হয়ে গেছে। বহিরাগত সবার সঙ্গে দাদা মিলিত হয়ে কুশলপ্রশ্নাদি করেন। অনাবিল স্নেহের ফোয়ারা বয়ে যায়। ৫০০ বছর আগে গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলনের দৃশ্য অনেকের চিত্তে উদ্ভাসিত হয়। দাদা ওদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রাত ৯.৩০ টা নাগাদ বাসায় গেলেন।

অষ্টমীর দিন সকালে পরলোকগত মাইজীর জন্য শোকপ্রস্তাব রচনা ও পাঠ করেন ডঃ সুদর্শনম্। আগে বিষয়টির প্রস্তাবনা করে ননী সেন। পরে ডঃ মহেন্দ্রনারায়ণ শুক্ল, ডঃ ললিত পণ্ডিত এবং ডঃ সুদর্শনম্ কিছু কিছু

বলেন। তার পরে শোক-প্রস্তাব গৃহীত হয়। Belgian Peter ও কিছু বলেন। পূজার ঘরে বসেন ডঃ বিনয়কৃষ্ণ টিকাদার। প্রকাশ সাধারণ পর্যায়ের। তাঁর কথা অভিদা tape করে রাখেন। সন্ধ্যায় তা শোনানো হয়। লোক ১৫/১৬শ হয়। সন্ধ্যায় ডঃ পণ্ডিত ও ডঃ সুদর্শনমের মনোজ্ঞ ভাষণের পরে ননী সেন দাদার Philosophy of non-sense নিয়ে কিছুক্ষণ বলে।

নবমীর দিন সকালে ও সন্ধ্যায় কোন বক্তৃতা হয়নি। পূজায় বসেন কুরুবন্তের দাদা মনমোহন সিং। প্রকাশ সাধারণ পর্যায়ের। উনি বছর তিন আগে একবার বসেছিলেন। এবারেও সেই পূর্বের অভিজ্ঞতা। অমূল্য নন্দীর কীর্ত্তন মাঝে মাঝে অপূর্ব প্রাণমাতানো মাত্রায় অভিষিক্ত হয়। মাইজীর ফটো পূজার ঘরে ছিল। বিজয়া দশমীর দিন দাদা সকালে সোমনাথ হলে আসেন বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে। ওদের খেতে দেবার সময় হলে ১২ টা নাগাদ দাদা চলে যান।]

(বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা দুর্গাপূজায় কেন প্রয়োজন এই প্রসঙ্গ উঠলে দাদা বলেন ঃ) দাদা ঃ—যে দেহটাকে একেবার বিলীন করে দিয়েছে, সে যেখানে আছে, সেখানকার মৃত্তিকা। .....অভিদা ঃ—দাদা বলেন, নিউ ইয়র্কে শুধু building গুলো থাকবে; বোম্বে থাকবে না; কলকাতা সোনার কলকাতা হবে। .....দাদা ঃ—অনন্ত সহস্রার। ....বাঁশীটা ছেড়ে এলেন অর্থাৎ প্রেমটা চলে গেল; কিন্তু, সুদর্শনটা রইলো। ....সে কি একা আসে, মনে করিস্ নাকি? সে আসার সময়ে অনেককে সঙ্গে নিয়া আসে,—বাস্তব দিক থেকে এবং অন্য দিক্ থেকেও। .....৫০০ বছর পরে কৃষ্ণ ভগবান্ বলে পূজিত হন। .....রঘুনাথ দাস fund দেন শ্রীজীবকে। .....বিষ্ণুপ্রিয়া যাজপুরে ছিলেন; মহাপ্রভু সেখানে যেতেন।

১১.১০.৮১ (তদেব) [আজ রবিবার। দাদালয়ে প্রায় ১১টায়। Belgian Peter এবং এক স্থূলাঙ্গী শ্বেতকায়া মহিলা ছিলেন।] দাদা ঃ—প্রেম না হলে ধৈর্য হয় না। দক্ষযজ্ঞের দ্বারা কি বুঝলি? শিবেরও পতন হোল। তাই মায়ায় বদ্ধ হয়ে একটা দেহ—পচা, গলা—কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ালো। ব্রহ্মা, বিষ্ণুতো এইটুকু। শিবেরও পতন হোল। .....মাকে কুঠার দিয়ে বধ করলো; সে আবার অবতার। মাকে বধ করলে কি অবতার হতে পারে? মা তো প্রকাশ। .....রাবণ মহামানব। রাবণ কী রকম, সীতা এঁকে দেখালো। রাবণ কী খারাপ ছিল? রাম তাঁর কাছে অনেক কিছু শিখেছিল। ....নিখিলদা ঃ—দশমীর দিন দাদা ১২টা নাগাদ চলে যাবার সময়ে ভাঁড়ারে গিয়ে মীরাদিকে শুধান, কীরে, সব ঠিক আছে তো? মীরাদি বলেন ঃ—সে আপনি জানেন। ২ বালতি ভাত, এক বালতি ডাল, ভাজাভুজি, আর এক বালতি তরকারী আছে। ৬০/৭০ জন খাবে। দাদা store room য়ে ঢুকে একটু ঘুরে চলে গেলেন। সবাই খাবার পরে দেখা গেল, এক বালতি ভাত, কিছুটা করে দাল, তরকারী ও ভাজা এবং বোঁদে আছে।

২৫.১০.৮১ (তদেব) [আজ রবিবার। দাদা দিল্লী ও হরিয়ানা ঘুরে ফিরে আসেন ২২শে। আজ গোপালদাকে নিয়েই প্রায় সারাক্ষণ কথা। ডাঃ বিনায়ক রায়কে দিয়ে ওর বুক পরীক্ষা করালেন। বুক পরিষ্কার।] দাদা ঃ—কালীপূজাটা কিরে? ননী সেন ঃ—অহন্তাবর্জিত, অতএব শবের পাদপীঠে অনন্ত মহাশক্তির স্বচ্ছন্দ উল্লাস। দাদা ঃ—এ .....মধ্যে একজন। পৃথিবীতে আখ্যা থেকে যাবে। তুইতো (গোপালদা) কিছুদিন থাকবি। ও বলে, সব দোষ আমার। আমিই ওকে মারছি। কালীপূজায় ওর বাড়ী যাবে। মানা! কালীপূজায় তোর এক বাড়ী নেমন্তন্ন আছে। ....আমার শরীর কি খারাপ হয়েছে? তুই তো paper য়ে কত কী বেরিয়েছে কিছুই দেখলি না। ....আমেরিকায় Pacific য়ের পারে এক বাড়ীতে আছি। সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড়। বিকট শব্দ ঘরের ভিতরে কাচের silencer ভেদ করে শোনা যাচ্ছে। বললাম ঃ শব্দটা বন্ধ করা যায় না? সঙ্গে সঙ্গে ওটা বন্ধ হয়ে গেল। এ রকম ঘটনা Parapsychologist হেমেন গাঙ্গুলীর বাড়ীতেও ঘটে। ঝোড়ো বাতাস বার বার এসে দাদার চুল এলিয়ে দিচ্ছিল। এ বললো, বাতাসটা উল্টো দিক্ থেকে বইতে পারে না? সঙ্গে সঙ্গে তাই হোল। ....ওনার কাজ উনিই করছেন; জীব নিমিত্তমাত্রও নয়। .....ভাবগ্রহ হলে ওঙ্কার ব্রহ্মতত্ত্ব (?); ভাবান্তর হলে.....। .....সাধু-সন্ন্যাসীরা বলে, নারী দেখবি না। যেদিকে তাকাই, সবই তো নারী! এখানে পা দিচ্ছি তাঁর উপরে; সঙ্গে নারীটাও আছে। ....ইচ্ছাটাকে রুখতে চাই না। ওটা তো তাঁর। ওটা রুখলে তার বিরুদ্ধে যাওয়া হোল। .....এলাম তো মেয়েদের পেতেই। পুরুষকে পেলে আর আসবো কেন? পুরুষতো নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম।

৬.১২.৮১ (তদেব) [আজ রবিবার। দাদালয়ে ১০.১০য়ে] দাদা ঃ—তাঁর জিনিষ তিনিই একমাত্র ভোগ

করতে পারেন। তিনি আধা ভোগ করেন না, পুরো ভোগ করেন। .....মাধবী দাসীতো বুড়ী ছিল। উপেন্দ্র মিশ্রের বাবা আনন্দ মিশ্র যাজপুরের ছিলেন। নিমাই ন্যায়ের বই লেখেন নি। রঘুনাথের বই পড়ে ঐ নিয়ে বহু আলোচনা করেন নৌকায় যেতে যেতে ১/১.৩০ ঘন্টা ধরে। তখন রঘুনাথ পুঁথি ফেলে দিতে চাইলে নিমাই বলেন, না, এটাই চলবে। তিনি লিখতে পারতেন; তাঁকে তো লিখতে দিলেন না। যখন বলি, তিনি পুঁথি গঙ্গায় ফেলে দিলেন, তখন তোদের মতে বলি।

১৩.১২.৮১ (তদেব) [আজ রবিবার। দাদা আগেই কথা শুরু করেছেন।] দাদা ঃ—সারা পৃথিবীতে একজন এমন পেলাম না যার কান আছে। ....লিঙ্গটা কি? পুরুষটাকে পেলে লিঙ্গটার দরকার আছে কি. .....আলমগীর কি কখনো সম্রাটের বিছানায় শুয়েছিল? বলতো, খোদাবন্দ্! তুমি শোও। সে মাটিতে শুতো। ....শিবাজী ছিল....। .....ছত্রপতি হোল অনেক পরে, ইংরেজরা আসার পরে। ....সংস্কৃতটা কত দিনের? বাংলাটা কি আগে এই রকম ছিল? কেউ কিছু জানে কি? (মনে হোল, গুজরাটীর সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।) .....দুটো বই লেখ্। একটি Nobel Laureate য়ের নামে, আরেকটা স্বনামে।

২৭.১২.৮১ (তদেব) [দাদা নীচে এলে মানা এবারের Malibu-র তিনটি article-ই পড়লো। পরে মানা Malibu র কাহিনী বলতে লাগলো ঃ—Malibu তে একদিন দাদা যখন কথা বলছেন, আটল্যান্টিকের প্রচুর হাওয়ায় কিছুই শোনা যাচ্ছে না। দাদা বল্লেন।, যতক্ষণ কথা হবে, ততক্ষণ উনি এখানে থেমে থাকবেন। তাই হোল। একদিন দাদাকে ওরা nuclear weapons য়ের armoury তে নিয়ে গেল। সেখানে chmical য়ের একটা বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে। দাদা বললেন, গন্ধটা পাল্টানো যায় না? ওরা বললো, তাতে কোন ক্ষতি হবে না। হঠাৎ চারিদিকে প্রচণ্ড aroma ছড়িয়ে পড়লো। ফলে কয়েক কোটি টাকার weapons নষ্ট হোল। ......তাঁর কি মহাপ্রভু বা গৌর নাম ছিল? নিমাই ছিল; নিম, নিম বলতো। ফুলবাবু ছিলেন। 'অমিয়নিমাইচরিত'। অমিয় না হলে তো নিমাই হতেই পারে না; কৃষ্ণ হতে পারে না, রাম হতে পারে না। উনি (শিশির ঘোষ) তাঁকে বুঝেছিলেন অনেকখানি। ......কাল প্রভু জগবন্ধুর শিষ্য কালোশ্যাম আসবে। আসিস্ কিন্তু।

২৮.১২.৮১ (তদেব) [দাদালয়ে প্রায় ১২টায়। নীচে সুনীলদা ও ডাঃ সাবিত্রী রায় বসে। উপরে অসিতদা ও কুরবস্ত। সেন উপরে গেলে ওরা চলে গেল। দাদা কালোশ্যামকে ডাকতে বললেন। ওঁরা ঠাকুরঘর থেকে এসে সতরঞ্চিতে বসলেন।] দাদা ঃ—শান্তিদিতো সব সময়েই এর বিরুদ্ধে বলছেন। আবার কি বলবেন। .....খোকন বাবা ওরফে অমিয় রায় চৌধুরী নামে ১১/১২ বছরে লেখা প্রভু সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ তখন ছাপা হয়। মাটিতে একটা আসন পেতে একে বসতে দেওয়া হয়। প্রভু বলেন, না, ওকে একটা চেয়ার দাও। তিনি একে 'শ্রীমতীর স্বামী' বলেন। ....কলির প্রবাহ চলছে; তাই তোর এই অবস্থা। এটা মহান্ কারণে হয়েছে। ....কৃষ্ণ চলে যাবার ৫০০ বছর পরে ইদুরাম ভুহা তাঁর সম্বন্ধে প্রথম লেখেন। নামটা মনে রাখিস্। (একটি সংস্কৃত-ঘেঁষা শ্লোক বলে বললেন ঃ তখনকার ভাষা।)

৩.১.৮২ (তদেব) [আজ রবিবার। দাদা আগেই নীচে এসেছেন। দীনেশদা ও যতীনদা আছেন। গোপালদা বেশ অসুস্থ বলে আসেন নি।] দাদা ঃ— পালিটাতো সংস্কৃতের আগে। সবাই বলে, আরবী থেকে উর্দু। এ বলে, উর্দু থেকে আরবী। ....শূদ্র গায়ত্রীমন্ত্র দিয়ে ব্রাহ্মণ করলো, যে বিশ্বের মিত্র। ....পুরুষটা পাচ্ছি কোথায়? ভেদজ্ঞান থাকলে কি প্রেম হতে পারে? ....(হাসিদি বললেন, যুদ্ধের সময়ে দাদা সুজিৎকে নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে চাল আনতেন। মাঝে মাঝে ১০/১৫ দিনের জন্য উধাও হতেন।) ......'গো' শব্দের অর্থ কি? কিরণ, তার থেকে সূর্য। গোমাতা তো আছেনই। আরেক অর্থেতো তন্ত্রেরও উপরে। বুদ্ধের ছেলের নাম ছিল 'গোগা'। .....অনুরাধা রাধার অনু। ......গঙ্গাসাগর তো আছেই। সেখানে ডুব দিতে পারলে তো মুক্তি হয়ই। ....বাবা 1910 য়ে দেহত্যাগ করেন। (আগে বলেন, 1914 য়ে।)*

২৩.১.৮২ (তদেব) দাদালয়ে ১১টায়। চিন্তামণিদা ও গোপালদা ছিলেন। দাদাঃ ভজ রাধে নয়; রাধাতো আমি। ভজ অনুরাধে চৈতন্যস্বরূপ। ......ঢাহা দক্ষিণের নুরুল কাজীর বাড়ীতে উনি যান নি? ওখানেইতো গর্ভে আসেন। ....কাশীমিশ্রের ঐ বাড়ী ছিল কি? নিমাই ঐ বাড়ীতে কি ছিলেন? তিনি পুরীকে শ্রীক্ষেত্র করলেন।

(দুটোর কোনটাই ঠিক নয়। দাদার ৬/৭ বছরে বাবা মারা যান। ১৯১০ য়ে হলে দাদার জন্ম ১৯০৩/৪ য়ে; ১৯১৪ য়ে হলে ১৯০৭/৮য়ে। কোনটাই যথার্থ বলে মনে হয় না।)

৩১.১.৮২ (তদেব) [আজ রবিবার। দাদা গোপালদাকে দিয়ে একটু ভৈরোঁর সুর শোনালেন কয়েক সেকেণ্ড] দাদা :—স্বর্ণলংকা; তার পরে আবার অশোকবন। সীতাকে রাখলো অশোকবনে। ঐ লংকা কেমন করে হবে? জার্মাণী ইংলণ্ড টিংল্যাণ্ড সব জুড়ে হবে। .....রাবণকে রাক্ষস বলছি না। হনুমান একজন মানুষ ছিল; ভক্ত। .....বৃন্দাবন কবে ছিল? মহাপ্রভু করলেন। পুরীকে শ্রীক্ষেত্র করলেন। তাঁর যাবার ২০০ বছরের মধ্যে কেউ তাঁকে মহাপ্রভু বা প্রভু বলেনি। .....বরাহ কি? রাহু, কেতু যাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে না। (দীনেশদা বলেন, পরশু বড় বৌমার শরীর খারাপ; বমি করতে বাথরুমে যাচ্ছে। দেখে, দাদা পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে। বললেন, কীরে, ভয় পেয়েছিস্? আয়, কাছে আয়। তার পরে কী সব বলে বললেন, তোদের সংসারে নানা বিপদ্ আসছে; তাই এলাম। না হলে পরে আবর দোষ দিবি। কাগজ আর কলম নিয়ে আয়। বৌমা বললো : নীচ থেকে কাগজ নিয়ে আসি? বাবাকে ডাকি? দাদা :—না, ওকে ডাকতে হবে না। এখান থেকেই একটা কাগজ দে। তখন সিগারেটের একটা প্যাকেট দিল। দেখে, দাদার হাতে আমার pen টা। দাদা :—সংসারের সবার নাম এক এক করে বল্। দাদা একেকটা নাম লিখছেন, আর তার পাশে একটা করে cross দিচ্ছেন। এইভাবে সব নামের পাশে cross দিলেন। কুকুরটা কাছে এসেছিল; তাকে ইসারায় একেবারে কাছে ডেকে নিলেন, গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। তার গায়ে এখনো অপূর্ব গন্ধ আছে। দাদা ডাকায় দীনেশদা চলে গেলেন।)

৭.২.৮২ (তদেব) [আজ রবিবার।] দাদা :—জগন্নাথ মিশ্র নাম কেন? পুরীতে জন্মান। .....আমিটা আছে কিনা আগে তাই দেখতে হবে। .....ভূতকে তাড়াতে হলে আরেকটা ভূত দরকার। (আগামীকাল দাদা বোম্বে যাবেন।)

২০.২.৮২ (তদেব) [দাদা বোম্বে থেকে ফেরেননি। অভিদা শান্তিনিকেতন থেকে shooting সেরে কাল এসেছেন। অভিদা বললেন দাদার কথা :—1985 থেকে সাংঘাতিক সব শুরু হবে। Californiaর সাংঘাতিক বিপদ্; New York য়েরও; ওটা হবে মহেঞ্জোদরোর মতো। পোরবন্দরটা ছিল সুদামাপুর; ভাবনগরটা আসল দ্বারকা। বোম্বে জলোচ্ছ্বাসে ধ্বংস হবে; Delphin House থাকবে। থাকবে লেখা, আর scientist রা। ১০০০ খানেক লোক সত্য প্রচার করবে। জার্মাণীর কিছু হবে না। ১৯৭১য়ে সরোজদার বাড়ী যেতে যেতে বলেন : কলকাতা সোনার কলকাতা হবে। বলেই বলেন, কেন বললো এ জানে না। শচীনদা এক দিন শুধান, এই যে লুঙ্গি পরে বসে আছেন, এঁকে ধরলে মুক্তি হবে? দাদা বলেন : আরে, তাহলে আর নামের দরকার কি? দাদা একদিন বলেন :—নামের ফ্যাঁসাদে পড়ে গেছি।]

১৪.৩.৮২ (তদেব) সকাল ৯টা নাগাদ দাদার ফোন বোম্বে থেকে। বললেন, আগামীকাল রাত ৮টায় কলকাতা আসছেন। আজ ১১.২০ নাগাদ দাদালয়ে। দাদা রোগা ও কালো হয়ে গেছেন। হার্ভে নববধূ সহ ছিল] দাদা :—বোম্বেতে অনেক পণ্ডিত ও মহাত্মা আসেন; দ্বারকার মঠাধীশও। সেখানে পালি ও সংস্কৃতে অনেক কথা বলতে হয়। পালি না সংস্কৃত আগে, এই প্রসঙ্গে বলি : কিছুই জানো না; লিখে নাও। দৃষ্টান্ত, তম.....(আরো কয়েকটা বললেন।) পালি; তার ও আগে জবস্ত। ....মধুকৈটভ। দুটো জিনিষ; hydraulic pressure ; কোন জায়গায় পাহাড় হয়ে গেল। তার পরে মলয়া বাতাসে মলয়া মাছ; মৎস্য অবতার নয়। .....আটটা ভাষা পেরিয়ে গেল। ....(যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে-র ব্যাখ্যা।) গীতা উপনিষদ্‌বাচ্য। গীতাতো ছিল না; উপনিষদের কিছু শ্লোক নিয়ে হয়েছে। (Belgium য়ের এক scientist য়ের জন্য একটা লেখা দিতে বললেন।) (এর পরে ননী সেনের সৌভাগ্য-সূর্য অস্তমিত হয়। দাদাকে একরকম না জানিয়েই ২০শে স্ত্রী ও পুত্রবধূকে নিয়ে আমেরিকা-যাত্রা যেখানে ছেলেও মেয়ে-জামাই ও দুই নাতি আছে। যাবার আগে দেখা করতে গেলে দাদার দেখা পায়নি। উনি ব্যথিত চিত্তে আগেই বেরিয়ে যান। কয়েকদিন পরে দাদা যতীনদাকে বলেন : ননী আর ফিরে আসবে না। 1972 তে একদিন বলেছিলেন, ওকে ভালবেসে আবার ব্যথা পেতে হয় নাকি। তাই ঘটলো। ননী সেন দল-ছুটের দলে চলে গেল। এসে অবশ্য দাদা-বৌদিকে চিঠি দেওয়া হয়।

১৯.৬.৮২ তে দাদার উত্তর পাই। তাতে লেখেন, 21st London পৌঁছাচ্ছেন; 15th july New York. সেখানে দেখা হতে পারে। August য়ের 1st week য়ের মধ্যে আরো কিছু লিখে দিতে বলেন। ২৮.৬.৮২ তে বিকেল ৫টা নাগাদ অভিদা ফোন করেন লণ্ডন থেকে। Oxford য়ের Philosophy র Professor য়ের জন্য একটা article লিখে New York বা Los Angles য়ে পাঠাতে হবে। দাদা ২রা/৩রা Ny. এসে ৩/৪ দিন থাকবেন।

পরে ও যশজিৎ সিংয়ের বাসায় ফোন করলে অভিদার সঙ্গে কথা হয়। পরের দিন ননী সেন স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ সহ ১১.১৫ নাগাদ যশ্‌জিতের গৃহে। হার্ভে দাদার কাছে ছিল। সে নেবে এলে আমরা ৪জনেই দাদার কাছে গেলাম। কুশল-প্রশ্নাদি; আমেরিকার অনন্য সমৃদ্ধি ও মারণাস্ত্রনৈপুণ্য! unemployment created; তেল প্রচুর আছে; তুলতে অনেক খরচ বলে তুলছেনা; রাশিয়াকে দাদা প্রায় নগণ্য মনে করছেন; চাঁদে যাবার প্রসঙ্গ।। দাদা ঃ—.....বেজের, ভুমা। তোদের ভুমা নয়; vacuum. সেটা ভেদ করবে কেমন করে? .....ননী সেন ঃ—পুরাণে আছে, সোনার রথে করে অনেকে স্বর্গে গেছেন দেবতাদের সঙ্গে দেখা করতে। দাদা ঃ—সোনার রথেইতো যায়; কিন্তু, এই দেহে নয়। তিনটা জিনিষ আছে। দেহটা যখন থাকে না, তখন সোনার রথে করে যায়। .....৫/৬ ফর্মা লিখে দে। (Harvey র নোতুন বই Song of Truth —World dialogues with Dadaji দুই কপি দিলেন। ওখানে বসেই উল্টেপাল্টে দেখে ইন্দিরা গান্ধী সম্বন্ধে যা লিখেছে, তা এই বইতে থাক উচিত নয়, বললো ননী সেন। দাদা Harvey কে ঐ কথা বলে স্নানে গেলেন। তখন হার্ভে এসে বললো ঃ You are my critic. If you approve, then Dadaji accepts. ননী সেন বললো ঃ Me? I am a small man. রমা সবাইকে খেতে দিল। খাবার পরে আবার দাদা-সঙ্গ। Portland University র এক ইজিপ্সিয়ান অধ্যাপিকার জন্য একটা article লিখে দিতে বললেন। বিদায় নিয়ে ২।। টা নাগাদ রওনা হয়ে ৪। টায় বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন। লেখাগুলো ৮.৭.৮২ তে post করলাম দুটো ঠিকানায়। ১৫ই দাদা ফোন করে জানালেন, লেখা পেয়েছেন। কাল Malibu যাবেন; সেখানে ১০ দিন থেকে 25th Ny. ফিরে পরের দিন কলকাতাভিমুখে। ২১.৭.য়ে দাদা আবার Los Angeles থেকে ফোন-করে Prof. Theobold Mordey র সঙ্গে কথা বলান। বলেন, কাল Malibu যাবেন। শনি-রবিবার আবার ফোন করবেন। ১লা আগষ্ট ভারতাভিমুখে যাত্রা করবেন। ২৭শে জুলাই সন্ধ্যা ৮। ৮।। নাগাদ Ny. airport থেকে ফোন করে বললেন ঃ ২৫ তারিখে ফোন করি। ঐ দিন Channel 5 য়ে এর program ছিল। ডাঃ সরকারের article টা তাড়াতাড়ি পাঠাস্। London থেকে আবার ফোন করবো। ৪/৫ তারিখে কলকাতা পৌছাবো। ২৭ তারিখে ছেলে ফোন করলে দাদা বলেন ঃ যাওয়া পিছিয়ে গেল। 8th August যাবো। এর পরে দাদার চিঠি আসে ২৬। ১১। ৮২র। 7th February আসে বৌদির চিঠি। দাদা তখন বম্বেতে। মার্চে দাদা ও অভিদার চিঠি আসে। ২৪শে মে আবার অভিদার চিঠি এলো য়ুরোপ-আমেরিকার tour program জানিয়ে। ৩১ শে মে দাদার চিঠি পেলাম। ২২ শে জুন দাদাকে চিঠি সহ তিনটি article পাঠাতে হয় লণ্ডনে অজু ওয়ালিয়ার ঠিকানায়। ৬ই জুলাই দাদা যশজিতের connecticut য়ের বাড়ী থেকে ফোন করেন। বলেন, ফেরার পথে দেখা হবে। তবু দেখা করার চেষ্টা করে ব্যর্থতা। বিকেলে দাদা ফোনে জানালেন Jung য়ের সহযোগিনী Dr. Edith য়ের জন্য একটা article লিখে পাঠাতে হবে। ২০শে জুলাই ননী সেন Jungian Edith য়ের জন্য A rapport with the biofeedback electronic musician, —The vacuous Dadaji in supine stance পাঠালো দাদাকে। ২৭ শে জুলাই দাদা NY airport য়ে এলেন Connecticut য়ে যশজিতের বাড়ী কয়েকদিন বিশ্রামের জন্য। সেখানে ননী সেনকে একান্তে ডেকে দাদা ব্যথিত সুরে বললেন ঃ কীরে, কেমন আছিস? যাবি না? কবে যাবি? তোর জন্য মনটা খারাপ। আজকাল রবিবারও ৫/১০ মিনিটের বেশি বসি না। আমি টাকা দেবো; কলকাতা যাবি প্রতি বছর। দাদার শরীর খারাপ হয়েছে। বহুদিন ধরে sugar মোটেই নাই। এখন ৮০। অভিদাও বুড়োটি হয়েছেন। ঠিক হোল, বুধবার Connecticut যাবো। দাদা ৬।। টায় চলে গেলেন। ২৭ শে জুলাই সস্ত্রীক ননী সেন ট্রেনে Connecticut য়ে গেলে অভিদা ও এক তরুণ আমেরিকাণ এসে তাদের নিয়ে গেল। ১২ টা থেকে ১। টা পর্যন্ত দাদার সঙ্গে কথা।

দাদা বললেন ঃ—Houston, Colorado ইত্যাদি জায়গায় যাই। কিন্তু Los Angeles যাইনি। আমেরিকাকে আগে পাতাল বলতো। মহীরাবণ নামে একজন ছিল; ঠিক রাজা নয়। রাবণ কিন্তু আমেরিকা জয় করেছিল। Indianরা বহুযুগ আগে এসিয়া থেকে এসেছিল। .....যীশু ১২ বছর বয়সে কাশ্মীর যায়। সেখানে ১৭ বছর থাকে। রোমের border থেকে শুরু করে ইরাক, ইরাণ, আফগানিস্থান, চীনের border, Indonesia, Phillipines সব নিয়ে ছিল ভারত। রাশিয়া ছিল সপ্তদ্বীপ। .....এবারও নোতুন Nobel Laureate পেয়েছি। ফোন করে; আসতে পারে নি। jung য়ের সঙ্গে কাজ করতো Dr. Edith Wallace মহানাম পেয়েছে। তাঁকে article টা পাঠানো হয়েছে সই করতে। Dr. Coohe রবিবারও একে hospital য়ে নিয়ে সব পরীক্ষা করান ডাঃ সাহার সাহায্যে। শ্রেষ্ঠ

ডাক্তার। Heart য়ের কোন দোষ নাই। (আবার যাবার কথা বললেন। 'না' বলতে হোল।) দাদা স্নান করে খেয়ে বিশ্রামে গেলেন। রমা ননী সেন দম্পতিকে খেতে দিল। সে সকাল থেকে কিন্তু কিছু খাবার অবসর পায়নি; অভিদাও প্রায় তাই। দুজনের দাদাসেবাপ্রাণতার পরিচয় পেয়ে ও শুনে চমক জাগলো। দুজনেই ভোর ৪।।.। ৫টা থেকে রাত প্রায় ১১টা পর্যন্ত দাদার স্বাচ্ছন্দ্যের চেষ্টা করছেন। রাত্রে দাদা শুয়ে পড়ার পরে অভিদা দরজার বাইরে একটা বালিস নিয়ে শুয়ে পড়তেন। মহাপ্রভু গম্ভীরায় শয়ান হলে দ্বাররক্ষক ছিলেন গোবিন্দ। শয়ান দাদাজীর দ্বাররক্ষক স্বয়ং নিত্যানন্দ অভি ভট্টাচার্য। একেবারে বিনিদ্র। আর রমার সারা দিন রান্নাঘরে দাদা ও অভ্যাগতদের চা, দাদার দুবেলার জলখাবার, lunch, dinner, ওষুধ খাওয়ানো, বাজার করা এবং কোন প্রিয়, দূরাগত দর্শনার্থী এলে তাদের খাবার তৈরী করা এবং খাওয়ানো আর বাসন-পত্র ধোয়া নিয়ে কেটে যায়। শান্তিদি নিষেধ করা সত্ত্বেও রমা সব বাসন ধুলো। তারপর অভিদা ও রমা খেলো। অভিদা দাঁড়িয়ে খান। কারণ, দাদার ডাক পড়লে ছুটে যেতে হয়। খাবার পরে রমা যশজিতের স্ত্রীকে নিয়ে বাজারে গেল। অভিদা কথা বলতে বলতে দাদার টাকায় ২ মাসের জন্য ননী সেনকে একবার যেতে রাজী করালেন। পৌনে ৫ নাগাদ দাদা উঠে দরজা বন্ধ করে যশজিতের সঙ্গে কথা বলছেন। এ দিকে সেই তরুণ ইঞ্জিনিয়র এলেন ননী সেনদের পৌঁছে দিতে ট্রেন ষ্টেশনে। ৫.৩০ টার পরে সস্ত্রীক সেন ঢুকে প্রণাম করলো। দাদা সিংকে ননী সেনের জন্য একটা টিকিটের কথা বলায় সে দৃশ্যত ক্ষুব্ধ মনে হোল। দাদা শুধালেন, এখান থেকে Concession পাওয়া যায় কিনা। ননী সেন চট্ করে বললো ঃ না, কলকাতা থেকে। দাদা (অভিদাকে) ঃ তা হলে বল। দাদার ব্যথার পসরা বুকে নিয়ে সস্ত্রীক ননী সেন গৃহে ফিরে গেল। ফিরে দাদাকে ফোন করলে দাদা বললেন, কলকাতা গিয়ে ৪/৬ মাস থাকতে হবে। বললেন, কল রাত ৯টায় প্লেনে লণ্ডন-যাত্রা; সেখান থেকে জার্মাণী, বেলজিয়াম হয়ে বোম্বেতে কয়েকদিন বিশ্রাম করে কলকাতা।

২৯.৬.৮৪—অভিদার চিঠি। 29th রওয়ানা হয়ে আসছি। কাজেই রাত ৯ টায় দাদাকে Connecticut য়ে ফোন করলে দাদা বলেন ঃ এই আসলাম। London য়েই ছিলাম। Dohm দেখা করতে আসে। অভি ও রমাকে নিয়ে জাপান ও অষ্ট্রেলিয়া ঘুরে এসেছি। সোমবার বিকালে Portland; সেখান থেকে Los Angeles, Colorado, Houston হয়ে 19th আবার Connecticut এসে ৫/৬ দিন থাকবো। কেমন আছিস্? ননী সেন ঃ ভালো আছি। দাদা ঃ— শাক-ভাত খেয়ে (কলকাতায়) থাকলেও ভালো। ননী সেন নাতনীর মুখে ভাত দেয়ার কথা বললো। দাদা ঃ—পরেই আসিস্। আমিতো ফিরে এসে ৫/৬ দিন থাকবো। বৌদির pressure য়ের গোলমাল এখনো আছে। নাতি-নাতনীর হাম হয়েছিল; chiken pox নয়। আজ খুব tired. কাল ফোন করিস্। সারাদিন তো বাসায়ই থাকবো। কটায় করবি? ননী সেন ঃ ৯টা/১০টায়। প্রণাম।

পরের দিন সকালে মিসেস্ সেন ১০টায় ফোন করলে রমা বলে, দাদা বেরিয়েছেন। সিংরা শনি-রবি ২ দিনই বাইরে কী সব attend করতে গেছে। তোমরা এলে station থেকে কেউ নিয়ে আসতে পারবে না। উষাদি Heart attack হয়ে মারা যান। বেশিক্ষণ ছিলেন না। 'দাদা দাদা' বলে মারা যান। এখন পরিমলদার ছোট ভাই সারা বাড়ীতে দাদার ফটো টাঙ্গিয়ে রেখেছেন। বিকালে আবার ফোন করলে সিং বলে, দাদা ride নিয়ে বাইরে গেছেন। দাদার কথা না শোনার বা না বোঝার ফল।

পরের দিন সকাল ৬টায় দাদা ফোন করে বললেন ঃ গত কাল Return Reservation য়ের জন্য ব্যস্ত ছিলাম। Olympic য়ের জন্য reservation য়ে খুব ঝামেলা হচ্ছে। আজ portland যাচ্ছি। সেখান থেকে Los Angeles, Colorado, Houston, Chicago হয়ে আবার 24th\26th Connecticut য়ে। এখানে কিছু দিন থাকবো। 'ভালো আছি' বললে বলেন, অন্য কেউ বলে নি। নীহার গুপ্ত লেকে প্রণাম করলে কিরীটী Omnibus ৫মখন্ড চাই। Publisher কে লেখা চিঠি নিয়ে কল্যাণ যায়; এক কপিও নেই। তখন বলে, গাড়ী পাঠাচ্ছি; আসুন, আমার কপিটা দিয়ে দেবো। সমীরণকে নিয়ে যাই। সমীরণ sir কে প্রণাম করে। ওরা একে প্রণাম করে এবং বইটি দেয় 'শ্রদ্ধেয় দাদাজীকে' লিখে।

২৪.৭.৮৪—আজ রাত ৯.৪৫ য়ে ননী সেন দাদাকে ফোন করে যশজিতের বাসায়। দাদা বলেন ঃ বিকেল ৪টায় শিকাগো থেকে আসি। কাল আসতে পারিস্। তারপর মিসেস্ সেনের সঙ্গে ২/১টা কথা বলে বললেন ঃ খুব tired. কালই আয়। কালই চলে যাবো লণ্ডনে। সেখানে শুক্রবার আমার মামাতো ভাইয়ের operation করবে Anderson.

পরের দিন সকাল ৯.১৫ টায় যাত্রা করে ১০.৪০ নাগাদ যশজিতের বাড়ী পৌছানো গেল। সেখানে living room য়ে স্থূলাঙ্গী বর্ষীয়সী (৮০) asrologer, একটি আমেরিকান দম্পতি, আর শিব মুখার্জির পুত্র (space scientist) সস্ত্রীক সাক্ষীয়। উপরে দাদার কাছে NY. য়ের সাহা family ৪/৫ জন, যাদের এখানে ১১টা বাড়ী আছে। তারা নাবলে প্রথমে astrologer, তার পরে মুখার্জিরা, তার পরে সাহেব-মেম। পৌনে বারোতে ডাক পড়লো। কুশল-প্রশ্নাদি, কলকাতা না যাবার জন্য অনুযোগ। মুখে ভাত দেবার কথা বললে নাতনী তানিয়াকে কোলে নিয়ে চামচ দিয়ে কাঁপা হাতে ভাত ঠোটে লাগালেন; আদর করলেন। Heart surgeon Coolie, যে সত্যজিত রায়ের operation করে, সে কলকাতা গিয়েছিল Chief guest হয়ে Conference য়ে। তখনও দাদার সঙ্গে দেখা করে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করে। অনেক scientist ও Nobel Laureate এসেছিল। তোর ভাড়াটে ঠিকমতো টাকা জমা দিচ্ছে। বোকা ননী সেন শুধালো ঃ কার কাছে শুনলেন? ফিরোজ? আমি তো আমার ছাত্রের কাছ থেকে জেনেছি, এপ্রিলের পরে আর ভাড়া দেয় নি। দাদা বললেন ঃ না, ওসে রকম নয়। ও ২/৩ মাস এক সঙ্গে জমা দেয়। .....আনোয়ার শা রোড extension শুরু হয়েছে। পৌনে ১ নাগাদ San Francisco র এক সাহেব NY. থেকে ফোন করে জানালেন, তিনি জানতেন না দাদাজী এসেছেন; কিন্তু feel করেছেন। মুখার্জি direction দিলে তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে উপস্থিত হলেন। অভিদা বললেন ঃ ইনি গতবার উৎসবে যান। এবারে উৎসবে Oxford য়ের Dr. Hastead, Dr. Barbara, Peter Dohm, অষ্ট্রেলিয়ার কিছু যাবেন। আরো বললেন, দাদা Houston য়ে videoর সামনে এক ঘন্টা lecture দেন। ওটা আপনাকে পাঠাতে বলেছি। India য় বোধ হয় ওটা চলবে না। London থেকে Belgium ও Germany যাবেন। 9th কলকাতা। দাদা খাবার পরে ননী সেনদের খেতে দিল রমা ঃ ভাত, মসুর ডাল, বেগুন পোড়া (দাদার প্রসাদ), রুইমাছ ও Chicken. দাদার প্রসাদী দই ননী সেন পেলো, আর বিকেলে দাদার প্রসাদী ছানা মিসেস্ সেন।

৪টার কিছু পর সিংয়ের গাড়ীতে দাদার যাত্রা JFK airport অভিমুখে। দাদা সামনে বসলেন। পেছনে একপাশে অভিদা, অন্যপাশে রমা; মাঝখানে ননী সেন বসলো রমাকে জড়িয়ে ধরে। মিসেস্ সেন, পুত্রবধু ও নাতনীকে নিয়ে নিজের গাড়ীতে চললো পুত্র দাদার গাড়ী অনুসরণ করে। গাড়ীতে উঠে ননী সেন বললো ঃ একদিনকা সুলতান! দাদা শুনে হাসলেন। বললেন, যাকে সবাই ভালবাসে, সে এখানে পড়ে রইলো। ননী সেন ঃ আমি তো হাটের লোক। গাড়ী চলছে; দাদা হঠাৎ বললেন, ঐ শালা-শালী ঘুমাচ্ছে; জুতা মার্। রমা ঃ ওটাই ওর মহানাম। Airport য়ে পৌছে Luggage book করতে ১৫/২০ মিনিট দেরী হোল। ছেলে সবাইকে নিয়ে তখনো এলো না। দাদা ঃ এসে যাবে। ননী সেন ঃ—Flight no. হয়তো জানে না। দাদা ঃ—একটাইতো Flight. দাদার পাশে বসে দাদার অভয়-বাণী শুনেও উদ্বেগ কাটে না। এই হোল ননী সেন,—জড়ভরত। একটু পরেই ওরা এলে ননী সেনের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। এটাই ননী সেনের জীবনের বারোমাস্যা; সেখানে দাদা কোথায়? একটা কথা আগে বলা হয়নি। গাড়ীতে আসতে আসতে দাদা ঠাট্টার সুরে বলেন ঃ দ্বাপরে যার নাম ছিল কৃষ্ণ, এখন তার নাম অভি ভট্টাচার্য। ৭টা নাগাদ দাদারা ভিতরে চলে গেলেন। ননী সেনরা বাড়ী ফিরে 'ব্যর্থং সমর্থ্য ললিতং বপুরাঅত্বশ্চ'।

২.৭.৮৫ ঃ—আজ দাদা অভিদা ও রমাকে নিয়ে Kuwait Airways য়ে NY. এলেন ৯.১৫ টায়। অত্যন্ত ক্লান্ত। বললেন, তিনটি লেখাই পেয়েছেন। বিষ্যুৎবার Connecticut যাবার অনুমতি মিললো। নাতনীকে আদর করলেন। অভিদা Peter Meyer Dohm য়ের চিঠি দিলেন উত্তর দেবার জন্য। Freeman আসেনি। অভিদা বললেন, আপনার একটা লেখার 'The Black Hole' caption দাদা পাল্টাতে দেন নি।

৪ঠা জুলাই ১১.০৫ নাগাদ গাড়ী করে যাত্রা করে ১২.৩২ নাগাদ যশজিতের বাড়ী। দর্শনার্থী সব চলে গেছেন। অভিদা বললেন, এতো দেরী করে এলে? খেয়ে এসেছো? 'হ্যাঁ' বলতে হোল। কিছু পরে দাদা খেয়ে বিশ্রামে গেলেন। ২টা নাগাদ সবাই অপূর্ব খিচুরী খেলো চিংড়ী দিয়ে; মিসেস্ সেন রুই ও তরকারী দিয়ে। অভিদা ও রমা কী খেলো, বা at all খেলো কিনা, খেয়াল ছিল না। অভিদা হার্ভের Dada Upanisad ও ডঃ ললিত পণ্ডিতকৃত বিভূতিদার "দাদাতত্ত্ব"—র ইংরেজী অনুবাদ দিলেন। ৪।। টা নাগাদ সত্যনারায়ণ রুংতার মেয়ে-জামাই এলো। পরে আরেক তরুণ দম্পতি। প্রায় ৫.৫০ য়ে ননী সেনদের ডাক পড়লো। দাদা খুবই মিতবাক্ ও নিরুচ্ছ্বাস। অভিজিতের বিভিন্ন পরীক্ষা পাশ করার কথা এবং C.A. পড়তে লণ্ডন যাবার সম্ভাবনার কথা

বললেন। বললেন, মানা কি করে Dr. হবে? সময় পায় কোথায়? .....Air India র plane disaster সম্বন্ধে বললেন, প্লেনে ২০০ শিখ ছিল। শিখরা করবে কেন? Canadian করতে পারে। রাজীবের মতো প্রধানমন্ত্রী কেউ হয়নি। মিসেস্ সেন সামনের বছর কলকাতা যাবার কথা বললো। দাদা ঃ—কদ্দিনের জন্য? মিসেস্ সেনঃ—মাস চারেক। দাদা নীরব। পরে বললেন, ৩০ তারিখে আসিস্। লাউ বা পেপে, করলা, কুমড়া আনলে ভালো হয়। মিসেস্ সেন তার শরীর সম্বন্ধে বললে দাদা ননী সেনের শরীরের কথা শুধালেন। বললো, ওর ওষুদ দরকার হয়না। দাদা ঃ কিছু কিছু হবে। প্রায় রাত ৮টায় সেখান থেকে গৃহাভিমুখে।

৩০.৭.৮৫—কাল দাদা Connecticut য়ে ফেরেন বিকেল ৩টায়। আজ ৪.৩০য়ে যাত্রা করে ৬.০৫ নাগাদ সেখানে পৌছানো গেল। দাদা সিংয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ৭টার পরে দাদা ডাকলেন। এবারে দাদা, অভিদা ও রমার শরীর অনেক ভালো মনে হোল। আগে রমা বলে, এক poetess ও Hollywood য়ের অনেকে এবার যায়। দাদা এক Nobel Laureate য়ের কথা, আর এক জাপানী মহিলা scientist য়ের কথা বলেন, যার Cancer এবং আরো অনেক রোগ ছিল। সে ওখানে বসেই একটা article লিখে দিয়ে যায়। Nancy Regan যান Malibu তে তাঁর স্বামীর Cancer য়ের কথা বলতে। দাদা বলেন, ভয় নেই। ৫ বছর আছে। এ বারে Portland, Ohio, California, Los Angeles, Colorado ও Philadelphia য় সব জায়গায়ই প্রচুর লোক হয় রাত ১০টা/১১টা পর্যন্ত। Florida র geinsville থেকে বহু লোক Portland য়ে যায় দেখা করতে। য়ুরোপে London, Germany, Belgium, France প্রভৃতি দেশে যান। John Hastead এবং এক মহিলা প্রোফেসরের সঙ্গে দাদার ফটো অভিদা দেখান। মহিলা কৃষ্ণ সম্বন্ধে বিরাট্ বই লিখেছেন। মিসেস্ সেন বললো ঃ সামনের বছর যাচ্ছি। দাদা ঃ ব্যস্। মিসেস্ ঃ—আমিও তো বৌদির সঙ্গে ছিলাম। দাদা ঃ—না, তা নয়। এ এর সঙ্গে সব সময়ে ছিল। নাতনীকে কোলে নিয়ে আদর। ৮.২০ তে বিদায়। দাদা বাইরে হাঁটতে গেলেন। তখন 'আমার কালোমণিক, আমার কালোমাণিক' বলে কিছুক্ষণ পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন রোপ প্রশমনের জন্য।

ননী সেন সস্ত্রীক 31st March, 1986 কলকাতায় যায়। সেখানে বেশ কিছুদিন দাদা-সঙ্গ হয়। কিন্তু, তার কোন দিনলিপি নেই। ২২শে জুলাই আমেরিকা ফিরে ২৪শে জুলাই যশজিৎগৃহে দাদা-সাক্ষাৎ হয়।

৮.৭.৮৭ তে সকাল ৭টায় অভিদা London থেকে ফোন করেন। দাদার সঙ্গে কথা হোল। বললেন, অত্যন্ত দুর্বল; বিশ্রাম নিচ্ছি। যশজিৎ এখানে। দুজনে দুজায়গায়, এটা খুব unfortunate. ২০/২৫ দিন পরে আমেরিকা যাবো। পরে জানাবো। হাঁটিস্ তো? পরে মিসেস্ সেন ও পুত্রবধূ কস্তুরীর সঙ্গে কথা বলেন।

২.৭.৮৭—আজ বৃহস্পতিবার ৮.১৫ নাগাদ হঠাৎ অভিদার ফোন। দাদার সঙ্গে কথা হোল, —প্রহেলিকাময়। বললেন, একটা মেয়েকে ৭/৮ দিন হোল ছাড়িয়ে দিয়েছে। মেয়েটার চাকরী থাকে তোর কথায়। ননী সেন ঃ সে কী কথা? আমি বললে চাকরী থাকবে। দাদার ননী সেন—প্রশান্ত। ননী সেন ঃ—কোথায়? দাদা ঃ—লণ্ডনে। অভিদা ঃ—না, New York য়ে যশজিতের বাসায়। দাদা ঃ—ওর সঙ্গে কথা বল্। যশজিতের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, দাদার আমেরিকা tour শেষ হয়ে গেছে। আজই এখানে এসেছেন। শরীর খুব খারাপ; কালই লণ্ডন চলে যাবেন। কাল সকালে ননী সেনদের যেতে বললো।

৩.৭.৮৭—আজ lake George যাবার কথা। কাজেই প্রয়োজনীয় আহার্যাদি ও জামা-কাপড় নিয়ে সাড়ে আট নাগাদ যাত্রা করে সিংয়ের New York য়ের appartment য়ে পৌনে দশে। দাদা ভিতরের ঘরে ফোন করছিলেন। হলে ঢুকে সবাই দাদাকে প্রণাম করলো। তার ঠিক আগে এক মহিলা বেরিয়ে এলে Kitchen থেকে বেরিয়ে এসে রমা তাঁকে ননী সেনের পরিচয় দিল। দাদা রেগে খাপ্পা; অর্থাৎ ননী সেন একটা কেউ-কেটা মহাজন। এই মহিলার কথাই দাদা কাল ফোনে বলেন। ননী সেন রমার কথা ভেবে তাকে রাখতে বলে এবং নিজেকে ত্যাগ করতে বলে। মহিলা দাদার আহ্বানে চাকরী (coverage) ছেড়ে এসেছেন। 15th হোল date of return লণ্ডনে। চাকরী যখন থাকেনা, তখন অঞ্জুর কাছে থাকেন। সিং কাল সকালে ১০ দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে। মহিলা থাকবেন কোথায়? কাজেই সেনদের কাছে থাকার ব্যবস্থা হোল। সবাই প্রণাম করলে কুশল-বার্ত্তাদি। বললেন, আমেরিকা এসেছেন 13th june. গত কাল এখানে ফিরেছেন। অসম্ভব strain য়ে শরীর খারাপ হয়েছে। Ohio, Colorado, Los Angeles সব জায়গায়ই গেছেন। তবে আগের মতো মহানাম দেওয়া হয় নি। কস্তুরী breakfast পাউরুটি ও ফল খাইয়ে দিল। মহিলার সঙ্গে কথা বলবেন বলে সবাইকে ঘরের বাইরে আসতে হোল।

অভিদার সঙ্গে নানা কথা। চিঠি দেন নি; ফোন নম্বরও হারিয়ে গিয়েছিল। কিছু পরে দাদা সোফার কাছে এসে বসলেন; একটু কেক খেলেন। ১২.৩০ নাগাদ চলে গেলেন স্নানে। পরে খেয়ে বিশ্রাম। অত্যন্ত দুর্বল; কোন কথাই মনে থাকে না। রমা পরে বললো, এবারে লোকের সামনে অসম্ভব পাগলামি করেছেন। এমন কি লোকের কাছে ৫/১০ ডলার ও চেয়েছেন। পরে সবার খাওয়া। অভিদা বললেন, এই মনাতীত অবস্থা শুরু হোল। রমা কস্তুরীর কাছে কেঁদে কেঁদে দাদার পাগলামির কথা বলে। রমার ধারণা, দিল্লীতে পড়ে যাবার পর থেকেই এটা শুরু। এখন সাংঘাতিক বেড়ে গেছে। ওর ভেতর থেকে কে একজন বলছে, তোমার কাছে shock পেলে উনি ভালো হতে পারন। তুমি যদি সত্যিই ভালোবাসো, তবে কেন পারবে না? রমা তাই দুরে সরে যাবে; সেই শকে যদি দাদা ভালো হন। ননী সেন ওকে ভেবে চিন্তে কাজ করতে বললো। ৪।৪।। নাগাদ দাদা প্যান্ট কোট পরে ছানা খেয়ে সোফায় পাশে বসলেন। ননী সেন :—ছেলে তো বরখাস্ত হয়েছেই, মেয়েটাকে (রমা) রাখুন্। দাদা :—কে বরখাস্ত হয়েছে? ৫টা নাগাদ দাদা নীচে নাবলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই। অভিদার কাছ থেকে ৪টা সত্যনারায়ণ পট ও দাদার ৪টা পট নিই। অভিদা খুব বড়ো সত্যনারায়ণ পট এক বাণ্ডিল ও দাদার এক জোড়া snickers দেন সামনের বছর দরকার হতে পারে বলে। ননী সেন বললো, (জড়) ভরত পাদুকা পেলো। দাদা গাড়ীতে উঠে চলে গেলেন। সেন-পরিবার মহিলাকে নিয়ে বাসায় ৬.১৫ নাগাদ; পরে Indian Restaurant য়ে খাওয়া।

মহিলার নাম চন্দ্রকলা স্বর্ণকার; লণ্ডনের ডাক্তার। পরে জানা যায়, উনি রুবিদির 2nd edition. ওঁর ভিতরেও দাদা কথা বলেন, অনেক হাসি-মস্তকরা করেন। যাই হোক, পরের দিন সকালে উঠে মহিলা বলেন, কাল রাত ৩টা থেকে দাদা তিন বার ফোন করে ওকে যেতে বলেছেন; আর দাদার সব টাকা চুরি গেছে। মহিলা অঞ্জুকে বললেন কোথায় কোথায় টাকা আছে। চন্দ্রকলা দাদার সঙ্গে Los Angeles য়ে হরীশ-দর্শনা জাম্বুসারিয়ার বাড়ী ছিলেন। মহিলাকে নিয়ে Bear monutain য়ে যাওয়া হোল। সেখানে lunch খেয়ে বিশ্রাম। পরে লেকের পাড়ে বসে ৪।টা পর্যন্ত; কফি খাওয়া। পৌনে ৭ নাগাদ বাড়ী ফেরা। ননী সেনের প্রচণ্ড বাধা সত্ত্বেও তার মেয়ে জোর করেই চন্দ্রকলাকে dinner য়ের নিমন্ত্রণ করলো। ননী সেন প্রমাদ গণলো। চন্দ্রকলাকে নিয়ে মেয়ের বাড়ী যাওয়া হোল ৯টা নাগাদ। মিনিট ১৫ পরেই বড় নাতিকে কাঁকড়া বিছায় কামড়ালো। সে চীৎকার দিয়ে এক লাফে দুরে সরে গেল। চুণ লাগিয়ে ওকে hospital য়ে নেওয়া হোল। সেখানে ননী সেনের ছেলে, মেয়ে, জামাই সবাই। এদিকে সারাদিন strain য়ের ফলে মহিলা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। মহিলাকে কী খেতে দেওয়া হবে, মিসেস্ সেন জানে না। রাত ১১টা নাগাদ একটু ছোলা ও অন্যান্য তরকারী দিয়ে তাকে খেতে দেওয়া হোল। একটু খেলেন। কিছু পরেই জামাই এসে vegetable কোপ্তা freeze থেকে বের করে পীড়াপীড়ি করে একটু খাওয়ালো। ১২টা নাগাদ মহিলাকে নিয়ে যখন ফিরে আসবে, তখন তার slippers খুঁজে পেলো না। দাদার বিরূপতার চিরায়ত চিত্রটি সুদুর, সমৃদ্ধ আমেরিকায়ও পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। দাদার বিরূপতায় কলকাতায় ননী সেনের ৩/৪বার জুতা হারিয়ে যায়। চুরি করান অবশ্যই দাদা। এই slippers ও আর ফিরে পাওয়া যায় নি।

- পরের দিন সকালে TVতে মহিলাকে নিয়ে মীরাবাঈ দেখতে দেখতে মনে হোল, দাদা কি মীরাকে পাঠালেন ননী সেনের অবহেলা সইতে? সে বললো : আপ্ তো মীরাবাঈ হ্যায়! Breakfast য়ে cereal খেলেন; পরে juice. lunch য়ে ভাত, ডাল, আলুভাজা, পাপড়, শাক, ডিমের ডালনা খেলেন। চায়ের সময়ে ৩/৪ টুকরো ফুটি। ৪.১০ নাগাদ সবাই ওকে নিয়ে বেরোলো। কিন্তু, brake কাজ না করায় ফিরে এসে অন্য গাড়ী নিয়ে যেতে হোল। Airport য়ে পৌনে ৬য়ে। পৌনে ৭য়ে চলে গেলেন।

২৮.৭.৮৭ তে অভিদার চিঠি এলো :—দাদা মনাতীত হয়ে গেছেন। এবারে Houston, Nasa, Colorado দাদা যান নি। অভিদাকে পাঠান।

১৪.১০.৮৭ তে যতীনদার চিঠি এলো :—দাদা বৌদিকে নিয়ে 25th October আমেরিকা যাচ্ছেন চোখ দেখাতে। চোখে জ্বালা আছে। কথা অসংলগ্ন; নাম প্রায় সকলেরই ভুলে গেছেন।

২৭.১০.৮৭ তে অভিদার চিঠি এলো :— দাদা-বৌদি 29th October Los Angeles যাচ্ছেন। 72/73 তো বলেন, last য়ে বৌদি যাবে। চোখও দেখাবেন। অনন্তের আবার চোখ দেখানো!

৩১.১০.৮৭ তে জাম্বুসারিয়াকে ফোন করে জানা গেল, দাদা program পাল্টিয়েছেন। রবিবার আসবেন

৪.১১.৮৭ তে দাদাকে ফোন করার কথা হয়। কিন্তু, পৌনে ১২টা নাগাদ বৌদি ফোন করেন। বৌদি নানা কথা বলেন ঃ দাদাকে নিয়ে একা আসার কষ্ট। প্লেন থেকে নেবে যেতে চান; জোর করে বসিয়ে দিতে হয়। লণ্ডনে নেবে মালপত্র ও দাদাকে নিয়ে escalator দিয়ে নাবা, passport ইত্যাদি দেখাতে উনি হিমসিম খেয়ে যান। মনজিৎ ও চন্দ্রকলা নিতে আসে। দাদার চোখ পরীক্ষা হয়েছে। যেটায় operation হয়েছে, সেটায় একটা blood clot আছে। Contact lens য়েও দোষ আছে। ১৫ দিন পরে operation হবে। আপনারা চলে আসুন না। ননী সেন ঃ— ৩০০০ মাইল দূর। দাদার সঙ্গে কথা হবে না? বৌদি ঃ—দাঁড়ান, এই বেড়িয়ে ফিরলেন। আধ মিনিট পরে দাদা ধরলেন। বললেন, দিন ৫ পরে operation হবে। শরীর ভালো আছে। ননী সেন ঃ—কত দিন থাকবেন? দাদা ঃ—থাকবো। সেন ঃ মাস খানেক। দাদা ঃ—হ্যাঁ। ২টো লেখা পাঠাতে বললেন। ননী সেন ঃ—সোমবারের ভিতরে post করবো। দাদা ঃ—তোকে দেখাতে পারলাম না। এবারে চলে আয়্। সেন ঃ—আপনি ব্যবস্থা করলেই হয়। December য়ে তো যাচ্ছি। ভয় করছে, শান্তিতে থাকতে পারবো কিনা। দাদা ঃ—না, ওরা তা করবে না। মেয়ে কৈ? মিসেস্ সেনের সঙ্গে কথা। কিছু পরে সে বললো ঃ আপনিইতো গুরু। দাদা ঃ— গুরুদেবতো ওখানেই আছেন। অস্ফুটস্বরে শ্লোক গান। ২/১টা কথার পরে 'প্রণাম' বলে দুজনেই ছেড়ে দিল। মন ভরে গেল দাদা-সঙ্গের আনন্দে।

৮.১১.৮৭ য়ে সন্ধ্যায় ফোন করে বৌদির সাথে কথা হোল। বললেন, সব পরীক্ষা হয়ে গেছে; report আসে নি। ১৬ই বাঁ চোখ operation য়ের কথা। ডাক্তাররা Conference য়ে গেছে। তবে 20th য়ের ভেতরে হবে। তার পরে rest নিতে হবে। মিসেস্ সেন দাদা-বৌদিকে তার কাছে আসার কথা বললে বলেন ঃ দাদার ভালো ভাবুন। আপনাদের সঙ্গে তো দেখা হবেই। দাদা একদিন রাত ২.৩০ টায় বাইরে বেরিয়ে যান। চন্দ্রকলা জানতে পেরে ছুটে যায় আনতে। না পেরে জাম্বুসারিয়াকে নিয়ে গিয়ে ধরে নিয়ে আসে। দাদা ঘুম থেকে উঠে ফোনে ২/১টা কথা বললেন। ননী সেন বললো, লেখা দুটো কাল post করবে।

২১.১১.৮৭—ননী সেনরা বাইরে গিয়েছিল। ফিরে এসে গাড়ীর দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কস্তুরী ফোনের ক্রীং ক্রীং শুনলো। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে কোন রকমে রিসিভারটা তুললো। প্রথমে চন্দ্রকলা, তার পরে বৌদি, তার উপর দাদা ওর সঙ্গে কথা বললেন। পরে ননী সেনের সঙ্গে দাদার কথা। বললেন, শরীর ভালো আছে। ঠিকানা ভালো করে জেনে আবার লেখা দুটো পাঠাতে বললেন। Operation য়ের দেরী আছে; difficult operation. তারপরে rest নিয়ে যেতে January প্রথম সপ্তাহ কেটে যাবে। রমা Tom নামে একটি ছেলেকে বিয়ে করবে। পরে দাদার সঙ্গে কথা। বললেন, আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন। না হলেও 27th/28th যাবেনই। জাগতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বললেন, দেখ্ না কী হয়।

২২.১১.৮৭—আজ সন্ধ্যা ৭টায় বৌদিকে ফোন করলে তিনি বলেন, দাদার চোখে জ্বালা আছে; দুপুরে ঘুম হয়নি। অঞ্জু ওখানে এসেছে। পরে মিসেস্ সেনের সঙ্গে বৌদির কথা।

৫.১২.৮৭—অভিদার চিঠি এলো ঃ—দাদা যে রাতে উঠে বেরুবেন তা আগের tour য়ে জুনেই বলেন। New York য়ে দাদা আর যাবেন বলে মনে হয় না।

১০.১২.৮৭—১টা নাগাদ বৌদিকে ফোন করলে তিনি বলেন ঃ ভালোই আছেন। ৩০শে বাঁ চোখের operation হয়ে গেছে। ৫টায় যান, বিকেলে ফেরেন। চোখে ঠুলি; drop দিতে হয়। কাল আবার laser treatment হয়েছে clot য়ের জন্য eyeball য়ের পেছনে। ডান চোখে এখন আর operation হবে না। দাদা bathroom থেকে বেরিয়ে ফোন ধরলেন। মিসেস্ সেনের সঙ্গে কথা। সে এক সপ্তাহ বিশ্রাম করে যেতে বললো। রাজী হলেন। পরে ননী সেনের সঙ্গে কথা হোল।

১৫.১২.৮৭—যতীনদার চিঠি এলো ঃ—দাদা চোখ দেখানোর ছল করে গেলেন; অথচ একা একা দোতলা-একতলা করছেন এবং প্রাতর্ভ্রমণে কোন দিন কারো উপর নির্ভর না করেই যাচ্ছেন।

১.২০ নাগাদ বৌদির ফোন। বললেন ঃ দাদা ১২ই থেকে ফিরে যাবার জন্য সবাইকে অস্থির করছেন। অনেক কষ্টে ঠেকানো হয়েছে। ২৮শে stich কাটা হবে; ৩১শে যাবেন। লণ্ডনে ৩ দিন থেকে 4th দিল্লী। কলকাতা 6th/7th. চোখের ঠুলি খুলে দিয়েছে। চোখ একেবারে স্বাভাবিক। জ্বালা নেই; লাল হয় না। শরীরও ভালোই আছে। রোজই বেড়াতে নিয়ে যায়। পরে মিসেস্ সেনের সঙ্গে বৌদি ও দাদা কথা বললেন। দাদা ওকে 'প্রাণেশ্বরী'

বলে শুধালেন, সাহেব কৈ? পরে ননী সেনের সঙ্গে কথা। বললেন, ১মাস পরে অন্য চোখ কাটাবো। সেন ঃ—India য়? নাহলে তো এখানে আসতে হবে। দাদা ঃ—হ্যাঁ, উৎসবের ৪ মাস আগে। জাম্বুসরিয়ার জন্য আরেকটা article লেখ্। .....এখানে একজন লোক ১ ঘন্টা হোল মারা গেছে। এ গিয়ে তাকে একটা চড় মারলো। সে বেঁচে উঠলো।

২৫.১২.৮৭—১টা নাগাদ জাম্বুসরিয়াকে ফোন করে জানা গেল, দাদা-বৌদি 22nd চলে গেছেন। 26th India পৌছাবেন।

২৮শে ডিসেম্বর ননী সেন সবাইকে নিয়ে কলকাতা যায়। ২৯শে প্রথম দাদা-সাক্ষাৎ। তারপরে আরেক দিন রবিবারের আগে। 3rd, 10th, 17th এই তিন রবিবারেই দাদা সাক্ষাৎ হয়। এর মধ্যে weekdays য়েও মাঝে মাঝে দাদা-সাক্ষাৎ সম্ভব হয়। 17th য়ের পর শনিবার পর্যন্ত রোজই সন্ধ্যায় দাদার অনুগ্রহ জোটে। 24th রবিবার দাদা বোম্বে যান পিতাজীকে দেখতে। এক রবিবার চতুর-চুড়ামণি বলেন, ওর জন্যই আমেরিকা যাই। গৌরীদি এক দিন বলেন ঃ দাদা আজকাল প্রায়ই বলেন, এবারে চলে গেলেই হয়। আমি শুধালে বলেন, এ বলে না; উনি বলেন। আপনি একটু জিজ্ঞেস করবেন তো, কেন এ কথা বলেন। ননী সেন দাদাকে বলে ঃ আপনিই যদি চলে যান, তাহলে আর এখানে এসে কী হবে? দাদা ঃ তুই এলে থাকবো। ননী সেন ঃ—২০০০ সাল পর্যন্ত থাকবেন? দাদা ঃ তুই এলে থাকবো। তিন সত্য করানো হোল। ৮ই ফেব্রুয়ারী সবাই আবার আমেরিকা যাত্রা করে দাদা ফিরে আসার আগেই। সে রং চটে গেছে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী জাম্বুসারিয়াকে ফোন করে জানা যায়, world tour শেষ করে দাদা জুনে operation করাতে চান।

২৪.৩.৮৮ তে রমার ব্যথাদীর্ণ চিঠি Tom Melrose য়ের Colorado র বাড়ী থেকে ঃ—তাঁর সাথে যে আমার প্রতিশ্রুতি ছিল, তাঁর ভালর জন্য তাঁকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো কিনা। আমি পেরেছি তো? তা ভেতরে যতই জ্বালা পোড়া হোক্না কেন। .....আমার বদনাম—দাদাকে ছেড়ে দিলাম আমি। .....বোধ হয় ভোলানোর জন্য এত সুন্দর স্বামী দিলেন। অভিদার চিঠি পেয়েছি; আমাকে সেখানে শচীনদার পাশে রেখে Judas য়ের সাথে glorify করা হয়েছে। এও সহ্য করতে হোল। .....মহামিলন কেউ রুখতে পারবে না। সেটা হবেই। (স্মরণীয় ঃ দাদার কথা—"রমা—মা রহে; মানা—মা না"। পক্ষান্তরে বৌদির কথা ঃ—"আমি যদি সতী হই, তবে ওকে চলে যেতে হবে।" দাদারও ঃ—"দেখ্বি, ও জ্বলে পুড়ে মরবে।")

৭.৪.৮৮ তে রমার আরেকটা চিঠিঃ দাদার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। May-June য়ে আসবেন। দাদা Tom কে বলেছেন, 'You have got the best of my flock.'

৪.৬.৮৮ তে Ann Mills য়ের চিঠি এলো 1st june য়ের ঃ 'going to meet with Dadaji at LA.' ননী সেন কিন্তু কোন খবরই পায়নি। সে নানা বিষয় নিয়ে জড়িত হয়ে আছে। শেষে ১৮ই জুন সন্ধ্যা পৌনে ৮টায় জাম্বুসারিয়াকে ফোন করে জানলো, দাদাজী চলে গেছেন। এখন NY থেকে প্লেনে উঠেছেন; ছেড়েও দিয়েছে হয়তো। ৭ দিন আগে এখানে আসেন। চোখ operation করতে হবে না। Ann য়ের চিঠি পেয়ে ৫ই জুন ননী সেন ফোন করেছিল। তখন ওরা বলেন ঃ দাদাজী আসেন নি; Ann ও সেখানে যায় নি। বোঝা গেল, দাদা নিষেধ করেছেন। সত্যিইতো ননী সেনের জন্য উনি আমেরিকা আসেন। এই তো ননী সেনের দাদামনস্কতার বারোমাস্যা। ননী সেন নারায়ণী সেনার একজন।

২৩শে জুন এলো অভিদার চিঠি ঃ—30th দাদা এসে 5th June London এ 3 A.M. by pan Am গেলেন। 15hrs. আগেই airport এ গিয়ে বসলেন। মধুমিতা সব করলো ওর London যাবার কথা ছিল ওঁর সঙ্গে। এলো সঙ্গে চন্দ্রকলা কলকাতা থেকে, গেল London. তারপর গেল L.A. যা সে ইচ্ছাই করে নি। গতবার ও। ....Ann LA তে গেছে। দাদা কবে ফিরবেন জানি না। 11th June LA তে গেছেন। আমি ভুলেই গেছিলাম 'চাপে' যে আপনাকে লেখা হয় নি। .....অন্দগন্ধইতো চোখ বিশ্বময়।

২৬.৬.৮৮—কাল রমা NY. থেকে ফোন করে। তখন সবাই বেরুচ্ছে বলে একটু কথা বলেই ছেড়ে দিতে হয়। তাই আজ ননী সেন রমাকে ফোন করলো। রমা বললো, দাদা সোমবার 13th LA পৌছান চন্দ্রকলাকে নিয়ে। দাদা ফোন করে বলেন, কি রে, দেখা হবে তো ইত্যাদি। বুধবার জানতে পারি, দাদার operation করতে

হবে না। শুক্রবারই যাচ্ছেন। তখন Tom য়ের program cancel করিয়ে আমরা বুধবার রাত্রেই দাদার কাছে যাই এবং ওখানে থাকি। দাদার জন্য যে goat meat নিয়ে যাই, তাই রান্না করে রোজ খাওয়াই। দাদা বলেন : কীরে পুরানো ইতিহাস মিলে গেল তো। তাই তো হোল। আমিই তো আসছি (অর্থাৎ রমার ছেলে হয়ে)। সাবধানে রাখিস্; ননীদাকে দেখাস্; সে চিনতে পারবে। (এটা রমার স্তোকবাক্য। ননীদা দেখে কিছুই চিনতে পারেনি। সে যোগ্যতা তার কোথায়? রমা অভিদাকেও ঠিক একই কথা বলে। এটাই দাদার কথা।) তোকে শ্রেষ্ঠ জিনিষ দিলাম। আমি না চাইলে কি তুই বিয়ে করতে পারতি? Tom কে বলেন, আমার ভালবাসা আমি তোমাকে দিলাম। শনিবার অবধি ছিলাম। বোঝা গেল, জাম্বুসারিয়া মিথ্যা কথা বলেনি।

এখন প্রশ্ন হোল, দাদা এতোগুলো টাকা খরচ করে মিছামিছি কেন এলেন কলকাতা থেকে L A মাত্র ৭ দিনের জন্য? তিনি কি জানতেন না, operation করতে হবে না? তিনি কি সর্বজ্ঞ নন? এর উত্তরে বলা যায়, মহান্ কারণ নিশ্চয়ই ছিল। তা একাধিকও হতে পারে। তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি world tour শেষ করে LA যাবেন। অভিদার চিঠিতে বোঝা যায়, LA তে এসে ৭দিন থাকার আগে তিনি London য়ে ৫/৬ দিন ছিলেন; আর কোথাও যাবার খবর জানা নেই। কিন্তু, সেই মহান্ কারণ ননী সেনের বোধাতীত। কিন্তু, জাগতিক কারণটা স্পষ্ট। ৫০০ বছর আগে তার পরিভাষা তৈরী হয় 'বৈষ্ণবাপরাধ'। রমা, চন্দ্রকলা ও দর্শনা জাম্বুসরিয়ার মধ্যে প্রীতি-প্রতিষ্ঠা সেই জাগতিক কারণ। রমা দাদার অন্তরঙ্গতমদের অগ্রণী একজন। না হলে দাদা কেন বলবেন, রমার সাধনা বুদ্ধের সাধনার চেয়েও বড়ো? রমাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। তাই হয়তো রমাকে দেখতে এবং তার হাতের রান্না খেতে দাদা ৭ দিনের জন্য আসেন। এটা একটা মহান্ কারণ। আরো মহান্ কারণ থাকতে পারে।

5th October ননী সেন সস্ত্রীক কলিকাতা পৌছায় এবং 18th April '89 বিকালে আবার আমেরিকা। প্রায় রোজই সন্ধ্যায় দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোত। দাদার শারীরিক ক্ষীণতা এবং অসংলগ্ন কথাবার্তা ও আচরণ খুবই দুঃখজনক। একদিন হঠাৎ সকালে বৌদিকে নিয়ে রিকসা করে ননী সেনের বাড়ী আসেন। মাঝে মাঝেই ননী সেনকে বলতেন, গান করো। ননী সেন গান জানে না। বুঝলো, কথা বলতে হবে। দিন ২ তাই বলা হোল। পরে ননী সেন article লিখতে আরম্ভ করলো এবং তাই সন্ধ্যায় দাদাকে পড়ে শুনাতে হোত। এইভাবে প্রায় দিন ২৫/৩০ য়ের ভিতরে ১৪/১৫টা article লিখে পড়ে শোনানো হয়। এতে খুব খুসী হতেন। একদিন বলেন গোটা ৫ article য়ের নীচে অমিয় রায়চৌধুরী নাম সই করতে। ননী সেনকে তাই করতে হোত। আসলে নিজের নাম সইয়ের কথা বলতে শুরু করলে তারপর থেকে সেই ভাবেই article লেখা হয়। মাঝে মাঝে আলমারী খুলিয়ে সব জিনিষ-পত্র, টাকা-পয়সা গুছিয়ে রেখে আবার lock করে দিতে বলতেন। তারপরে তার উপরে নিজের নাম সই করতে বলতেন। ননী সেন তাই করতো। মাঝে মাঝেই মধুদা বা জয়শোয়ালদাকে নিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে আনতেন। কারণ, শুধু মনাতীত নয়, দাদাকে চলে যাবার আগে এই দেহে সত্যনারায়ণ-ভূমিকা প্রকাশ করে যেতে হবে। কাজেই তখন ব্যাংক থেকে টাকা তুলবেন কেমন করে? যাই হোক্, এবারে দাদাসঙ্গ প্রায় রোজই হলেও মনটা খারাপ হয়ে গেলো।

১.৫.৮৯ য়ে রাত ১১ টায় জাম্বুসারিয়াকে ফোন করে জানা গেল, দাদা 15th June start করে London: সেখান থেকে 20th LA. পৌছাবেন।

২৪.৭.৮৯—যতীনদার চিঠি পেলাম :—মালা শুকিয়ে যাচ্ছে। .....এখন রাগারাগি নেই; শান্ত। শারীরিক অসুখও ডাক্তাররা কিছু পাচ্ছে না, অথচ তিনি যেন শুকিয়ে যাচ্ছেন। ডাঃ চন্দ্রকলাজী এখন এখানে। জানিনা শেষ পর্যন্ত অসম্ভব সম্ভব হয় কিনা। পূর্ণকুম্ভ যতীনদা।

অভিদারও চিঠি এলো :—কুরুবস্ত 8th July ও নিখিল দত্তরায় গত মাসে এখানে এসেছিল। তারা বললো, দাদা চুপ করে বসে থাকেন; খাওয়াদাওয়াও বিশেষ নেই। জোর করলে রেগেও যান। .....রোগা হয়ে গেলেও এখন শারীরিক ভালো।

১৫.৯.৮৯ তে আবার যতীনদার চিঠি এলো :—চিন্তামণিদা মারা গেছেন। বৌদি দাদাকে নিয়ে ভুবনেশ্বরে চিন্তামণিদার বাড়ী যান। দাদা আরো রোগা হয়ে গেছেন। উৎসব সম্বন্ধে কিছু বলেন নি।

২.১০.৮৯ তে অভিদার চিঠি :—৭ দিন ভুবনেশ্বরে হরপ্রসাদদার বাড়ীতে। উৎসব হবে না আগের বারই বলেছিলেন। বড় জোর দাদার যে flat আছে তাতে হবে।

১৯.১০.৮৯—আজ এলো Ann Mills য়ের চিঠি ঃ—Dada was in great form. He behaved in all ways imaginable. It was a constant utsav! His Absolute. Abhi gave me 400 page manuscript. I read in Cal. Wonderful!

৩০.১০.৮৯—আবার Ann Mills য়ের চিঠি ঃ—Ann CA তে land করার ২ ঘন্টা পরে earthquake শুরু হয়। Lydia র Marina র apartment house condemned হয়েছে। সে সব কিছু হারিয়েছে; কিন্তু, দাদা দেখছেন। Cathy ছিল ২৫ তলায়; সঙ্গে দাদা ছিলেন। ওর বিহ্বলতা দাদা অনেকক্ষণ হাত ধরে থেকে কাটিয়ে দেন। দাদার flat য়ে উৎসব হয়। দাদা সব সময়ে গান করছিলেন। Malnutrition. LA আসছেন 11.26. (অর্থাৎ 26th November) আইভিকে নিয়ে।

১৮.১১.৮৯—যতীনদার চিঠি ঃ—দাদার প্রিয়তম কুর্‌বন্ত সিং মারা গেছেন। সেদিন দাদা সারা দিন অন্ন স্পর্শ করেন নি, যদিও তাঁকে কেউ খবর দেয় নি। উৎসবে হোতাদা ছিলেন। দাদা নিজে ৩ তলায় উঠেন, গান করেন এবং ঠাকুর ঘরে যান। অভিদার Cerebral attack; Nursing Home য়ে, দাদা বলেছেন, ভালো হয়ে যাবেন।

২৭.১১.৮৯—Ann য়ের চিঠি ঃ—দাদা অভিদাকে ফোন করেন। অভিদা ভালো এবং বাসায়। মধুমিতা বলেছে, উনি ভালো আছেন। খাওয়া-দাওয়া করেন; ওষুধ খান। অবশ্য কখনো কখনো উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করলে খেতে চান না। জাম্বুসারিয়া গিয়ে নিয়ে এলে December য়ের middle য়ে আসা হবে।

৮.১২.৮৯—অভিদার চিঠি ঃ—দাদা 18th December বম্বে হয়ে Los Angeles পথে রওনা হবেন সঙ্গে Ivy.

২৫.১২.৮৯—Ann য়ের ফোন সকাল ১০.৩০ টায়। বলে, দাদা আইভি ও চন্দ্রকলাসহ কাল LA এসেছেন। ভালই আছেন। Judy, Kathy, Lydia সবাই দেখা করেছে। রমাকে এখন ফোন করে জানাবো। ১২ টা নাগাদ রমার ফোন। বললো, দাদা রোগা হয়েছেন আরো। কাল যাবো দাদার কাছে। মননদের ওখানে থাকবো। 31st ফিরে চিঠি লিখবো।

২৬.১২.৮৯—দাদাকে ১১টায় ফোন করলে জাম্বুসারিয়া বললো, ঘুমাচ্ছেন, আইভিও। তখন ওখানে সকাল ৮টা। ২টা নাগাদ আবার ফোন। Ivy একটা কথা বলেই দাদাকে দিল। দাদা ফোন ধরে বাইরে বলতে লাগলেন, ছেলে, আমার ছেলে.....আর মেয়ে। আইভি ফোনে কথা বলতে বললো। ভালো আছেন, বললেন। তারপরে অসংলগ্ন কথা ঃ—১,২,৩,৪,৫ রোজ ৫০০ করে। ওকে আমি পাঠাইনি? ওর ছেলেকেও.....খোকনকে। বই লেখার কথা বলায় বললেন, অনেক টাকা দেবে। আবার বলায় 'বই লেখা' পর্যন্ত বলে আরো কি বললেন। মাঝে বললেন, তুমি বাবা, আমি ছেলে। ননী সেন ঃ—আপনিইতো বাবা। দাদা ঃ—হ্যাঁ, আমি বাবা। ও ভগবান্। ওখান থেকে নিয়ে এলো, সব করছে.....ইত্যাদি। ননী সেন ঃ—বাবা! তুমি তো মহারাণী। তোমার গলা শুনে ভালো লাগলো। মিসেস্ ঃ—তাহলে আপনার গলা শুনলে আমাদের কতো ভালো লাগে। আইভি বললো ঃ এখানে এসেই ভালো হয়ে গেছেন।

৭.১.৯০—সন্ধ্যা ৭.৫০ নাগাদ দাদাকে ফোন। দাদা 'Hello', 'ননী! excellent,' 'খাওয়া দাওয়া করি; শরীর ভালো আছে।' বলে ছেড়ে দিলেন। আইভি বললো ঃ ডাক্তার দেখানো হচ্ছে; দাঁত চোখ দেখানো হয়েছে, blood test হয়েছে। জাম্বুসারিয়া বিকালে গাড়ী করে বেড়াতে নিয়ে যান। Ann ও রমা দেখা করেছে। Ann আজ ফোন করেছিল। দাদা কথা বলেন নি। Harvey আজ দেখা করতে আসবে ২/৩ ঘন্টার জন্য। যখন মেমসাহেবরা 'হরে কৃষ্ণ' গান করে বা tape চালানো হয়, তখন ভালো থাকেন। বহু লোক দেখা করতে আসছে। আগামী সোমবারের পরের সোমবার চলে যাবার কথা। ডাক্তারী পরীক্ষা এখনো আছে।

২০.১.'৯০—দাদাকে ফোন। চন্দ্রকলা বলে, আইভি বেরিয়েছে। দাদা omlette খাচ্ছেন। কথা বলতে গেলে আর খাবেন না। অতএব, ফোন ছেড়ে দিতে হোল।

২৬.১.'৯০—Ann য়ের চিঠি। বক্তব্য ঃ—ওরা দাদার জন্মদিন করে। Harvey ছিল। জাম্বুসারিয়া দাদাকে oxygen দিচ্ছে। তাতে কিছু ভালো হচ্ছে। (প্রচণ্ড ঝগড়ার পর চন্দ্রকলা চলে গেছে। —10.2.90 য়ের চিঠি)

১১.২.'৯০—দাদাকে ফোন। জাম্বুসারিয়া বলে, Last Saturday দাদা চলে গেছেন। Ivy এখন London য়ে।

২৪.২.'৯০—দুপুর ১টার কিছু পরে রমার ফোন। আজই জেনেছে জাম্বুসারিয়াকে ফোন করে যে দাদা এখনো লণ্ডনে। বৌদিরা জানেন না, দাদা কোথায়। আইভি ও চন্দ্রকলার চুলোচুলি হয়। তাই চন্দ্রকলা চলে যায়। দাদা একটা হাফ-সার্ট গায়ে গেছেন। গরম জামা-কাপড়ের স্যুটকেস খাটের তলায় পড়ে আছে। লণ্ডনে শীতে নিশ্চয় কষ্ট পাচ্ছেন। নার্স রাখার জন্য জাম্বুসারিয়া একটা চেক্ দিয়েছেন বৌদিকে। অভিদা ভালো। কামদারজীর শরীর খারাপ।। আইভি দুর্বাসা, censor, বিবেক।

১.৩.'৯০—কাল রাত ৮টা নাগাদ রমাকে ফোন। ছিল না। ৯টা নাগাদ message check করে রমা ফোন করে। বলে, জাম্বুসারিয়া অভিদাকে ফোন করে জেনেছে, দাদা দিন ১০ আগে সেখানে গেছেন। অভিদা তাঁকে ১০ দিন থাকতে বলেছেন। এখন বোধহয় কলকাতা চলে গেছেন।

১০.৪.'৯০—অভিদার চিঠি ঃ—দাদা ওখানে যান 18th February আইভি ও চন্দ্রকলাসহ। পরে চন্দ্রকলা ভিলাই চলে যান। আইভিকে নিয়ে দাদা 28th February to 28th পর্যন্ত দাদার পরম পরিচয়। কারও সঙ্গে দাদার যোগ ও কথাবার্তা ছিল না—রাত ও দিনে পার্থক্য ছিল না। আমিও চুপ থেকে সব দেখতাম—দাদাও চুপচাপ। নিজের মত থাকতেন—ঘুরতেন ঘরের মধ্যে। আর অদৃশ্য লোকের সঙ্গে কথা বলতেন—সকালের দিকে আইভি স্নান ও যৎসামান্য ভাত-দাল Lunch খাওয়াতো। No Dinner—দুধ বা মিষ্টি। তার পর দাদা নিজেই নিজের সঙ্গে থাকতেন; মনাতীত অবস্থা প্রায়ই। ১০ দিন কেন এখানে পরে বুঝলাম—He enjoys here most—none to disturb Him except ৪/৫ জন যারা একবার দুর থেকে দর্শন করে যেতো। আর ২/৩ জন সামনে খানিকক্ষণ বসতো। কথাবার্তা সব বন্ধ আগের মতো। কাউকে জানানো হোত না। আমি জানি Dada does not require any body to talk —দিন গেছে—জিজ্ঞেস করেছিলাম.....আপনি এই যে চেহারা করেছেন বদলে যাবে তো? .....দাদাজীর পায়ে সব বিশ্ব আসবে? দাদা বললেন, তুই যা বলবি তাই হবে। .....Los Angeles য়ের treatment সব useless —চোখ দাঁত Oxygen সব bluff. দাদা হোল বিশ্বের Oxygen. [এটা bluff ও বটে, সত্যও বটে। সত্য না হলে মানুষ ও প্রকৃতির পরমা শুদ্ধি কেমন করে হবে? সেজন্য তাঁর বাস্তব পাঞ্চভৌতিক দুঃখ ভোগ করা দরকার। না হলে তাঁর আসার কি দরকার? আর অন্তিম পর্যায়ে এটা bluff ও নয়, সত্যও নয়; অর্থাৎ কোন ঘটনাই নয়। তিনি নির্বিকার পরম সত্যস্বরূপ। তাই তিনি বলেন, এ আসেই নি]

৩০.৫.৯০—অভিদার চিঠি ঃ—দাদা ভালো আছেন—বৌদি মহালক্ষ্মীর সেবায়—তাঁর সঙ্গেও খেলা—অহংকার অমিয়-মাধবের—"সব আমি"—দাদা।

১৫.৬.৯০—আজ যতীনদা ও ফিরোজের চিঠি এলো। যতীনদা লেখেন ঃ—মুখে ঔষধ দিলে ফেলে দিচ্ছেন। 3rd June থেকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ চলছে। 12/15th August য়ের মধ্যে report দিতে হবে।

২.৮.৯০—যতীনদার চিঠি ঃ—দাদা দিনে ৮/১০ রকম ঔষধ না খেয়েও তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয় নাই। বরং দেখা যাচ্ছে, Allopathy-র ঔষধ বিনা বাহ্য, প্রস্রাব, ঘুম ও ক্ষিধা মোটামুটি স্বাভাবিক স্তরে আছে এবং পা ফোলা ও শুকিয়ে যাবার প্রবণতা কাটিয়ে মনে হয় চেহারার মধ্যে সজীবতা যেন আসছে। মাথা ঘোরা পেট চিন্ চিন্ ব্যাপারের কথাও বলছেন না। হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়া এবং সব সময়ের অস্থিরতাও দেখা যাচ্ছে না এবং মাঝে মাঝে বেশ স্বাভাবিক কথা-বার্তা বলেন। তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু না করলে মোটামুটি শান্ত অবস্থায় থাকেন। বৌদির পরিচর্যা যথারীতি চলছে। এক রবিবার সকলে মিলে 'রামৈব শরণম্' তাঁর সামনে গাওয়া হল। উনি শান্তই ছিলেন। কোন কোন দিন (রবিবার) তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন।

১৬.১২.৯০—ননী সেন সস্ত্রীক কলকাতা আসে উৎসবের পরেই। এসেই দাদার কাছে প্রায়ই আসতে থাকে। আজ দুজনে বিকালে যায়। দাদা শুয়ে। বৌদি দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করেন।. রেগে গেলেন। আজ অনীতা (আগরওয়াল) কলা আর দুটো মিষ্টি খাওয়ায়। তারপরে বৌদি ৩/৪ গ্রাস ভাত খাওয়ান। যতীনদার সঙ্গে হাত নেড়ে কী সব বলেন। কাল বলেন, আমার মেয়েটা, আমার মেয়েটা। ওযা চায়, ওকে দিয়ে দাও। গৌরীর ছেলে সম্বন্ধে, যে আমেরিকায় ভর্ত্তির জন্য কী পরীক্ষা দিয়েছে, বলেন, চিঠি ও mark-sheet এসে গেছে। সেই দিনই পরে ঐসব আসে।

প্রথম দিকে বহুদিন কথাই বলেন নি; পরে বেশ কয়েক দিন যেন না বুঝে সেনের হাত ধরে হাঁটেন: নাম অবশ্য একবারও উচ্চারণ করেন নি। গতবারে মাঝে মাঝে ননী সেনকে 'ঠাকুর মশায়' বলে খাটে নিজের পাশে

বসতে বলতেন; নীচে বসতে দিতেন না। এবারে একদিন বলেন, তুমি রোজ আসবে; তোমাকে আমি চাই। 21st আমেরিকা যাত্রা। 20th গেলে যতীনদাকে বলেন, Destruction শুরু হোল। সেদিন ননী সেন ও শান্তি সেনকে খুব আদর করেন। আগামীকাল চলে যাবার কথা বলায় বলেন, তুমি আবার আসবে; আসতে পারবে। পরে দুজনের হাত যুক্ত করে দেন। গায়ত্রী প্রণাম করলে বলেন, ওদের ধরে থাকবি। এ দিন দাদাকে অনেকটা ভালো দেখাচ্ছিল। দুদিন আগে ছেলে-বৌ প্রণাম করলে বলেন, এখানে এসে হবেটা কী? ক্ষিতীশদাকেও খুব আদর করেন।

১৬.৫.৯১—যতীনদার চিঠি ঃ—দাদা বাহ্য-প্রস্রাব এখনো অস্থানে করেন। অসংলগ্ন কথা ও গান; পাফুলা নেই। আদর করেন। বৌদিও হোমিওপ্যাথিক ঔষুধ খেয়ে ভালো আছেন।

২০.৯.৯১—যতীনদার চিঠি (৬ দিনে এলো কলকাতা থেকে)—মাসখানেক আগে রাত্রিতে হঠাৎ bathroomয়ে নিয়ে যাবার সময়ে পড়ে গিয়ে মাজার হাড়ে fracture ও dislocation হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, তিনি নিজেই উঠে বসেছেন এবং মাসখানেকের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন। কোন plaster করা হয়নি। আবার গত 7th September রাত্রির দিকে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে অস্বাভাবিক অবস্থায় ফেলেছিলেন সবাইকে। রাত তখন প্রায় ১১টা। ডাঃ নিরঞ্জন ভট্টাচার্য জমা প্রস্রাব বের করে kidney কাটার হাত থেকে বাঁচান। 8th রবিবারও catheter লাগানো অবস্থায় দেখে এসেছি এবং অন্যান্য উপসর্গ কিছু দেখিনি। কথাবার্ত্তা বলেন তবে সামঞ্জস্য করা যাচ্ছে না।

২০.৯.৯১—আজ এলো ফিরোজের 16th য়ের চিঠি ৪ দিনে ঃ—দাদা হাঁটু ও কোমরে চোট্ পান। ডাক্তারের মতে এতে অসহ্য যন্ত্রণা হয়; অথচ উনি ধীর। ডাঃ নিরঞ্জন ২৫ দিন পরে ঐ দিনই chamber য়ে আসেন (প্রস্রাব বন্ধের দিন)।

৩.১১.৯১—আজ আবার ফিরোজের চিঠি 25th য়ের ঃ—উৎসব ভালো হয়েছে; বহুলোক হয়; উড়িষ্যাবাসীও। দাদা এখনও ঠিক হাঁটতে পারেন না, দাঁড়াতে পারেন। এখন nurse য়ের বদলে আয়া। খাওয়া দাওয়া মোটামুটি করেন। নিজের খেয়ালে থাকেন দাদাজী কখনও কখনও। বৌদির শরীর ভাল নয়।

৯.১২.৯১—Ann য়ের চিঠি ঃ—Roma.....wants me to go and see Dada one last time and return to US with her. রমার সঙ্গে কথা হয় গতকাল। সে বলে, 15th May কলকাতা যাবে। রমা কি দাদার মহাপ্রয়াণের ইঙ্গিতে পেয়েছিল? তাহলে এব্যাপারে রমা অনন্যা।

১৩.২.৯২—আজ এলো ফিরোজের চিঠি ঃ—বৌদির কোমর থেকে পা পর্যন্ত ফুলে গেছে। চিকিৎসা চলছে। দাদাকে এক মাসী (মহিলা) দেখাশুনা করেন। wheel-chair য়েই ঘোরেন। কখনো গান, কখনো কান্না। প্রায়শঃ শুয়ে থাকেন।

১৫.২.৯২—যতীনদার ছেলে মন্টুর চিঠি ঃ—দাদার ডান পা (fractured) দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

২৪.২.৯২—Donald Maclean কলকাতায় দাদা-সঙ্গ করে আজ ফোন করে জানায়, ৪ দিন দাদার সঙ্গে খুব ভালো সময় কাটাই।

২৮.৩.৯২—আভিদার চিঠি ঃ—দাদা বৌদি ভাল আছেন—দাদা বদলাচ্ছেন চেহারা—দেখা যাক্।

৩০.৩.৯২—ফিরোজের চিঠি ঃ—দাদার পায়ে gangrene হয়েছে। Nurse আছে।

২০.৪.৯২—অভিদার চিঠি ঃ—রীণা নামে এক অপূর্ব নার্স দাদাকে মহাপ্রেমে সেবা করে—আমাকে চিঠি লিখেছে। কলকাতায় দাদা ও nurse ঘরে—দাদা wheelchair য়ে—হঠাৎ সারা ঘর ঘুরতে লাগলো—মেয়েটিকে নিয়ে ঠাকুঘরে গেলেন—সত্যনারায়ণের পটের কাছে 'জয় রাম' বললেন। আর একটা ফুল হাতে এলো (আসন থেকে)। তারপর দাদা মেয়েটিকে নিয়ে দাদার ঘরে এলেন—দাদার ঘর গ্যাঁদা ফুলে ভরে গেল। সেদিন বোম্বের শাদের বাড়ী গন্ধে ভরে গেল।

৮.৬.৯২—আজ LA থেকে ননী সেনের মেয়ের বাড়ীতে মনন সেন ফোন করে জানালো, দাদা চলে গেছেন। ছেলে মননকে ফোন করে verify করে ননী সেন এবং ওর মাকে জানায়। পরে কলকাতায় দাদার বাড়ীতে ফোন করা হয়। আইভি ধরে শুধু কাঁদছে; কথা বলতে পারছে না। পরে অভি ধরলো। সেও একই অবস্থা। পরে বৌদির সঙ্গে অনেক কথা হোল। রবিবার বিকেল ৪টায় চোখটা উল্টিয়ে চলে যান। জিভ একটু বেঁকে গিয়েছিল। অভি-

মধুমিতাকে বোম্বেতে ফোন করা হয়। তারা পরের দিন সকালে আসে। বেলা ৩টায় কাজ শেষ। বিকেলে juice খাবার পর Heart attack হয়। তার পরে Hiccough হয়; তার পরেই শেষ। অভিদাকে বৌদি কলকাতা যেতে নিষেধ করেছেন। নীরুকে দাদা বলেছিলেন, তোর বাড়ীর ব্যাপার তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেল্। এতো আর বেশি দিন নাই।

৯.৬.৯২—আজ সকাল ১১ টার কিছু আগে অভিদাকে ফোন। একটু ধরা ও বিহ্বল কণ্ঠস্বর হলেও খুব আনন্দে আছেন দাদাকে নিয়ে। চন্দ্রকলা ও অঞ্জু London থেকে ওখানে এসেছে। কলকাতায় যাবার কথা ছিল। কিন্তু, দাদা চন্দ্রকলার ভেতরে sound য়ে বলে দেন অভিদার বাড়ী যেতে। ওখানে ওরা দাদার কথা ভেতরে শুনে যাচ্ছেন। 'Don't touch me. I am alive'— দাদা ওদের বলেন। চন্দ্রকলাকে বলেন, 'এই বালিশটার মধ্যে আমি আছি'। সে ওটা জড়িয়ে ধরলো। অঞ্জু রাঁধছিল; 'কী রাঁধছিস্'? দাদা বললেন। তারপর যেন কী বললেন। ওরা সব সময়ে দাদাকে নিয়ে আছেন। অভিদা আরো বললেন : বৌদিকে বলেছিলাম, দাদার দেহ সমাধিস্থ করুন; তার উপরে মন্দির করুন। .....প্রভৃতির প্ররোচনায় ..... বৌদি তাঁকে কেওড়াতলা পাঠালেন। আমি কাজের ব্যাপারে আর কিছু বলতে পারবো না। আপনি বলুন।

১০.৬.৯২—রাত্রে বৌদিকে ফোন। বলেন, পুরুত দিয়ে কিছু হবে না। ১৩ দিনের দিন সত্যনারায়ণ হবে। পরের দিন রবিবার আত্মীয়দের খাওয়ানো হবে। gangrene ভালো হয়ে গিয়েছিল। গা আবার মাখনের মতো হয়েছিল। কিছুদিন আগে এক নীলকণ্ঠ মহারাজ ও গৌরীমা দাদাকে দেখতে আসেন। তাঁরা বৌদিকে বলেন দাদার সেবা করতে। কেওড়াতলায় ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হচ্ছিল পুষ্পবৃষ্টির মতো। পিসীমা হঠাৎ এসে উপস্থিত হন না জেনে। দেবনাথ হঠাৎ ছুটি পেয়ে চলে আসে না জেনে। ডাবের জল খেয়ে পায়খানায় যান; তার পরে শুয়ে চলে যান একটু পরে। দাদাকে যে ice য়ে শোয়ানো হয়, তা একটুও গলে নি। দাদাকে যে ভোগ দেওয়া হয়, তা দাদা একটু একটু খাচ্ছেন। সত্যনারায়ণ পূজায় বৌদিকে ঠাকুরঘরে বসতে বলা হয়। (পরে মধুদার কাছে শুনি, পায়খানার পরে দাদা শুয়ে ছিলেন। বৌদিরা TV তে একটা movie দেখছিলেন। হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে বৌদি ছুটে এসে দেখেন, দাদা মাথায় বালিশ চাপা দিয়ে আছেন। বালিশ সরিয়ে বৌদি দেখেন, মুখ-চোখ বিকৃত; তারপরেই শেষ। দিন ১৫ আগে ২ পা ফুলে উঠে এবং পুয পড়তে থাকে। তখন সর্বদেহ চাদরে ঢাকা ছিল সত্যনারায়ণের মতো। ৭ দিন পরে ১ পা ভালো হয়ে সোনালী হোল; ৩ দিন পরে অন্য পা। পায়ে যে gangrene য়ের কালো spot, তাও মিলিয়ে যায়। চলে যাবার পরে দেহ অপূর্ব সুন্দর হয়। বুক চওড়া হয়ে যায়, আর রং সোনালি।

১৯.৬.৯২—ফিরোজের চিঠি—৭.৬.৯২ তারিখে ৩.৩০টা দাদা চলে যান। এ রবিবার ও সবাই দেখা করে প্রণাম করে আসে। পর দিন ঠিক ৩টায় চুল্লীতে তোলা হয়। বেলা ৪টায় সব শেষ। (চলে যাবার সময় হয়তো ৪.৩০)

অভিদার চিঠি :—1991 January তে দাদা আমাকে বলেন, ঠিক হয়ে যাবে তুই বলছিস্ যখন। অসুখ-বিসুখ সেরে গেল—অঞ্জুর বোনের বাড়ীতে প্রথম বাড়ীর বাইরে গেছিলেন ১ দিন। ...'অভি, অভি' করছিলেন—টেলিফোন ওর হাতে দিল সমন অঞ্জুর বোন। দাদা কথা বল্লেন,—ভাষাতীত। তার পর 7th June ৪টা বিকেল নাগাদ চিরযৌবন চিরনবীন হয়ে রইলেন। .....অঞ্জু ও চন্দ্রকলা London থেকে রাত ১২টায় পৌঁছালো এখানে। দাদা সেদিন ওদের ভেতর থেকে London এ বল্লেন, 'কলকাতায় আসার দরকার নেই—বম্বে অভির ওখানে যা।' ৭ দিন আমরা মহানন্দে দাদাসংগ করলাম। .....এও বল্লেন, 'কলকাতায় তামাসা দেখতে যেতে হবে না।' .....দাদা বলেন, 'আমার জন্য কেউ কাঁদে না।' রান্নাও শেখাতেন আবার মজা করে বল্লেন, 'ভবিষ্যতে এক দেবী আসবে; তার নাম চ্যুৎমারাণি হবে।' .....ওরা 17th Villai গেল—দাদা বল্লেন—'বৌদির কাছে যা। ওরা ভাল আছে।' ..... বৌদির সঙ্গে কথা হোল—মধুমিতাকে দাদা সেদিন খাট থেকে দুহাত দিয়ে তুলে ধরে আদর করলেন—অনন্ত দাদা। .....বলে দিয়েছি, সত্যনারায়ণ পট না রাখতে—দাদার photo থাকবে শুধু। .....20th 200 লোকের খাওয়া-দাওয়া.....'তোকে ছাড়া আর কাকে বলবো'? এখানে চন্দ্রকলার মাধ্যমে sound এ repeat করলেন সেই কথা। .....দাদার ইচ্ছায় ধ্বংসের অপেক্ষায় আছি। হবেই। (এই হোল অভি ভট্টাচার্য। চন্দ্রকলা স্বর্ণকার এবং অঞ্জু ওয়ালিয়াও বটে। রুবি বোস এবং যতীন ভট্টাচার্যের কথা পরে জানা যাবে।)

২৬.৬.৯২—যতীনদার চিঠি 15th June য়ের—7th June বেলা ১১টায় আমি দাদার বাড়ী ছাড়ি। তখন যেন মনে হোল একটু আচ্ছন্ন অবস্থায়; কথাবার্ত্তা বলছেন না; দুটো পাই একটু ফোলা। .....সুনীলদা প্রাণ নিঙরে দাদাকে শুনাচ্ছিলেন 'নিতাই গৌর রাধেশ্যাম'। .....হঠাৎ দেখি, দাদার wheel-chair থেকে পেছনের বালিশটা মাটিতে পড়ে গেল। আমি সেটা তুলে আবার তাঁর পেছনে রাখতে তিনি যেন উষ্মা প্রকাশ করে কি বললেন বুঝলাম না। ....তাঁকে আর ঐ অবস্থায় দেখতে যাইনি। .....হয়ত চেয়েছিলাম তিনি দেহমুক্ত হন; তবে দাদাজী আমাদের ছেড়ে যাবেন কোথায়? ....(রমা) দাদাজীর মরদেহে একটা মালা দিয়ে এসেছে। ....দাদাজীর অভাব বোধ হচ্ছে না। (এই হোল পূর্ণকুম্ভ রামানুজ যতীন ভট্টাচার্য) (মনে পড়ে দাদার কথা—'এ চলে গেলে এক মহাভাব হবে।' আবার 'আমি আবার যাচ্ছি কোথায়? এইটা হোল মহাভাব'। অভি ভট্টাচার্য তো বটেই; চন্দ্রকলা অঞ্জু ও যতীন ভট্টাচার্য এই মহাভাবের পথিক।)

৩০.৬.৯২—সকাল ১০.৫০ নাগাদ বৌদিকে ফোন। মননের বোন গৌরী ধরে। বৌদি পূজায় ছিলেন। উনি বললেন : দাদা ৪.৪০ য়ে চলে যান্ (পরিমলদার সেই 'চারটা চাল্লিশ'—য়ের এতো তাৎপর্য তাঁকে এবং দাদাকে ঘিরে, তা কে জানতো?)। সেদিন চুল shampoo ও করেন। সবাইকে আদর করেন। দেহ পদ্মের পাঁপড়ির মতো হয়ে যায়। ওঁর যাবার সময়ে আমি, আইভি, নার্স ও আমার ছোট ভাই ছিল। ডাঃ নিরঞ্জন বলেছে, কিছুই হয় নি; ওঁর ইচ্ছা হোল, চলে গেলেন। সত্যনারায়ণ পূজা ভালো ভাবেই হয়। দাদা একটু একটু সব কিছু থেকেই খান। .....অনেকেই এখন বলছে, '৯২ য়ে যাবেন, একথা আগেই বলেছেন।

২৯.৭.৯২—অভিদার চিঠি :—(চন্দ্রকলা ও অঞ্জু) 7th রাত্রে এলো। ১০ দিন ছিল। .....'সিগারেট্ দে, মিষ্টি দে, রান্না কর্'। চন্দ্রকলা বললো মনে মনে 'আমাদের উম্লু বানিয়ে চলে গেলেন'। দাদা :—'আমিও উম্লু হয়ে গেলাম। .....(অতীন খাঁকে অভিদা চুৎমারাণি দেবীর কথা লেখায় অতীনের চিঠি) 'যেই এই কথা পড়লাম, অমনি দাদাও খিস্তি "এখন তো মরে গেছি; খিস্তি করলে কেউ ধরতে পারবে না। তুই add করে দে 'হারামি ও বোকাচোদা'। .....রুবিদি লিখলেন—এই চিঠি পেলাম। দাদার কথা—'আর কি চিঠি লিখবি? এর সম্বন্ধে আর কি লেখার আছে'? রুবিদি : উত্তর দিতে হবে তো? .....দাদার বাড়ী বিকেলে যাবার সময়ে—'যাচ্ছিস তো মজা দেখবি'। গিয়ে সত্যি মজা দেখলাম; সেই সঙ্গে শুনলাম—'আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি সব সময়ে।' পরের দিনও। কাজেই শোকতাপ নেই। .....দেহ ছাড়ার পর.....আঙ্গুলের মুদ্রা ছিল বুড়ো আঙ্গুল। পা যেটুকু বেঁকা মতন ছিল, সেটা straight হয়ে গেল।

২৮.৮.৯২—বৌদির চিঠি 24th য়ের :—শ্মশানে নিতে নিতে বেলা ৩টা হয়েছিল। যাওয়ার দিন ভালভাবে তেল মাখলেন স্নান করলেন সেভ্ ও শ্যাম্পু কোরলেন ভালভাবেই দুপুরে যা খাওয়ালাম সবই খেলেন। একটু দুপুরে বিশ্রাম করলেন। তারপর ডাবের জল খাওয়ালাম; তাও খেলেন। তার ১৫ মিনিট পরেই চোখ উল্টিয়ে মুখ সামান্য বিকৃত করলেন। তার পরেই সব শেষ। শেষের দিকে খুবই শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ....সব কিছুই চেনেন অথচ যেন কিছুই চেনেন না। রুবিদি বলেন, 'পরের দিন দাদার দাঁড়ি দেখা যায়।' তাহলে?

১১.৯.৯২—আজ এলো শম্ভুও চিত্রা ভড়ের মেয়ের মণির চিঠি :—গত বছর পড়ে যাবার পরে চিকিৎসায় বিলম্ব ঘটে। পায়ের পাতায় গ্যাংগ্রিণের চিহ্ন প্রকাশ পায়। নীলকণ্ঠ মহারাজ ও গৌরীমা কোন নির্দেশ পেয়ে দাদার কাছে আসতে বাধ্য হন। .....খাওয়ানো বা চান করানোর সময় মনে হতো, ওঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। গান করতেন 'তানা নানা' বা 'দ্রিমদ্রিমদ্রিমদ্রিম'। মে-র ২৩য়ে ও দাদাকে শুধায়, অভিদাকে কী লিখবে। তখন দেখে পায়ের পাতা পরিষ্কার। ঐ দিন চিত্রাদি দাড়ি কামান। দুপুরে ডালিয়া ও আইভি ছিল। আইভি ডাব খাওয়ায় ৩টায়। পরেই পায়খানা করে ফেলেন। তখন আইভি দেখে, মুখ চোখ অন্যরকম। বৌদি-ডাক্তারকে ফোন করে ভাইদের ডাকেন। পাড়ার ডাক্তার এসে দেখে 'ভালো বুঝছি না' বলে। তখনি চলে গেছেন।

২৫.৯.৯২—২২শে সেপ্টেম্বর আমেরিকা থেকে যাত্রা করে সস্ত্রীক ননী সেন ২৪শে কলকাতা পৌঁছায়। বৌদির সঙ্গে আজ দেখা করলে উনি খুব কান্নাকাটি করেন।

৪.১০.৯২—আজ বার্ষিক মহোৎসব হোল দাদার বাসায়। দেড়শ দুশ লোক হয়। বৌদি পূজার ঘরে ছিলেন। দাদা সব কিছু থেকে কিছু কিছু খান। পরের দিন সত্যনারায়ণ পূজা হয়।

৯.১.৯৩—আজ দাদার বাসায় যেতেই বৌদি দাদার ঘরে যেয়ে দাদার বিরাট্ দাঁড়ানো ফটোটা দেখতে বললেন। দেখা গেল, ফটোতে ২ হাতের পেছনে পেছনে দুটো মিশকালো হাত বেরিয়েছে। আগে কিন্তু ওটা ছিল না। বৌদি বললেন, উনি সম্ভবতঃ কাল প্রথম ওটা দেখেন। মনে হয়, ওটা পরশু প্রথম প্রকাশ পায়। পরশু ছিল ৭ই জানুয়ারী। একবছর পরে '৯৪ য়ের ৭ই জানুয়ারী বৌদি চলে যান। ১৩ই দাদার জন্মদিন হোল সামান্যভাবে। উপস্থিত খবুই কম। ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৩ই ফাল্গুন আবার উৎসব হোল। বোধ হয় ঠাকুরের জন্মতিথি। এটা ননী সেন কলকাতা থাকার সময়ে হোত না। ননী সেন দাদার কাছে আসার আগে নাকি হোত।

অভিদার চিঠি থেকে দাদার বাণী সংকলন

আগের কথা ছেড়ে দে; এখনের কথা বল্। বস্তুতো একটাই; প্রকাশের তারতম্য। মানা—মানা; রমা—মা রহে। একা হয়ে যাবেন উনি। নামেরও প্রয়োজন হয় না। আমি ঝড় জল বাতাস আলো—জীব দেহ প্রাণ মন ধ্বংস। আবার কোনটার মধ্যেই নাই। সৃষ্টিটা তাঁর মাহাত্ম্য। যা বলবো, শুনবি। আবরণ মুক্ত তো একে বাদ দিয়া হবে না। এ কিন্তু person নয়; অনন্ত বিশ্বই তাঁর। মর্ শালারা মারামারি কাটাকাটি করে; কিছু আসে যায় না। দেহটা কাঠ হলে তো যজ্ঞসমাপন হোল না। মনের পশুগুলি যাবে কোথায়? দৌড়াতে খানিকটা দিতেই হবে; না হলে উৎপাত করবে। তাহলে মনের কত জন্ম লাগবে। দৌড়াতে দৌড়াতে নিস্তেজ তো হবেই। তারপর মন হবে মঞ্জরী। তখন নিস্তরঙ্গভূমি তরঙ্গভূমিতে এসে, কিছুটা মনে এসে, রসাস্বাদন করছেন মঞ্জরী মনের সঙ্গে। তখন পর্যন্ত মন আছে কৃষ্ণরাধার রাস বা রসাস্বাদন করা পর্যন্ত। পরে রসাস্বাদনও নাই। রসও নাই, টসও নাই; কিছুই নাই। আমিও নাই, তুমিও নাই। লীলাতীত, সর্বশূণ্য; আর সত্ত্ব রজ তমোগুণের কোনটাই থাকতে পারছে না। একটা থাকলেও চলবে না। তখন এই সেই, সেই এই। তখন নারায়ণ-টারায়ণ কোথায়? তোমাদের জন্য একটা ভাষা রাখতে হয়; নইলে বুঝবে না। নইলে একটাই বস্তু,—অঙ্গগন্ধ।। "প্রাণো হি ভগবান্ ঈশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ। প্রাণেন ধার্য্যতে সর্বং সর্বং প্রাণময়ং জগৎ"।। তার ও উপর প্রাণাতীত। আমিই সেই এক, সেই একই আমি।। মালিক ধরলে তার তো হয়েছে গেল। বাড়ীতে তো যেতেই হবে।। একে যেন কেউ বুঝতে না যায়। অনন্ত তাঁকে কি বুঝবে মন-বুদ্ধি দিয়ে? আমি তো সব মেরেই রেখেছি। মেরে রেখে তবে উনি আসেন। সত্য যাহা আসেও না, যায়ও না—মনাতীত। মন থাকলেই আসা-যাওয়া, আনন্দ-নিরানন্দ আসবে। পরম সত্যে কিছুই নাই,—শূণ্য। সব সময়ে আছে; আমিও না, তুমিও না; এক।। এ আসেই নি।। জীবজগতে এই রকম যে একটা আসতে পারে, জীবজগতে তা কল্পনার বাইরে। দ্বাপরে কৃষ্ণ এসেছিলেন পূর্ণ। মহাপ্রভু পূর্ণ, কৃষ্ণ। ঠাকুরভুমা। আর এইটা? পূর্ণের উপর—তর, তর, তম, তম, তম। আর আসবেও না; আসতে পারে না। আসতে গেলেই নোতুন করে সৃষ্টি হবে।। তাঁকে সঙ্গে করে চল্; যা খুসী কর্। তাঁর কোলেই রইলে। প্রকৃতি সবই দেবে provided উনি আছেন। নইলে right and left পশ্চাৎ-দেশে প্রকৃতির চাবুক।। এর চেয়ে চালাক পৃথিবীতে কেউ থাকতে পারে না। লীলা করতে এসেছেন; লীলা করবেন, যা খুশী করবেন। যার একটা ইঙ্গিতে সৃষ্টি। রোগ শোক নিতে হয়; দেখাতে হয় জীবকে দেহধারণ করলে সব হবে। প্রকৃতি। উপায় নেই।। Books all for future. এখন কেউ বুঝবে না; কম।। আমেরিকা (?) .....; তারপরে রাশিয়া (?)। তার পরে যার যা, ব্যাস্। India প্রথমে neutral থাকবে; পরে যোগ দেবে। না হলে যদুকুল-ধ্বংস হবে কেমন করে? এ গেলে এক মহাভাব হবে।। আমি আস্তে আস্তে এগোচ্ছি।। অভিদা :—world য়ের কী হবে? দাদা :— Crash. কলকাতা নেই, কিছু নেই। এটা body না।। তাঁর মিথ্যা ও সত্য।। তোরা সব অজানা দেশের লোক। অভি! যা কিছু করো, তুমি করাচ্ছো, আমি করি। প্রকৃতির তারতম্য ভুলে গেছি তেমনি—হারাও বুঝি না, জেতাও বুঝি না।। কলকাঠি তাঁর হাতে; উপায় নেই। প্রকৃতি ঠিক টেনে আনবো।। এই চুৎমারানিরা আজ হোক, লক্ষ বছর পরে হোক, এই পথে আসতেই হবে। সত্যনারায়ণ যুগ সব যুগের শেষে। তাই সৃষ্টির মুলকে আসতে হোল।। তোরা তো সব মড়া।। বোম্বে এক ঝটকায় নিয়ে নেবো। তবে তোর বম্বের বাড়ী থাকবে।। সেয়ানা পার্টি। শচীনের নাম ইতিহাসে থাকবে। এই বার আমি arrest হবো। সোজা পথে হবে না; বেঁকা পথে যেতে হবে।। সব প্রমাণ দিয়ে কথা বলেন উনি। সামনে কথা বলছেন; অথচ দেখছেন সব সামনে। time, space নাই। Time, space মনে। Scientists are foolest of fools/ talk through body—mind attachment/ blind/ cannot see right or wrong. পঞ্চপাণ্ডব পঞ্চইন্দ্রিয়, যখন একজোট হয়ে অন্তর্মুখী হোল, তখন মন দ্রৌপদী হোল।। একটাইতো বস্তু। একটাই দুটো—পুরুষ ও প্রকৃতি। সৃষ্টিতত্ত্বে ওনাকে আসতে হয়। দেহতে উনিই এলেন; কাজেই মায়ার মধ্যেও উনি। উনি সরে পড়লে নড়াচড়া বন্ধ।। আমি আবার সরে যাচ্ছি কোথায়? সব অস্তিত্বই উনি। আমার অনন্ত প্রেম আমিই করি। সৃষ্টিটা তাঁর সাধ-আহ্লাদের জন্য। তাঁর চঞ্চল অবস্থাটাই সৃস্টি।।। এই আদির আদি অনাদি গোবিন্দ, মূল। একে বুঝতে চেষ্টা করিস্ না। এভাবে দেখে নাই কোন কালে।। মনরাজ্যে নাম, শেষে যথাকাশ শূন্য,—সত্যনারায়ণ।। অনন্ত জগৎই আমার। মর্ শালারা মারামারি কাটাকাটি করে। কে কাকে মারে? আমার ভালবাসা মুসলমানের মুরগী পোষা। । প্রকৃতি আহ্বান করে body বানালাম।। মায়ার তারতম্যেও উনি।। যাবার আগে ভালো করে ধ্বংস লাগিয়ে

কেটে পড়বেন। কারণ, প্রকৃতি একেও ছাড়বে না।। প্রকৃতিকে বদলাতে হবে। এ দায়িত্ব কার? মানুষের calculation রাখতে দেবো না। তাঁকে বুঝতে গেলেই গাড্ডায় পড়বে।। আগের যারা এসেছে, যাদের লোকে জেনেছে দেখেছে, সব একেই করেছে।। মধুকৈটভ ভূমি বা জমির জল বাতাস শব্দ আলোর প্রকাশের পর যা সত্যনারায়ণ পূজায় হয়। মৌরেলা মাছ মলয় থেকে,—প্রথম সৃষ্টি। মৎস্য অবতার নয়।। ভূমি সহকারে উনি বৃন্দাবন বা ব্রজলীলা করবেন, কি করলেন। তাই 'মধুকৈটভভারে (—কৈটভারে নয়); সঙ্গে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।। শব্দব্রহ্ম থেকে মনরাজ্যে নামের সৃষ্টিতে গোপাল গোবিন্দ, শ্রীসম্পদ্ যেটা আসছে। শব্দব্রহ্মকে টানছি।। ও হি গুরু, ও হি শিষ্য। কিসের গুরু রে ব্যাটা। একটাইতো বস্তু। Truth is one. No question of religion. Everything is He. So, human life is farce. Everything is bluff. প্রকৃতি change করতে প্রকৃতিকে দিতে হয় (দাঁত, চোখ ইত্যাদি)।। সঙ্গে এবার কি এনেছি, জানিস্ না। কলির কলুষ নাশ। যতো সিদ্ধাই—টিদ্ধাই সব ক্রিয়াকলাপ মনের under য়ে; মনোগত, limited. তাঁর ব্যাপারে যা ঘটে, ক্রিয়াকলাপের বাইরে,—স্বভাব। কলির পাইন মেরে দেবো। এই রকম কলি আর হবে না।। (গুরুবাদ সম্বন্ধে) আতা হ্যায়, আতা হ্যায়, পোঁদমে ডাণ্ডা ঢুকায়ে দেগা। মহাপ্রভুর পর সব scattered হয়ে পড়লো।। ওঁদের দেহ দেবদেবীরা নিয়ে যায়।। তোমার কিছু পাবার নাই। সব ছকে কাটা।। সব আমি। সত্যাসত্য পাপ-পুণ্য নাই। ওঁর পারিষদ দরকার হয় না। সব উনি করান। No নিমিত্ত।। এ রামের বাবা। রামের কথা একমাত্র সেই কাটতে পেরেছে। উনি ওনাকে আস্বাদন করার জন্য আসছেন।। বিশ্বামিত্রের আদি নাম দুদশা। পরে বিশ্বের মিত্র বলে বিশ্বামিত্র। ছলে বলে কৌশলে সত্যটাকে ধরানো।। উনি exclusive হয়ে যাবেন; মুষ্টিমেয় থাকবে। উপনিষদ্ কেউ বোঝেনি। এখন বুঝাই।। সবই আমি; আমিই সব করাচ্ছি, করছি। যা কিছু ঘটছে, আমার মধ্যেই। উনি বিশ্বের ভার বহন করছেন; কারও রেহাই নাই। তবে তাঁকে নিয়ে যারা থাকে, তাদের ভারও তিনি বহন করেন। আর ভোগ কাটানো হয় বলেই ভোগদেহ ধারণ করি। দেহমুক্ত হতে আসা।। সবার অন্তরে আছি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। । ধাক্কা একসঙ্গে মারি কি করে? জীবের কোন অপরাধ উনি ধরেন না; কোন কালেই না।। ১৬০০ population গোপীই ছিল when Govinda was born in the world—mind and He (১৬ হাজার?) দ্রৌপদী কৃষ্ণের স্ত্রী। পাণ্ডবেরা দ্বার-রক্ষক ছিল।। তোদের জন্য কত নীচে নেমে আসতে হয়েছে। গীতা উপনিষদ্ কেউ বোঝে নি; বলা সবই আছে। এখন মন দিয়ে বলেন না।। অনন্ত অর্জুন উনি সৃষ্টি করেন। সারা বিশ্বে কলকাঠি নাড়ছেন, ভারতে ও বিদেশে।। জেনে রাখ্, এই গোবিন্দ। সব যুগের শেষে এইভাবে আসতে হোল। তাহলে বোঝ এই যুগটা কেমন।। সব ভাবনা তাঁর কাছে, সব ব্যাটা তাঁর কাছে।। একে দেহ ভাবলে গণ্ডগোল।। এভাবে এতোদিন থাকাটাই জ্বালা,—প্রেমের জ্বালা। সব উদ্ধার করতে হবে। ধ্বংসপর্বের পরে অর্ধেক population হয়ে যাব। সব exposed হয়ে যাবে; কারো কর্তৃত্ব রাখবো না।। একেই সবাই স্মরণ করে।। তোরা তো মুলের কাছ থেকে শুনছিস। ব্রহ্মা বিষ্ণু পায় না হদিস্, তোদের সঙ্গে কি কথা বলবো। ভক্তকে মারলে গালাগাল দিলে ভক্ত চুপ পরে থাকে। অভিদা :—সত্যনারায়ণ আসছে না কেন? রাম আসছেনা; গোপাল গোবিন্দ আসছে কেন (অর্থাৎ মানুষ হয়ে)? দাদা :— সত্যনারায়ণ মনাতীত, প্রাণাতীত; লয় নেই, ক্ষয় নেই। sky, শূন্য; প্রকাশে আসতে পারেন না। অভিদা :—গোপাল গোবিন্দ মানে কি? দাদা :—গোপাল গোবিন্দ সবটা। গোপাল গোবিন্দ আদিনাম—শ্রীসম্পদ্। সবটা এসে গেল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। গোবিন্দ আদির আদি। গোপাল যার জরা নেই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। প্রাণ,—সৃষ্টি। সৃষ্টিতত্ত্বে ওনাকে আসতে হয়। প্রাণটাই আদির আদি অনাদির সঙ্গে এমন করে শ্বাস-প্রশ্বাস অনন্ত জগতে। শব্দব্রহ্ম গোবিন্দ। শব্দব্রহ্ম plus গোপাল। মনোরাজ্যে একটাই দুটো শব্দ,—মনাতীত এবং মন। প্রাণটা আসে এ জগতে তাঁর আস্বাদনের জন্য, রসাস্বাদনের জন্য রাধাভাব নিয়ে। সত্যনারায়ণে শ্বাস-প্রশ্বাসও নাই। অভিদা :—গোবিন্দ আগে? দাদা :—একেবারে। ঈশ্বর : পরমঃ কৃষ্ণঃ (ইত্যাদি)। যেটা সত্য শ্রীযুক্ত, সেটার মধ্যে আমি। অভিদা :—সেইজন্য শ্রীসম্পদ্ বলে? দাদা :—হ্যাঁ, শ্রীযুক্ত মানে সত্যযুক্ত অবস্থায় body টা move করছে। ....রসাস্বাদন; প্রকৃতি ও নিলাম, তাঁকেও গ্রহণ করলাম। প্রকৃতি ছাড়া রসাস্বাদন হয় না। Prakriti is for His leelaa. প্রকৃতির রসতত্ত্ববোধে এই দেহ।। গণেশ আবার কি? ওতো ভাগবতের গল্প। মানে কেউ জানে না। এর কথা কাটবার অধিকার ত্রিজগতে নাই।। আরে, বিভূতি (সরকার) আমার কাছে কেন? সবাইকে খবর দে; বিভূতি মারা গেছে। ওর খাবার তৃষ্ণা যায় নি। আবার আসতে হবে; তবে সত্যের কারণে। ৩০ বছর বাঁচবে; নাম হবে অন্নদা রায়। কিছু লিখবে।। আমি আমার সঙ্গে প্রেম করতে আসছি। সারা বিশ্বে

বাড়ীর মধ্যে বসে সব হোল।। (অভিদাকে) তুই একা হয়ে যাবি। কোথাও যেতে হবে না, কোন plan করতে হবে না। যা দরকার সব পেয়ে যাবি।। What a gathering of Radha minds! মন শুনছে, আমি করছি (মহানাম); আমি শুনছি, মন করছে।। আমি বললে তোরা বলিস্। আমি 1st person, তোরা 2nd person. প্রকৃতি ও আমি; প্রকৃতিও আমার প্রকাশ।। এ কিন্তু কোন সময়ে মানুষের মতো কথা বলে না। সব দেখে বলে। মানুষের এই ভণ্ডরাজ্যে লাঠি মেরে শেষ করবো। মায়া দয়া নাই; সবই আমি; ভবিষ্যতে দাদার বই University তে পড়ানো হবে।। নিতাই গৌর সীতানাথ সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপার।। ওর (খুস্‌মন্ত সিং) কলমের ডগায় বসে আছি। । মানুষের তো কোন সত্তাই নাই। আমি কথা বললে তোরা কথা বলিস্। I am off, you are off. তোরা কোথায় আছিস্, কোথায় এলি? আমিইতো এলাম। জানবি কাকে, যে ধনে তোরা ধনী? তাঁরই রোগ, তাঁরই ওষুধ। রোগী ও ডাক্তারের মধ্যেও তো উনি। None can have any conception of me. সূর্য, চন্দ্র, ১৪ ভুবন আমি। কাকে জান্‌বি? কী চ্যাটের জানা? যে ধনে তুই ধনী, তাঁকে কী জানবি? অভিদা :-এতো population কি করে হয়? দাদা :—দেবদেবীদেরও এই জগতে জন্মাতে হয় তাঁর আস্বাদনের জন্য শেষ পর্যন্ত মুক্ত হতে, যেমন আমরা। কারো ইচ্ছায় হয় না; automatically এবং serially. অভিদা :—৮৪ লক্ষ যোনিটা কী ব্যাপার? দাদা:—Absurd ব্যাপার। বিশ্বের সব মন এর দিকে হবেই। সত্যনারায়ণ কি, অভি! বুঝবি না। থাকতে নাও ধরতে পারে। তবে প্রকৃতি apply করে দেবো। ধরতেই হবে। মানুষের আবার কর্তৃত্ব কি যে আজ আছে, কাল নাই। সব আমার—দেহ, প্রকৃতি, কামনা-বাসনা, বুদ্ধি, কাম, ক্রোধ সব আমি। তোরা তো সব মড়া। আমি যা খুসী করবো, ঠেকাবে কে? আমি প্লাবন।। এ যুগে মহাপ্রভু কিছু করতে পারতেন না।। Don't try to understand me; try to love me. (অভিদাকে) তুই নিত্যানন্দ; তুই আমার অংশ। অন্য কেউ হতে পারে না। তোকে richest করতে পারি না। অভিদা :—আমি এ সব বুঝি না; আমি দাদাই বুঝি। এ সব কথা আমাকে বলে লাভ নেই। আমার কোন অসুখ করতে পারে না। জর্জরিত হয়ে গেলাম অসুখ-বিসুখ নিতে।। আজ ভাবছিস্ চালাক। প্রকৃতি ছাড়াবে না। এতো জাত, ধর্ম রাখতে দেবেন না। কোন যুগে ছিল না। যা ছিল, সনাতন ধর্ম।। উনিই একমাত্র সর্বেশ্বর।। এক দিনেই শেষ Science top য়ে গেলে। Last য়ে India join করবে।। রাজা গজা উজির নাজির সবাইকে লাঠির বাড়ি মারবো। লাঠি হোল প্রকৃতি।। তাঁর কথা মন দিয়ে University knowledge য়ে ব্যাখ্যা করবে কি করে? Mind is individual. He is Absolute. সাজাও তো ওঁকে সাজাও। প্রেম ছাড়া উনি কিছু বোঝেন না। (1980 তে LA তে অভিদাকে) তুই ভাত ডাল বানাতে পারিস্ না? উনি কোন সর্ত্তে নাই। এই New York buildings থাকবে, লোক থাকবে না। (1978 য়ে)।। আজ থেকে আমিকে কেটে দে।। দাদা :—বলবি, তুমি করো, আমি করি; আমি না কিছু করি। আমাকে কোন ফাঁকের মধ্যে ফেলে দিও না। অভিদা :—কাকে বলবো? দাদা :— মনকে। তুমি করো, আমি করি। হারাও বুঝিনা, জেতাও বুঝিনা। অভিদা :—সব গুলিয়ে দেন। দাদা :—আমার করণীয় কিছু নাই। আমি প্রকৃতির তারতম্যে ভুলে গেছি তোমাকে। তুমি করাচ্ছো, আমি করছি। যা হবার হয়ে যাক্, যা খুশী তাই। দেখবি, আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে। অভিদা :—মনে থাকে না যে! দাদা :—তোর আবার মন কি রে? মনকে বলবি। অভিদা :—বল্লেই কি হয়? দাদা :—আর কিছু প্রয়োজন নাই। উনি যা বলছেন, তাই বেদ। গীতা-ভাগবতের উপরে,—much above. অভিকে জাগতিক থেকে আলাদা করে দিয়েছি।। একে body ধরলে ছিটকে পড়বে।। এ সব (বই) এখন লোক পুঁছবে না; এ যুগের সংস্কার। আগামী সভ্যতায় এই বই University তে পড়া হবে। সবার মধ্যে থেকে মন দিয়ে জগৎ চালাই। Not this world only/ even worlds beyond. গুরু খুঁজতে হয় না; নিজেই আসেন। grammar তো বৈদিক যুগে। 'শৃণ্বন্ত বিশ্বে' অন্য মানে।। প্রাণের মৃত্যু নেই; মনের আতংক মৃত্যু।। (চন্দ্রকলার ছেলে কেশব সার্জেন) দাদা (কেশবকে sound য়ে) আমার নাম কার kidney touch কর্; কাউকে বলবি না। (সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব শুরু)।। মহানাম, দাদা-নাম অক্ষয়কবচ জীবের উদ্ধারের জন্য।। আমি, আমিত্ব বলে কিছু নাই। কর্তৃত্ব নাই; কর্তৃত্ববোধও নাই।। আমরা সবাই পূর্ণ; পূর্ণত্ব নিয়েই এসেছি। আমার মধ্যেই অনন্ত শক্তি। কারণ, দেখছেন উনি, যেখানে হাতটা দিচ্ছেন, ওটাও উনি। যখন নাকি উনি খাবেন, এটাও উনি; যেটা করছেন, সেটাও উনি। আমিটা কোথায়? আমার আনন্দ আমার মধ্যেই। আমার রস আমিই নিই। অর্থ? সবই আমার মধ্যে। যিনি খণ্ডভাবে অখণ্ড প্রাণবৎ, যাঁরে ব্যতীত কোথায় কিছু নাই, যিনি অনন্তে লীন হয়ে আছেন, সেই প্রাণ,—সর্বভূতস্থিত, সর্বেশ্বর—সেই যে জন, তাঁকে

আমরা প্রণাম জানাই। কি করে? কেলর্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।। কলি যুগ; নাম ছাড়া গতি নাই। অনন্যশরণ। সব সময়ে তাঁকে নিয়ে থাকো। কর্ম করো, স্মরণ করো। নামের মন্দির দেহ। শ্বাস-প্রশ্বাস, vibration দুই দিকেই যাচ্ছে। শূন্যভূমিতে সূক্ষ্মভাবে উনি আছেন; দেখা যায় না। বিশ্বটা আমার; all over universe ই আমার। অসীমকে নিয়া আসছি, অসীমের কাছে যাবো; অসীমকে একটু ভালবাসি। কিসের সংসার, কিসের ধর্ম? সবইতো তুমি। আমার কোনটা? সব মনের থেকে ছুটে যায়। তুমি তো আমাকে পুতুল করে পাঠালে। ছেলে মেয়ে স্ত্রী সবই চলে যায়। আমার যেটা, সেটাকে আমার চাই।। মায়ার টানের কথা বোলোনা; এখন বাঁশ ঢুকিয়ে দেবো। বাঁশের ঠেলায় দেখবে ত্রাহি ত্রাহি রব।। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ইদমিদং সবই উনি, আমি দেখি। যে যা ইচ্ছা, তাই করতে পারে। Last word—স্বদেহম্ ইন্দ্রিয়ং ভার্যা ভৃত্যস্বজনবান্ধবাঃ। পিতা মাতা কুলং দেবি পতিরের ন সংশয়ঃ।। ....Indian র corruption আগে শেষ করবো; Western world পরে।। আমি দেহ ছাড়বার পরে প্রকৃতি apply করবো ভালো করে। কিছুই থাকবে না। বম্বে কলকাতা এখন শুরু। সারা দেশ, Western World ও। আগে India fix করি,—best place. কলকাতা নেই, কিছু নেই। কলকাতা হবে সোনার কলকাতা। বম্বে এক ঝটকায় নিয়ে নেবো। হ্যাঁ, Delphin House টা থাকবে। এ রাম ঠাকুর, মহাপ্রভু নয়। ওঁরা পূর্ণ ব্রহ্ম। এ পূর্ণের উপরে তর তর তম তম তম। এর দেহ দেবদেবীরা নিয়ে যায়, যেমন রামঠাকুর, মহাপ্রভুর। (এটা অলৌকিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সত্য, লৌকিক দৃষ্টিতে কিন্তু নয়। আর দাদার তা অভিপ্রেত নয় বলে মনে হয়। কারণ, মহাপ্রভু সম্বন্ধে দাদা বলেছিলেন, দেহটা রেখে দিলেও পারতেন; ভক্তরা দেহটা দেখতে চায়। এই উক্তির ভিতরেই কি এবারকার চলে যাবার রূপটি ভাষা পায় নি? রাম ঠাকুরের দেহও সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কিছুদিন পরে সমাধি থেকে জল বেরুচ্ছে দেখে ওটা খুলে দেখা গেল, দেহ নেই। দাদার দেহ ও আবৃত ইলেকট্রিক চুল্লীতে দেবার পরে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। কিন্তু, তা প্রমাণ করার কোন যুক্তি এই সংকলকের জানা নেই। অস্থি পাওয়া গিয়েছিল কিনা, তা জিজ্ঞাসা করা হয় নি।)।। (নিরঞ্জনাকে) আর ২ দিন থাকবো; তোর বাড়ীতে বালগোপাল হয়ে থাকবো।। শিবটিবের মাথার উপর পা দিয়ে চলে যায়।। মা! তোমার ছেলের মৃত্যু নাই।। ওটা তো করতেই হয় (sex-act) ।। আমার মায়া-দয়া, আকর্ষণ-বিকর্ষণ কিছু নাই; সব দেখাই। সব সময়ে অনন্তে লীন।। অভিদা ঃ—আচ্ছা দাদা! আমি এই যে আনন্দ করছি আপনার সঙ্গে, আপনি সেই আনন্দ করছেন? দাদা ঃ—তাই তো; আমি আর আপনি আলাদা নাকি! অভিদা ঃ— আমার কষ্ট হলে আপনার কষ্ট হয় না? দাদা ঃ—না। অভিদা ঃ—আচ্ছা দাদা! Zero থেকে যজ্ঞ-সমাপন করতে কত বছর লাগে? span কত? দাদা ঃ—প্রথম ২০/৩০ জন্ম মন চঞ্চলই থাকে। তারপর কমতে থাকে আস্তে আস্তে। অভিদা ঃ— বহূনাং জন্মনামন্তে ইত্যাদি। দাদা ঃ—বহু জন্মতো এমনি হচ্ছেই। আজ তুই যা আছস্, আজ যদি ওঁর ছিটা না পেতিস্; তুই তো সংস্কারে আবদ্ধ ছিলি। ওঁর ছিটাটা পড়ে গেল, বহু জন্ম হয়ে গেল; বাসুদেব ঃ সর্বমিতি হয়ে গেল। বাঁদর বাঁদর, মানুষ মানুষ।। সত্যনারায়ণ একেবারে ভূমা। শ্বাস-প্রশ্বাস ও নাই, তরঙ্গ নাই। শুধু আছেন; আমি-তুমিও নাই। সেই সত্যনারায়ণে একটা সৃষ্টির ইচ্ছা হোল; একটা ইঙ্গিত—আমি আমার সঙ্গে প্রেম করবো, আমি বহু হবো, আমি হবো।। কোথায় আমি নেই? সৃষ্টিতে প্রাণ,—গোপাল গোবিন্দ—সবটাই যাঁকে ছাড়া কিছুই নাই,—অনন্ত। অনন্ত সৌর জগৎ; সব উনি control করেন। এতো বড়ো magician—সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা সব ওঁনার মধ্যে। অভিদা ঃ—দাদা অনেক ভুবন control করেন এক সঙ্গে; তাদের সঙ্গে কথাও বলেন, দেখেছি।। দাদা ঃ—কঠিন দায়িত্ব তোর। তোর সব এমনিই হবে।। Man can do nothing. Everything He is doing. তোমাদের কিছুই নাই। কর্ম ও আমিই করাই। প্রাণ মন দেহ আমার। তোমরা তো কেওড়াতলার আসামী।। ব্রহ্ম যদি সত্য হয়, উনি সত্য। সব শালাকে এর কাছে আসতে হইবো।। দুটো করছে কেন? শব্দ ব্রহ্মকে টানবার জন্য। গোপাল গোবিন্দই শব্দরূপে ব্রহ্ম।। confusion না দিলে লীলা হয় না।। (Stephen Hawking সম্বন্ধে) হ্যাঁ, আইনষ্টাইনেরও উপরে।। প্রসাদ অর্থ উনি নিজেই প্রসাদ হয়ে যান; ফলমূল ভোগ নয়। দক্ষিণা অর্থাৎ নিজেকে উৎসর্গ করা।। শচীন রায় চৌধুরী ঃ—আপনাকেই যদি স্মরণ করি। দাদা ঃ—তাহলে তো (কথা শেষ হোল না।)।। কোনটাই সৃষ্টিতে যায় না; আবার আসে।। প্রাণের মৃত্যু নেই; মনের আমিত্ব মরে। অভি মানে সত্যের ধারক। (কামদারের বাড়ীতে দ্বারকার শংকরাচার্যকে জগদ্‌গুরু সম্বন্ধে) 'নিত্যবস্তুং নিত্যপূর্ণং পুরুষাকারং নমোস্তুতে'। বিশ্বরূপ-দর্শনে সব হরণ হয়ে যায়।। শাস্ত্র না হলে সৃষ্টি balance হবে কেমন করে?

মনকে মেরে দিয়েছেন for স্বভাব ধর্ম। দাদাকে ধরলে নামেরও প্রয়োজন হয় না।। এ দেহ ছাড়লে প্রকৃতিকে লেলিয়ে দেওয়া সহজ হবে।। ভারতে revolution হবে, financial collapse হবে। বম্বে will be worst. তোরা যা দেখছিস্, এই গৌরাঙ্গ, পূর্ণ নিমাই—কৃষ্ণেরও উপরে।। রামঠাকুর পূর্ণব্রহ্ম হলেও প্রকৃতি নিয়ে নয়। আমি গাণ্ডীব—প্রাণ—অর্জুনের, মানুষের।। জীবের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।। আমেরিকাকে দিয়ে science top য়ে এলে তখন ব্যস্—.....সমুদ্রের জল পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে।। Population বাড়ে, — আগে মানুষটা যাচ্ছে, আর অন্য অন্য জীব আসছে। অভিদা :- কোন্ জীব? দাদা :- অন্য অন্য জীব যা আছে, মানুষ তো হবেই। অভিদা :- সাপ ব্যাং মরে মানুষ হবে? যতীনদা :- এটা স্বাভাবিক, না কোন নিয়মের ক্রিয়া? দাদা : — এরা কিন্তু কিচ্ছু বোঝে না। মানুষ বাদ দিয়ে অন্য জীব বোঝে না। যতীনদা :- এই যে হচ্ছে মানুষ, তাহলে কোন নিয়মে কানুনে চলছে? সাপ হোল, তার পর ব্যাং হোল; এ হোল, তাহল, তারপর মানুষ হোল? দাদা :- হ্যাঁ। এই রকম হয়ে থাকে; নিয়মে চলছে। মানুষ মানুষ, বাঁদর বাঁদর।। গোপবালা অর্থ কি? উনি প্রকৃতিকে দিয়ে রস আস্বাদন করাবেন, opposite টা দিয়ে। সবই তো মেয়ে। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' সব সংস্কার ছেড়ে।। মনটাও প্রাণের সঙ্গেই লেগে দেহে আসে। I am moving God in all bodies. ধ্বংসের বা অত্যন্ত খারাপ সময়ে তোমাদের নিয়ে নেবো।। দেখছে সব নিজে চোখে। দেখেও কিছু করতে পারছেন না। কারণ তাদেরও একটা কাজ করতে থাকে। যা ভবিষ্যত সভ্যতা হবে।। তাদেরও একটা সুকৃতি আছে। সুকৃতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছু করতে পারছেন না; Cannot do. অভিদা :—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি তো কবে destroy করতে পারতেন। দাদা—Destroy তো কিছুই না। অভিদা—সৃষ্টিতো আপনার। আপনি destroy করবেন কেমন করে? দাদা—সৃষ্টিতত্ত্ব তাহলে রইলো কোথায়, তুমি যদি হজমই না করতে পারো? তুমিই প্রকৃতি দিলে, তুমিই বলছো আবার, হজম কোরো না। ননী সেন—তবেইতো এক ডাকে আসতে হবে।। পুরুষবাজী কর্, মেয়েবাজী কর্, তার মধ্যেও তো উনি। মন যেভাবেই হোক্ নিজের ব্যক্তিগত পরিপ্রেক্ষিতে ভাবে,—সীমিত।। মদ খাস্, ভাত খাস্ না? মদ না খেলেই হোল। দেহভোগ মন দিয়ে, প্রকৃতির খেলা। উনি নিরাসক্ত। এর কথা কেটে দেওয়া ত্রিভুবনে ১৪ ভুবনে অনন্তভুবনেও নাই।। Science টা আরো যাক্ না; এখনো (1972) কিছুই করতে পারে নি। দ্বাপরে অনেক উন্নত ছিল। Science যখন top হবে, মনের চূড়ান্ত হবে, তখন destroy করে দেবো। যদুকুল ধ্বংস করো। সেই যুদ্ধটা আসবে; প্রকৃতি আনবে।। তোদের জন্য কত নীচে নেবে এসেছি।। অভি :—দাদা! একটু সংস্কৃত বলবেন। দাদা :— রাম—রা—ম; সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হোল রাম। 'ম' শব্দের অর্থ মদীয় আত্মস্বরূপ। .....শিশিষ্যাতায় জাগৃতায় চায়ং নরদেহে। যদি কেউ আসে প্রকাশ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মতত্ত্ববোধলীন হয়ে মহান্ ইচ্ছাতে জাগরিত হোল নরদেহে। এই হোল রাম। অভি :—দাদাই রাম? দাদা :—এটা তো তুই বলবি। অভি-তাহলে দাদাই থাকবে। আমি দাদা জানি; রাম-ফামের explanation য়ের দরকার নাই।। একটা জায়গায় গিয়ে explanation নাই। তখনি এই 'আমি'। অভি :—এযুগে দাদা বলছে; তাহলে দাদাই থাকবে। দাদা—yes অভি :—ব্যাস্! তাহলে দাদা থাকবে বিশ্বে নাম হয়ে। দাদা—yes. পুরুষ নারী যা করছো, সবই তুমি। কাম ক্রোধ যা করছো, সবই তুমি। কুরুক্ষেত্রের যোজনা তুমি, ধ্বংস তুমি; আপনজন তুমি, যা করছো সবই তুমি। তুমিই আমার প্রাণ। অভি :—আমি লোককে কি বলবো? আমাকে বলতে হয়তো, তাই জিজ্ঞেস করছি। প্রাণটাই এক বিশ্বে। প্রাণটা আলাদা নয়, কি করে বোঝাই? দাদা প্রাণেরও উপরে; ইচ্ছা হোল, প্রাণে এলেন। তাই? দাদা :—এই কথা কাউকে বলবি না। কারণ আছে, ভয় পায়।। কিসের বিয়ে-সাদী? এসব তো ছিল না আগে। ওঁনার সঙ্গে বিয়ে; যুক্ত অবস্থায় আসে জীব। উনি চলে গেলে দেহ জড়। মনুষ্য একটাই তো জাত। লেখা আছে নাকি কিসের জাত? মানুষ তো? জাত একটা। অভিদা :—হ্যাঁ, গৌরী শাস্ত্রী তো বললেন, গীতা পৈতা তোমার চরণে দিয়ে গেলাম। সব জানা মিথ্যা। যা করেছি, অপরাধ করেছি। আমাকে আর বোলো না। দাদা :—Difference কোথায়? দুই পা হাত; ব্রাহ্মণ কিসের? গরুর দুই পা কি? জানোয়ার চতুষ্পদ। সবই জানোয়ার; জাত তো এক; ভেঙ্গে ভেঙ্গে আলাদা। ভাষা ও এক, দুটো নয়। মূলতো তা এক; সত্য একটাই; বস্তু এক। এই খেলাই দাদাজীর,—চীৎকার করে যাওয়া। এর ৫/৬ বছর বয়সে এ বলতো, ধর্ম,—কারে পূজা করবো? তখন এর কথা কে শোনে? যাঁরে পূজা করবো, তিনি তা সাথী হয়ে আছেন অন্তরে,—অভেদ। সেই সব। এ পূজা সে পূজা। কে কারে পূজা করবে? ভড়ং ভণ্ডামি। পূজা করার জন্য আসিনি। তাঁকে ধরলেইতো

হোল। এটাকে ধরতে পারলে সব হোল। কমল তোমাকে করতেই হবে; কর্ম তোমাকে ছাড়বে না। কর্মটা তদগতা হয়ে করো; অর্থাৎ তুমি আছো, এই existance টা দেখে কর্ম করো। সব তীর্থে গেলাম, পূজা করলাম, দৌড়াদৌড়ি করলাম তীর্থে; হেঁটে গেলাম গয়া; নানা তীর্থে গেলাম, হৈ হুল্লোড় করলাম; কী আনন্দ কী শান্তিতে কাটালাম। তোমার দয়ায় সব—বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনীরে দেখলাম, মন প্রাণ সব ছেড়ে দিলাম, শরীর যেন শিথিল হয়ে গেল। দেড়টা মাস কী আনন্দে কাটালাম। আবার ফিরে সেই অন্ধ। এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ দেখায়। আবার সেই কুকুরের জাত। গুরুগিরি—নে শালারা আমারে পূজা কর্। অভিদা ঃ—শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে ঠেকাবেন কী করে? দাদা ঃ—কী শ্রাদ্ধ করবি? Time will come..... অভিঃ—আপনি জানেন আপনি কি করবেন। দাদা ঃ—তার করণীয় নাই '72,\'73র এর মধ্যে সব করে ফেলেছি। অভিঃ— আমরা জানি না। আপনি কি করবেন আপনি জানেন। তার পরেই case, বলেছেন বোম্বেতে—এই কোর্ট থেকে ঐ কোর্ট; কিন্তু ব্যক্তিগত liberty আছে। এখানে law নাই; আমার কাজ হইয়া গেল। যাবে কোথায়? দাদাঃ—Law কোথায়? মনোরাজ্য; Law নেই। অভিঃ—কেস নেই, কেস্ হল। History of India দাদার মুখ দিয়ে এমনি বেরোয়নি। দাদা ঃ— শোন্, প্রত্যেকটি তাঁর ইচ্ছা; তাঁর ইচ্ছাতেই সব। এর কর্তৃত্ব নাই, কৃতিত্বও নাই; বুঝও নাই, অবুঝও নাই। সে কিছু বলে না, জানে না। তাঁর জানাটা সে। আমি তুমি কোথায়? তাঁর কাজ সে করতে নামছে। উনি বলছেন ঃ ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। অভিঃ—আপনার কাজ আপনি করবেন; কে ধরলো না ধরলো। ঠাকুর বলেছেন, 'উলুবনে মুক্তা ছড়াইলাম'। আপনি বলেছেন, 'মুক্তো কখনো মিথ্যা হয় না'। কে ধরলো না ধরলো—ধরতেই হইবে। দাদাঃ— কিন্তু ধরে ফেলেছে। উপায়ও নাই। সেটা মুক্তো। হুঁ! সে যেটা বলছে, ব্যাখ্যা করতে হইবো। ব্যর্থ হয় না, হতে পারে না ওঁনার কথা। তুমিই করছো। You are He. অভিঃ—আনন্দের কথা। আপনি 'রাম' কি করে বলেন? দাদাঃ—'রাম' মানে ব্যক্তিগত রাম নয়। রাম রতি অর্থাৎ প্রেম অর্থাৎ যাহা আসে অপ্রকাশ। অভিঃ—যাহা আসলো, কে আসলো? দাদাঃ—নামটাই particularly কেন? কৃষ্ণ তো হয়নি। রাম কেন হোল? উনিও তো (রামঠাকুর) লিখেছেন 'রাম'—ধরতে পারে নি কেউ। দাদাঃ—উনি রাম; রামচন্দ্র যে ছিল, সেও রাম। সেও (দাদা) রাম হোল—সে-ই আদি ব্রহ্মসূত্রে যিনি সর্বেশ্বর, সেই উনি অনন্ত,.....বহন করছেন....মদগতেনান্তরাত্মনা। .....রামই যেটা, বস্তুটা গোপাল গোবিন্দ নাম; ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ নয়। অন্য লোককে 'রাম' বলবি? অভিঃ—বলছেন রাম, নাম আসছে গোপাল গোবিন্দ। আপনার কথা গোপাল গোবিন্দ স্থিরও; শিশু যে কিছু বোঝে না। আপনারই কথা, যে নিজে রাম, সে রামই বলে। গোপাল গোবিন্দ কেন? দাদাঃ—এই সময়ে 'রাম' বলতে পারে না। (একদিন দাদা মিনুদির বাড়ীতে কথা বলতে বলতে 'জয় রাম' বললে ননী সেনের প্রশ্নের উত্তরে বলেন ঃ—এবলে না; কে যেন বলে। এ ঐসব টানা-হ্যাঁচড়ার ভিতরে নাই। আরো বলেন, এই 'রাম' রাম ঠাকুর নয়। যিনি প্রাণারাম, তিনি। 'রামৈব শরণম্' এর রামও এই রাম; রাম ঠাকুর নয়। তিনি কৈবল্যনাথ। যিনি ব্রহ্মতত্ত্ববোধে লীন থেকে হঠাৎ নরদেহে প্রকাশ হন, তিনিই রাম—এটা দাদারই ব্যাখ্যা অভিদার কাছে। হতে পারে, এই ব্যাখ্যাটা উপরের সংলাপের অনেক পরে দিয়েছেন। তাই দাদা বলেছেন ঃ এই সময়ে 'রাম' বলতে পারে না। 'তাঁরও পাকতে সময় লাগে'—দাদারই কথা। দেশ-কালে পরিচ্ছিন্ন জগতে প্রকাশেরও একটা কালানুক্রমিকতা থাকাই স্বভাব-ধর্ম।) অভিঃ— দাদা হয়ে কেন এলেন? রাম হয়ে আসতে পারতেন। দাদা ঃ— প্রেমটা বুঝাবে কে? অভিঃ—কৃষ্ণদেহে বিষ্ণু হয় সংহার -কারণ। দাদা ঃ— হুঁ, ঠিক আছে। এই যে বর্ণনা করবে দাদা বাদ দিয়ে—রাম যদি বলে 'রাম, রাম' করো, বলবে, এসে গেল individual party. বুঝে না—দাদা বলছে 'রাম'। অভিঃ—নিজের কথা বলছে। দাদা নিজের সম্বন্ধে বলছে না, আরেকজনের কথা বলছে। আমি তুমি বলছি দাদা। দাদা যদি বলে 'দাদা', কেউ বিশ্বাস করবে না,—সেই theory. আপনি যাই বলুন, ultimately দাদাই বলেন। রাম থাকবে না, দাদাই থাকবে। সত্যনারায়ণ কেউ বলে না, দাদা বলে। দাদার মানে আছে। দাদাই রাম। কিন্তু, দাদা (তা) বলবেন না।। অভিদা ঃ— আজ আপনি খুব disturbed. দাদা ঃ—

একটা কথা শুনলাম, এখানে spy আসে। He sees all, omniscient. অভিদা :—আপনি ছিলেন ওখানে? You know. দাদা :—দেখছে ব্যাপারটা কি বোঝার জন্য। সাংঘাতিক ব্যাপার। একটা international figureকে elite of the world যখন তাকে ধরলো, Stateকে Central Govt.য়ের permission নিতে হবে। Permission দিল। উনি যদি উড়িষ্যা, U.P যান, ওদের কংগ্রেসের সর্বনাশ হবে। State কি করে case করে? এটা personal. অভিদা :—কেস্ নেই, কেস্ হোল—আগেই বলেছিলেন। বলেছিলেন, দিদিমণি file চেয়ে পাঠিয়েছেন। দাদা—পরে দেখলো কোনটাই সত্য নয়। অভিদা:—ওরা কি করে বুঝলো, সত্য? How? দাদা :—দিল্লী বললো, centre য়ের ব্যাপার নয়, state য়ের ব্যাপার। তোমরা দেখো। State তখন আটকে গেল। কি করা যায়! এখন দেখছে, There is no case. তখন কিছু একটা করতে হবে; ego ছাড়বে না। আমাকে charge দিলেই ২।৪ বছর হৈ হুল্লোড় করতে হবে। charge দেওয়া সাংঘাতিক ব্যাপার।.....একটু careful থাকা; কিছু হয় না। অভিদা :—জীবকে শিক্ষা দেবার জন্য আপনাকে অনেক কিছু করতে হয়, দেখাতে হয়, family, etc., স্ত্রী ছেলে মেয়ে। দাদা :— তোমার ইচ্ছায় যাহা হোল, নারায়ণ! আমি নয়, নারায়ণ! তোমার। অভিদা :— রাম থাকবে না, দাদা থাকবে। যা কিছু করছেন, অন্যের জন্য। এই হোল প্রেম। দাদা :—আমি কি করবো? দেখাবার জন্য সব করছেন। আত্মানং নররূপেণ নারায়ণং হে হৃষীকেশায়.....অনিত্যদেহে নিত্যম্। আমি একটা দেহ নয়; no body; দেখতে চাস্, এটা দেহ নয়? তাঁকে ধরো; তিনিই পথ দেখাবেন।। (মায়ের স্তনে দুধ আসাটা) এটা automatic সারা বিশ্বে। এখানে মানুষের স্থান কোথায়? তাই ভাগ্য মা-বাপ দেয় না। বাচ্চা বেরুবার পর নাড়ী কাটতে হয় মার দেহ থেকে বাচ্চা আলাদা করার জন্য। যেই আলাদা হবে, তখন কান্নার আওয়াজ হবে, অর্থাৎ প্রাণের স্পর্শ পেলো, জীবন্ত হোল। যেই প্রাণের স্পর্শ পেলো, সন্তানের হাত-পা ছোঁড়া শুরু হবে। আঁ আঁ করবে; দেহ জীবন্ত হোল। প্রাণের সঙ্গে ওর দেওয়া মন আসবে। নতুন মনও হতে পারে এই জন্মের বা অতীতের মনও। জন্মের সময়েই মৃত্যুদিবস fixed করেই পাঠান।

[(অভিদার) 'মনটা আবার আসবে তাঁর ইচ্ছায়,—may be immediate.'—এই উক্তি দাদার, না অভিদার অনুমান, তা বলা মুস্কিল। কারণ, অভিদা প্রায়ই লিখ্তেন, 'আমি একেবারে merge করে যাবো, আর আসবো না। আপনার কথা জানি না।' অথচ একটা চিঠিতে এক জায়গায় প্রথমোক্ত বাক্যটি আছে। অভিদার লেখা এতো এলোমেলো,— যেখানে ফাঁক পান, সেখানেই লেখেন চারিপাশে—যে ভুল হওয়া অসম্ভব নয়।]

বাচ্চা বেরুবার ২।৩ দিন আগে বুকে দুধ আসে। যতদিন বাচ্চা কোলে থাকে, ততদিন বাচ্চার হাসি-কান্না পূর্ব জন্মের স্মৃতিতে ঘটে। আগের জন্মে হয়তো ছেলে মেয়ে ছিল, বা মেয়ে ছেলে ছিল। একটা ছেলেকে, একটা মেয়েকে ন্যাংটা করে শ্মশানে শুইয়ে রাখলে হবে কিছু? কোন ইন্দ্রিয় কাজ করে না উনি ভিতরে না থাকলে। উনি যখন প্রথম বলেন, নিজে থেকে সবটা আদি অন্ত দেখে বলেন। জিজ্ঞেস করলে বা ২য় বার বললে মানুষের মতো বলা হয়। প্রত্যেকেরই মন পরের জন্মে সত্যকে নিয়ে চলবে; আবার অনেকের মনের মুক্তি হবে, অর্থাৎ দাদাতে মিশে যাবে; আর এই জগতে আসতে হবে না।। আমি ভণ্ড থাকবো লাঠির বাড়ি দেবার জন্য।। একেক ধাক্কায় একেক মহাদেশ ঠিক হয়ে যাবে।। সংসারে পাঠিয়েছি সাধু-যোগী হতে নয়, ভগবান্ পেতে নয়; কর্ম করতে। ভগবান্ তো সাথী প্রাণবৎ। উনি আছেন বলেই আছি।। নামের ফ্যাসাদে পড়ে গেছি। (অভিদাকে) তুমি সেই জন, সত্যের ধারকরূপে এসেছো। তোমার উপর কঠিন দায়িত্ব।। গোপবালা মানে গোবিন্দের অঙ্গের ভূষণ। (অতুলদা যতীনদার বাড়ীতে পূজার ঘরে বসে যে গান শোনেন, সেই গান সম্বন্ধে) গানগুলো ৪ হাজার বছরেরও আগের ভাষায়।। বুঝবার চেষ্টা করা আর জপ করা একই কথা। নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ম করলেই নাম হয়ে গেল।। যে বোঝে, প্রারব্ধ প্রাক্তন ভাগ্য সবই তুমি, তার চেষ্টারও দরকার নাই। বুঝ-অবুঝের বাইরে বোদ্ধা হয়ে থাক্। সব সময়েই একজন না একজন থাকেন। Flood হয়ে যাক্; তার পরে চাবিটি আটকে দিয়ে যাবে।। এভাবে নাম দেওয়াটা যে কত কষ্টকর, বুঝলি না।.....এই নামটাই উনি নিজে।। সূর্য কোন দিকে ওঠে, তাও জানিস্ না।

বিভিন্ন টেপ থেকে দাদার বাণী সংকলন

১। অধ্যাপক ডঃ দিলীপ চ্যাটার্জির টেপ থেকে (১৯৭৩)

আমি করছি, আমি তোরে মন্ত্র দিচ্ছি, আমি গুরু। তুই এইভাবে করবি। এই আমিটাই শেষ কর্যা দিল। আমারই বাধকের অন্ত নাই; আমার নিজের আছে? আমি আবার শিষ্য করছি। আমি বাড়ীতে যাবো, আমর বাড়ীটা খুব ভালো লাগছে, —এই আকর্ষণটা মরার পরেও কি যায়? অতুলদা ঃ—বোধহয় যায় না, আমি জানি না। তবে বাড়ী তো আমার আছেই। সেখানে যাবার জন্য আমি ব্যস্ত হবো কেন? প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি। প্রকৃতি অনুসারে চলে; মনের উপর কারু control হয় না। বাড়ীতে যেমন যাবো, এখানেও তেমন থাকবো। আপনার নিস্তার নাই। দাদা ঃ—এটা correct হলে তো বেঁচে গেলে! কারণ, এই আকর্ষণটা যদি থেকে যায়, আকর্ষণটা যেতে পারে না। মারা গেলে আকর্ষণটা বুঝতে পারে না। কিন্তু, আকর্ষণটা রয়ে গেলে। ওটা যাবে কোথায়? merge কর্যা রইলো। তার জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই, মুখ নাই, চোখ নাই, নাক নাই। আকর্ষণটা রইলো না। কিন্তু, ঐ আকর্ষণটা কিন্তু আছে। তোমরা জাগতিক সহজ সরলভাবে বোঝ। আমি কথা বলছি, আমি বার্ত্তি বলছি; আমার আকর্ষণ বাড়ীর দিকে; বা আমি বলছি, এই আমার স্ত্রী, এই আমার ছেলে, এই আমার মেয়ে। তাও আকর্ষণ। খাওয়া-দাওয়া ইতি আদি কিন্তু আকর্ষণ নয়; স্বভাব। ওটা কিন্তু আকর্ষণের মধ্যে পড়ছে না। খাওয়া-দাওয়ার গতিবিধিটা হোল আকর্ষণ—particular একটা জিনিষ আমার লাগছে। লোভটা কিন্তু one kind of আকর্ষণ। অতুলদা ঃ—ওর শক্তি প্রচণ্ড। দাদা ঃ—আজকে আমি গাঢ় নিদ্রায়,—absolute নিদ্রা—যে নিদ্রার মধ্যে স্বপ্ন বলে কোন অলীক জিনিষ থাকে না। সেই timeয়ে আমার আকর্ষণ বিকর্ষণ বা আপন জন কিছু মনে পড়ে কি? কাম লোভ সবই আছে। কিন্তু, গাঢ় নিদ্রার মধ্যে কাম লোভ ইত্যাদি মনে পড়ে কি? অতুলদা ঃ—না। দাদা ঃ মানো এইটা? তাহলে জেনে রাখো, 'অন্তবন্ত ইমে দেহা ঃ',—দেহটা যখন চ্যুত হোল,—আমি দেহচ্যুত হলাম না, দেহ চ্যুত হোল আমা হতে,—ঐটাই আরেকটু গাঢ়; কিন্তু বুঝলামও না, শুনলামও না; গেল না কিন্তু। অতুলদা ঃ—মনে হোল, ফেলে দিলাম। দাদা ঃ— কি ফেলে দেবো? বেদান্তের ব্রহ্মযোগে বলছেন, তৎ তস্মানি যুগশ্চায় দেহী নিত্যায় ন নিত্যঃ পুরুষ ঃ দৃষ্ট ঃ। তা বলছে, আমার যে এতোগুলি বৃত্তান্ত আছে,—ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলছি; তোমাদের interpretation একটু উল্টাপাল্টা হয়। তোমরা বলবে এই, দাদাজী বলবে এই; এইতো difference. আমি আছি। সেই আমিটাকে কিন্তু ধরতে পারছি না। সেই আমিটাকে ধরছি প্রকৃতির আমি। প্রকৃতিদত্ত রসাস্বাদন জাগতিক জগৎটাকে করছে; সেই আমিটাকে আমি ধরছি। অতুলদা ঃ—প্রকৃতির কাছ থেকে তো নিস্তার নাই। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি। দাদা ঃ—প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি আত্মনাং ভূতাশ্চ মন ঃ প্রকৃতিযুক্। এর পরের শ্লোকটা বলিয়া দিলাম। তাহলে এই প্রকৃতির মনটা নিয়া উনি আনন্দে আছেন। তোমাদের উদাহরণ বলছি,—রাধাকৃষ্ণের symbol. তোমরা রাধাকে একটা মানুষ সাজাচ্ছো, কৃষ্ণকে আরেকটা। রাধাকৃষ্ণ symbol বলতে কিন্তু এরকম আলাদা বুঝায় না। অর্থাৎ প্রকৃতিদত্ত যে মন, মন তদ্‌গতাপ্রসাদাৎ স্বরূপায় দৃষ্টাত্তযুগলদৃষ্টঃ। যখন সেই রাধাটা, মনটা, প্রকৃতিটা রসাস্বাদন করতে করতে merged to the কৃষ্ণ, প্রাণ, তখন কিন্তু মন রইলো না; মনের স্থান নেই। অতুলদা ঃ—কিন্তু রসাস্বাদন তো সব সময়েই হচ্ছে কৃষ্ণ আর রাধার! দাদা ঃ— correct. সেইটা কোন্ stageয়ে হতে পারছে? তখন তো আর প্রকৃতি থাকছে না। তখন এই কথাটা বলছেন, রাধাধৃষ্টাত্বায় প্রকৃতায় ন নিবিদ্যেত পূর্ণায় পূর্ণশ্চ কৃষ্ণায় নমো নমঃ। সেইটা রসাস্বাদন করতে করতে এমনই একটা stageয়ে এসে যায়, রাধাকৃষ্ণ same, merged, এক। এই জিনিষটার জন্যই আমরা এখানে আসছি। রাধা বল্যা ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার নাই। তা এখানে আস্যা যদি একে খামচাই, ওকে খামচাই, আর বলি, রাধাকৃষ্ণের প্রেম করছি। রাধা কিন্তু may be male, may be female. যখন কি না সে merged to the কৃষ্ণ, তখন তো সে প্রকৃতি থাকছে না। তখন তো 'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃত ঃ'। এর মধ্যে রাখতে পারছো না; Out of all. তখন তুমি তোমাদের বেদান্তের ভাষায় 'ওঁ সজয় ব্রহ্মায় দ্বিজায় তদ্‌ভূতং রাধাভাসঃ'। এটাও আসছে না; তুমি পাচ্ছো না। কিন্তু, তোমরা বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যাখ্যা করিয়া যাচ্ছো উল্টো, টীকা-টিপ্পনী করছো। তোমরা যে হিসাবে এই পৃথিবীটাকে নিচ্ছো,—আমরা একটা গণ্ডীর মধ্যে আছি; এই আমার বৌ, এই আমার ছেলে, মেয়ে। আমরা একটু আনন্দ করলাম। আবার দুঃখের সময়ে বললাম, গেলাম রে, মরলাম রে। টাকাপয়সার অভাব হইল।

এইজন্য দাদাজী এই পৃথিবীতে আসতে চান না, ঘৃণা করেন। এইজন্য মহাভাবস্বরূপায় দ্বিজং পুরুষং ওঁ সত্তায় অম্বোধং দেব দেহী। আমি সেই রাজ্যে থাকতে চাই যেখানে পরম। আমি কিছু বুঝতেও গেলাম না, কোনটার মধ্যেই রইলাম না। তাইলে এখানে আমি আসবো কেন? Why should I come? অতুলদা ঃ—এভাবে মনটাকে blank রাখা খুব কঠিন। দাদা ঃ—আমি মনকে blank রাখতে চাই না। মনকে আমি ছেড়ে দেবো,—অশ্বমেধ যজ্ঞ যজ্ঞং সমাভূতঃ ভূতস্থিতঃ। আমি ছেড়ে দিলাম সব। যা বেটারা, ঘোর্; ঘুরে ফিরে আয়্। যজ্ঞ-সমাপন করতে হইলে আমার ঘোড়াগুলি ছেড়ে দিতে হবে। They are my invited guests. আয়্, তোরা সব আমার সঙ্গে আয়্। তাদের বাদ দিয়া আমি তো ক্লীব। তারা আছে বলিয়াই আমার existence. Correct ? তাদের আমি আন্যা ন্যাংটা হৈয়া ধনটা নি বাঁধ্যা পাহাড়ে গিয়া পড়িয়া রইলাম; খাইলাম না। আর কি? অচ্ছুৎ। অচ্ছুতের ধ্যান আমি আরম্ভ করলাম। হাত-পাা বেঁকা করলাম; খাইলাম না। কি করলাম। যাদের আবৃত হৈয়া আমি আইলাম, যাদেরে আমি invite করিয়া আনলাম, তাদের আমি betray করলাম। আমার কাল কোথায়? গেরুয়া নিলাম, জটা নিলাম। অতুলদা ঃ—তবুওতো শাসন মানছে না। দাদা ঃ—কি করে? 'সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোস্তি ন প্রিয়ঃ' বলছেন তো! আমি তো আমাকেই মারছি। আমি অতিথিদের মারা মানে কি, I being a host ! আমার চেয়ে বড়ো criminal আর পৃথিবীতে নাই। কিসের কথা, কিসের বার্ত্তা, কিসের আলাপ! কিসের মেয়ে, কিসের পুরুষ! এই দৃষ্টিভঙ্গী আসবে কি করে? এ কী বলছো? কে কি খাইলো, না খাইলো, কে কি করলো, না করলো, বৈয়া গেল গিয়া। ওটার সঙ্গে সম্পর্কটা কী? কিসের পাপ, কিসের পুণ্য? অতুলদা ঃ—পাপা-পুণ্য না মানলে চলবে কেন? দাদা ঃ—না, না, পাপ-পুণ্য here সমাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য। বেদে বলছে, দ্রষ্টব্যায় প্রকৃতা ব্রহ্মাত্মায় ননীবা। বলছেন তো। এই বেদের, ঋকের ১৩১ শ্লোকের মধ্যে 1st বাণীটা। আমি করিয়া গেলাম এই level য়ে জন্য; এই নিয়ন্ত্রণ তো এখানকার জন্য। সমাজটাকে পুষ্টিকর করার জন্য করিয়া দিলাম। অতুলদা ঃ— এর পিছনে আবছা তো একটা শক্তি আছে! না হলে কে কাজ করাচ্ছে? দাদা ঃ— ঐটাইতো উনি। ঐটাইতো সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম দ্বিজং পুরুষ; পুরুষাঃ ঋত্বং ঋতাচয় না ব্রহ্মাশ্চ। আমি ব্রাহ্মণও হতে চাই না, ব্রহ্মও না। এও না। এও না, এও না। তোমাদের গায়ত্রীতে বিশ্বামিত্র-ভাষ্যে একজায়গায় বলছেন, I am the creator of ব্রাহ্মণ, but I am not a ব্রাহ্মণ। এটাতো তোমাদের জন্য! এখানের জন্য করিয়া গেলাম গায়ত্রীমন্ত্র। তোমরা পৈতাটা ধরিয়া নাড়াচাড়া করবা। অতুলদা ঃ—কি দম্ভ! আমি ব্রাহ্মণ নই; তোমাদের ব্রাহ্মণ করে গেলাম। বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, সবিতা দেবতা! দাদা ঃ—ঋত্বিনাং দেবতাং ব্রহ্মসূত্রায় ব্রহ্ম। ব্রহ্মসূত্রই ব্রাহ্মণ বলিয়া দ্বিজতত্ত্ব দিল। কিন্তু, বশিষ্ঠ বললো, তুমি ব্রাহ্মণ না; তুমি ব্রহ্মজ্ঞ। কিন্তু, ব্রাহ্মণতো এভাবে হইতে পারে না। স ব্রহ্ম জানাতি নীয়স্তে স্রষ্টা ব্রাহ্মণঃ। তাহলে দেখা যোয়, ব্রাহ্মণ হতে হলে আগে প্রেমকে দলে যেতে হয়। আগে প্রেম; প্রেম সমাপ্ত যেখানে হয়ে গেল, আসলো ভাবান্তর। ভাবান্তর শেষ হইলে আসলো দ্বিজত্ব; দ্বিজত্ব শেষ হইলে Brahmin হইয়া বিপ্রত্ব। তাহলে সেই ব্রাহ্মণ কোন্ শালা? এখন লাহিড়ী সাহেব বলে, আমিও ব্রাহ্মণ।.....এই বাদ দিয়া উপায় ও নাই তাঁর। তাঁর হাত-পা বাঁধা। শাশ্বত থেকে সনাতন ধর্ম। সনাতন ধর্মের আদি অক্ষরই হোল মানব ধর্ম বা মনুষ্যজাত।.....। ঠিক আছে। এইটার সঙ্গে কিন্তু ওনার কোন সম্পর্ক নাই। এই level টা cross করলেই সবই এক। দুই কোথায়? কিসের হিন্দু, কিসের মুসলমান, কিসের জাত? আর ব্রাহ্মণ পূজা আদি তো আগে করতেন না। কিসের পূজা? কার পূজা? টালিবালি সব। কে দেবদেবী? দেবদেবী আস্যা তাঁরে পূজা করে। তোরা কেউ দেখতে পাচ্ছস্ না। না, এটা মানো না? দশ চক্রে ভগবান্ পর্যন্ত ভূত হৈয়া যায়! তোরা শালারা ভূতের পূজা কর্যা মরছিস্। কিসের পূজা, শাস্ত্র? কর্ম কর্, সংসারটাকে নিয়া থাক্। শরণাগত। সাথী সাথেই আছে। অতুলদা ঃ—এতো হতে পারে, আমার থেকে যে বড়ো, তাঁকে আমি মান্ছি। দাদা ঃ—কে বড়, কে ছোট? কিসের বড়? সবইতো এক। যদি তোমাদের ভাষায় 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র'। অতুলদা ঃ—ওখানে গেলে তো কিছুই থাকে না। দাদা ঃ—আচ্ছা, জগতের discipline for the common people. কিন্তু, কী বলবো, কারে বলবো, সবই তো উনি; উনিইতো উনিময়। শ্রবণে শয়নে গন্ধে সবইতো উনি। সেই উনিটাকে নিয়া আমি কার পূজা করবো? তোমার পূজা, না এর পূজা? অতুলদা ঃ—উনি দেখা দিলে আর তো কথা থাকে না। দাদা ঃ—কিসের দেখা, কার দেখা, অষ্টপ্রহর যিনি! কাকে দেখবো? সবইতো উনি। চোখ খুললেও উনি, চোখ বুজলেও উনি। অতুলদা ঃ—মনে এটা ধরা যায় না, আসে না। দাদা ঃ—উনি যদি বলেন, ত্রিভুবনজ্ঞানগঙ্গা

সৃষ্টাহায় স্থিতনং লঙঘনং পূর্ববৎ আত্মানম্। তাহলে সবই যদি উনি হন, উনিই যদি উনিময় হন, দর্শনও বাহ্য। অতুলদাঃ—ঐস্তরে উঠলে ঠিক আছে। দাদা ঃ—কাউকে উঠাতে যাই কেন? অতুলানন্দ। ভুল করছো। উঠা-নামার প্রশ্ন কি আছে? সব অস্তিত্বটাইতো সে। শাস্ত্র করছো, বিয়া দিচ্ছ—কত বড় criminal তোমরা, tell me one by one. শাস্ত্র করছো, cheat করছো; বিয়া দিচ্ছ, cheat করছো। কাকে বিয়া দিচ্ছ? আমি বলবো, একটা prostitute, আরেকটা debauche,—দুজনকে একত্র করছো। কোথায় বিয়া দিচ্ছ? দ্বিজং পুরুষং যুক্তা আত্মানং সমানপতিকম্ যদি বলে থাকেন, কিসের বিয়ে, কার বিয়ে? বিয়েটা ভবিতব্য। আমরা বলছি, আমার পতি। আরে শালার পতিরে। ব্যক্তির তো Questionই arise করে না। ব্যক্তি বলিয়া কিছু নাই। নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ, সত্য সত্য। ব্যক্তি আবার কোথায়? আমি এইটারে ধরিয়া নিয়া গিয়া ঘর করলাম। একইতো ঘটনা ঘটছে। তুমি কি তাকে ভালোবাসছো? দেহি সত্তাযুক্তানাম্ আনন্দদায়ক ঃ পুরুষশ্চ প্রকৃতিঃ। প্রকৃতির রসাস্বাদন করার জন্য আমি body টাকে নিয়া আনন্দ করছি। Bodyটাকে তুমি কেওড়াতলা শ্মশানে দাওনা। সেখানে তুমি আনন্দ পাচ্ছো? হচ্ছে তাঁর নিয়ন্ত্রণ, আমি কইর‍্যা যাচ্ছি। তুমিও ভগবান্, আমিও ভগবান্। যাহা হচ্ছে, আসছে, ইহাও ভগবান্—ছেলে-মেয়ে বলছি। আমার ক্ষমতা আছে প্রাণটাকে দেওয়ার? তারাও ভগবান্। তাহলে এইটা করলাম সৃষ্টিতত্ত্বের মাহাত্ম্যটাকে রক্ষা করার জন্য এই রকম একটা label দিলাম। এই আমার ছেলে, এই আমার মেয়ে। অতুলদা ঃ—আমি যদি ভুল করে আনন্দ পাই, তাহলে আপত্তিটা কি? দাদা ঃ—এই আনন্দে যদি আকর্ষণটা থাকে, তাহলে কি হোল ঘটনাটা? এই আনন্দ করো, রস করো; কোন আপত্তি নাই। হাজার মেয়ের সঙ্গে আনন্দ-ফুর্তি করো, তাতে ও উনি ধরছেন না দোষ। ন দৃশ্যন্তে ন আত্ম.....। অনন্ত পাপ-পুণ্য সব তুচ্ছ। .....! তুমি শালা করছো! নিমেষের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে,—আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, আমার মেয়ে। উনি নাই; মন্দির থেকেই গোবিন্দ Off হয়ে গেলেন। এই মন্দিরটাকে তোমরা রেখে দেবে? তোমরা গামছা বান্ধ্যা এখন নিয়া চলো। কিসের প্রেম, কিসের ভালবাসা? অতুলদা ঃ—যতক্ষণ আছি, ততক্ষণই ভালবাসা। কোন জিনিষটা তো সাময়িক হতে পারে, যেমন ক্ষুধা। দাদা ঃ— Excellent, Correct. (প্রিয়তমা স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু, তার পাশে একা থাকতে ভূতের ভয়, সৎকারান্তে শ্মশান-বৈরাগ্য, কিছুদিনের মধ্যেই আবার বিয়ে এবং নববধূর প্রথমা পত্নীর ফটো ফেলে দেওয়ার কাহিনী বললেন সরসভাবে।) প্রেম দেখাচ্ছো এখানে এসে! এতো মোহ, মোহগ্রস্ত! চোখের নেশা। এই চোখেই অনন্ত রূপ দেখে, আবার এই চোখেই মোহগ্রস্ত মনটাকে পাই। অতুলদা ঃ—মোহটা যখন কাটাতেই পারছি না, তখন তার থেকে যতটা সুখ পাই, তাই ভালো। দাদা ঃ—আর যখন দুঃখটা পাই? অতুলদা ঃ—বাবারে বাবা। ওটা মানতে হলে এটাও মানতে হবে। দাদা ঃ—যে নাকি দুইটার একটাও মানে না? এই শালীর সঙ্গে প্রেম করলাম, ঐ শালার সঙ্গেও প্রেম করলাম। তার সঙ্গে যদি প্রেম করতে পারি, তার সঙ্গেও পারি। কারণ, মমতাং মোহ দত্তং দেহি (দেহী) নিত্যমাত্মানম্। উল্টোপাল্টা বলছি? শোন, সাধু-সন্তোষ, যোগী-ঋষি, কিন্নর-গন্ধর্ব যত সব আছে, একট অঙ্গুলিতে হেলে আর দুলে। জ্ঞানমার্গ দিয়া তাঁর কাছে পৌঁছানো যাবে না যতক্ষণ না মহাজ্ঞান হয়। মহাজ্ঞান কিন্তু পরাজ্ঞান নয়। পরাও অপরা একই; মনের গতিবিধির ব্যাপার। ও দিয়া কি হবে? আমি মন্ত্র দিচ্ছি, আমি উদ্ধার করছি, ইহাও কি সত্য? সেখানে 'কৃষ্ণস্তু, ভগবান্ স্বয়ম্'.....এইখানে বলছেন, 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।' আমি না, আমি না। এই আমিটারে যদি ধরতে পারস্, তাইলে পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম কিছু না।

২। ডাঃ বিনায়ক এবং ডাঃ সাবিত্রী রায়ের টেপ্ থেকে

মানা ঃ— কৃষ্ণ মথুরা গেলেন, দ্বারকা গেলেন; পরে মারা গেলেন। কিন্তু, রাধার পরবর্তী কাহিনী আমরা জানি না। দাদা ঃ— কৃষ্ণবিহীন রাধা, রাধাবিহীন কৃষ্ণ—দুটোই incorrect. রাধাকৃষ্ণ দুটো নয়, একটা। কৃষ্ণ যাহাতক বললাম, এইখানে আমিও আছি, তুমিও আছ। রমন শব্দের অর্থ কি? ধারণ, আস্বাদন। একটা উনি প্রেমিক, আরেকটা মঞ্জরী। মনটা যখন মঞ্জরী, তখন মনটা মনের মধ্যে নাই। তদ্‌গতানামাত্মাশ্রয়ঃ।.....মধু মানে কৃষ্ণ যার সবই আছে, কিন্তু কিছুই নাই। তাঁকে কি ব্যাখ্যা করার জিনিষ? আমিটাতো উনি। 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র'—সব দেখছি, আমি। আমি কাকে বলবো, আমাকে পূজা কর্? একসঙ্গে এই ধামেও আছেন, এই ধামেও

আছেন, এইধামেও আছেন।.....বৃন্দাবন বলে তো কোন নামই ছিল না।.....জীবের তো কোন দোষই উনি ধরছেন না।.....যা খুসী করে, বলে। পরে বলে কি, রামের ইচ্ছা।.....নারী দেখলি, প্রেমটা আসলো না। .....আমি কৃপা চাই, blessing চাই; এটাও একটা প্রারব্ধ।.....উনিই খাদ্য, উনিই খাদক। গুরু Almighty, supreme. কুলগুরু যদি গুরু হয়, ছাগল ভেড়া সবই গুরু। জীব গুরু হতে পারে না। গুরুটাতো mindয়ের beyond. ওনাকে চাইনা; চাই টাকা-পয়সা। চেহারা পর্যন্ত বদ্‌লাইয়া যায় সত্যের পিছনে থাকলে। আনন্দটাই হোল চিরযৌবন।

দাদা ঃ—অনেকে বললো, আপনি নারায়ণশিলা ফেলে দিলেন? এ বললো, তাহলে কাশীর বিশ্বনাথ-দর্শনের কথা বলি। কবিরাজ মশাই বললেন। বাবা! তুমি পা দিলে! বললাম, হাত দিয়ে নাগাল পাইনি, তখন পা দিলাম। সবাই বললো, নাস্তিক। তাঁরে বাদ দিলে সবই নাস্তিক। আমিই আমার না। তাকে cross করবে, এই জগতে নাই। .....লোক যখন বাড়লো, শিক্ষিত সমাজটাকে আলাদা কইর‍্যা দিল। বিয়েসাদীর ব্যাপারে কিন্তু বাধা রইলো না। বিবাহটা উনি করেন; আমরা করি তামাসা।.....পৈতাটা সব সময়ে টানাইয়া রাখতে হইত।.....কপিল বললো, আমার জীবনে এতো বড়ো ভুল আর করি নাই। ব্রহ্মসূত্র অর্থটা কি? ব্রহ্মসূত্রতো আমার সাথেই; এই আবরণটা, যে সূত্র থেকে এই bodyটা চলছে। ব্রহ্ম তো আছেনই; সূত্র হোল ধারণ করা। তাঁর কাজ সে করছে; দেহটাকে দেখাতে পারে কি? (লক্ষ্ণৌতে এক নববিবাহিতার বামস্তনে দাদার হঠাৎ হাত দেবার ফলে cancer ভালো হবার কাহিনী বললেন দীনেশদা।) দাদা ঃ—হাতটা উঠিয়া গেল; এতো জানে না।

তাঁকে যদি পেয়ে থাকো, তাঁকে নিয়া থাকো। এখানের বাঁদরের দলের মধ্যে থাকবো না। এইখানের মতো intellectual লোক প্রয়োজন নাই। এইসব কথাবার্ত্তা বলাটা উনি অনুচিত মনে করেন। Minister যা লিখেছে, তা কেউ কোন কালে ভাবতে পেরেছে? বিশ্বনিন্দুক। এই ধরণের আগে বেরিয়েছে? বরযাত্রী নিয়াও দেখলাম; বরকেই চায় না। এই সব immaterial; show দেখানোর জন্য করলাম। যাবে কোথায়? সাধু-সন্তোষ তো, সবতো তাঁর ভিতরে। এরা কোনদিন সাধু-সন্তোষের কাছে যায় নি। রাধাকৃষ্ণকেও দেখেছি।.....তোমার (অতুলদা) কাছ থেকে একটু জ্ঞান নেবো, ভাবছি। কঠ, ঈশ, গীতা, ভাগবত। গীতা আর উপনিষদের মধ্যে দশুবর্ষা আর চুম্বরালু। উপনিষদেরই ছাঁকা জিনিষটাই গীতা। কোথায় বলেছে, তপস্যা করো? অতুলদা ঃ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। দাদা ঃ—তপঃ জানস্তি ব্রহ্মায়। আমার মধ্যেই যিনি আছেন, তাঁকে নিয়ে থাকাই, ভাবাটাই তপস্যা। যজ্ঞ, দান, তপঃ। তপঃ—কর্ম যেই বললাম, প্রকৃতি আসিয়া গেল। প্রকৃতির মধ্যেও সে। তিনটা কিন্তু মনোবৃত্তিদ্বারা। নিখুঁতভাবে কর্মই তপস্যা। এতে কি হোল না হোল, তাও ভাববো না। যজ্ঞ মানে জাগা। ঈশতে বলিয়া গেছে, জাগৃহি যজ্ঞঃ। কঠতে বলেছে, যজ্ঞশ্চ.....নিত্যায় নিত্যাবায় ভবাশ্চায় ভবনায় তিষ্ঠতি গন্ধাশ্চ। কর্ম দ্রষ্টাস্বরূপায় যজ্ঞেশ্বরঃ যজ্ঞাৎ স্তুতানাম্। আমি-তুমি দুটাই আমি, আবার দুটাই আমার মধ্যে। কৃষ্ণ যখন পাবনাতে আসলেন, দেখলেন বাসুদেব চন্দন-তুলসী দিয়া নারায়ণ হৈয়া বস্যা আছে। কৃষ্ণ তখন বললেন, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। এতো মহাকাল! একজন দেখেই এই অবস্থা! এখন এই রকম বাসুদেব ঘরে ঘরে বসিয়া আছে। এখন কিন্তু বলছেন না। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। .....তপঃ মানে ন তিষ্ঠতে তিষ্ঠাভা।.....আলেক্ বাবা—১০০।১৫০ বছর বয়স। পূজার সময়ে এলেন এদের বাড়ী। নবমীর দিন পাঁঠা, মোষ, ভেড়া, আঁখ, চালকুমড়া বলি হবে। এ বললো আলেক্‌বাবাকে, এই বলি বন্ধ করতে বল। উনি বললেন, এতো মাকো দেতা হ্যায়। নরবলিও ছিল। এবললো, মা এটা গ্রহণ করলে মা আমাকে ছাড়া। জগদ্বন্ধুকেও বলি। এখানে সব গুয়োরের দল। অতুলদা ঃ—গুয়োরেরও দাম আছে; আমাদের নাই। দাদা ঃ—জয়দ্রথের অনেক বাপ আছে এখানে, কৃষ্ণেরও। বাসুদেবে আত্মস্থিতঃ কৃষ্ণায় পাণ্ডবাশ্চ ন নিদ্রাস্থিত ঃ জাগৃত ন নমস্থিত ঃ.....। এখন যারা আসছে, একেকজন এক কোটি।

মালা নিয়া জটা নিয়া জপ-তপস্যা। এটা কি বাহ্যিক ব্যাপার। সাধুরা কর দেখায়। আমরা যোগ অংক করতে কর গুণতাম। কর গুণ্যা কি হইবে? করের মধ্যে কি মন থাকে? ঠাকুরঘরে বস্যা আছি; মনটা ওখানে আছে? এক ঠাকুর বাদ দিয়া আর কেউ করতে পারে না। মন দিয়া পারছে? একটা beyond. কুলকুণ্ডলিনী! গোখরো সাপ। আমাদের দেশে সানো (পালং) সাপ বলে। সাথে সাথে ফণা ধরতে হইবে; নইলে সহস্রার হবে না।.ন

সহস্রারঃ ঋতঃ। শাম্ভবী মুদ্রা। উনিই একমাত্র দেখাতে পারেন। সামনের দিকে তাকাইয়া রইলাম, দেখছি পিছনটা। .....ঘণ্টা নাড়াটাও উনি করছেন, নাড়ার আনন্দও উনি পাচ্ছেন।.....এখন যাদের সঙ্গে কথা বলছি, তাঁরা Philosophy, Scienceয়ের no. one.....আগম, নিগম, তন্ত্র গেল; রইলো বৈষ্ণবসাধনা। সদাই আছি, কথা বলছি, বার্ত্তি বলছি; তুমি বলছো। জীব কি করতে পারে? কিসের সাধন-ভজন করবো? শব সাধনা? কেন? মদ খাওয়া? স্বভাবে থাকতে হইবে। অস্বাভাবিক হইতে পারবো না। আমিটা যাঁহাতক আস্যা গেল, আর কিছু নাই। বারীণদা। দুর্দিনের বন্ধু। (বারীণদার ভাষণ। পরে রাধাকৃষ্ণনের লেখা মানা পড়লো।)

উনকো কাম ওই করে গা। উনকো কাজ ও ছোড়কে কোই নেহি করনে শেকেগা। He can do any thing. কৃষ্ণ-সুদামা। পোরবন্দরকা সুদামা। ভক্ত থা। 'জীব নাহি করে কভু ভুভারহরণ'। শিব-টিব কিসিকো কোই power নেহি। এধারমে crisis, হর্‌জায়গামে crisis. যব ইধারমে হয়া, সব জায়গামে হ্যায়। Other than Him আনন্দ কিস্‌কো সাথ করেগা? সাধু ঋষি কলিযুগকা চর হ্যায়।.....যিসকো আঁখ হ্যায়, উস্‌কো ভি নেহি ছোড়্‌তা (প্রকৃতি)। ন্যস্তে নিরাভূতং দৃষ্টান্তে দৃষ্টান্তং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।.....তুম্‌ভি প্রসাদ বন্ যাও। ..... সাধু-সন্তোষ বোলতা, তোম্ ৫ লাখ দাও, তোম্ ৫ লাখ, তোম্ দশ লাখ। আশ্রম করনে হোগা। কিসিকো নেহি বোলেগা। দাদাজী রূপিয়া নেহি লেতা; দাদাজী বোলতা, তোম এই কাজটা কর্ দাও।

সাধু লোক বলতা, ইধারমে Female, ইধারমে Male, Conception ই নেহি হ্যায়। থিয়েটার করনেকা ওয়াস্তে আয়া। যব্ drop scene পড়্ গিয়া, খতম হো গিয়া। Meaning নেহি জান্‌তা। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। থিয়েটার করনেকা ওয়াস্তে ইসকো wife, লেড়কা, ইসকো লেড়কী বোলতা। দুদিন বাদমে চলা যাতা। দৃষ্টান্ত ঃ দৃষ্টান্তায়.....। ও বরণ করকে লে আয়া; সাথ সাথমে আয়া। বোলতা, হাম্‌লোক husband, wife. Marriage. এই দুনিয়া। কিসিকো কোই হ্যায়? কেত্‌না caste বন্ গিয়া। Mankind মে separate caste কেইছে? character! কেয়া হ্যায়? হাম্ লোক স্বার্থকা ওয়াস্তে যো কুছ করতা হ্যায়। Otherwise, what's that ? Difference কেইছে? তুম্ কেইসে separate করেগা? তোমারা desire হ্যায়; উস্‌কোভি হ্যায়্। সাধু word টাইতো কোই নেহি জানতা। সাধু word টাই হোল পালি। Because যব্‌তক্ সদ্ বস্তু হ্যায়, তব্ তক সাধু। মূলে হেতু নারায়ণ। 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'। Meaning নেহি জান্‌তা। বোলতা, হাম্ যো ব্রাহ্মণ হ্যায়, হামকো লিয়ে উস্‌কো কাট্ দেগা। কেয়া তাজ্জব বাত! এই যে সৎ চিজ্‌টা, যব্ off হো যায়েগা, তব্ তো খতম হোগাই। 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়'। লেকেন উন্‌কো হাতমে একটা সুদর্শন। সুদর্শন মানে মহান্ ইচ্ছা। কোই কোই ভক্তকা ওয়াস্তে He can give extension. ও লোক বোল্‌তা, সৎ কর্ম করো। দাদাজী বোলতা, কর্ম করো, কর্ম করো। দ্রষ্টা দ্বিজস্তে আত্মস্থিতঃ। ওরা বলবে, দ্রষ্টা দৃষ্টস্তে দৃষ্টান্তায় ন কর্মস্থিতঃ ভগবান্। উনকো ওয়াস্তে ভি dress choose করনে পড়েগা? কিস্‌কো প্রণাম করেগা? সাধুলোক গীতা-ভাগবত পাঠ করতা হ্যায়, কেতনা ব্যাখ্যা করতা হ্যায়। লেকেন নেহি জানতা, প্রারব্ধকর্মণাং গীতাধ্যানপরায়ণাঃ। Reading নেহি, remember. কেয়া জপ করেগা?..... Nature কো থোরা থোরা দেনে পড়েগা। মহাতপা, five hundred years old. ইসকো প্রণাম কিয়া। Exercise, তামাসাকা কোই জরুরৎ হ্যায়? সাধু লোক বোলতা, হামকো থোরা থোরা দিজিয়ে। যব্ ও আতা হ্যায়, থোরা থোরা লোক উস্‌কো সাথ ভি আতা হ্যায়। এক গুজরাটী মহিলা; লেড়কা নেহি। money আউর house লেকে এক ক্রোর দেগা। হাম বোলা ঃ রূপেয়া আউর মোকাম দেকে কেয়া করেগা? তখন আম দিল। বললাম, হজম নেহি হোগা। শচীনকো দাও। একজনের। 7 houses. বললাম, I am the richest man in the world. ইয়াসিন্‌কা কাহিনী শুন। রাজমিস্ত্রীর জোগালে; Daily eight annas মিলতা। Chief Justice পি. বি. মুখার্জি, সত্যেন বোস, রমেশ মজুমদার, প্রিয়দারঞ্জন, বিভূতি সবাই বসে। হাম্ উস্‌কো বোলা, উৎসবকে লিয়ে তোমাকে এগারো রূপিয়া দেনে পড়েগা। 3rd day তে দেনে পড়েগা। ও কেইসে দেগা? 3rd day তে থলিমে পিতলকা কলসী, বদনা, স্ত্রীকা চুড়ি লেকে গড়িয়াহাট মার্কেট গিয়া বেচ্‌নেকো লিয়ে; লেকেন উধার up to nine rupees কা জ্যাদা কোই নেহি দেগা। ওতো ঘাড়মে ঐ থলিয়া লেকে লেকমে ঘুসা আউর শোচ রহা, suicide করেগা। থোরা বাদমে এক বুড়ঢা আকে থলিকা বাত্ পুছা। ইয়াসিন উস্‌কো বোলা কোন কোন চিজ হ্যায়। বুড্ঢা বোলা, হাম এক বাত বোলেগা; দেগা তো আচ্ছা। এগারো রূপিয়া দেগা। ইয়াসিন্ টাকা লেকে মেরা

পাশ আকে টাকা দিয়া। হাম বোলা ঃ হুডুম খাকে যানে পড়েগা। হুডুম আর মিষ্টি আর জল দেওয়া হোল। ও খাচ্ছে, আর চোখের জল পড়ছে। বাড়ীতে তো সবাই অভুক্ত; ছোট ছেলেটাও। ও খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, দেখে ছেলে আসছে। ও চট করে ছাড় দেয়ালের আড়াল হোল। ছেলে এসে একে বললো। বাজান কৈ? এক বুড়া এসে ভাত, ডাল, তরকারি, মাছের ঝোল সব দিয়ে গেল; আর থলের জিনিষও সব দিয়ে গেল। আমি খেয়েছি। বাজান গেলে আম্মা খাবে। তখন দুজনে একসঙ্গে বাড়ী গেল। পরের দিন উৎসবে সবার সঙ্গে বসে প্রসাদ পেলো। অনেকে অসন্তুষ্ট হোল। আরেকবার উৎসবে খাওয়া-দাওয়া সব শেষ; তখন এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এলো। সবাই একে বললে বললাম, হাঁড়ীতে ২/১টা দানা তো আছে। ঐ ঢেকে না দেখে পরিবেষণ করে যাও। তাই করা হোল। তখন এ সেখানে গিয়ে বললো, দুর্বাসা। তৃপ্ত তো। বাটায় ১১টা রসগোল্লা আনা হয়। ৩০০ লোককে তাই পরিবেষণ করা হয়। কেউ কেউ ৩টা/৪টা করেও নেয়। তারপরেও ১১টা থেকে যায়। আদমী কুছ্ করনে শেক্তা হ্যায়?

At that time, He was in Ganeshmahalla, Benares. গোপীনাথ কবিরাজ ইস্কো invite কিয়া গুরুকা শক্তি দেখানেকা ওয়াস্তে। বোলা, দেখেগা কেয়া শক্তি হ্যায়্। হাম বোলা, বাবা! শক্তি দেখনেকা ওয়াস্তে হাম নেহি আয়া। হাম্ তো, শক্তি নেহি, তোমকো দেখনেকা ওয়াস্তে আয়া। উনকো কুরসী দাও, বোলা; আর সব মাটিতে। মরা চড়াই পাখীকো গুরুজী হাঁটায়েগা। হাতমে তালি দেকে গুরুজী বোলা, হাঁট্ হাঁট্ হাঁট্। পাখী চল্না শুরু কিয়া। থোরা বাদমে পিপড়াভর্তি মরা পাখীকো ফেক্ দিয়া। এতো দেখো, জনমসেই বদমাইস্। সাহেব তিন আদমী তাজ্জব দেখকে। হাম্ বোলা, তামাসা দেখা। কিসিকা আঁখ নেহি। এই গোপীনাথ-দাদাজী ছাড়াছাড়ি। Mind কা খেলা। যব তক লেড়কী দেখেগা, পেয়ার নেহি করনে শেকেগা। মরদ তো নেহি।..... প্রণাম নিতে পারে? প্রণামের সাথে সাথে তো merge হো যাতা হ্যায়। প্রণাম কী আদমীকো কর্তা হ্যায়? (দাদার অমরনাথ যাওয়া সম্বন্ধে পিতাজীর প্রশ্ন।) দাদা ঃ—অমরনাথ at that time no communication. No ডুলী, no ঘোড়া, no road. নিষ্ঠা নিয়া ভজে। তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে।। দুস্রা মোকামমে ভেজ্ দিয়া। উস্কা discipline মান্না পড়েগা। No superstition. যো ইচ্ছা হয়, খায়েগা; যো ইচ্ছা নেহি হ্যায়, নেহি খায়েগা। দানকা বাত মৎ করো। কৃষ্ণ বোলা, এ যুগমে দাতা only কর্ণ। লেড়কা বৃষকেতুকো কাটনে পড়েগা; আচ্ছা। করাত দেকে কাটনে হোগা, ওভি আচ্ছা। দেহ কাটকে কবচ-কুণ্ডল উতার দিয়া। তবভি অর্জুন উস্কো মারনে নেহি শেকেগা। মেদিনী ধর্মাষ্ট। ইসকো ফাটানো পড়েগা; তব কর্ণবধ।..... Why male and female? Both of you have senses, desire. দুই female হ্যায়্। এ mother কো বহুত পেয়ার করতা। Mother তো supreme চিজ্। যো শালা mother কো পেয়ার নেহি কিয়া, উস্কো কোন্.....। Mother প্রকাশ, আর Father ধর্ম।.....কেত্না caste হো গিয়া। মানুষ তো! একই থা, একই হোনা চাহিয়ে। character হ্যায়? বহুত খারাপ time আ গিয়া। কামদারজী ঃ—কোই মহাপুরুষ আয়েগা কি? দাদা ঃ—মহাপুরুষ একই। এ চলে যানে সে বাদ ভণ্ড কোন্ আয়েগা? 1980 সে start, 1995 সে খতম। 1940 মে গোপীনাথ কবিরাজকো বোলা; 'ভারত' পত্রিকামে বাহার হুয়া।

All humbug. কোই নেহি বলনে শেকেগা, হাম্ গুরু হ্যায়্। হাম্কো এই মোকাম দাও। ভগবান্ কেইছে বোলেগা? ও আনে কো আগারি থোরা থোরা পাঠাতা হ্যায়; ৫/৭ আদমী। উসকো তো ঠিক time মেই মিলেঙ্গে। হাম্ভি instrument হো গিয়া; তুম্ ভি, ওভি। কেতনা superstition. এই দেখ্কেভি উধার যাতা হ্যায়।.....স্রষ্টা আর সৃষ্টি। হাম্ আয়া আনন্দকা ওয়াস্তে। কামদারজী ঃ—আপ্ যো বাত্ কিয়া, আভি তক্ কোই নেহি কিয়া হ্যায়্। দাদা ঃ—কোই সাধু আনো; 2 minutes. অর্জুনকা বহুত ego থা। (আমরা অনেকেই ভাবি, দাদাজী অনেক ক্ষেত্রেই অতিশয়োক্তি করেন। কিন্তু, মহাভারত অন্য কথা বলছে ঃ 'নাহং সংকর্ষণো ব্রহ্মান্ ন কৃষ্ণঃ কাষ্ণিরেব চ। অহং বৈ অর্জুনো নাম গাণ্ডীবং যস্য বৈ ধনুঃ'। অর্থাৎ , আমি বলরাম, কৃষ্ণ বা প্রদ্যুম্ন নই। আমি হলাম অর্জুন, যার ধনু গাণ্ডীব। অর্থাৎ কৃষ্ণও তুচ্ছ।) ভীষ্ম no.1. লেকেন ইস্কো পাকড়া; believe নেহি করতা; বিভূতিযোগমে পাক্ড়া। ওতো বোলা বিভূতিযোগ magic হ্যায়। উস্কা ego খতম করনা চাহিয়ে। কৈসে? অর্জুনকো ইন্দোনেশিয়া লে গিয়া যুদ্ধকা ওয়াস্তে। ইধার কৌরবলোক বিরাট্ ব্যূহ বানায়; দ্বারী জয়দ্রথ। পাণ্ডবকা ভরসা অভিমন্যু। 14/15/16 years. ভীম বোলা, জয়দ্রথকো এক গদামে খতম কর্ দেগা। ভুল গিয়া জয়দ্রথ কো

একদিনকে লিয়ে শিবকা বর মিলা। অভিমন্যু ব্যূহমে ঘুশ্ গিয়া। দেখে, ভীম গদা লেকে একধারমে হ্যায়্। দুর্যোধন বোলা, লেড়কাকো ভেজ দিয়া। ঠিক হ্যায়, লক্ষ্মণকো ভেজ দেতা। অভিমন্যু লক্ষ্মণকো বোলা ঃ—তোম ভাই হ্যায়; war মৎ করো। বহুত বোলা; লেকেন লক্ষ্মণ war ই করেগা। ও একটা বাণ মারকে আঙ্গুল কাট্ দিয়া। নিমেষাৎ কালসর্পং দ্রষ্টা দৃশ্যতে কারণম্। অভিমন্যু in a fraction of a second উস্‌কো খতম কর দিয়া। দুর্যোধন পাগলা হো গিয়া। দুর্যোধন ভীষ্মকো বোলা উস্‌কো সাথ লড়নেমে। ভীষ্ম নারাজ, দ্রোণ নারাজ। তখন ৩/৪ ভাই গিয়া বাণ মারতে লাগলো। শেষে সপ্তরথীই যোগ দিল। অভিমন্যু বললো ঃ—সংদৃষ্টস্তো দৃষ্টাস্তে দৃষ্টা দৃষ্টানাম্। শিবাস্তঃ শিবাস্তয়ঃ ভয়াবহো দৃষ্টান্তঃ। হে জ্যাঠু! ধূলিসাৎ হো যায়েগা। মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা পার্থো ধনুর্ধরঃ। সোভিমন্যুং রণে হন্যুর্নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে। সপ্ত রথী 6/7 hours লিয়া যুদ্ধ করনেকে। অভিমন্যু ঃ—uncle, uncle! you come. অর্জুন বিকালমে ফিরা কৃষ্ণকা সাথ। দেখা, তাঁবু অন্ধকার। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব মাথা হেঁট। কৃষ্ণকো পুছা, কেয়া বাত? কৃষ্ণ বোলা, হাম্‌তো তোমারা সাথ থা। যব শুনা, তব্ বোলা, কাল either জয়দ্রথ or অর্জুন। সূর্যাস্তের পূর্বেই। জয়দ্রথকো 7 regiment বাদমে রাখা; জয়দ্রথ সপ্তদ্বীপমে থা। আঁধার হো গিয়া। কৃষ্ণ বোলা, একঠো মরা লে যাও শ্মশানমে। অর্জুন লে গিয়া। কৌরব লোক আনন্দ্ কর্ রহা হ্যায়। কৃষ্ণ অর্জুনকো বোলা, এই বাণটা মারো। অর্জুন বোলা, সূর্যাস্ত হো গিয়া। কৃষ্ণঃ তোম্ বাণ মারো তো। তব ৪.৩০ বাজা। দ্রৌপদী অর্জুনকো বোলা ঃ—তোমার ego আভিতক্ খতম্ নেহি হুয়া। যব হাম্‌কো naked করনে গিয়া, তব্ জনার্দনই সাথমে থা। ঈশ্বর ঃ সর্বভূতানাং সর্বত্রং কৃষ্ণায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সত্তায় ওঁ ব্রহ্মাস্মায় পরা বাক্। পোরবন্দরমে থা সুদামা; ভক্ত থা। Lastly বোলা, চতুর্জনম্। শূন্যভাবিতভাবাত্মা পুণ্যপাপৈর্বিমুচ্যতে।

৩। অভিদার টেপ্ থেকে

(ক)

'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসর ঃ।' 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।' 'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।' আপন জন কিসের বুঝবো? সহজাত কর্ম। এই যে ভাবটা মহাভাব, সত্যের প্রকাশ। সহজাত কর্ম—আমার সঙ্গে আছেন। এই সত্যের প্রকাশ। মন বুদ্ধি ছাড়্; কি করে? স্বভাব করবে। বৈষ্ণবের উচ্চমার্গে chair নাই। ক্রিয়াকলাপ। উনি 'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃত ঃ'। চেষ্টা করলেই ক্রিয়াকলাপ। চেষ্টা করলেই উনি সাজিয়ে দেন গণ্ডগোল। স্বভাবের অভাব,—স্বভাবস্ত প্রবর্ত্ততে। চোষাচুষির সময়ে intelligency off হয়ে যায়। রমণের সময়ে তুমি—আমি, আমি-তুমি; মনটা রাধা হইয়া গেল। mind nil না হলে এটা আছে। যখন চোষাচুষি করছি, নাহং চুষং, ব্রহ্ম চুষং আত্মচুষং বামনদ্বিজং পুরুষঃ অপুরুষম্ অহংস্বামী পুরুষোত্তমঃ—এই, তখন কিছুই নেই। কৃষ্ণ নেই, রাধাও নেই। up to ব্রজ চোষাচুষি। ওনার কাছে ছাড়াছাড়ি নেই। হয় সত্য, নতুবা কলি,—একটা। কারণ, এ সুযোগ আর কেউ পাবে না। এক সত্য, এক ব্রহ্মবাচ্য নাম; নামেই কাম করবে। আর সব আকাম, ফাঁকা। বনে জলে জঙ্গলে খাওয়া-দাওয়া কিছু না। সংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কৃচ্ছ্র সাধনে তাঁকে কোথায় পাবো? সেই বন্ধুকে ধরো সাথী বন্ধু, আপন জন,—'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'। আপন জন স্থিত অবস্থা কোথায়? নামের সৃষ্টি কোথায়? শ্বাস প্রশ্বাসটা যেখান থেকে উৎপত্তি হচ্ছে, এই অন্তর, এই অন্তরের মাধ্যম হোল গা নামের সৃষ্টি। তোমরা কোত্থেকে ধরবে? যোগও জানো না, বিয়োগও জানো না। সত্য কোথায়? তোমাদের সত্য, তোমাদের মিথ্যা,—সবই এক, ভাঁওতাবাজী। দুই অন্ধ। তোমাদের তীর্থ, তোমাদের অতীর্থ—একই কথা। অনন্ত তীর্থ সবার সাথে সাথে আছে। সে তীর্থ না দেখে এত বড় মিথ্যা প্রকাশ করে যাচ্ছি? গাছায় আগাছায় দৌড়াদৌড়ি। সত্য কোথায়? অহংস্বামী নরো নিত্যং নবপুরুষং ওঁ তৎ সৎ মৎ হে হৃষীকেশ আত্মা জাগ্রত জাগৃহি হ্লাদিনীশক্তিযুক্তকান্তা এর্বচন ন পরমায়া। লুপ্ত জিনিষ; কেউ জানে না; ধরতেই পারছে না। ওঁর বিশ্লেষণ কি? স্পর্শ, অঙ্গগন্ধ, নিরপেক্ষ দৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি। এভাবে তাকিয়ে আছেন, তা নয়। পূর্ণ; ফাঁক নাই; চাহিদা নাই। নিয়েই এসেছে; এটা একটা প্রকাশ। অভিশাপ নেই; মঙ্গলময়।.....ব্যবসা-বাণিজ্য করছিস্; property হোক, আমদানী-রপ্তানী হোক্। সত্যটা ধর্‌বি কেমনে? জ্ঞান দিয়া মহাজ্ঞানে যাবি কি করে? 'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভ ঃ।।' এই অনন্য শক্তি দ্বারা অনন্যযুক্ত

অবস্থায় সেই মহাব্রহ্মযোগেতে যেটা হয়, সেইটা কয় মহাজ্ঞান। স্তিমিত বুদ্ধিযুক্ত অবস্থা, মনের বিকার তোদের। তাঁকে আকারে বিকারে পাইবি না। আকার, বিকার, নিরাকার। নিরাকার ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কি? নিরাকার শব্দের অর্থ কি? ব্রহ্ম উপবাচ্য আত্মা ইদং দেহন্তি দেহী নিত্যমবধ্যোয়ম্ আত্মস্থিতং দ্বিজং নবপুরুষং নবরাজা। আত্মা হে হৃষীকেশ মাধবায় কৃষ্ণস্তু ভগবান্ পূর্ণব্রহ্মশ্চ নামৈব কেবলং শরণম্ আত্মস্থিত ঃ। এইবার 'অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ'। এইবার; not before that. এটা (দেহটা) সাধু, জোচ্চোর, এটা পরের জিনিষ। আবরণমুক্ত অবস্থা কি? কে করবেন? তিনি করবেন আবরণ সব। এক কথায়, ওঁ নমো ব্রহ্মবাচ্যং শব্দরূপং; প্রাণো হি ভগবান্ ঈশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ। প্রাণেন ধার্যতে সর্বং সর্বং প্রাণময়ং জগৎ।। প্রাণবাচ্যতে যদি আসো; একই তো বস্তু। কিসের গুরু, হারামজাদারা? ঋদ্ধিস্থিতি : সৃষ্টিস্থিতিলয়মহমুদ্যৌতম্। স্বয়ং নারায়ণশ্চায়ং আত্মস্থিতঃ হৃষীকেশঃ ন মাধবঃ ন আত্মা সত্যনারায়ণঃ ব্রহ্ম স্তুতঃ আদিব্রহ্মণা।..... ১০০ বছর পরে তাঁরে (মহাপ্রভু) নেংটা করলাম।

আপনজন আমার মধ্যে আছে; নড়ছে চড়ছে—এই বিশ্বাস কর্ না। আপন জন। নড়ছে কি করে body টা? দ্যাখ্, এই যে চন্দনচর্চিত বলস, কেউতো দেখে নাই; এই দেখ্। অনন্ত দেবদেবী (এসে চন্দন মাখাচ্ছে)। কেউ তো দেখে নি। দ্যাখ্, ঘাস বুঝে কি হবে? তোমার প্রয়োজন নাই। শুধু শরণাগত,—তুমি আছো। সবই উনি; সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম; ভালতেও উনি, মন্দতেও উনি। বলা কওয়া নাই; আগম নিগম তন্ত্র মন্ত্র—সত্যের কাছে..... বক্ষাধিষ্ঠ; কর্তৃত্ব নাই। অকর্ত্তা স্বার্থবর্জিতঃ সেইটাইতো নারায়ণ। পতঞ্জলি-সারার্থ। 'সর্বগুণনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং সগুণজ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যদৃচ্ছতে সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। পড়া বুদ্ধি, বেদান্ত বুদ্ধিতে থৈ পাইল না। দাদা বলছেন, মন বুদ্ধির অতীত সেই গুণ, সে গুণই ত্রিগুণাত্মক পূর্ণ সত্য। তাঁকে ধরো। আমিও নাই, তুমিও নাই। সেই ব্রহ্ম, সত্য—তাঁকে ভজ। Time-factor. শরণাগত। বুদ্ধিজ্ঞানও নাই, মনও নাই; কিছুই নাই। তখন স্বয়ংশম্ভু সর্বভূতস্থিত। ওঁ আত্মস্থিতঃ ঋদ্ধি (ঋষিঃ?)—স্থিতিসৃষ্টিস্থিতিলয়মহমুদ্যৌতম্। স্বয়ং নারায়ণশ্চায়ং আত্মস্থিতঃ হৃষীকেশঃ ন মাধবঃ ন আত্মা সত্যনারায়ণঃ ব্রহ্ম স্তুত আদিব্রহ্মণা। 'নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ'। এই আত্মস্থিত; জ্ঞানও নাই, বুদ্ধিও নাই। আত্মানং বিস্তরং সর্বভূতস্য ন গ্রহস্থিতং ন দ্বিজং পুরুষং সোহং কেশবং বাচ্যম্ আত্মা হৃষীকেশায় ন হৃষীকেশায় ন স্থিতং ন হ্লাদিনীং ন কৃষ্ণং ন পুরুষং ন সর্বত আত্মস্থিত সত্যং পরং ধীমহি। ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ। এইখানে বলছেন, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ। সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কর্মসু ন নিবধ্যতে'। 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধো জ্ঞানেনাত্মনি বিন্দতি। তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছসি'। এই যে ভাবটা,—মহাভাব, সত্যের প্রকাশ।..... আমার মন আছে, আমি আছি; বুদ্ধি আছে, intelligency রয়ে গেল। এ সব কিছুই না। তাঁকে পাবার জন্য এত কষ্ট। পড়তে পড়তে মাথা খারাপ হবার জোগাড়। উনি স্বভাব। উনি কখনো কারো মধ্যে নাই, আবার জড়ানো আছেন। 'যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ'। শংকরবাচ্য। সনাতন ধর্ম। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্তানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ'।।—প্রচার শংকর। এর তন্ত্র মন্ত্র—আবার গণ্ডগাণ্ড। সন্ন্যাস। সর্বত্র আত্মস্থিতঃ 'কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ'। 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ'। 'বৃদ্ধঃ বিগলিতদশনঃ'।.....আত্মস্থিতো হি গৃহী তেন গৃহস্থঃ কেশবঃ। হে ভরত! 'ভরত' মানে দেহ। 'ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।' 'নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ'।।—এই আত্মস্থিতি।..... দেখে কি যে সর্বভূতে আছেন উনি। আমার এটা দিয়ে সব তৈরী। জপ-তপ হলেই ভেক হোল। এ বলেছে, 'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ'। 'এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং যোগং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।'—সত্যের অপলাপ। 'অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দনম্। হংসো নারায়ণশ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম্'। 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।' 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'।— উপনিষদ্। দেখছিই মিথ্যা।

দেহধারী কে? ঈশ্বরপুরী। কোন পুরী? 'সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখংবশী। নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্'। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ভূতস্থিতো ন দিব্যস্থিতঃ হে হৃষীকেশ আত্মস্থিত আত্মা পরমাত্মাস্বরূপ ন বৃন্দাবন—পুস্তকে নাই। কোন শালারও অধিকার নাই। দেহটা প্রকৃতি থেকে আহ্বান করে আনলাম। But, no body knows এই দেহেই গোবিন্দ, সর্বকারণকারণ। 'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ'। কোন্‌টা সত্য? দেখছিই মিথ্যা। বুঝতে বলছে কে আমাকে? পেয়ে গেছিস, হয়ে গেল। ভাবতে গেলেই গণ্ডগোলে পড়লাম। ভালো আসবে, মন্দ আসবে। গবেষণার কি প্রয়োজন? পূর্বজন্ম টানছো কেন? প্রারব্ধকর্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ। নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম। তোমার ভাবতে হবে না। প্রারব্ধ ভোগদণ্ড শুরু করিয়ে নেবে। তোমার ভাবতে হবে না। শুরু প্রারব্ধ শেষ করে নিয়ে যাবে তাঁর কাছে। Body টা 'অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ'। দেহের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এসেছি। দেহান্তে ব্যস্। ভোগটাও ব্রহ্মশক্তি। সাধুরা তাল পাচ্ছে না। ওঁ স্বাহা পাখী সব করে রব। কর্মজীবনই যাগযজ্ঞ। বাস্তব ভুবন। তপস্যার দাস তো উনি নন। আমার জিনিষ আমার সঙ্গে আছে; সে যে স্বভাব। তাঁকে কি করে পাবো? 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়'। উনিই উনি; আমিও উনি। যাহা পেয়েছো, ঐ ব্রহ্ম শাশ্বত। ক্রিয়াযোগ limitation. তার বাইরে যেতে পারে না। 'কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্‌গুণঃ। কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ'।।

(খ)

[প্রথমে ডঃ ললিত পণ্ডিতের ভাষণ লাল কালিতে message পাবার পরে। তার পরে দাদার বাণী ঐ message সম্বন্ধে।] এটারে আবার কালো করিয়া দেওয়া যায় না? ননী সেন। What is that ? যোগ? যোগ-টোগ এই সব ভড়ং চড়ং উসকা আগারি লিয়া আও। Not only that. Worldly affairs. Every thing is within the world. এই creation করনে নেহি শেকেগা, without touch. He is not for general..... Any message. Anything, এ (ডঃ পণ্ডিত) কিন্তু শেঠনা টেটনাকে হাগাইয়া দেয় একসঙ্গে যখন বসে। এ কিন্তু কিছু বোঝে না। তুম্‌কো ওয়াস্তে আতা হ্যায়। Other than him এটা হোত না। ....উনিও যেতেন না। এক্ষুণি কুমড়ো করবো; কুমড়োটাকে লাউ করবো; লাউটাকে বেগুন। ....তারা surrender করুক। That is also nothing. কি বলছিলাম count-য়ে? তুম্‌থা না? এখন সব bluff বাইর হৈয়া যাইবো। অরাজকতা জীবনে যা করলাম, তার প্রায়শ্চিত্ত। রামের কিছু টানিয়া নিয়া আসলো। আর আপনি আপনি আসলো। ....শ্রীমতীটা বললেই শ্রীযুক্ত হলেন। সে তো ব্যক্তি না। রাধাটা কি কৃষ্ণের সঙ্গে এই রকম গোপন মিলন করছে? যে farce গুলো করে আসছো, এখন আর সুযোগ পাবে না। রাধা ইধারমে হ্যায়, কৃষ্ণ উধারসে আতা হ্যায় রাঁধাকো দেখনেকা ওয়াস্তে। তামাসা। রাধা is not body. রাধা কিন্তু শ্রীহীন। হলাদিনী! What do you mean by হলাদিনী? যেই জিনিসটা দৃশ্যত মায়াবস্তুর দ্বারা দ্রষ্টাভূত বাহ্য বা বাইরে, এটাইতো হলাদিনী, না দৃশ্যত দেখছে, এইটাকে বলছে হলাদিনী? আর বলছে কি? প্রাণবৎ, প্রাণের প্রাণ। ....ও এক ঘরমে হ্যায়; ও দুস্‌রা ঘরমে যাতা হ্যায়; ঝুমুর ঝুমুর করকে বাজাতা হ্যায়। বদমাইসি। আভি বোলনে দাও। ভণ্ড আ গিয়া। রাধাটা কি? তাঁর পূর্ণ ধারাটা। এক দিকে বলতে গেলে তাঁরও উপরে। Above একটা জিনিস। ওঁর সম্বন্ধে আমাদের conception কি? এতো cheap! মুখ দিয়া তাঁর সম্বন্ধে এই জাতীয় বাহ্যিক ব্যাবহারিক ভাষা প্রয়োগ করা চলে কি? No. Beyond-য়ের Beyond. Beyond তো উনি। Beyond-য়েরও Beyond. যেই রসটাতে উনি হাবুডুবু খাচ্ছেন, সেই রসটা বড়ো, না উনি বড়ো? ননী সেন : যদি বলি, দুই এক। দাদা : কি করে হবে? তাহলে একটা তো স্থির হয়ে গেল। রসবিহীন কৃষ্ণতত্ত্ব zero. ব্রজেতে রসই যদি না থাকে, কিছুই রইলো না। ....প্রাণস্বরূপ তো বিলকুলই। হাম লোক কর্ম করনেকা ওয়াস্তে ভেজ দিয়া। তোমলোককো কর্ম করনেই পড়েগা। তোমতো হ্যায়ই সাথমে। একটু স্মরণ করা। ....আঁখ্ বন্ধ্ করনেসে যো হ্যায়, আঁখ খুলনেছে ভি ও হ্যায়। এই বস্তুটা। এই চিজ ভি এইসে রহনে নেহি শেকেগা other than something রস। That রস is called রাধা তোমলোককো language মে। শুয়ারকা জাত। এ ধারমে রাধাকুঞ্জ, ইধারমে শ্যামকুঞ্জ। ....তামাসা, খেলা, থিয়েটার। আনন্দ্ কা বাত। ধীরা স্থিরা গম্ভীরা রসে হাবুডুবু : full of sex. (এর পরে message-য়ের বাংলা তর্জমা ননী সেনের) দাদা : আগম নিগম যোগ যাই বলছো, প্রত্যেকটাই একটা ক্রিয়াযোগ। তন্ত্র ভি ওই হ্যায়্। স্তিমিত, matter-mind. Not beyond. Mind control করনেসে কেয়া হোগা? Cheap power হোতা হ্যায়; ও আবার চল্ যাতা হ্যায়। ইস্‌কো ওয়াস্তে তো হামলোক

নেহি আয়া। ....They do not know what is sex. ব্রজলীলা itself is sex. ওই যে বোলা, copulation. Sex তো এই এক, এই এক—দো নেহি। That is not two ; One. One is here through মূলাধার; that is সহস্রার। তুম্‌লোক এইসে বোলতা হ্যায়। That is also one kind of bluff business. But he knows something. He does not know full.... If you think by your mind just like শাম্ভবী মুদ্রা। আঁখ বন্ধ করকে পেছনে মগজে উধারমে মেরুদণ্ডকা অন্দরমে থোরা একঠো শিস্‌কা মাফিক চিজ হ্যায়। Up to the মূলাধারনে just like a snake. এ ধারমে mind হ্যায়, in the story language, ধৃতরাষ্ট্র। সাধনা করকে করকে থোরা কুচ্ মিলতা; not permanent ; temporary.... রাধা is not কালী, দুর্গা। ....দো চিজই internal. যব্ এই হো যাতা হ্যায়, হোকে হোকে যব রাধাভি নেহি, কৃষ্ণভি নেহি; দুই sleeping, love যাকে হোগিয়া, তব্ কৈবল্য বা ভূমা—Truth Absolute.... ঐ কীর্ত্তন করতা হ্যায়, ঘন্টা বাজাতা হ্যায়, নাম করতা হ্যায়, ও ভি business.... এই জেনানা হ্যায়, এই মরদ হ্যয়—এভি দুস্‌রা bluff. হাম্‌লোককা আঁখ নেহি হ্যায়। ইসকো ওয়াস্তে উল্টা সিধা বাত্ করতা হরবকত। ....হাম্ কৈছে করেগা? ওতো bluff দেনে শেকেগা। He cannot do anything other than bluff. Don't believe him. He is a ভণ্ড। তোম্ যো করনেওয়ালা, ওতো হাম্ ভি করনেওয়ালা। Bluff ভি power হ্যায়, external. হামলোককা মাফিক বুরবুককা ওয়াস্তে bluff ঠিক হ্যায়। Everybody is part of the Absolute. Not part, we are Absolute. Everybody is absolute. But, we have no eye. That's why we are telling. He is অখণ্ড; We are looking খণ্ড খণ্ড। হাম লোক by মায়া দেখ্‌তা হ্যায় খণ্ড খণ্ড—one, one, one, one. Absolute because everything is He. খণ্ড কেইছে হোতা হ্যায়, part হোতা হ্যায় কভি?

(গ) Dada's Madras talk, 1973

[দাদা ইচ্ছা করে হাস্যকর ভাবে ভুল ইংরেজী বলেন। Henry Miller-য়ের সঙ্গে Oxonian intonation-য়ে দাদার অনর্গল ইংরেজী কথোপকথনের কাহিনী যারা জানেন, তারা ব্যাপারটা বুঝবেন। আর নিজেই ধরা পড়ে গেছেন 'Have you understand' বলে।]

Don't bother for Him. He is within you. He is your Father. He is doing 24 hours something within us. So, carry on. Do your duties. Do your business. That is your তপস্যা and দান and যজ্ঞ also. That's the thing Dadaji says. We have come here for doing certain activities. We have come here as guests. I have come here with these gopis. I am doing luxuries. I am taking this and that. He is in the bustee. He is doing his duty. He is going for work. He gets two rupees. I get two lakhs. That is for acting. After certain time, I shall have to go to my house, own house. I have come over here for a temporary basis for certain work. I am working. After that I am going to my house. I may be a happy or দুঃখটা কি? (একজন বললো, unhappy.) Both is same. I shall have to go to my house. If it is correct, one rupee or eight annas or fifty rupees.... just maintain the body. Body is not mind. I have taken this Ashrama for a temporary basis. When we have come over here, we have invited some sorts of ইন্দ্রিয়। So, you should have to give something to them. If you stop, they will revolt. When they will please, they also will accompany with you. So, don't bother for him. He is within you. নাম is the only যজ্ঞ। Do Name and do your duty. That is your সত্ত্ব। That's why He is telling ন নিত্যং সৃষ্টাভাং সৃষ্টভুবাশ্চ 'অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।।' Have you understand ? অনন্যশরণ। Do your duty and শরণাগত। Nothing else. If you go to হিমালয় and others for God, He is also here. Why should you go to হিমালয় ? You have come here for certain work. You will have to do it. Just enjoy here and Him also. Why you people are going for judges ? Capacity for judge ? Because when you are within mind.... I tell I love him like anything. I may sacrifice my life for him. Today I am saying this. After three days, some difference. I told that he is a notorious man in the world. We don't know what is correct, what is incorrect. Whatever He says : do your duty and name. (Some one : How do we know what He says ?) Why do you want to know ? Whatever He says that is. We are all blind. That's why He says, 'নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।' We have no eye. That's why we could not realise Him, we could not find Him. I tell you don't go, don't

bother for Him. Do your duty. Duty is the first thing. And শরণাগতি। you are with Him. Who is Guru ? Is there any Guru ? I am ready for দীক্ষা। No body Guru, he will have to take দীক্ষা from Almighty, Dadaji says. Open challenge for the world. Any বাবা, any যোগী, any ঋষি can come. We have come here with the dirty things. We do not know that is a dirty or that is a good. Because we are functioning within the mind. We are the foolest of fools. Who is good, who is bad ? We do not know nothing. Today I tell you he is a good. Tomorrow I tell you he is a bad man. Don't go for that. Just take নাম। নামযজ্ঞ is the only path. সত্যনারায়ণ is the কলিকা উদ্ধার। There is no other way. নাম is the supreme authority, নাম is the Guru, নাম is the Almighty and Truth. No need of going to any body, any আশ্রম। There is no পাপ, পুণ্য; no তীর্থ। 'পতিসেবা পরং তীর্থমন্যতীর্থমনর্থকম্। বিদ্যাধনমদেনৈব মন্দভাগ্যাশ্চ যে নরাঃ। পতিসেবাং ন কুর্বন্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।।' No need of going any তীর্থ। You have come with the full তীর্থ। He is within you. পূর্ণকুম্ভ is within you. Why are you running after all these আশ্রমৎ? That is আদি সনাতন ধর্ম। Which He told that is more than গীতা। I don't know গীতা, I don't know ভাগবত। I am not a literate. I don't know Bengali, English or anything. Whatever I am telling, telling, telling. And I do not know what I am telling. And I don't bother because that is not my business. Because I cannot give you anything, nor can I take anything from you. I am not a Guru, a saint, a যোগী বাবা। If I am যোগী, everybody is যোগী। Because He is for everybody.

(ঘ)

অতুলদা ঃ আপনি আছেন; তাহলে। দাদা ঃ তুমি একথাটা বলছো কেন? সহজ সরলভাবে আরেকটু বলো। পাপ যদি উনি, মিথ্যা ও উনি; ধর্মটা যদি উনি, অধর্মটাও উনি; সত্যটা যদি উনি, মিথ্যাটাও উনি। ঠিক আছে তো! তাহলে দাদাজী এবার বলছেন, শোনো। 'প্রারব্ধকর্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ। নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি।' এইবার অর্থটা বোঝ তো। পাপও নাই, পুণ্যও নাই; ধর্মও নাই, অধর্মও নাই। এইবার বলো। অতুলদা ঃ আচ্ছা, আমরা এতগুলো প্রারব্ধ নিয়ে আসি, যতোগুলো আমরা পাপ কাজ করি? দাদা ঃ আগের অর্থটা বুঝতে পারলে না। পারো নাই বলেই—আমি পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম জানি না বা ধরি না। ঠিক আছে। কিন্তু, যেখানে তোমাদের পাঠাইছি, সাধু সাবধান! স্মরণ করো, আমার কোলেতেই আছো, কোলেতেই থাকবে। যখন প্রারব্ধ একটা আসছে, তখন দেখা যায়, action-reaction একটা আছে। একটা হোল action-reaction ; আরেকটা হোল সব কিছু দিয়ে প্রকৃতিদেবী আমাকে এইরকম একটা জিনিস গঠন করেছেন। একটা condition হোল, প্রকৃতিদেবী বলছেন, provided উনি আছেন। আমার কিন্তু পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, ভালোমন্দ রেহাই করার অধিকার নেই। অধিকার হোল এতটুকু। তবে তুমি আমার কাছ থেকে অনেক কিছু জিনিস নিয়েছো,—কামনা, বাসনা ইতি আদি কতগুলো জিনিস। তার জন্য ভগবান্ বলছেন, দেখ এদের; এটা কিন্তু মানুষ না; উনি যাহাই বলেন মানুষের কথা; অবশ্য এটা তোমাদের কোন কবিতাতে পাইবে না। তোমাদের কোন ধর্মগ্রন্থে পাবে না আজ অবধি। এই নোতুন সৃষ্টি করা গেলেন উনি। এখানে এতোটুকু একটা বাড়ি দেবে; আবার উল্টো একটা দেবে। কারণ, এটা আমার ধর্ম। আমি মায়া, আমি প্রকৃতি, আমি নারী। আমিই স্থান দেওয়ার অধিকার। এর অতিরিক্ত কিছু করার আমার নাই। তবে এই রাক্ষস গুলিরে আমি দিয়া দিলাম। উনি বললেন, ঠিক আছে; এইগুলি দিয়া দিছে, এদের একটু একটু দাও। উপোস-টুপোস রাখো না। তারা উপদ্রব করবে, যন্ত্রণা দেবে। এর জন্য পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম একেবারে কোনটাই নাই, আমিটায় বলিয়া গেলাম, তাইলে কিন্তু মুস্কিল আছে। তাইলে প্রারব্ধের আর অন্ত নাই। জন্ম মৃত্যুরও আর শেষ নাই। ওনার সম্বন্ধে কোনটাই নাই, ছাড়িয়া দাও। কিন্তু, এইটা, দেহটা। অতএব, ধীরসমীরে। ধীরজ। আস্তে আস্তে শ্বাস-প্রশ্বাসটা ফেলো; তাঁরে ভাবো। সব ঠিক হইয়া যাইবে। যাবার জন্য ভাবতে হইবে না; আর স্থিতির জন্যও ভাবতে হইবে না। ধৈর্যের অপর নামই হোল বাসনা। এর সাথে তদগতা থাকলে তপস্যা সিদ্ধ; সিদ্ধদাস হইয়া, দ্বিজদাস হইয়া, ভাবান্তর হইয়া—অবতার তো অনেক নীচের কথা। অবতার-টবতারের দিনের কথা ছাড়ো। কারবার হইয়া গেল গা।

(৬)

খানাভি নেই, খানাভি হ্যায়্। টালিবালিকা ওয়াস্তে। বোলা, 'ত্যক্তা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ।' বোলা, উৎসব পূজা কেউ নিতে পারে না। অভিদা ঃ নাম আত্মস্থিতঃ পরমাত্মা পরমপুরুষঃ দ্বিজং পুরুষাকারং নিত্যং ন দ্বিজং প্রকৃতেশ্চ আত্মস্থিতঃ। দাদা explain করছেন। এখানে 'দ্বিজং' ব্রাহ্মণ নয় তো? এখানে দ্বিজং, আবার ন দ্বিজং বললেন? দাদা ঃ আমি প্রকৃতিরাজ্যে আছি। প্রকৃতিরাজ্যের তারতম্য নিয়া ও প্রকৃতিতে আমি নাই। অভিদা ঃ unattached. দাদা ঃ দুইটা জিনিসই তো আছে; এখানে দুইটা নিয়াই আইছে। অভিদা ঃ তাহলে দ্বিজং মানে duality. দাদা ঃ ঋষা রে ঋত্বাম্। শোন্, যত সিদ্ধাই-টিদ্ধাই ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি সব পায়ের তলায়। যোগত্রায়ণং ন ক্রিয়াযোগতঃ সিদ্ধার্থায় আত্ম ঋষা রে ঋত্বাং সত্যং পরং ধীমহি আত্মানং দ্বিজং পূর্ণঃ স্বয়ং সাক্ষাৎকৃতসাক্ষাদ্‌ব্রহ্মস্বরূপায় অঙ্গগন্ধায়। এই যে অঙ্গগন্ধটা। এইটাই সত্য। এইটা যদি তোমার দ্বাপর—টাপর হইতো, তাইলে ন্যাংটা হইয়া এইরকমভাবে যাইতো। জয়দেবের মতো এতো বড়ো সাধকটা! 20 seconds এইটা পেয়ে ন্যাংটা হইলো। এখনকার কালটা দেখো। অভিদা ঃ আমরা তো ২৪ ঘণ্টা এখানে কত কি কাণ্ড হচ্ছে! দাদা ঃ অভি! বুঝবি না, সত্যনারায়ণ কি। কলির একেবারে কলুষনাশন। উনি আছেন। উনি তো নির্বিকার ব্রহ্ম; সাথে আছে তারক ব্রহ্ম। ভাবদেহ, চিন্ময়দেহ, আবার দেহ। এই কর‍্যাও পাচ্ছেন না কুল। তা হইয়া তো গেছে! সন্তুষ্ট তো! ....ভীম বলছে, তুমিই তো বলছো, আমার ভয়টা কি? তুমি এখনো আছো, তুমি তখনো থাকবে। ঐ অস্ত্র আসতিছে। তখন ভীমকে উনি রক্ষা করলেন। ....পরীক্ষিতের জন্ম। অভিদা ঃ কি? দাদা ঃ পরীক্ষিতের ব্যাপারটা। অভিদা ঃ ইচ্ছা হলে তো পারতেন। দাদা ঃ আমার তো উপায় নাই। প্রকৃতি আমাকে ছাড়বে কেন? প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ খণ্ডাবার সাধ্য তাঁরও নাই। কারণ, প্রকৃতি তো তাঁরই কাজ। তার তো কোন অপরাধ নাই। প্রকৃতি তো শোধ নেবেই তোমার। অভিদা ঃ হ্যাঁ, নিয়ম করে রেখেছেন। কিন্তু, আপনি করেন তো। সব সময়ে নয়; এই সময়ে যখন আসেন। দাদা ঃ ওনার কথা। অভিদা ঃ ঐ আর উনি আলাদা নাকি? দাদা apply করলেন; উনি করলেন; হয়ে গেল। দাদা ঃ দেখ্, কৃষ্ণও উল্টাপাল্টা কইর‍্যা গেছে। কিন্তু, এদের দিয়া! অভিদা ঃ তাহলে কৃষ্ণ তাঁদের ছিল! না হলে ঐ সব কৌরবদের হাতে আনতে পারতেন? দাদা ঃ উনি এর মধ্যে ছিলেন না। অভিদা ঃ কৃষ্ণদেহে বিষ্ণু হন সংহার-কারণ। দাদা ঃ যখন হোল হোল হোল। প্রকৃতিরাজ্যে থাক্যা! যদুকুল কি? যো দিদ্দাত্রায়ং ন নিমিত্তং নিত্যং দেশদ্রোহী আত্মা লোকায় স্বরূপায়। অনন্ত জগৎই আমার। মর্ নিজেরা নিজেরা। লাইগ্যা গেল গা। (ধীরসমীরে যমুনাতীরে গান করলেন ভাববিহ্বল কণ্ঠে।) জাতিধর্ম। সনাতন আদি। একমাত্র সনাতন ধর্মেই বলছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' আমরা সকলে এক; মনুষ্য-জাতটা এক। 'মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।' ভগবান্। নাম দিয়া উনি এইভাবে প্রচার করলেন। ....তখনকার মতো চেহারা, ফতুয়া পরা—মহাপ্রভু বসে আছেন। রায় রামানন্দ; Governor ছিল; retire করছে। সে শ্রীপতি আচার্যের সঙ্গে ওর বাড়ীতে দেখা হোল। রায় রামানন্দ কথা বলছে। মহাপ্রভু কথা বলছেন। রায় রামানন্দ দেখছে আর প্রেম সম্বন্ধে বলছে; দেখতে দেখতে পাগল হইয়া গেল। একী! এই তো সেই! ....ঈশ্বরপুরী গয়াতে। ওনার গুরু ঈশ্বরপুরী! যেই পুরীতে ঈশ্বর থাকেন। পুরী তো এইটা। এইটার মধ্যে উনি আছেন। আমার গুরু ঈশ্বরপুরী। সেই গুরুটা কে হইল? তুই হইলি? এইখানে আছে, 'সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী। নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্'।। ঈশ্বরং ভূতানাং ভূতস্থিতঃ ন দিব্যস্থিতঃ হে হৃষীকেশ আত্মস্থিতঃ আত্মা পরমাত্মস্বরূপ ন বৃন্দাবনম্। পুস্তক-টুস্তকে নাই। কোন শালারও অধিকার নাই বলবার। এই যে দেহটা প্রকৃতির থিক্যা আমি আহ্বান করিয়া নিলাম এই বাড়ীটার মধ্যে। কেন? তোর এই প্রারব্ধটা! এইখানে আসলো প্রারব্ধ। আত্মানং নরং নররূপেণ নারায়ণং হে হৃষীকেশায় আত্মা পরমনিত্যম্ অনিত্যং দেহী নিত্যং ন। অভিদা ঃ দৃশ্যটা সাংঘাতিক। দাদা ঃ পরমপুরুষ! জীবাত্মা যখন নাকি পরমাত্মার সঙ্গে রসাস্বাদন করে, রসাস্বাদনের পূর্ণ মিলনটাকেই রাধাকৃষ্ণের মিলন বা ভগবান্ দুই ভক্ত-ভক্তিরূপ হইয়া যান। এইজন্যই বলছেন, যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।। একই বস্তু, দুই এক; আবার একই তখন দুই হয়। এইজন্য বিস্ময়ং নিশ্চয়ং (নিশয়ং?) তৃষ্ণাস্বয়ং যামুনতং ভো ভরতং প্রকৃতিশ্চায়ং নমো নারায়ণ নমঃ

সাক্ষাৎকৃতসাক্ষাদ্‌ব্রহ্ম—স্বরূপায় পুনশ্চায়ং নমো নমঃ আত্মায় হৃষীকেশায় বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম তু। হরে কৃষ্ণ (পুরোটা বললেন।)। 'কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ।।' এই বৃন্দাবন, অনন্তই বৃন্দাবন। বৃন্দাবন সাথের সাথী। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি। এখানে আমিও নাই, তুমিও নাই; অহংতত্ত্বও নাই। দুই এক হৈয়া যখন সমাবিষ্ট হয়, তখন বৃন্দাবন বলে। ....পূজা করনেকা ওয়াস্তে বোলে গা, এই শালাকো body পূজা কর্। এ কেয়া বাত? ওতো হরবকত বলতা, যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্। যোগঃ আত্মা নিশিনায়কঃ পরাবাকশ্চ দৃষ্টার্থশ্চ। কেইছে তোম মন্ত্র দেতা হ্যায়? আর এই ঝোলাটা, ছোবরাটা দেখাতা হ্যায়, উসকো পূজা কর। বলতা হ্যায়, হৃষীকেশ হৃষাত্তায় ভরতর্ষভ আত্মস্থিতঃ বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি। ও বলা, হে ভরতর্ষভ। এই যে দেখছো, এইটা আমার। আমার কথামতো যদি চলে, স্বর্গরাজ্যই অষ্টপ্রহর। কোই আদমী চলতা হ্যায়? ধাঁধাঁমে হ্যায়্। ও বলা, যজ্ঞ আত্মনাং নিজস্য মৌনসত্ত্বাযুক্তানাং বিনাশায় চ নমো নমঃ। যজ্ঞ করো। কিস্‌কা যজ্ঞ? মনকো যজ্ঞ করনেকা ওয়াস্তে বোলা। সাধু বাবা তো যজ্ঞ করতা হ্যায়। ২/৪টা মোকামকা ওয়াস্তে ও যজ্ঞ করতা হ্যায়। ঋগ্বেদকা last য়ে, বেদান্তকা last য়ে বোলা, যো মাং বর্ত্তমানোপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে, বিস্তরঃ সর্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বম্ ইদং জগৎ, অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ। পরিষ্কার করকে বোলতা হ্যায়। এই মুসলিম—টুসলিম যো আতা হ্যায়। হজরত কেয়া বোলতা হ্যায়? আরে বিয়া নিয়া দিয়া কিনি কিনালা সাটা গোলা অল্লা বদ্বা তাদিসাম। আত্মাস্বরূপ পরম ব্রহ্ম রূপে আমি। কিসকো ঘৃণা মৎ করো। (জনৈক) ঃ Arabic? দাদা ঃ হাম্ নেহি জানতা। যা করছেন, যা হচ্ছে; এখানে তরঙ্গ নাই। শুধু কেবল আছে সত্যটা। এত বড়ো Truth টা। তারে মাইর‍্যা ফেলতে পারবি তোরা? তারে বজ্জাত বল্, ভালো বল্; কিন্তু এইটাকে নিয়া তোরা কোন সময়ে কিছু করিস্ না। আর সাথে যদি তারেও রাখতে পারিস, এই ভণ্ডকে, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। তখন প্রথম এই সুবিধাটা হবে যে আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, ত্রিজগতে কেহ নাই। কারণ, কাণ্ডারীকে তোরা পাচ্ছস্ না। তোরা কাণ্ডারীকে ছাড়্যা Truth টাকে ধরতে গেছস্, Truth পেয়ে গেলি; এইটারে realise করতে কষ্ট হইবো। আবার তোমার আসতে হইবো। আর কাণ্ডারী সহ কি, first সেই দেবে কাণ্ডারী। বুঝতে পারলি না? এইটা পাচ্ছো, কিন্তু, ওনার আনতে হইবো এইটাকে। এইখানেও আছে; একটা যাইতেছে। সেইখানেও আছে। কারণ, Truth টা যে establish করবে, তুমি তো চিনবে তাঁকেই। ভূমাকে তুমি চিনছো না; সে তো অনন্ত। নৌকার বৈঠাটা যে ধরছে, সেটাতো এইটা। আমার আপনজন আমি পেয়ে গেলাম। সেই দেখাইয়া দিচ্ছে। তাহলে সেই অনন্ত সম্বন্ধে আমি বা তুমি ব্যক্তিটাকে দেখাবো কেমন করে? Bhavan's Journal তো excellent ব্যবস্থা করছে। জীবাত্মা (চিরাত্মা?) ত্রিগুণাত্মকং ন দীয়ন্তে গোপালম্। নিস্তরঙ্গস্বরূপ বললে is all over universe. এই ত্রিলোক ঐ সেই এক only উদ্ধার কর্ দেগা। ইসকো বোলতা হ্যায় শ্রীযুক্ত। ও হ্যায় ইধারমে প্রাণস্বরূপ, জাগ্রত। উনকো তো ভুল গিয়া। সাধু-সন্তোষ উল্টো বলেগা। Intelligency মে আতা হ্যায়; থোরা বাদমেই খতম হো যাতা হ্যায়। কাঁহে? এতো উৎপত্তিমেই বিনাশ হোতা হ্যায়; ক্ষণভঙ্গুর, fickle mind. মন তো চঞ্চল হ্যায়্। আভি এক দেখতা হ্যায়; থোরা বাদমে দুস্‌রা দেখতা হ্যায়্। হাম্ উনকো ডাক্‌তা হ্যায়; হাম গঙ্গামে যাতা হ্যায়, বিশ্বনাথ মন্দিরমে যাতা হ্যায়, হাম্ কেদারবদরীমে যাতা হ্যায়, অমরনাথকে যাতা হ্যায়্। অমরনাথকো description এই হ্যায়্ ঃ যো আত্মা নিদর্শনং শূন্যো ভূমা সৎ নিষ্ঠার্থে সৎ সুখায়। ও বোলতা, হাম্ absolute white. আউর কুছ্ নেহি। থোরা উপরমে যানেসে আর white নেহি রহতা হ্যায়; bluish. White স্তম্ভ এই জগৎটা। আস্বাদন হোনেসেই bluish হোতা। Bluish ব্রজ, কৃষ্ণতত্ত্ব উপরমে একটু, এধারমে white, কেয়া অমরনাথ? Mind কা খেলা। বোলতা, যব open কর্ দিয়া, তাজ্জব দেখা। মনকা ইচ্ছা; ওতো বিকার। Mind কো কোই place-ই নেহি। মনকো দিয়ে আস্বাদন কর্‌তা হ্যায় কোন্ time মে? যব্ শিব মন হোতা হ্যায়্। যব্ হরবকত্ উস্‌কো বাত্‌ই করতা হ্যায় directly, indirectly. Mind হ্যায়, লেকেন mind নেহি। তব্ উসকো মন steady হো যাতা হ্যায়্। ....ব্রাহ্মণ কে? অসত্ত্বায় সত্ত্বায় স্বরূপ....। তদগতা হইয়া। গোপীজনবল্লভ গুরুকৃষ্ণ মাধব নন্দসুত আত্মা সৃষ্টিঃ অয়নং দ্রষ্টা নন্দসুতং ধীমহি। এই যে গোপীজনবল্লভ। উনিই শাশ্বত।

(চ)

ই-ধারমে দশরথভি নেহি, কোই লক্ষ্মণভি নেহি, ভরত ভি নেহি। শত্রু....। কোই নেহি শেকেগা; এই নাম বলনেসেই রামকা সব উল্টোপাল্টা হো যায়েগা। সব তো উপাখ্যান হ্যায়্। উপাখ্যানং দ্বিজত্বায় ন শত্রুঘ্নং ন নিবত্তে দৃষ্টা দৃষ্টান্তায় রামঃ নারায়ণঃ পূর্ণব্রহ্মশ্চ। Not নারায়ণ; নারায়ণ এই stage. পূর্ণব্রহ্মশ্চ বিষ্টরাং ক্রিয়া সুহাপাতক ন নিবিদ্যেত আত্মা। স্বরূপম্ আত্মা। আত্মাকে বলবে অন্তর্ব্রহ্ম, অন্তর্ব্রহ্মকে বলবে ব্রহ্ম, ব্রহ্মাকে বলবে কৈবল্য, কৈবল্যকে বলবে ব্যুত্থান, বিভু, ভূমা, বোধি, সত্য, Truth. Either you say Rama was a some sort of মহৎ (মৎ) ....of জগন্নাথ, I accept. If you say শূন্যরাত্মা শিবত্বয়ং ইদং দ্বিজঃ নীলাব্যয়ং ভুত্বা পুরা সুরাশ্রয়ম্ ইদং। ....এইসে বোল্‌কে অনন্ত কোটি জন্ম যদি পাঠ করেগা, কেয়া হোগা? মুলতো নেহি জান্‌তা। রামকা বাত করতা হ্যায়্। হনুমান্ comes in that way. দৃষ্টান্তকা লেড়কা। শতদ্রতু, দৃষ্টান্ত, হনু। হনুমান্‌টা বোলা, ভীষ্মশিষ্য সিদ্ধা পাতকবান্দা রঙ্গকরণু হনু ব্রহ্মতারকতারক। হিমালয় গিয়ে পাহাড় লে আয়া। এইসব তামাসা, film কা তামাসা। আরে কেয়া বোলেগা? ....God-minded লোক হোতা হ্যায়, আর পয়সা লেতা হ্যায়্। আরে, আদমী কেয়া বোলেগা? দেনেওয়ালাও, আনন্দ ভিও, প্রেমানন্দ ভি ওই, রসানন্দ ভি ওই, তপ্তানন্দ ভি ওই, সৃষ্টিনন্দ ওই, স্থিতিনন্দ ওই। আত্মা পরমপুরুষ স্বয়ম্। (জনৈক) ঃ রমন্তে যোগিনো যস্মিন্ সত্যানন্দচিদাত্মনি। ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে।। দাদা ঃ রমন্তে যোগিনো যস্মিন্ ইতি রামপদেন নবনীতে শ্রদ্ধাভাবিতভাবাত্মা সিদ্ধা নীলনয়ঃ নিরালম্বম্ আত্মরূপপ্রকাশঃ স্বয়ং সাক্ষাৎ, এই বোলা। Where is দশরথ? দশরথতনয়। মঃমঃ শ্রীনিবাসম্, মঃ মঃ নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, মঃ মঃ অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, গোপীনাথ কবিরাজভি বোলা, History all false, শাস্ত্র all false.... মহাভারতের কথা অমৃতসমান। উপাখ্যানগুলি বোঝে কি? রাবণ আয়া—ভক্তিরসতনয়াশ্রয়ঃ ইদংনিশ্চয়ঃ মহাজনঃ মহাবাহুঃ মহাপুরুষঃ সুদর্শনঃ আদ্যং পুরুষো নবদূর্বাদলচ্ছায়ঃ। রাবণ এতনা বৈষ্ণব, এত্‌না ভক্ত—উন্‌কো ওয়াস্তে আয়া। ইধারমে লক্ষ্মণ-টক্ষণ তো তুচ্ছ! সীতা রাবণকো দেখ্‌কে পাগলা হো গিয়া। কাম্বরঃ কাংশয়ঃ ন স্ত্রীষু ন পুরুষেষু চ দৃশ্যতে দৃষ্টান্তায়। ভো ভোলানাথ ত্রিলোকলোচন বরং বনাশয়ঃ কিসম্বরাঃ কান্তায় আপবঃ ন নিতান্তায় স সীতান্তায় ন নিমন্তায় দৃশ্যতে পরা ভূষণং লোচনশ্চায়ং দৃষ্টান্তায়। এই যে আয়া, হাম্‌কো প্রলুব্ধ কর্‌নেকা ওয়াস্তে আয়া। আজানুলম্বিতলম্বং নিবম্বগুম্বম্ ইদং পরাং বয়ঃ রাবণঃ সুরার্চঃ। সীতা! সীতাকো লেড়কী দেখ্‌কে রাবণ পাগলা হো গিয়া। লংকেশ্বর! লংকেশ্বর.বিরাট্ পুরুষ লীলাযুক্ত। অবুপনশ্চ ন দৃশ্যতে ইন্দ্রনীলপরাক্রমঃ সমভূতাঃ সমর্চয়ঃ। ইন্দ্রের যে ইন্দ্রত্ব, ওভি তুচ্ছ! স্রষ্টা ....পূর্ণব্রহ্মশ্চ আদিঃ। ও রামকো বোলতা হ্যায়্। রাম সীতাকো বোলা, তুম্ ভি হার গিয়া! উন্‌কো পাকড়নে কে লিয়ে কোন্ গিয়া? রাবণ! রা রিযাং রাত্বানাং রিষ্টাম্; ব বনাশ্চ দৃশ্যতে অন্যপুরণঃ, নটা বোলা শুম্ভা দৃষ্টা। সৃষ্টি স্থিতি লয়, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ইতি আদি all, everything রাবণ। নীরদলোচনং শুম্ভাসুরং ....ভূষণং জীবনং নবনং ....স্বাত্মা। Body-ইতো নাই; body কাঁহা? অন্তরঙ্গবিমানং দৃশ্যতে। ....ইতো বীতপীং রাবণং দৃষ্টবা শ্রদ্ধা কুতঃ? রাম বোলা। সীতা! তোম্ তো মহা পণ্ডিত। আর ও লোক বোল্‌তা, শালা হনুমান্ লেজ দিয়া লংকা জ্বালাইয়া দিল। লংকা কি জানো? ন হ দ্বিজত্তে (হোদ্বিজত্তে?) পুরুষাঃ দ্বিজং নেদং দ্রষ্টা স্রষ্টা চ। আশ্রয় ভি নেহি, মাটি ভি নেহি। সমভূতাঃ সমস্তয়ঃ। মহাবাহুঃ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদিঃ দেবাশ্চ সুরাদিঃ। রাবণ! ....আরে হনুমান্! ....পালিমে দশরথ-জাতক। দশরথ। রথং রাত্বা রসপ্রাবণঃ রসলীলাত্মকঃ। ও ভি রাজা নেহি থা; রাজা হুয়া কিউ? রামায়ণবেদপুরাব্যয়পুরিতশ্চ সর্বভূতেষু রূপং ব্রহ্মায় অর্থাচ্চ পুরুষঃ। ....ইস্‌কে ওয়াস্তে ও খোদ নেহি হোনেসে ভি....। সব টালিবালি টালিবালি। নাসিকমে আয়া, আউর শূর্পণখাকো নাক কাট্ দিয়া! পয়সাকা ওয়াস্তে কেয়া আচ্ছা আচ্ছা story বানাতা হ্যায়। ই ধারমে বোল্‌তা হ্যায়, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ। আরেক ধারমে বোলতা হ্যায় নারায়ণকা wife ছিন্ লিয়া। অন্ধ! ....তোম্ এই সে বাত্ বোলেগা, মুখ তো জ্বল্ যায়েগা! ....কলিশ্চ ন ব্রহ্ম স্বধর্মে আস্থিত ঃ স্বদৃষ্টিতঃ দৃষ্টান্তায় কামভূতঃ পুরা....। কলির ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ তো ও, একজন। ব্রাহ্মণ তো দ্রষ্টা! ও যা দেখেগা, ওই বোলেগা। প্রেম তো করেগা ওই। আদমী কেছে প্রেম করেগা? আবরণটা, এই ego-টা যব্‌তক্ হ্যায়, তব্‌তক্ প্রেম কৈছে করেগা? ....। রাবণ নেহি তো রাম কাঁহে আয়েগা? আউর তোম্ লোক বোলতা হ্যায়, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। সুদর্শনচক্রবৎ দর্শনংপুরঃ। আরও সুদর্শন দেকে আদমীকো খতম কর্ দেতা। সুদর্শনটা symbol. রসদৃষ্টতঃ স্তম্বোরসম্। সুটা বিকাশ, নীরস সত্তাস্বরূপ। পূর্ণব্রহ্মশ্চ ন দৃশ্যতে রাগং (?) বাস্তবরং দৃষ্টা স্তম্বকরসঃ চন্দনচর্চিতঃ গন্ধপুষ্পরসপ্রাবিততনুঃ—এই হোল সুদর্শন। কৃষ্ণ, রাম বোলা কভি 'হাম্

হ্যম্' ? তব্ interpretation ই missing.... আরে, সীতা invited. সীতা দেখ্‌তা, এত্‌না বৈষ্ণব, এত্‌না ভক্ত! জরুর হ্যম্ যায়েগা। এই তো স্বধর্ম—অন্তক্ষয়, রত্নু, বিযাণ। ....। বালিকাং দৃণ্টা লংকেশ্বরঃ দিষ্টং দেহি। ....কোন্ যজ্ঞ করেগা? ও বোল্‌তা, রূপ .... সত্ত্ব দৃশ্যতে বিষয়ভূষণং ন দৃশ্যতে বীর্যম্ আত্মস্বপ্রকাশঃ নাব্যয়ঃ। রাবণতো পূর্ণের আরেকটা প্রকাশ। ....ব্রাহ্মণকা লেড়কা ব্রাহ্মণ হোগা? কোন্ ব্রাহ্মণ? ....ত্রিলোকশয়নং সমনব্রাহ্মণঃ বশিষ্ঠ আত্মস্থিতঃ। ইস্‌কো কাটনেওয়ালা আভিতক্ জনম নেহি লিয়া। হিন্দু ধর্ম? কস্মিন্ কালেও ছিল না। ছিল শাশ্বত, সনাতন ধর্ম। স্বধর্ম, আত্মধর্ম, আত্মনাং ন ধর্ম, ন ক্রিয়াশয়ঃ স্বয়ং ভগবান্। দুনিয়াকা সাথই ভগবান্ হ্যায়্। তন্ত্র মূলাধারসে আয়া, না সহস্রারসে মূলাধার? মূলাধারতো বাদমে। পয়লা চিজটা তো মহাজ্ঞান হোনা চাহিয়ে। মহাজ্ঞানই যদি নেহি হ্যায়, তবে ধার দেকে কেয়া করেগা? তব্ হি start দিয়া তন্ত্রকে চন্দ্রমা মুনি। So long your existence, that is মূলাধার। দ্রষ্টামধ্যে দ্রষ্টব্যভাবস্তু ভূতাভা সত্রমভূতা ভূতানি চ নাদধর্মাশ্চ ধীরাঃস্থিরা গম্ভীরা রসাশ্চ দৃশ্যন্তে আত্মস্থিতাঃ সহস্রাররিষ্টা কূর্মলতা। ...শুয়োর! এই পাঠ করনেসে ইহকালভি নেহি, পরকালভি নেহি। আগাভি নেহি জানতা, গোড়াভি নেহি জান্‌তা। ...তব্ আয়া নিগমমে দ্রষ্টাসূত্র বাদমে আয়া। সহস্রারঃ রিষ্টতে দ্রষ্টা ....ক্ষুদ্রক্ষুদ্রশ্বেতঃ....। ব্রহ্মশ্চ আত্মা সহস্রারঃ দৃশ্যতে দৃষ্টঃ। তব্ যবৃতক্ নেহি ধীরা স্থিরা গম্ভীরা, এই রস....। মূলাধারমে যব্ ধীরা স্থিরা গম্ভীরা আয়া, তব্ start তন্ত্র—কুলকুণ্ডলিনী। What is that ? ব্রহ্মাসুরা দৃষ্টান্তা দৃশ্যন্ত বুধা বুধাশ্চ ন নিবন্তে। ইধারসে হ্যম্ দেখেগা like শাম্ভবীমুদ্রা। শাম্ভবী মুদ্রা কি? দুনিয়ামে বাতাও, কোই নেহি শেকেগা। Demonstration দেকে দেখায়েগা। সম্মুখে দন্তস্থিরা .... দন্তস্থিরাব্যয়ঃ স্থিতলম্বশ্চ সহস্রারদিগম্বরঃ ন নিবদ্যেত শুভ্রসুতাবীনদুর্বারিম্। হাম্ এইছে হ্যায়, লেকেন দেখতা উধার। (হাত দিয়ে দেখিয়ে) এই সে করকে মেরুদণ্ড যাকে মূলাধারমে আয়া। দ্রষ্টা স্রষ্টা মৃষ্টা মৃগন্তা মৃগাণাং ন দৃশ্যন্তে ওঁ সত্তায় সত্তাবৃতঃ। মূলসূত্র, দ্বিজসূত্র, অনাদিসূত্র, আদিসূত্র, দৃষ্টান্তসূত্র, সমবায়সূত্র। মূলাধারসে সূক্ষ্ম সূত্র আত্মা ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়। এই ধারসে আকে আকে ধীরা স্থিরা আকে আকে আত্মস্থিত, রসান্বয়, নপ্তান্বয়, নবন্তর, সহস্রার। Then comes বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি। অজ্ঞেয়ঃ ন .... দত্ত স্বরূপায়। Not in the heart, but below the heart. সমর্পিতঃ দৃশ্যতে .... নবনির্বাচিতঃ ন নিবদ্যেত স ত্বং পরাৎ পরঃ পরশ্চ। That is called copulation. You cannot cross that thing. So long your existence, that is called মূলাধার, সহস্রার, কুলকুণ্ডলিনী। Two is within. Otherwise, you can't see বৃন্দাবনলীলা। আগম নিগম। তন্ত্র তন্ত্ররাজ সমাপ্তিপাদ যাজ্ঞবল্ক্যবৎ আনন্দবৎ। বৃষভায় ঋষিদুগ্ধং স্তন্যমানেন ন দৃশ্যতে পাপমুক্তঃ লোককারজিতং দৃষ্টা। That is a শাম্ভবী মুদ্রা। অপূর্বজনিতম্ আত্মস্থিতং নববৃন্দাবনম্। Sex. That is called প্রেম। দুইটা part : লেকেন touch করনে নেহি শেকেগা। ইস্‌কাএতনা vibration ! Vibration মে যাতায়াত হো যাতা হ্যায়্। In that stage, তন্ত্রকা finish, only প্রেমসে। Only নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। নিত্যশুদ্ধো নিত্যমুক্তঃ অভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ।। প্রেমরসালোড়নশ্চ দর্শনং দৃশ্যতে ন পাপঃ কৃষ্ণঃ আত্মা পরমপুরুষঃ। পুরুষ নয়; পুং মানে আদি। In the time of বৃন্দাবনলীলা, the same thing. শাস্ত্র all humbug. যাজ্ঞবল্ক্য, ডেরিয়ান, ধৃতরাষ্ট্র, নবকৃষ্ণ, রমত্রাণ, কৃষ্ণন্তর। ....আত্মযুতঃ কলিযুগঃ যুগশ্চ ন নিবন্তে। গীতা তো বাত্‌কা বাত্; উপনিষদ্ বলো। পরা আর অপরা তো same thing. আর যো বিদ্যা মহাজ্ঞান।

অভিদার টেপ্ থেকে দাদার গান

(এই গানগুলি সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। দাদা এই গানগুলি রচনা করেননি। কবিওয়ালাদের মতো মুখে মুখেও এগুলি রচিত হয়নি; মন-বুদ্ধির ফসল এরা নয়। দাদা গান শুরু করলেই আপনা থেকে তাঁর কণ্ঠে এগুলো প্রকাশ পেয়েছে। অথচ দীর্ঘকালের ব্যবধানেও একটি গান দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার যখন করেছেন, ভাষার কোন পরিবর্তন হয়নি। এই গানগুলির ভাষাকে প্রাচীন সংস্কৃত বলা যেতে পারে। কাজেই পাণিনির ব্যাকরণের ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। অনেক শব্দের অর্থ না জানার ফলে পূর্বাপর একটা সংগত অর্থ করাও প্রায় অসম্ভব। অথচ এগুলির যে গভীর অর্থদ্যোতনা আছে, তা চকিতে কিছু কিছু শব্দের সান্নিধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠে। টেপে দাদার কণ্ঠস্বরের অস্পষ্টতার ফলে গানগুলি উদ্ধার করার ব্যাপারে অনেক ভ্রম-প্রমাদ হয়েছে। তার ফলে অর্থবোধ আরো কষ্টসাধ্য হয়েছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতের কোন গবেষক এই গানগুলির মূল পরিশুদ্ধ ভাষা আবিষ্কার করতে পারবেন।)

(১)

ওঁ তৎ সৎ। ওঁ সত্যং পরং কি মহি। ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় নমস্তে ব্রহ্মতেজসে নমঃ। ওঁ শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণম্ আত্মা পরমারিষিতং ব্রহ্মায় দেবায় নমো রামচন্দ্রায় নমঃ। তেষাং সততং রূপং ধীহি যাম্য আদি নমো ব্রহ্ম শ্রীশ্রীআত্মা রামচন্দ্রায়। নমো নমো ঋতং পুরুষং দেহি নিত্যং পরমপুরুষ আদিব্রহ্মরামচন্দ্রায় ব্রহ্ম আত্মস্বরূপায় নয়দীপনয়নহারায় শিবভূতবৃন্দাবনজাতায় কাতব কান্তায় চ কৃদিবং (কৃজীবং?) শিবনকং হৃৎ কৃষ্ণং ধীহি নমো নমঃ। কেশবং হৃদ্বানং (ঋদ্বানং?) কেশাঙ্গরিয়ণং কে তব কান্তায় চ বৃন্দাবনং পৌরুষতং ধিষণাঙ্গনয়নং পুরুষতত্ত্বায় ব্রহ্মদেবস্বরূপায় নমঃ। এষ নমোঙ্গরিতনং কীর্তনাঙ্গরিতনং অভিভীষয়া কে তব কান্তায় রীশিবনয়নং (ঋষি—?) ধীপুরম্ আত্মস্বরূপায় নমো নমঃ। কে তরণং তত্ত্বাঙ্গশেষণং নারায়ণনরো বেদো নারায়ণঃ পরাৎপরঃ। নারায়ণপরো বেদঃ কৃষ্ণায় নমঃ রাম নমঃ চন্দ্রঃ।। ওঁ তৎ সৎ। ওঁ সতং পরং ধীমহি। ওঁ নমো .... ব্রহ্মতেজসে নমঃ। ওঁ শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণং সত্যং পরং ধীমহি। ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যআত্মায় পরমাত্মা পরমপুরুষং প্রাণারামো নমো নমঃ। ওঁ শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথায় কৈবল্যং শাশ্বতং শান্তম্। ভক্তিশক্তিপরমাত্মিকা প্রেমপীযূষপূর্ণায় সত্যরূপং নমো নমঃ। আত্মা তেষানাং যুক্তানাং সততং পুরুষং নমো নিলীদয়াঙ্গরিত্বম্ অধিকেনং কৃষ্ণং নবনং প্রাণারামদ্বিজনং ললিতং প্রীতবং তেষাং নয়নং ধীহি নমো নারায়ণ নমঃ। ওঁ শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণং বাদিবনাঙ্গরিষং কীর্তনং ধীযদং ধীহি নরনারায়ণং হরিং বিষ্ণুং প্রাণধনং প্রাণারাম।। অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দনম্। হংসং নারায়ণঞ্চৈব নামামৃতং জয় জয়।। অচ্যুতং কেশবং হরিং ধীযাং ধিষ্ণা ধৃষ্টতং জাগ্রতং পরমাত্মায়। নারায়ণপরো বেদঃ ইত্যাদি। কেশবং বিসরং পূর্ণপরীতাঙ্গদী কৃষ্ণ কেশবায় নমঃ। প্রাণায় ওঁ নমো নমঃ। ওঁ শ্রীশ্রীপ্রাণারাম নমঃ। ওঁ সত্যং পরং ধীমহি। ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য—ইত্যাদি। ওঁ শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথায় ইত্যাদি। ওঁ শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় মৃদুমধুরভাষিণে। সৌম্যশান্তাবতারায় তস্মৈব শ্রীগুরবে নমঃ। ওঁ শূন্যভাবিতভাবাত্মা পুণ্যপাপৈর্বিমুচ্যতে। নাম চিন্তামণিঃ ইত্যাদি। ওঁ শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় প্রাণারাম নমো নমঃ। হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি। নাম চিন্তামণিঃ ইত্যাদি। মনঃকরোতি পাপানি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ। ওঁ নমঃ প্রাণারাম নমো নমঃ। ['কৃদিবং' 'ত্রিদিবং' হতে পারে।]

(২)

[1973-র উৎসবের আগের দিন শেষ রাত্রে দাদার গান।]

ওঁ তৎ সৎ। ওঁ সত্যম্ ইত্যাদি, ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য—ইত্যাদি, ওঁ সত্যম্ ইত্যাদি, নাম চিন্তামণিঃ ইত্যাদি, ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য—ইত্যাদি। সাক্ষাদাত্মায় দ্বিজনং রূপত্রাহি নমো নমঃ। সাক্ষায় ব্রহ্মায় আত্মায় ব্রহ্মরূপং নমো নমঃ।। ওঁ সত্তভিরিত্তং (স্রষ্টা—?) ব্রহ্মা আনন্দায় ধৃষ্টায় নমঃ। কৃষ্ণায় গোস্বামী কৈবল্যনাথায় নমঃ। শান্তারিষং হৃদঙ্গরোধ্রকং তারকং গত্বায় উৎসবং কে .... ত্রাহি ত্রাহিনাঙ্গরিষং রূপং ধীহি নমো নমঃ। হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি। নাম চিন্তামণি ইত্যাদি। ত্রাহি ত্বং রম আত্মায়। কলের্দোষণং নিত্যং নাথায় ব্রহ্মরূপায় ব্রহ্মাত্মায় নিত্যং পুরুষমাদিঋষিং সত্যনারায়ণো নমঃ। অহো মহোনীতং হৃন্মং সুজলং সুফলং শীতলমাত্মায় গন্ধাবাপী ইদং ধীহি নঃ নমো নমঃ সত্যনারায়ণ নমঃ। ওঁ ধিষণাঙ্গহৃষণং (ধিবণং ?) নিভৃতং নিস্তরণতাঙ্গায় নিস্তরঙ্গাত্মশিবায় আত্মায় নমো নমঃ। কেশবায় নমো নমঃ। কিংকর কৃষ্ণায় নমো নমঃ। বৃন্দাবনং হৃন্মং শিবপৌরুষাঙ্গারিষং ধীহি কৈবল্যনাথায় নমং ধীহি (ধেহি?)। ওঁ সত্যনারায়ণ নমঃ। কে ত্যায় রূপং ধ্যেহি কৃপয়নাদিকং কৃষ্ণায় আত্মায় ধ্যেহি নিত্যং কৃষ্মায় অযুক্তপদ্মরিতনং শংখপদ্মরিতনং কৃষ্ণায় নমো নমঃ। ত্বমেব বিশ্বং কৃপং বিভূতং শিব অনঙ্গারিত্বম্ উৎসবং ধেহি নিত্যং প্রাণারাম। ঋষভায় অঙ্গং ধেহি দ্বিজনং সগুণং সত্রায়ণং গান্ধায়বো নমো আত্মং সত্যনারায়ণ নমো নমঃ। ওঁ তৎ সৎ, ওঁ সত্যং ইত্যাদি, ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য—ইত্যাদি, প্রাণারাম। (গানের শেষে বললেন, ৫০০ বছর আগের কণ্ঠস্বর।)

(৩)

ওঁ ব্রহ্মণি তমোভূতে ধিষণং সর্বণং পূর্ণং পাহি যোগিনং নমঃ। সর্বহৃদয়ং কারণং ভেতটং জগনং শিবনং ভূতলং নরকবোধনং ন হি ঈশ্বরং স্বরূপায় ইদং ব্রহ্মায় নমো নমঃ। ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী। রতিসুখসারে মতিমভিসারে মদনমনোহরবেশম্। বিনুমাহি কীর্তনবিভোর অমৃতময়ীং পুনঃ বাণীম্। নামসমাগমবিত্তবনিটয় শংখনক্তিবধারী। গোপীমনমোহন চম্বরবীজন জগদালম্বনধারী। নবদূর্বাদল মম

কুণ্ডলকিবম পুরুষশমধনকারী।। বৃন্দাবনানাম্ আত্মায়ং চরতি তব ঋষভায়ং কান্তমণিং যুবগিরিম্ অপসর সায়নং কেশব নয়ংধর বৃন্দাবনং ধ্যেহি নিত্যম্। পুরস্থিতং নয়ং ধ্যেহি নমো নারায়ণ কিংকরমহিতং আদিনিত্যং পুরুষোত্তমম্। ....রিতময় পীতবসনবীন নয়ন অঞ্জলিদীপঃ। কংসবিদায়মান—গরণাভিসৃজন কীর্ত্তন বোধনকারী।। কিংকরভুবসন পাহি বিষঙ্গয় ঈশনয়ন গিরিধারী। কিংকরভুবন বৃন্দাবনধন দেহি নিত্যং মুরারি। পূর্ণো মম শ্রীসুন্দরবিভ্রমদীপময়পদধারী।। শংখচক্রগদাপদ্মং ধৃত্বা ধ্যেহি নিত্যং পুরুষতত্ত্বানাম্। প্রকৃতিং শয়ানাং নীরূপাং .... তীর্থং সৃষ্টিস্থিতিম্ আত্মানং হৃদ্যং ব্রহ্ম নমো নারায়ণ হরে। ওঁ তৎ সৎ। ওঁ সত্যং পরং ধীমহি। ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য—ইত্যাদি। ওঁ শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথায় কৈবল্যং শাশ্বতং শান্তম্। ভক্তিশক্তিপরমাত্মিকাং প্রেমপীযূষপূর্ণায় সত্যরূপং নমো নমঃ। ওঁ আত্মানং ব্রহ্মাণং সিদ্ধা। ইদং ধ্যেহি নমো নারায়ণ হৃদি বৃন্দাবনশ্চায়ং নমো নমঃ। নারায়ণ আত্মা ঋষং জগতং দিধিসৃষ্টিস্থিতিং ত্বয়া। ইদং নবনং ধেহি, এষ কৈবল্যং পাহি, ত্রাহি ত্রাহি, নমো নমঃ। ওঁ তৎ সৎ। ওঁ আত্মানং ব্রহ্মাণং দৃষ্টং সচলং সদৃষ্টং ধ্যেহি সতংতমাত্মরূপা তেযাং .... দয়ো ব্রহ্ম ভবেৎ। (গানের শেষে বলেন, ৪০ বছর practice নাই।)

(৪)

[ভূমাতত্ত্ব নিয়ে গান।]

শিবনকং কাতরণ জায় কেবলো নবঃ রামচন্দ্র স্বরূপায়ং .... কে তব তরণং দীপঃ (ঈশ?) নিস্তরঙ্গসহিতং কেশবাত্মায় নারায়ণ। সত্যং ধ্যেহি পরমীশঃ। কেবলং নিয়তং প্রাণহরণং প্রাণসৃষ্টং দিগম্বরশিবং ওঁ সাক্ষায় কৃষ্ণায় নমঃ। নিস্তরঙ্গশিবং প্রাণারামনিয়তং দৃষ্ট্বা শাশ্বতং পুরুষঃ নিস্তরঙ্গধ্রুবঃ প্রাণারাম নমো নমঃ। কেশবায়োং শিষ্যতং কৈবল্যং দৃষ্টাবৃতং নিশ্চিন্নমনোবৃত্তায় নাথায় নমো নমঃ। কে তব বৃন্দাবনং প্রত্যক্ষায় নমো নমঃ। সৃষ্টিস্থিতি নাম নিত্যং সত্যনারায়ণভাবম্। নাদৃতম্ অধিস্থাস্থায় গম্ভীরায় মুরলীয়। কেশবায় চ কৃষ্ণায় গন্ধর্বমুরলীয়ং কান্তায় সধী। বৃন্দাবনং কেশবায় প্রাণস্বরূপায় কৃষ্ণায় নমঃ। পরপরণ আত্মায় কালিন্দীয়া বিজ্ঞাতায় শ্রাবণম্ অভিস্থাস্থাম কৈবল্যনাথ নমো নমঃ। ওঁ আবৃতং ধীহি কেশবং দৃষ্ট্বা মুক্তাঙ্গরশিবায় নমঃ, ওঁ সত্যায় সত্যনারায়ণ নমঃ। ....শংকরং শিবায় ধীমঃ। কেশব কিস মম গোলোক মম ধারী। কেশবং মনোময়ং কাতব কান্তায়ং হৃষীকেশং ধী মম কেশবায় নমঃ। ওঁ তৎ সৎ। ওঁ সত্যম্ ইত্যাদি, ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য—ইত্যাদি, ওঁ শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথায় ইত্যাদি, ওঁ শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায়, অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। বৃদ্ধাস্থায় নয়নং দৃশাদৃতং জগদাত্মায় অন্তরাসঙ্গং কেশবায় গোলোকায় সত্যনারায়ণ নমো নমঃ। [অত্যন্ত অস্পষ্ট। কাজেই প্রায় গোটাটাই ভুল উদ্ধৃতি বলে মনে হয়।]

(৫)

(অভিদা বলেন, নীচের গানটি আদিভাষার গান। দাদা বলেন, তাম্প্রিল। এটা সম্পূর্ণ মনাতীত অবস্থায় গীত। কিন্তু, আলো-আঁধারি অর্থব্যঞ্জনা বিস্ময়কর। বিশেষ করে লক্ষণীয়, 'অস্মান্ নয় পুষ' যা ঋগ্বেদে এবং উপনিষদে পাওয়া যায়।)

নানক (?) পিনকস্য ইদ মম পুরঃ জীবাস্তয় সুরদিব কান্তায় জীবায় শুভায় সুকান্ত নিব যাবত। সুরসমসুকত জীবনককিরণং সিকটনয়নক জীবন্তকপূর্ণম্। তীর্থকারণং দিবন্তা নিশা নিবনগ ভুবনকব নিবন্তায় শিরন্তায় হিরন্তায় দিবসুব আত্মস্থিতঃ স্থিতভুতঃ। টাকা না ৫০০ আমি মানি। বাংলা না। এই যদি খানিকটা কইর‍্যা দাও; তাইলে আমার আনন্দ। অভিদা ঃ সেটা কি বুঝলাম না। দাদা ঃ for my mother. কো বন নিক স আত্মস্থ ঃ ঋণভুবনং বিকসতা তিষ্ঠন্নয়ং দিববিভনপুরং কিংকরজনজীবনশোকন ঃ মৌনবিততুমরপুরণং বিভুদাঃ। নিশ গোপনশোভনং নিশায়য়ানন্দ ঃ বিততকিংকর ঃ দাবে দাবে দাবে নিশং পুরঃ। দামড়া। শোন্। বড় বড় ফুটানি মাইর‍্যো না এখানে। এতো বড়ো বড়ো একেকটা। বাইন্। যাইহোক্, আমরা সুখে আছি, ওনারে নিয়া সুখে আছি। অভিদা ঃ গানের এই classical আপনি যে করেন, classical লোকে বলে। এটা আসে কি করে? উনি গাইতেন? দাদা ঃ এইটা এমনিই চলছে। দেখ, যখন question উঠে what you people are doing. You don't know A, B, C, D of anything. And I tell you who are you, what are you talking ? You cannot talk anything. জিজ্ঞাসা কর্‌না গিয়ে। অভিদা ঃ না, সে তো বোঝা যায়; গান-টান তো এখন আর নেই। ....খাবেন কি? আপনি তো খানই না। এর পরে খাওয়া ছেড়ে দেবেন, মনে হচ্ছে। মন খাওয়াতে থাকে না; এতো ঠিকই। দাদা ঃ নয়নং লোকংকরণং

জীবংকয়বীজং নিত্যনবং কিংকরভোবাণীং কুল কিংকরদিব ঈশনয়নং নিবারণং শত মৃগশূরং নিবং আত্মস্থিতঃ নিবঃ অব্যয় আত্মপূরণং দিবো পরঃ। যখন...., পাগলা হইয়া যায়, mad. একদিন যদি শোন, mad. অভিদা : ভাষার তো! দাদা : বাংলা না। অভিদা : বাংলা তো নয়ই, আদি সংস্কৃত। কিছু একটা তো মানে হয়; নিজের আনন্দে গাইছেন। তার মধ্যে ওতো একটা প্রকাশ থাকবে। দাদা : আছে না? automatic. অভিদা : কথাটা, তার মানে তো একটা থাকবে? দাদা : মানি, মানি, মানি আছে। এদ্দিনে ওখানে থাকলে তো পাগল হইয়া যাইতো। ওতো মরবে! Man is mortal ; man মরে যাবে! আপনারা এইসব চেচামেচি করিয়া লাভটা কি? দিবো নয় মত জীবনয়ফুলং কো নাবকলতং নিবৃত্তিবিসূরণং নমোসুতং দিবোভূতং প্রিয়ংকায় আবদুলসুবর্ণলিম্। হায় ঠাকুর! তুইও ব্যাভা হ্যাভাই। টাকা নিয়া টিয়া হৈ-হল্লোর করা, এ করা। ....অভিদা : এ কি জেনে হয় নাকি? আপনি তো বলেন, কখন কী বলেন, জানেন না। শিবসুত গুণভূত বিভূত শোভনকর ইন্দ্রগুণভূত করুণং দিবংকরনয়ন ভূনমভূয়ত নিশং জীবনং সুবনং ঋত্বং জীবগুণ নমো নমো নিবতা শিব। একেবারে পাগল হৈয়া গেছে গিয়া, এই চোখটা। Am I correct or not ? আর এই বেটারা। এষা কুবনয়পুর কিন্তনময়ংকর ভীষতয়ংতোরণ তিষ্ঠয়াংকর ভুব শরণং বরণম অস্মান নয় পূষ পুরংগিয়া আত্মস্তত দিবক্কর রূপবহন। নয়ন ঈশ ভূপঃ (ভুবঃ?)। এই যে গান করেছে, কেউ জানে না। অভিদা : এ গান তো কারো সাধ্যি নেই। ভাষাই তো কেউ জানে না। ....দাদা : উনি আমাকে প্রণাম করেন না, এই যে ভদ্রলোকটা? বলে, দাদা....। যাবো, শরীরটা এখন খারাপ। অভিদা :—না, এটাতো কোন মানুষের ব্যাপার নয়! এই যে গান, এটা কোন্ সময়ের? সৃষ্টির প্রথমের। দাদা : একেবারে। কেউ বলতে পারবে না। অভিদা : সৃষ্টির আদি তো গোপাল-গোবিন্দ নাম। দাদা : অ্যাঁ, গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন। মধুময় বনয় কোরস।। আচ্ছা, ব্যাপারটা হইল কি জানিস্? কেউ জানে না; একেবারেই জানে না। তাম্, এই তাম্বিল। গোপাল গোবিন্দ হরি শ্রীমধুসূদন। বংশী বাজে যমুনার দূর বহু পুর।। কংকর নয়নতপ বিম্বাদনদুত। সুরনবগুণবর দিবনয়ং কৃষ্ণাস্ত্যয়নং বিভদুতং দদাশয়। কাকনকুলনয়ভুব। কিংকর তব নয় সুন্দরনীলবাস কুংকর আবরণ দিব তব সুপিনয় দিবো মম পুঃ। অভিদা : এতো আপনি বাংলায় করলেন? গোপাল গোবিন্দ নাম—এটা বাংলা নয়? দাদা : না, না, না। এইটা যখন নাকি ওনাকে দিয়া করাইছিল, তখন তাঁরাও জানে না। উনি তো আপন থেকেই। অভিদা : তখন Language-য়ের কোন ব্যাপার নেই। মহাপ্রভুর ও আছে, রামেরও আছে এইটা। দাদা : মহাপ্রভু! মহাপ্রভু ছিলেন। অভিদা : একেবারে প্রেম নিয়ে পড়েছিলেন। দাদা : উনি আমাকে শ্রদ্ধা করেন নাই? অভিদা : আপনিই তো ছিলেন মহাপ্রভু। ঐ যে জগবন্ধু বলে গেছে (কালোশ্যামকে), আমি যাঁকে স্মরণ করি, তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে। এই গন্ধটা পাবে। কলকাতাতেই আসবেন উনি। আর রাম বলেছেন, সর্বধর্মসমন্বয় এখান থেকেই হবে। এর নাম সত্যনারায়ণ দাদাজী। সত্যনারায়ণ কেউ জানে না। আমরা গোবিন্দ শুনেছি, মাধব শুনেছি। দাদা : অর্থ হইল কি, জানিস্? ওনার ইচ্ছা; এই যে; (মুখে আ-আ করে দেখালেন।) বুঝবি না; আর উনি যদিও দেখ্যা থাকেন, বল্যা থাকেন, কিচ্ছু বুঝতে পারবি না। অভিদা : কিছু বুঝতে তো হবে; আপনি কষ্ট করিয়া এতোদিন থাকলেন। দাদা : এই তো বলছে, নবনং নিবন্তায় আত্মস্তত : (-স্থিতঃ?) ন নিবন্তে। তোম্ এত্না কাম কাঁহেকো বোলা হ্যম্কো? হ্যম্তো এইসে বল্ দিয়া। Otherwise, manage করতা। মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর্যা বলছি, মা! এইটাকে ধর্যো না। অন্যান্য যাঁরা আছেন, তাঁদের দিয়া দাও। বড় ভাই আছেন। ওনাকে দিয়া দাও; একটা ছোটখাটো টুকরা আমাকে দাও। আমি এইসব কাজের মধ্যে ভালো লাগে না। অভিদা :—আপনি বলবেন, যাবো এইদিকে; যাবেন উল্টো দিকে। আপনার তো প্রেমের জ্বালা। দাদা :—দেখো, বিশ্বাস করো। স্বয়ং নারায়ণ; তিনি বলিয়া গেছেন। সে কিন্তু কোন কথায়, পারলো না তো সারা বিশ্বেতে। ....কৃষ্ণায় আনন্দমোহন দিষ্টং দেহং নবং পুস্তং ইমুকরণং গচ্ছৎ, বাবাকে বলি। ....আপনি কে? অনেকে বলে। বলি, আমি জানি না।

(৬)

['নিতাই গৌর সীতানাথ' গানটি বোধ হয় ১৯২৮-য়ে কবিরাজমশাইয়ের সামনে দাদা প্রথম গায়েন। এটাও একটা প্রকাশ। দাদা বলেন, এই গানটি যে বুঝবে, তার সব বোঝা হয়ে যাবে। এর মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব, ব্রজ, কৈবল্য, ভূমা সব প্রকাশ পেয়েছে। গানের পরে বলেন, ৫০০ বছর আগের কণ্ঠস্বর।]

নিতাই গৌর সীতানাথ মদনমোহন শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীমধুসূদন। গোপীজনবল্লভ গুরু কৃষ্ণ মাধব।

গোপাল গোবিন্দ হরি সত্যনারায়ণ।। কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।। সত্যব্রত কলিমুক্ত বিঘ্নবিনাশন। সত্যব্রত ভক্তিশ্রদ্ধা পূর্ণানন্দ ধন।। বিষ্ণুশর্মা সত্যনারায়ণ, বিষ্ণুপ্রিয়াং সত্যনারায়ণম্।। সত্যপীর সত্যধৈর্য সত্য সনাতন। সত্যমেব সত্যব্রত সত্য জনার্দন। সত্যব্রত সত্যব্রত সত্য নিরঞ্জন।। সত্যব্রত অবতার দৈত্য....। সত্যব্রত মহাভক্ত ঋণভ-তারণ। সত্যব্রত ভক্তরূপে বেদ উদ্ধারণ।। সত্যব্রত মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ হয়। সত্যব্রত রাজসূয় যজ্ঞসমাপন। সত্যব্রত শিবমুক্ত রাম নারায়ণ।। গোপাল গোবিন্দ হরি ত্রিলোক উদ্ধারিয়ে। সত্যনারায়ণ ধন দেন আগুলিয়ে।। ধর্ম সত্য জান সত্য বৃন্ধধন করে। ভাণ্ডারের ধন সবে....বিতরে। কী আনন্দ অবিরাম প্রেমে মাতাইয়ে।। (এরপরে সংস্কৃত শ্লোক যা অন্যত্র আছে।)

(৭)

রামৈব শরণং রামৈব শরণং রামৈব শরণং শরণ্যে। রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ শরণ্যে।। শরণাগতোয়ং শরণাগতোয়ং শরণাগতোয়ং শরণ্যে। প্রভু-কৃপা হি কেবলং কৃপা হি কেবলং কৃপা হি কেবলং শরণ্যে।। নমো রামায় নমো রামায় নমো রামায় শরণ্যে। নমঃ শ্রীগুরবে নমঃ শ্রীগুরবে নমঃ শ্রীগুরবে নমো নমঃ।। জয় রাম জয় রাম জয় রাম জয় রাম জয় রাম জয় রাম জয় জয় রাম। (এটা প্রতি উৎসবে গান করা হয়।)

(৮)

জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ, গোবিন্দ বলে সদা ডাকো রে।। ছাড়ো, রে মন, ভবের আশা, অজপা নামের করো নেশা।। হরিনাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম; অকর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে।।

(৯)

ব্রহ্মায় স্বরূপায়ভূতং বৃন্দাবনং প্রাণনং কুতুহলবচনং কীর্তনমেব নমো নমো ব্রহ্মায় ধৃতম্। ভজ রাধাকৃষ্ণ গোপাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো মুখে।। নামে বুক ভরে যায়, অভাব মিটায়, স্বভাব জাগায় শুধু মনে। হরি দীনবন্ধু চিরদিন বন্ধু জীবের চির সুখে দুঃখে।। ভজ, রে অন্ধ! চরণারবিন্দ দুস্তর মায়াবিপাকে। ভজ, মূঢ়মতি! অগতির সাথী, যাঁহার করুণা লোকে লোকে। লীলাময় হরি এসেছে নদীয়াপুরী রাধার পীরিতি লয়ে বুকে।। ওরে অন্ধ! ভজ গোবিন্দ, কৃষ্ণ গোবিন্দ বলো মুখে। হরে কৃষ্ণ হরে রাম বলো সবে অবিরাম, কৃষ্ণ গোবিন্দ বলো মুখে।

দাদার একটা পাঁজর-স্বরূপ ডঃ শ্রীবিভূতি সরকারের 'দাদাতত্ত্ব' থেকে কিয়দংশ।

গীতাতে মাত্র ২৭টি শ্লোক (শ্রীভগবান্ উবাচ। বাকী সব শংকর উবাচ।)। কে কাকে প্রণাম করে? মন, তীর্থসম—তীর্থক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, প্রেমক্ষেত্র, লীলাক্ষেত্র সব তো তোর দেহে মনেই রে। রূপটি দেখে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার নাম 'যোগ' অর্থাৎ হয়ে যাওয়া। কথাটা বুঝলি? বস্তুর মধ্যে রূপের প্রকাশ; তারপর রূপ থেকে অরূপে। আবার রূপ ও অরূপে যাওয়া-আসাই স্বরূপে থাকা; এটাই জন্মমৃত্যু। মনকে অন্তর্মুখী করতে হবে; তারপর অন্তর ও বাহির দুই-ই এক হয়ে যাবে। তখন তুমি সজাগ। তাঁর কৃপায় তুমি সবই করবে, আবার কিছুই করবে না। কর্ম বা ক্রিয়ার আগে একটা ইচ্ছা জাগে। তারপর কর্মের ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞান হয়। জ্ঞানের প্রকাশ কর্মে, কর্মের প্রকাশ জ্ঞানে। বিরোধ কোথায়? কর্মে জ্ঞানে একাকার হয়ে মহাভাবে মহারসে ডুবে যেতে হয়। দৃষ্টির বিশুদ্ধি না হলে কি মুক্তি হয়? প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুটোকে সমভাবে দেখতে না পারলে জীবনের সব কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হবে। দৃষ্টির বিশুদ্ধি হলে তুমি দ্রষ্টা হবে। কর্তা সাজতে যেও না। সমুদ্রের ঢেউয়ের জীবন; অহংকার কতক্ষণ? পরম তত্ত্ব সৎ বা অসৎ কোনটাই না। কুস্তি করে ভগবান্ লাভ হয় না। দেহীকে জানতে হলে অহংকার ও সংস্কার দূর করতে হবে সর্বপ্রথমে। তিনি তো দেহেই আছেন খণ্ড অবস্থায় অখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। খণ্ড বা জড়িত অবস্থাটা ঠিক কি রকম জানিস্? সমুদ্র আর তার ঢেউয়ের যেমন সম্পর্ক। দেহী যখন দেহ ছাড়েন,—তোদের ভাষায়,—তখন তাঁর সঙ্গে থাকেন কেবল বিবেক। বিবেকই একমাত্র দেহীর স্মরণ করায়। শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়ে কিন্তু এই বিবেকের কোন কিছু স্পর্শ করতে পারে না। আত্মা তো সবই; জীবে যিনি, অজীবও তিনি। এর আগেও এটমিক শক্তির প্রয়োগ জানতো দ্বাপরে। নোতুন কিছুই না। এমন ধরণের প্লেন (flying saucer) আগেও ছিল, এখনো আছে; অন্য গ্রহতেও। সেই গ্রহে তাদের speed বা গতি ঘণ্টায় ৪০/৫০

হাজার মাইল যায় শব্দহীন অবস্থায়। সোজা নামতে উঠতে পারে; Runway-র প্রয়োজন হয় না; Helicopter-য়ের মতো অনেকটা। মায়া বা যোগমায়া যাই বলিস না কেন, সেটারও অস্তিত্ব আছে। সেও শক্তির একটা প্রকাশ। তাহলে জগৎ মায়া হবে কি করে? যেটুকু আবার দেখিস্, তা যোগমায়ায় আবৃত হয়ে দেখিস্। যোগমায়ার প্রভাবে পড়ে মানুষ তাঁর রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ, একমাত্র এই পৃথিবীতেই তাঁর রসাস্বাদন করার অধিকার আছে মানুষের; আর কোন গ্রহে নেই, জান্‌বি। দর্শন হলে কি দেহ থাকে? গুরুগিরিতো প্রজাপত্তনের ব্যাপার। পরিবেশ মনে; বাড়াবাড়ি করলেই tax দিতে হবে। মহাজন ছাড়বে কি? প্রকৃতি যা দিয়েছে, তা কি মিথ্যা হবে? তিনি (মহাপ্রভু) তিলক কাটতেন কি? নারী দেখে দূরে থাকতেন কি? তিনি নিত্যানন্দকে ৫৮/৫৯ বছর বয়সে দুটো বিয়ে করার আদেশ দেন। গুরু আবার কে? প্রশ্ন যে করে, উত্তর সে দেয়, দুই-ই একজন। হ্যাঁ, জপ-ধ্যান যা তোরা বলস্, তার প্রয়োজন এক সময়ে আছে। কিন্তু কার ধ্যান করবো, কার জপ করবো, এটাতো আগে জানা দরকার। তারপর কিন্তু নাম নামী সব একাকার হয়ে যায়। তখন মহাভাব। তখন সবই পূর্ণ। আহুতি দিতে হবে নিজেকে। সেই যজ্ঞ করতে হবে নিভৃতে; দ্বিতীয় ব্যক্তি জানতে পারবে না। এতো অন্তরের ধন; নিধুবনে তিনি বিরাজ করেন। Correct অদ্বৈতভাবকে অদ্বৈতবাদ করতে দিয়ে অদ্বৈতকে সত্য সত্যই বাদ দিয়েছে জগৎকে মায়া মিথ্যা ইত্যাদি বলে। সংস্কৃত ভাষা মাত্র ৪/৫ হাজার বছরের। আর এখন সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চার শক্তিরই আবির্ভাব একত্রে হয়েছে। কি বল্‌বো ভাই। কিছুই কেউ বুঝলো না এবারও। সেই তো মহাভাব—দেহাতীত, অথচ দেহকে আশ্রয় করে থাকেন। যোগমায়ার শক্তি যখন মহান্ শক্তির রাজ্যে এসে পড়েন, তখন যোগমায়াও এক হয়ে মিশে যায় তাঁর সঙ্গে, সেই মহাশক্তিতে। তখন মহানামই সেই মহাশক্তি। একটি জীবেরও মুক্তি না হলে তাঁরও মুক্তি নাই। নিজেকে চট্‌কেই আনন্দ হয়। দেহের মধ্যে যিনি আছেন তোর মধ্যে, তাঁকেই চট্‌কাবি। দেহটাই তো পট, মন্দির। পাণ্ডবদের সময়ে এক রকম প্লেন ছিল, যার নাম 'নাড়ৎঝাম'।